VYAVASTHA-KALPADRUMA

A TREATISE

ON THE HINDU LAW

OF

INHERITANCE SUCCESSION PARTITION ADOPTION
MARRIAGE AND STRIDHAN

BY

JOGENDRA NATH BHATTACHARJYA M. A. B. L.

CALCUTTA.

Published by the Manager Hindu law press No. 81
College Street Calcutta.

1884

PREFACE.

There is not at present any work on Hindu Law in the vernacular of the country ; and even native lawyers and judges have therefore no other alternative than to rely on the works of English authors for a knowledge of the law of their own country. A great deal of time is thus wasted ; and the knowledge which is after all acquired is far from being thorough or accurate. Hindu Law has its basis in the texts of Manu, Jagnyavalkya and other holy sages. By studying these texts in original, a knowledge of Hindu Law is acquired with the greatest possible facility. The whole law of Inheritance is contained within the following Sloka of Jagnyavalkya.

পত্নী দুহিতর শ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ ॥
এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্যাতস্যহ্যপুত্রস্য সর্ব্ব বর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ ॥

If the above Sloka is got by heart with the explanations given in the Dayabhaga and the Mitakshera then the Law of Inheritance according to our Shasters is remembered beyond the possibility of forgetting.

Then again the law of adoption which is so puzzling, not only to the student, but to the practical lawyer, may be said to be contained within a nutshell. If the following few texts be carefully studied a knowledge of the subject is acquired which is of far greater practical use than anything that can be learnt by reading Englsh text books.

"অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ" ॥—অত্রিঃ।
"নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা। বশিষ্ঠঃ।
"নস্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা। অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ" ॥—ঐ

"পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহুয়
রাজনি নিবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে
ব্যাহৃতিভির্হুত্বা অদূর বান্ধবং বন্ধু সন্নিকৃষ্ট মেব
গৃহ্নীয়াৎ" ॥— বশিষ্ঠঃ
গোত্র রিকৃথে জনয়িতু র্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ।
গোত্র রিকৃথানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা" ॥—মনুঃ।
"ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেষু কর্ত্তব্যঃ পুত্র সংগ্রহঃ।
তদভাবেঽসপিণ্ডে বা হন্যত্র তু নকারয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়াণাং সজাতৌ বৈ গুরু গোত্র সমে পিবা।
বৈশ্যানাং বৈশ্য জাতিষু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু ॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং জাতিষ্বেব নচান্যতঃ।
দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ ॥
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ ক্বচিৎ" ॥—শৌনকঃ ॥
"দত্তাদ্যা অপিতনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
আয়ান্তি পুত্রতাং সম্য গন্যবীজ সমুদ্ভবাঃ ॥
পিতৃ গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবী পতে।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ ॥
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যুরন্যথা দাস উচ্যতে ॥
ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ ন দত্তাদ্যাঃ সুতাঃ নৃপ।
গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেৎ" ॥—কালিকাপুরাণং।

It is hardly necessary to point out the advantage which the student as well as the practical lawyer derives by knowing such texts as the above in original, with the necessary explanations. If the original Slokas are remembered then nothing is easier than to remember the different interpretation put upon them by the authoritative writers of the differents schools; but without knowing the texts in original it is next

to impossible to know in what respects the several schools of Hindoo Law differ.

Any one who wishes to acquire a thorough knowledge of Hindu Law must read the Daybhaga, Mitakshara and other authoritative works with the light of commentaries and with the light of the explanations given in the course of their teaching by the learned pundits of the country. He must then read the reports of the cases on Hindu Law decided by the superior Courts of Judicature. To do all that being impossible for the ordinary reader or practitioner, it appeared to me that a book, written in the vernacular language of the country, with the texts of holy sages in original Sanskrit and with the rulings of the Privy Council and of the several High Courts of Judicature in India cannot fail to be of use even to those acquainted with English.

Hindu law books must be interpreted according to the principles and maxims recognized by Hindu Jurists. But there is no book in the vernacular or in English which systematically deals with such rules and maxims. It therefore happens that questions relating to Hindu Law are often argued in the Law Courts in a manner altogether foreign to the ideas of the Hindu Jurists whose works form the basis of that law It may be thought desirable to write a book specially dealing with those rules and maxims. In my present work I have not been able to do more than referring to them in discussing some unsettled questions on Hindu Law.

I have quoted most of the leading cases on Hindu Law; and in doing so I have wherever possible referred to the original reports. In some few cases I have been obliged to rely solely on the authority of English texts writers. If notwithstanding all the trouble I have taken to ensure accuracy I have, as is not unlikely, sometimes fallen into error I can say only that.

"প্রায়েন মুহ্যন্তি হি যে লিখন্তি"

Mitakshera intro Chap II.

Before concluding I must acknowledge that I have adopted the order of succession of Bandhus under the Mitakshera Law proposed by Pundit Rajcomar Sarvadhikari in his admirable work on Hindu Law. I have differed from the learned Pundit only as to the interpretation of the text of Bridha Satatapa Pundit Sarvadhikari interprets the Slokas, enumerating the different kinds of Bandhus,by interpolating certain words which completely change the meaning of the Sloka. But it ought to be remembered that অধ্যাহার (interpolation)is allowed only where it is warranted by the আকাঙ্খা (scope) of the sentence as indicated by the necessity of grammatical construction or the establishing of harmony with other texts. Bhatta Pada says

"প্রমানবন্ত্য দৃষ্টানি কল্পানি সুবহুন্যপি" ।

But unless there is clear authority interpolation would not be allowed "অধ্যাহার কল্পনা গৌরবাৎ।"

In the English Appendix at the end of the book there are a few Notes on some of the most important questions of Hindu Law. I have ventured in some few instances to reopen questions which are now settled by the decisions of the superior Courts of Judicature. To have done so must be considered as an unpardonable presumption ; all that I have to say is that I have in no case hazarded any opinion for which there is not clear authority in the original works which must be considered as the primary basis of Hindu Law.

Bardwan
December
1883. } JOGENDRA NATH BHATTACHARYA.

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়।

অনুক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্বাহ প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়।

দত্তক প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদস পরিচ্ছেদ।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

অণুক্রমণিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্বাহ প্রকরণ।

সূচীপত্র।	পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়।

দত্তক প্রকরণ।

সূচীপত্র।	পৃষ্ঠা।
সুন্দরকুমারী বঃ গদাধর তেয়ারি 7 M I A 64	৮৫
ভুবন ময়ি বঃ রাম কিশোর 10 M I A 279	৮৫
যমুনা বঃ বামাসুন্দরী 3 I A 72	৮৬
পরমানন্দ বঃ উমাকান্ত 4 S D 318	৮৬
গৌরনাথ চৌধুরী বঃ অন্নপূর্ণা S D of 1852	৮৬
মহেন্দ্র বঃ রুক্মিণী ব্য, দ, ৮১৪	৮৬
শ্যামলাল বঃ সৌদামিনী 5 B L R 362	৮৭
বামন দাস বঃ তারিনী 7 M I A 190	৮৭
রাম সুন্দর সিংহ বঃ সর্ব্বাণী দাসী 22 W R 121	৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দত্তক দানাধিকারী।

হর সুন্দরী বঃ চন্দ্র মনি Sevs 738	৮৭
তারামনি বঃ দেবনারায়ণ রায় 3 S D 387	৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিরূপ বালক দত্তক হয়।

গোকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B L R 405	৮৮
চিনাগোন্দন বঃ কুমার গোন্দন 1 Mad H C 54	৮৯
হনুমান তেয়ারি বঃ কিরাই 2 All 164	৮৯
রঘু বাই বঃ ভগীরথ বাই 2 Bomb 379	৮৯
উপেন্দ্র লাল বঃ শ্রীমতি 1 B L R A C 221	৮৯
জানকী বঃ গোপাল 2 Cal 365	৮৯
মানিক চন্দ্র দত্ত বঃ ভগবতী দাসী 3 Cal 443	৮৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দত্তক রহিতের নালিস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃত্রিম পুত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুধনাধিকার।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

দশম পরিচ্ছেদ।

মাতামহাদি ধনাধিকার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়।

বালধন শরীর রক্ষণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবিভক্ত পরিবার।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়।

উইল।

অষ্টম অধ্যায়।

দেবসেবা এবং দেবত্র সম্পত্তি।

নবম অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভাগ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবম অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিভাগানধিকারী।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিভাগ-প্রণালী।

দশম অধ্যায়।

বর্ত্তন।

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র।	পৃষ্ঠ।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিতাক্ষরা মতে সগোত্র সপিণ্ডাদির অধিকার।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিতাক্ষরা মতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ড অর্থাৎ বন্ধুর অধিকার।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দায়ভাগ মতে পুংধনাধিকার ক্রম।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দায়ভাগ মতে পুংধনাধিকার বিচার।

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পত্নী দুহিতা প্রভৃতির অধিকার বিচার।

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা

সূচীপত্র।	পৃষ্ঠা।
রাইচরণ পাল বঃ পিয়ারিমণি 3 B. L. R. 70	২৫২
রাজলক্ষ্মী দেবী বঃ গোকুল চন্দ্র চৌধুরী 2 P. C. J. 519	২৫২
নন্দলাল বঃ বলাকি বিবি S. D. of 1854 p 367	২৫৩
গোলক মণি বঃ কৃষ্ণ প্রসাদ S. D. of 1859	২৫৩
শ্যামাসুন্দরী বঃ যমুনা চৌধুরাণী 2 W. R. 86	২৫৩
রাধামোহন বঃ রামদাস 24 W. R. 86	২৫৩
জয়মুরত বঃ বলদেব সিংহ 21 W, R, 444	২৫৩
গোবিন্দ মণি বঃ সামলাল B, L, R, S, Vol p 48,	২৫৩
প্রাণপতি বঃ পুরণ কুঙার S, D, of, 1856, 494	২৫৪
শ্রীনারায়ণ মিত্র বঃ শ্রীমতি কৃষ্ণ 11 B, L, R, 171	২৫৪
বিহারি লাল বঃ মধুলাল 13 B, L, R, 222	২৫৪
মনিরাম বঃ যদুবংশ 9 W R 284	২৫৫
ফুলচাঁদ বঃ রঘুবংশ 9 W, R, 108	২৫৫
মতিরাম বঃ গোপাল সাহু 11 B, L, R, 416	২৫৫
কামিক্ষা প্রসাদ বঃ জগদম্বা 5 B. L. R. 508	২৫৫
লালজিৎ পাণ্ডে বঃ শ্রীধর পাণ্ডে 13 W R 457	২৫৫
ললিত পাণ্ডে বঃ সরদার দেবনারায়ণ সিংহ 3 B L R 176	২৫৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিমুমনি বঃ নিবারন চন্দ্র গুপ্ত 9 I L. R. 154	২৫৮
রামনাথ তলাপত্র বঃ দুর্গাসুন্দরী 4 Cal 550	২৫৯
অমৃত লাল বসু বঃ রজনী কান্ত 2 I A, 113	২৫৯
ছুট্টুলাল বঃ চন্নুলাল 22 W. R. 496	২৬০
বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষণ 8 Bomb,	২৬১
গোকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B L R 405	২৬১
লালা যতিলাল বঃ দুরানি B. L. R, 5 Vol 67	২৬৩

সূচীপত্র। পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীধন স্বরূপ নির্ণয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

TABLE OF CONTENTS.

CHAPTER I. INTRODUCTION.

CHAPTER III,

MARRIAGE

CHAPTER IV

CHAPTER V.

CHAPTER VI.

CHAPTER VII.

CHAPTER VIII.

CHAPTER IX.

CHAPTER X.

CHAPTER XI.

CHAPTER XII.

CHAPTER XIII·

CHAPTER XIV.

APPENDIX.

অনুক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল নির্ণয় এবং বিষয় প্রয়োজনও সম্বন্ধ বিচার।

১। আর্য্যগণের মতে ব্যবহার শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, গৃহস্থ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সকল শাস্ত্র বেদমূলক; বেদ নিত্য অর্থাৎ অনাদি এবং অভ্রান্ত; সুতরাং বেদবিহিত বিধি সমূহের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে; কিন্তু বেদ অভ্রান্ত, ইহা যিনি স্বীকার না করেন তাহাকে আর্য্যগণ বিধর্ম্মী বলিয়া থাকেন। যদিও আর্য্যগণ, তর্ক স্থলে, ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক যাবদীয় বিধি শ্রুতিমূলক বলিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সকল স্থলে নব্য ব্যবহার শাস্ত্রের শ্রুতিমূলক বাচনিক প্রমান পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্য্যদিগের যেরূপ বিশ্বাস তাহাতে শ্রুতিমূলক না হইলে কোন বিধির প্রামানিকতা স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রুত্যুক্ত প্রমান প্রাপ্ত না হইলে আর্য্যস্মার্ত্তগণ শ্রুতিকল্পনা করিয়া থাকেন। আর্য্যস্মার্ত্তগণ বলেন বেদ অতি বিস্তীর্ণ; সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করা কাহার পক্ষে সম্ভব নহে; যে বিধি যুক্তি বা দেশাচার সম্মত তাহা বেদে নাই এমত কদাচ বলা যাইতে পারে না; বরং দেশাচার বা ন্যায়ানুসারে যে বিধি উপপন্ন হয় তাহা বেদের মধ্যে আছে ইহা কল্পনা করা সংগত। পাশ্চাত্যগণ যে হোলাকা উৎসব করিয়া থাকেন তাহার শ্রুত্যুক্ত কোন

Hindu law is founded on the Vedas.

Vedas infallible.

When there is no express text it is usual to take for granted the existence of a text in the Vedas.

প্রমান নাই; কিন্তু আর্য্যস্মার্ত্তগণের মতে "হোঁলাকা কর্ত্তব্যা" এই শ্রুতিকল্পনা করা উচিত।

The necessity of admitting the infallibility of the Vedas.

২। ফলতঃ প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ একটী মূল শাস্ত্রের প্রামানিকতা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার না করিলে উপায়ান্তর ছিল না। পণ্ডিতগণ যত দিন প্রাচীন শাস্ত্রের বিরোধী না হন, পণ্ডিতগণ যত দিন প্রাচীন শাস্ত্রের মান রক্ষা করেন, ততদিন সাধারণ লোকের শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি থাকে; ততদিন কেহ শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র ভ্রান্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ সকলে যদি স্ব স্ব মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সাধারণ লোকের শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা হয়; এবং সকলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবার সম্ভব হয়। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ প্রায় কেহ প্রাচীণ শাস্ত্রের অবমাননা করিতে সাহসী হন না; যিনি নূতন মত সংস্থাপন করেন তিনিও প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামানিকতা স্বীকার করেন।

Explanation of the circumstances which led to the recognition of the Vedas as infallible

মানবং সমাজের প্রাচীন তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য বা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সহজে অনুভব হয়; ক্রমশঃ সেইসমুদায় নিয়ম বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্ববাদি সম্মত দেশাচার হইয়া উঠে; পরে বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইলে সেই সমস্ত নিয়ম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়; এবং কাল সহকারে সেই গ্রন্থ অভ্রান্ত অনাদি বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় যে সমুদায় নিয়ম এইরূপে সংস্থাপিত হয় তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ব্যতীত উপলব্ধি হয়না। প্রায় সকল দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ক নিয়ম প্রচলিত আছে; কিন্তু বিবাহের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইলে

প্রকৃত উত্তর* দেওয়া সহজ নহে। এতদ্দেশীয় পণ্ডিত গণ বলিয়া থাকেন যে বিবাহ একটি সংস্কার; বিবাহ জনিত সংস্কার ব্যতীত শরীর শুদ্ধ হয়না; এবং ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার হয় না। বস্তুতঃ যে উদ্দেশে প্রাথমিক অবস্থায় উদ্বাহ বিধি প্রচলিত হয়, সমাজের উন্নত অবস্থায় তাহা বোধগম্য হইবার উপায় থাকেনা। বিবাহবিধি প্রচলিত হওয়ায় সমাজ বদ্ধমূল হয়; কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি হয়; অসভ্যাবস্থাজনিত দুর্ব্বৃত্ত স্বভাব দমিত হইয়া লোক সাধারণ শাসনার্হ হয়; বংশমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত উচ্চ বংশীয়গণ উৎসাহশীল এবং পরিশ্রমশালী হয়; শিশু সন্তানের লালন পালন নিমিত্ত স্ত্রীগণ পুরুষের সহায়তা প্রাপ্ত হয়; অপত্যস্নেহ এবং পারিবারিক সুখভোগ ইচ্ছা বলবৎ হওয়ায় ক্রমশঃ সমাজ দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ মূল হয়। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের আপাততঃ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বিবাহ বিধি অথবা অন্যান্য সামাজিক নিয়মের লৌকিক উদ্দেশ্য আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে সগোত্র এবং সপিণ্ডকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ; প্রায় সকল দেশে এইরূপ নিকট সম্বন্ধি কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু এই নিষেধের লৌকিক উদ্দেশ্য কি তাহা আপাততঃ সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে উপলব্ধি হওয়া কোনমতে সম্ভব নহে। আমাদের এক্ষণে বোধ হয় যে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম আছে তাহা অবশ্যম্ভাবী; শাস্ত্রে বহুকাল হইতে বিশেষরূপে নিষেধ না থাকিলে সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারিত এরূপ সহসা অনুভব হয় না। ফলতঃ যে উদ্দেশে শাস্ত্রকার-গণ নিকট সম্বন্ধি কন্যা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন তাহা

সাধিত হইয়াছে; সুতরাং আর সেই বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য কি তাঁহা এক্ষণে বোধগম্য হয়না। যতদিন বেণ্টাম সাহেব উক্ত বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য প্রতিপাদন না করিয়াছিলেন ততদিন কেহ প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বেণ্টাম সাহেবের মতে যেরূপ সম্বন্ধস্থলে একত্র বাস করা প্রথা আছে সেইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষ গণের দাম্পত্যসম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকা কোন ক্রমে উচিত নহে

In the primitive stage it is not possible to place the science of law or morality on any other foundation than the revealed scriptures

শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমূহের প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে অলৌকিক হেতু নির্দ্দেশ করিতে হয়; লোকের যাহাতে সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় এরূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে অগত্যা বলিতে হয় যে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে; সুতরাং এই নিয়ম প্রতিপাল্য। লৌকিক হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে প্রচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভর ব্যতিরেকে অন্য উপায় থাকেনা; সুতরাং কোন বিশেষ প্রাচীন শাস্ত্র অনাদি, অভ্রান্ত, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে সময়ে সাধারণ লোক সকলে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে, তখন শাস্ত্রীয় বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে সক্ষম হইলেও সাধারণ লোককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না; বেদে এইরূপ বিধান আছে বেদ অনাদি অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য ইহা বলিলে সকলে বুঝিতে পার; কিন্তু লৌকিক উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বলিলে সেই বিধান অনুসারে কার্য্যকরা কর্ত্তব্য এমত অজ্ঞ লোকদিগের সহসা বোধ হয় না।

লৌকিক উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিলে ভিন্নমত হইয়া শাস্ত্রের গৌরব হানি হইবেক এই বিবেচনায় পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সকল বিষয়ে অলৌকিক হেতু নির্দ্দেশ করা প্রথা হইয়া উঠে; ক্রমশঃ সংস্কার দৃঢ় হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রের

গৌরব এত বৃদ্ধি হয়, যে কেহ প্রকৃত হেতু বুঝিতে পারিলে তাহা উল্লেখ করিতে সাহসী হয়না ; অথবা চিরসংস্কার বশবর্ত্তী হইয়া সেই হেতুর প্রাধান্য স্বীকার করে না।

Some of the precepts sanctioned by the Vedas declared obsolete in the present age

৩। যে কারণে হউক আর্য্যধর্ম্মের মূল বিশ্বাস এই যে বেদ অভ্রান্ত এবং নিত্য ; পরন্তু যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস তাহারা শাস্ত্র বিহিত গবালম্ভন, নিয়োগ ধর্ম্ম, ক্ষেত্রজাদি পুত্রের পুত্রত্ব নিষেধ করিয়াছেন ; এবং কোন কোন স্থানে আর্য্যস্মার্ত্ত গণ সমাজ রক্ষার নিমিত্ত এই সকল রহিত করা আবশ্যক ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। আদিত্য পুরাণের যে বচনে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার, দেবর কর্ত্তৃক সুতোৎপত্তি, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, মধুপর্কে পশুবধ প্রভৃতি নিষিদ্ধ আছে তাহার শেষ ভাগে উক্ত আছে যে

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥"

The doctrine of utility recognized by Hindu Jurists in some cases

ফলতঃ আর্য্যস্মার্ত্তগণ ধর্ম্ম শাস্ত্র সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সামাজিক মঙ্গল বর্দ্ধন হেতুত্ব অনেক স্থানে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; এবং সকলস্থলে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও সমাজের মঙ্গল বর্দ্ধনকরা তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও শ্রুতিকল্পনা করা, শ্রুত্যুক্ত বিশেষ প্রমাণ থাকিলেও কলিযুগে তাহা নিষেধ করা ইত্যাদি কেবল কৌশল মাত্র। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য মূল না থাকে, তাহা হইলে শ্রুত্যুক্ত প্রমাণাভাবে শ্রুতিকল্পনা কিরূপে করা যাইতে পারে ; এবং যে শ্রুতিকল্পনা করা যায় তাহা অভ্রান্ত বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আর্য্যস্মার্ত্তগণ এইরূপ কৌশলের দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন ; অথচ

সময়ে সময়ে, নূতন মত সংস্থাপন অথবা প্রাচীন মত রহিত করিয়াছেন।*

The necessity of reconciling conflicting texts in the holy institutes

৪। সামাজিক মঙ্গল সাধনত্ব নীতিশাস্ত্রের মূল ইহা যদি স্বীকার করা যায়—অর্থাৎ বেদ অথবা অন্য কোন শাস্ত্রসম্মত হউক বা না হউক যে নিয়মানুসারে সকলে কার্য্যানুবর্ত্তী হইলে সামাজিক মঙ্গল সাধন হয় সেই নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য ইহা যদি স্বীকার করাযায়—তাহা হইলে প্রাচীন কুপ্রথা রহিত অথবা আবশ্যক মতে নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রুতিকল্পনাদি করিয়া বহুক্লেশে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিবার আবশ্যক হয় না। নিয়োগ ধর্ম্ম এবং বিধবা বিবাহ সমন্ধে শাস্ত্রকার দিগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত আছে; আধুনিক আর্য্য পণ্ডিত গণ কষ্টকল্পনা করিয়া সেই বিরোধ নিরাস করিবার চেষ্টাকরেন; কেহ বলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ; কেহ বলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না। যদি কেবল শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না। সামাজিক মঙ্গল সাধন ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে এইরূপ বিতর্কের কোন কারণ থাকেনা।

বেদ এবং সংহিতাদিতে যে সমস্ত বিধি আছে তাহা তৎকালীন দেশাচার মূলক ইহা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মত আছে তাহা মীমাংসা করিবার আবশ্যক হয় না; বরং ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে সকল দেশে সকল সময়ে একরূপ আচার প্রচলিত থাকেনা। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেশাচার মূলক যে সমস্তগ্রন্থ লিখিত হয় তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ মত থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব; এবং সেই সমস্ত বিরোধ

ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রাচীন বেদ সংহিতাদি মূলক বলিলে এই সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন না করিলে উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু যদি বলাযায় যে ধর্ম্মনীতি বেদ অথবা কোন গ্রন্থমূলক নহে; যে নিয়ম অনুসারে সকলে কার্য্য করিলে সামাজিক মঙ্গল বর্দ্ধন হয় এবং অমঙ্গলের হ্রাস হয় তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মত সমুহ মীমাংসা করিয়া একবাক্যতা করিবার আবশ্যক হয় না।

The doctrine of utility can be recognized as the foundation of law and morality when the mass of the people learn to think for themselves and when there is a settled constitutional government.

৫। যতদিন সমাজ বদ্ধমূল না হয়, যত দিন লোকবিদ্বিষ্ট কার্য্য করিতে সকল লোকে ভীত না হয়, তত দিন একটি প্রাচীন শাস্ত্র অভ্রান্ত, বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে অনেক মঙ্গল হয়। আপামর সাধারণ সকল লোকের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইলে সকলে চিন্তা করিয়া কোন কার্য্য সমাজের হিতজনক এবং কোন কার্য্য সমাজের অনিষ্ট জনক তাহা বুঝিতে পারে; কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সকলে ঘৃণা করিবে, এই ভয়ে কেহ সমাজের উন্নত অবস্থায় লোক বিদ্বিষ্ট কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় লোকদিগের মধ্যে কোন কার্য্য সৎ বা কোন কার্য্য অসৎ তৎসম্বন্ধে স্থিরমত থাকে না; ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে অতি আধুনিক সময়েও, ধর্ম্মের নাম করিয়া, অনেক ধূর্ত্ত লোক নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে; অথচ তাহাদিগের কার্য্য তৎকালে লোক বিদ্বিষ্ট বলিয়া ঘৃণিত হয় নাই। ফলতঃ যতদিন জ্ঞানের বিশেষরূপে চর্চ্চা না হয় তত দিন ধূর্ত্ত এবং ক্ষমতাশালী লোকগণ যে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এতাদৃশ অবস্থায় একটী প্রাচীন শাস্ত্র অনাদি অভ্রান্ত বলিয়া সাধারণের মধ্যে পরিগণিত হইলে

বিশেষ মঙ্গল হয়; তাহা হইলে অতি ধূর্ত্ত ধর্ম্ম প্রচারক অথবা অতি ক্ষমতাশালী নরপতি সেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। আমাদিগের দেশে কোন রাজার রাজত্ব বহুকাল স্থায়ী হয় নাই; রাজ শাসনের আধিপত্য কখন বদ্ধমূল হয় নাই; প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য না হইলে এতদ্দেশে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমাদিগের দেশে কেবল এক শ্রেণীর লোক শাস্ত্রনুশীলন এবং শাস্ত্র চিন্তা করিতেন; ব্রাহ্মণগণ বেদসংহিতাদি অভ্রান্ত বলিয়া তৎকালে স্বীকার না করিয়া সকলে স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা হইত তাহা বলা যায় না।

যে পরিমাণ সামাজিক উন্নতি হইলে মঙ্গল সাধনত্ব নীতি শাস্ত্রের মূল বলিয়া প্রচার করা সম্ভব হয়, আর্য দিগের মধ্যে সেরূপ সামাজিক উন্নতি কোন কালে হয় নাই। আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক কোন কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যে কারণে হউক বেদ অভ্রান্ত এবং নিত্য বলিয়া যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করিয়া নীতি শাস্ত্রের অন্য মূল সংস্থাপন করিতে কেহ সাহসী বা সমর্থ হয় নাই।

Law and morality being equally founded on the Vedas the province of the two sciences not distinguished in Hindu Law-

৬। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে নীতি শাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি বেদ মূলক; সুতরাং আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে আমাদিগের শাস্ত্র-কারদিগের মতে নীতি শাস্ত্র এবং ব্যবহার শাস্ত্র স্বতন্ত্র নহে। বস্তুতঃ প্রাচীন সংহিতাদিতে নীতি শাস্ত্র ব্যবহার শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত একত্র আলোচিত আছে; পরন্ত আধুনিক সংহিতা এবং সংগ্রহ গ্রন্থে আচারকাণ্ড ব্যবহার কাণ্ড

স্বতন্ত্র প্রকরণে উক্ত আছে। কিন্তু কি কারণে শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার প্রকরণ স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম সমূহ অবশ্য প্রতিপাল্য; কোন কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা দণ্ড করিতে পারেন এইরূপ উক্ত আছে। কিন্তু সকল স্থলে রাজা দণ্ড করিবেন এমত স্পষ্ট বিধান নাই; কোন কোন স্থলে কেবল পাতিত্য হয় বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এইরূপ নিন্দাশ্রবণ আছে মাত্র। আমাদের শাস্ত্রানুসারে পত্নীর আভরণ স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য; কাত্যায়ন বলেন।

নভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরস্তথা।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥
যদিহ্যেকতরোমীষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ।
সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ সঃ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ॥

কাত্যায়নের মতে স্ত্রীধন অপরহণ করিলে রাজা দণ্ড করিতে পারেন; বস্তুত আভরণ আদিতে পত্নীর স্বত্ব স্বীকার করিলে, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, যে পত্নীর আভরণাদি কেহ বলপূর্ব্বক লইলে তাহার দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু বিষ্ণু বচনে কেবল এই মাত্র উক্ত আছে যে বিধবার আভরণ দায়াদগণ লইলে পতিত হয়।

"পত্যৌজীবতি যঃস্ত্রীভি রলঙ্কারো ধৃতোভবেৎ।
নতং ভজেরণ দায়াদা ভজমানাপতন্তি তে॥

The distinction between precepts which are optional and injunctions which are mandatory

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের মতে যে বিধিতে নিন্দা শ্রবণ আছে তাহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য; এবং যে বিধিতে কেবল ফল শ্রুতি আছে তাহা কাম্য। কেবল ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহে নিন্দা শ্রবণ আছে এমত নহে; আচার সংক্রান্ত অদৃষ্টার্থ নিয়ম সমূহে অনেক স্থলে নিন্দাশ্রবণ আছে। একাদশীর উপবাস না করিলে নিন্দা উক্ত

আছে ; সুতরাং আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে একাদশী অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ যে সকল বিধিতে নিন্দা শ্রবণ আছে, সেই সমস্ত ব্যবহার বিষয়ক এমত বলা যাইতে পারে না।

Law and ritual dealt with in separate chapters in the later works

আধুনিক আর্য্য স্মার্ত্তগণ ব্যবহার শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু কোন লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করেন নাই। ফলতঃ আর্য্যস্মার্ত্তগণ ব্যবহার শাস্ত্র বেদমূলক বলিয়া থাকেন ; সুতরাং লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ করিলে, আর উক্ত শাস্ত্রের বিধি সমূহের বেদমূলকতা স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না।

সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে, প্রজাসমূহের শরীর এবং সম্পত্তিগত স্বত্ব নিরূপণ ও রক্ষার নিমিত্ত, কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন আবশ্যক হয় ; সেই সমস্ত নিয়ম আইন বা. ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভবী বলিয়া বোধ হয় ; সেই সকল নিয়ম দেশাচার গণ্য হইয়া উঠে ; এবং কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে দেশের শাসনকর্ত্তা বা কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই নিয়মানুসারে বিবাদ মীমাংসা করেন। ক্রমশঃ সেই সমস্ত নিয়ম শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় ; এবং কালসহকারে সেই শাস্ত্র অনাদি অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়। তখন অতি প্রবলপ্রতাপশালী নরপতিগণ সেই নিয়মাবলীর দ্বারা শাসিত হয়। লোক নিন্দা ভয়ে কেহ সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। বস্তুতঃ ব্যবস্থার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহ অবশ্য প্রতিপাল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল লোকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে কোন মতে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহের শ্রুতিমূলকতা স্বীকার

না করিলে, উক্ত বিধি সমূহের লৌকিক প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়।

৭। শাস্ত্রে বিধি থাকিলেই আইন বলিয়া গণ্য হয় এমত নহে; ইংরাজগণ এতদ্দেশ অধিকার করিয়া যদি এইরূপ নিয়ম করিতেন, যে তাহাদিগের আইন অনুসারে এতদ্দেশে দায়াধিকার হইবে, তাহা হইলে মিতাক্ষরা বা দায়ভাগে যে সমস্ত দায়বিভাগ বিধি আছে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইত না। আমাদিগের শাস্ত্রে যে ব্যবহারমাতৃকা আছে ইংরাজগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই; ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে, দেওয়ানি কার্য্যবিধি এবং ফৌজদারি কার্য্যবিধি অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়। অর্থবিবাদ বা মনুষ্যকৃত বিবাদ সম্বন্ধে ইংরাজগণ আমাদিগের শাস্ত্রের বিধি সমূহ গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং সম্বিদ্ব্যতিক্রম, স্তেয়, সীমাবিবাদ প্রভৃতি অধুনা আমাদের শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি হয় না। ফলতঃ দেশের রাজা যে বিধি প্রচলিত করেন, যে বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা দণ্ড করেন,তাহা আইন। রাজা কোন অন্যায় নিয়ম করিলে তাহা যতক্ষণ রহিত না হয় ততক্ষণ আইন বলিয়া গণ্য। প্রায় কোন দেশে রাজা স্বয়ং বা তাঁহার মন্ত্রীগণ নূতন নিয়ম সংস্থাপন করেন না; রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং গ্রন্থকর্ত্তাগণ যে নিয়ম সংস্থাপন করা দেশের হিতজনক বলিয়া প্রতিপাদন করেন এবং যে সকল নিয়ম দেশাচার সম্মত, রাজা বা দেশের শাসনকর্ত্তাগণ, প্রায় সেই নিয়ম অনুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মহাত্মার রচিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ আইন বলা যাইতে পারে না; দেশের শাসনকর্ত্তাগণ উক্ত আইনকর্ত্তা; বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহাকে উক্ত আইনকর্ত্তা বলা

The nature of law explained according to modern European Jurisprudence.

যাইতে পারে না। জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতির গ্রন্থও, সেইরূপ ; দেশের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের প্রতিপাদিত মতানুসারে দায়াধিকার বিধান এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেছেন ; তাহাদের মত এক্ষণে আইন বলিয়া গণ্য। ফলতঃ দেশের রাজা বা শাসনকর্ত্তাগণ, সমাজ রক্ষার নিমিত্ত, যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহা আইন ; প্রাচীন বা নব্য গ্রন্থ সমূহে যে মত নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া বিধেয় বলিয়া উল্লিখিত থাকে তদনুসারে রাজা বিচার বা দণ্ডবিধান না করিলে, তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলেই কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন আবশ্যক হয় ; কিন্তু সকল প্রকার সমাজের নিয়ম আইন বলা যাইতেপারে না। বিদ্যালয়,পুস্তকালয়,ঔষধালয় প্রভৃতির সভ্যগণ যে নিয়ম করেন তাহা আইন বলা যায় না। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রজাগণের শরীর বা সম্পত্তিগত স্বত্ববিধান বা বিবাদ নিষ্পত্তি জন্য, দেশের শাসনকর্ত্তাগণ যে নিয়ম স্থাপন করেন তাহা আইন। রাজা যাহা আদেশ করেন তাহা আইন ; রাজা যে নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা যদি দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই নিয়ম আইন বলিয়া গণ্য হয়। রাজার নিয়ম লোকে যদি কেহ পালন না করে এবং পালন না করিলে রাজা যদি দণ্ড বিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই নিয়ম আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দণ্ডবিধানক্ষম রাজা বা শাসন কর্ত্তা দেশে না থাকিলে, সেই দেশে কোন আইন প্রচলিত থাকিতে পারে না।

৮। নরহত্যা করিও না ; পরস্ব অপহরণ করিও না ; সম্বিৎ ব্যতিক্রম করিও না, এইরূপ কোন আইনে লিখিত থাকেনা বটে ; কিন্তু এইরূপ আদেশ অনুসারে যাহাতে

লোকে কার্য্যকরে তজ্জন্য আইনে লিখিত থাকে যে নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয়; পরস্ব অপহরণ করিলে কারাদণ্ড হয়; সম্বিৎ ব্যতিক্রম করিলে ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। রাজার আদেশ প্রতিপালন না করিলে কিরূপ দণ্ড বিধান বা কিরূপ ফল হয় আইনে কেবল তাহা লিখিত থাকে; তদ্দ্বারা রাজার আদেশ কি? তাহা জানা যায়। লিখিত আইন না থাকিলে রাজা যেরূপে বিবাদ নিষ্পত্তি বা দণ্ড করেন তদ্দ্বারা রাজার আদেশ কি তাহা জানা যায়। অনেকে দেশাচার আইন বলিয়া গণ্য করেন। বস্তুতঃ দেশাচার সমস্ত আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা; যে দেশাচার অনুসারে দেশের শাসন কর্ত্তাগণ বিবাদ নিষ্পত্তি করেন কেবল তাহা আইন।

The nature of legal right according to modern Jurisprudence

৯। আইনের দ্বারা স্বত্ব হয়; দেশের রাজা বা শাসন কর্ত্তা যাহার স্বত্ব রক্ষা করেন সেই সত্ববান হয়। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয়; আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ বলেন যে পিতার মৃত্যু পুত্রের স্বত্বের কারণ; এবং কার্য্য কারণ নিয়মানুসারে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের স্বভাবতঃ স্বত্ব হয়। বস্তুতঃ পিতার মৃত্যু বা অন্য কোন কারনে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হইতে পারে না। আইনের দ্বারা স্বত্ব হয়; দেশের শাসন কর্ত্তা এই নিয়ম করিয়াছেন যে।

"ন ভ্রাতরঃ ন পিতরো পুত্রাঃ রিক্থ হরাঃ পিতুঃ"

এই মনুবচন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের স্বত্ব হইবে; সুতরাং পুত্রের স্বত্ব হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সন্তান দিগকে কেহ অধিকার চ্যুত করিলে রাজা সেই ব্যক্তিকে দণ্ডিত করেন; এই নিমিত্ত বলা যায় যে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের স্বত্ব হয়। কিন্তু রাজা যদি পুত্রের অধিকার রক্ষা না করিয়া অন্য কাহার অধিকার সমর্থন করা নিয়ম করিতেন

তাহা হইলে পুত্র গণের স্বত্ব না হইয়া সেই ব্যক্তির স্বত্ব হইত। রাজা মৃতধনীর পুত্রের স্বত্ব সমর্থন করিবেন ইহা সকলে জানে; এই নিমিত্ত কেহ মৃতধনীর পুত্রকে অধিকার চ্যুত করেনা।

The nature and origin of legal right according to Hindu Jurists.

১০। স্বত্ব পদার্থ নির্ণয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর ব্যবহার অধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন।

"স্বামী রিকথক্রয় সম্বিভাগ পরিগ্রহাধিগমেষু।
ব্রাহ্মণস্যা ধিকং লব্ধং ক্ষত্রিয়স্য বিজিতং নির্বিষ্টং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ"

এই গৌতম স্মৃতি অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কেবল শাস্ত্রে যে সকল উপায় উক্ত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে কোন সম্পত্তি লাভ করিলে তাহাতে স্বত্ব হয় না। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ; যেরূপে উপার্জ্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় স্বীকার করে, তাহাতেই স্বত্ব হয়। শাস্ত্রোক্ত উপায় ব্যতীত অন্য উপায়ে স্বত্ব হয় না, এমত বলিলে অসৎ প্রতিগ্রহ এবং বাণিজ্যাদি লব্ধধনে ব্রাহ্মণের স্বত্ব হইতে পারে না। যে কোন উপায়ে অর্জ্জন করিলে স্বত্ব হওয়া বিজ্ঞানেশ্বর স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং কেহ এমত বলিতে পারেন যে তাহা হইলে চৌর্য্যাদি লব্ধ ধনে স্বত্ব স্বীকার করা উচিত। এই আপত্তি নিরাসার্থ বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ; চৌর্য্যাদি দ্বারা স্বত্ব হয় না, ইহা লোক প্রসিদ্ধ আছে। ফলতঃ স্বত্ব পদার্থ কি তাহার লক্ষণ বিজ্ঞানেশ্বর সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে স্বত্ব পদার্থ লোক প্রসিদ্ধ; যে রূপে উপার্জ্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় স্বীকার করে সেই সেইরূপে স্বত্ব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ বটে; কিন্তু যে উপায়ে অর্জ্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় বলিয়া থাকে, তাহাতে স্বত্ব হয়, কেবল এই মাত্র বলিলে

স্বত্ব পদার্থ কি তাহা সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় না। সাধারণ লোকে স্বত্ব স্বীকার করুক বা নাই করুক দেশের শাসন কর্ত্তাগণ যাহার স্বত্ব স্বীকার করেন তাহারই স্বত্ব হয়; সধা-রণ লোকে স্বত্ব স্বীকার করিলে ও দেশের শাসন কর্ত্তাগণ যাহার অধিকার সমর্থন না করেন তাহারে স্বত্ব হইতে পারে না। পরন্তু দেশের রাজা বা শাসন কর্ত্তাগণের কৃতকার্য্যের দ্বারা প্রজাগণের স্বত্ব হয়, প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারিলেও কদাচ স্বীকার করিতেন না। রাজা এবং রাজ প্রতিনিধি গণের অর্থলোভ প্রবৃত্তি দমন করা তৎকালে শাস্ত্রকার দিগের উদ্দেশ্য ছিল; রাজা বা শাসন কর্ত্তা গণের কৃত কার্য্য দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয় এই মত প্রতিপাদন করিলে তাহাদিগের অর্থলোভ আরও উত্তেজিত হইবার সম্ভব ছিল; এই নিমিত্ত প্রায় সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্র কার গণের মতে স্বত্ব একটি সতন্ত্র পদার্থ; প্রজাগণের স্বত্ব রক্ষাকরা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

১১। রাজা যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করেন এবং যাহা উল্লঙ্ঘন করিলে দণ্ড করেন, সেই সমস্ত আইন; আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয়। স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যে ব্যক্তি যে বস্তু আপন ইচ্ছানুসারে দান আধমন বিক্রয় বা অন্য প্রকারে যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারে সেই ব্যক্তি সেই বস্তুতে স্বত্ববান বলা যায়; কিন্তু রাজা অধিকার সমর্থন না করিলে প্রজাগণ আপন আপন ক্ষমতায় কোন বস্তু অধি-কার রাখিতে পারেনা। যদিও কেহ কোন বস্তু কিছু কালের জন্য অধিকার রাখিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অপর কোন বলবান প্রজা তাহাকে অধিকার চ্যুত করিলে, রাজা যদি প্রথম অধিকারী ব্যক্তিকে সেই বস্তু দেওয়াইয়া না দেন, অথবা কোন প্রকারে তাহার ক্ষতিপূরণের উপায় না করেন তাহা

The distinction between right and possession

হইলে প্রথম অধিকারী ব্যক্তির সেই বস্তুতে স্বত্ব থাকা বলা বিফল হয়। অধিকার প্রত্যক্ষ এবং পরিদৃশ্যমান পদার্থ; কিন্তু স্বত্ব অদৃষ্ট পদার্থ। অধিকার থাকিলে স্বত্ব হয় এমত নহে; যে ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হইলে রাজার নিকট আবেদন করিয়া পুনরায় অধিকার লাভ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি স্বত্ববান। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে আইনের দ্বারা স্বত্ব হয়; আইনের দ্বারা রাজা যে বস্তুতে যে ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করিবেন নিয়ম করিয়াছেন, সেই বস্তুতে সেই ব্যক্তিকে স্বত্বাধিকারী বলা যায়। প্রায় সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার গণ বলেন যে রিকথ, ক্রয়, সম্বিভাগ, পরিগ্রহ অধিগমাদির দ্বারা স্বত্ব হয়; এই সকল কারণে স্বত্ব হয় এরূপ বলিলে স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র অদৃষ্ট পদার্থ বলয়া স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ স্বত্ব স্বতন্ত্র অদৃষ্ট পদার্থ নহে; রিকথ ক্রয়াদি দ্বারা যে ব্যক্তি অধিকার লাভ করে রাজা তাহার অধিকার আইনের দ্বারা সমর্থন করেন; রাজা আইন করিয়া এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে পিতৃধনে পুত্র থাকিতে অন্য কেহ অধিকার করিতে পারিবে না এই নিমিত্ত বলা যায় যে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক ধনে পুত্রের স্বত্ব হয়। কেহ রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন উল্লঙ্ঘন করিয়া পুত্র দিগকে অধিকারচ্যুত করিলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করেন; এই নিমিত্ত রাজার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সকল লোকে বাধ্য হয়।

Legal right is correlative of duties positive and negative created by law

১২। এতাবতা প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; স্বত্ব শব্দের তাৎপর্য্য অন্যপদ সাপেক্ষ। প্রজাসমূহ পরস্পরের সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করা রাজার অভিপ্রেত, রাজা সেই রূপ আইন বা আদেশ প্রচার করেন; এবং রাজদণ্ড পরিহারের নিমিত্ত প্রজাগণ সেই আদেশ বা

আইন অনুসারে কার্য্যকরিতে বাধ্য হয়। রাজা এইরূপ আদেশ করেন যে কেহ অন্যের অধিকৃত বস্তু বল পূর্ব্বক অধিকার করিবে না; এই আদেশ অনুসারে সকলে কার্য্য করিতে বাধ্য; এই আদেশ সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য; এবং সকল লোকে সেই আদেশ অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য করিলে যে ব্যক্তির অধিকার যে বস্তুতে রক্ষিত হয় সেই বস্তুতে সেই ব্যক্তির স্বত্ব হয়। আইন অর্থাৎ রাজার আদেশ প্রচার দ্বারা প্রজাগণের পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহা অবধারিত হয়; সেই কর্ত্তব্যাবধারণ দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয়। এই বস্তুতে অমুকের স্বত্ব আছে বলিলে, এই মাত্র বুঝায় যে সেই বস্তু উপভোগ বা অধিকার করা, অন্য সকল লোকের অকর্ত্তব্য।

১৩। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দ্রব্য দান বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকারে উপভোগ করিতে পারা যায়; এই নিমিত্ত প্রত্যক্ষ বস্তুতে সকলে স্বত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যে বস্তু দান বিক্রয়াদি করা যায় না তাহাতেও উক্ত লক্ষণ অনুসারে স্বত্ব হইতে পারে। দান বিক্রয় আদি দ্বারা উপভোগ করিতে না পারিলে স্বত্ব হয়না বলিলে আত্মশরীর বা সম্ভ্রম সম্বন্ধে স্বত্ব থাকা বলা যাইতে পারে না। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে যে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিতে পিতার স্বত্ব আছে; কন্যা দান করিতে পিতার স্বত্ব আছে। ফলতঃ যে সকল বস্তু দান বিক্রয় হইতে পারে কেবল সেই সকল বস্তু সম্বন্ধে স্বত্ব শব্দ প্রয়োগ করা যায় এমত নহে। রাজার আদেশ অর্থাৎ আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য কেহ করিলে, যে ব্যক্তির আইন অনুসারে নালিস করিবার অধিকার হয়, সেই ব্যক্তি সেই নালিস করিতে স্বত্ববান। পিতার অমতে, কেহ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রকে পিতার আয়ত্বের বহির্ভূত করিয়া লইয়া গেলে, আইন অনু-

Incorporeal right.

সারে তাহার দণ্ড হইতে পারে ; রাজার যেরূপ আদেশ প্রচার আছে, তদনুসারে অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালককে পিতার আয়ত্তের বহির্ভূত করিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং বলা যায় যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের পিতা, সেই বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে স্বত্ববান। ফলতঃ যে সকল দ্রব্য দান বিক্রয় আদির দ্বারা উপভোগ করা যায়, কেবল সেই সকল দ্রব্য সম্বন্ধে স্বত্ব হয় এমত নহে ; স্বত্ব শব্দ রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন বিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্বন্ধাপেক্ষ। আইন মতে জনসাধারণ যেরূপে কার্য্য করিতে বাধ্য, তাহা সকলে করিলে যে ব্যক্তির ইষ্ট হয় এবং তদনুসারে কেহ কার্য্য না করিলে যে ব্যক্তির অনিষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে রাজা তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের দণ্ড বিধান করেন, সেই ব্যক্তিকে স্বত্ববান বলা যায়।

The right to sue arises only when any one does or is about to do any act in breach of law.

১৪। প্রজাগণ পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করা রাজার অভিপ্রেত তাহা আইন করিয়া রাজা প্রকাশ করেন। তদনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য কেহ না করিলে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি নালিস করিতে পারে। অইন অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্যের কেহ বিপরীতাচরণ না করিলে নালিসের কারণ হয় না। কোন কোন স্থলে রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন অনুসারে কার্য্য না করিলে রাজা স্বয়ং দণ্ড করেন ; তাদৃশ স্থলে কর্ত্তব্য কার্য্যের বিপরীতাচরণ করিলে কোন প্রজা নালিস করিতে পারে না ; অথবা প্রজা নালিস না করিলেও রাজা দণ্ড বিধান করেন। কিন্তু প্রজা নালিস না করিলেও যে স্থলে রাজা দণ্ডবিধান করেন, সেই স্থলে কেবল সেই প্রজার স্বত্ব রক্ষা করা রাজার উদ্দেশ্য এমত বলা যায় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে আইনের বিপরীত কার্য্য করিলে দণ্ডবিধান করিতে রাজার স্বত্ব আছে ; প্রজার নিকট কর আদায়

করিতে রাজার স্বত্ব আছে। কিন্তু এই সকল স্থলে স্বত্ব শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই; রাজা আপন ইচ্ছানুসারে আদেশ প্রচার এবং দণ্ডবিধান করিতে পারেন; যে আদেশ অদ্য প্রচার করেন, পর দিন তাহা রহিত করিতে পারেন; রাজা যে আইন বা আদেশ প্রচার করেন তদ্দ্বারা প্রজার স্বত্ব হইতে পারে; কিন্তু রাজার স্বত্ব হইতে পারে না। আইন অনুসারে দণ্ড করিতে রাজার স্বত্ব আছে এইরূপ কখন কখন বলা যায়; কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে রাজা যেরূপ আইন সংস্থাপন করেন তদনুসারে দণ্ডবিধান করা তাহার কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আইনের বিপরীতাচরণকারীকে দণ্ড করিলে রাজা নিন্দনীয় হন না। ফলতঃ আইন অনুসারে প্রজাগণ যেরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার কেহ বিপরীতাচরণ করিলেও সকল স্থলে অন্য কোন প্রজার নালিস করিবার অধিকার অর্থাৎ স্বত্ব হয় না।

The sovereign can have no legal right.

১৫। এক ব্যক্তি আরএক ব্যক্তির কৃতকার্য্যের দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত হইলেই নালিসের কারণ হয় না। আমি যে সম্পত্তি ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর এক জন যদি সেই সম্পত্তি অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে আমার ক্ষতি হইতে পারে; কিন্তু তন্নিবন্ধন ক্ষতিকারী ব্যক্তির নামে নালিসের কোন কারণ হয় না। আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া যদি কেহ ক্ষতি করে, তাহা হইলে নালিসের কারণ হয়।

১৬। একব্যক্তির আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নালিসের কারণ হয়; কোন প্রজা নালিস করিলে নিম্নলিখিত তর্ক সমূহ মীমাংসা করা আবশ্যক হয়।

১। রাজার আদেশ অর্থাৎ আইনের অর্থ কি?

২। রাজার আদেশ অনুসারে বাদির সম্বন্ধে প্রতিবাদী কিরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য।

৩। প্রতিবাদী সেই আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়া থাকিলে বাদী কিরূপ প্রতিকার পাইতে পারে।

৪। প্রতিবাদী আইনের বিপরীতাচরণ করিয়াছে কি না।

প্রতিবাদী আইন বিরুদ্ধ আচরণ না করিলে বাদী যে অবস্থায় থাকিতে পারিত, সেই অবস্থায় থাকিতে বাদী স্বত্ববান। বাদির কিরূপ স্বত্ব তাহা জানিতে হইলে, আইন অনুসারে বাদির সম্বন্ধে প্রতিবাদী বা অন্য সকল লোকে কিরূপ আচরণ করিতে বাধ্য, তাহা নির্ণয় করিতে হয়; তদ্ভিন্ন বাদির কি স্বত্ব ছিল তাহা কোন মতে নির্ণয় হইতে পারে না। স্বত্ব অদৃষ্ট পদার্থ; এই সম্পত্তিতে অমুকের স্বত্ব আছে কি না তাহা কে বলিতে পারে; তবে এই মাত্র বলা যায় যে এই সম্পত্তি আইন অনুসারে অমুক অধিকার এবং উপভোগ করিতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ উপভোগ বা অধিকার করিতে পারেনা। সচরাচর বলা যায় যে দ্বাদশ বৎসর কোন সম্পত্তি অধিকার করিলে তাহাতে অধিকার নিবন্ধন স্বত্ব হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে দ্বাদশ বৎসর কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তি ভোগ করে, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ সেই সম্পত্তি অধিকার বা ভোগ করা আইন বিরুদ্ধ।

১৭। স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; স্বত্ব একটি ব্যক্তিগত অবস্থা বা ভাব মাত্র। আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি এবং স্বত্ব রক্ষা হয়; আইন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণের স্বত্ব হয়; মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে স্বত্ব হয়; দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল অধিকার করিলে, স্বত্ব হয়; কিন্তু আইনে অন্যরূপ বিধান থাকিলে পিতার ধনে পুত্রের অথবা বিক্রেতার ধনে ক্রেতার কদাচ স্বত্ব হইত না। মুসলমান বাদসাহ দিগের সময়ে কোন প্রধান অমাত্যের মৃত্যু হইলে, পুত্র পৌত্রাদি সত্বে সেই

অমাত্যের সমস্ত সম্পত্তি বাদসাহ অধিকার করিয়া লইতেন। জোত স্বত্ববান প্রজা আপন স্বত্ববিক্রয় করিলে ও আইন অনুসারে ক্রেতার স্বত্ব হয় না। ফলতঃ ঋকৃথ, ক্রয়, পরিগ্রহাদি স্বত্বের কারণ নহে; কেবল আইনের দ্বারা স্বত্ব হয়। আইন অনুসারে ঋকৃথ পরিগ্রহাদির দ্বারা স্বত্ব হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সচরাচর এমত বলা যায় যে ঋকৃথ ক্রয় পরিগ্রহাদি স্বত্বের কারণ ; পরন্তু এই রূপ বলা সম্পূর্ণ সংগত নহে।

১৮। আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয় ; এবং আইনেরদ্বারা স্বত্বরক্ষা হয়। রাজার আদেশ অনুসারে বিশেষ বিশেষ সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব হয়। সেই স্বত্বের কেহ বিঘ্ন জনক কার্য্য করিলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করেন। আইনের দ্বারা প্রজাদের স্বত্বোৎপত্তি এবং স্বত্ব রক্ষা হয়। স্বত্ববিধান এবং স্বত্বরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য। অতএব স্বত্বের স্বরূপ ভেদে আইন অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই গ্রন্থে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় আনুপূর্ব্বিক অবধারণ করা উদ্দেশ্য নহে; তবে উদ্বাহ,দায়াধিকার,দত্তক গ্রহণ, স্ত্রীধন প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন সমূহের সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্ত বিভাগের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ কথঞ্চিৎ আবশ্যক। ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় নানা প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে ; তবে স্বত্ব বিধান এবং স্বত্ব রক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ; এই নিমিত্ত স্বত্বের স্বরূপ অনুসারে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় বিভাগ করিলে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হয়

Classification of the province of Jurisprudence.

১। ব্যক্তি গত স্বত্ব বিষয়ক আইন।

২। দ্রব্যগত স্বত্ব বিষয়ক আইন।

১। পিতা পুত্র,পতি পত্নী,প্রভূ ভৃত্য,ইত্যাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বত্ব বিধান এবং রক্ষার নিমিত্ত যে সকল আইন আছে, তাহা

ব্যক্তি বিষয়ক আইন। পিতা পুত্রের শৈশবাবস্থায় লালন পা-লন করিতে বাধ্য; পুত্র শৈশবাবস্থায় পিতার অধীনে থাকিতে বাধ্য। পতি পত্নী উভয়ে সহবাস করিতে বাধ্য; পতি পত্নীর ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। প্রভু ভৃত্যকে বেতন দিতে বাধ্য; ভৃত্য প্রভুর কার্য্য যথা সাধ্য করিতে বাধ্য। এই সকল সম্বন্ধ হেতু পিতা পুত্রাদির পরস্পর স্বত্ব বিধান এবং রক্ষার জন্য যে আইন আছে, তাহা ব্যক্তি বিষয়ক আইন।

Law relating to persons

Law relating to things

২। দ্রব্য ঘটিত স্বত্ব বিষয়ক আইন দ্বিবিধ।

১। মুখ্য স্বত্ব বিষয়ক আইন।

২। গৌণ স্বত্ব বিষয়ক আইন।

আইনের দ্বারা স্বত্ব বিধান হয়; এবং স্বত্ব রক্ষা হয়। যে আইনের দ্বারা স্বত্ব বিধান হয়, সেই আইন মুখ্য স্বত্ব বিধায়ক আইন বলা যায়। মুখ্য স্বত্বের কেহ বিঘ্ন করিলে সেই ব্যক্তির যে আইন অনুসারে দায়িত্ব হয়, সেই আইন গৌণ স্বত্ব বিষয়ক আইন অথবা দণ্ডবিধ্যাত্মক আইন বলা যায়।

Primary rights

১। মুখ্য স্বত্ব চতুর্ব্বিধ

১। সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব।

২। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব।

৩। কিয়ৎ পরিমাণে সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ, কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ

Rights in rem

৪। সমগ্র স্বত্ব।

১। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দ্রব্যে দান বিক্রয়াদি যথেষ্ঠ বিনিয়োগ করিবার যে স্বত্ব থাকে, তাহা সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব; প্রত্যক্ষ বস্তুতে যে ব্যক্তির আইন অনুসারে অধি-কার থাকে, তাহাকে বল পুর্ব্বক অধিকার চ্যুত করা অন্য, সকল লোকের অকর্ত্তব্য। অপরের অধিকৃত বস্তু অপহরণ আইনে

নিষিদ্ধ আছে; যদি কেহ অপহরণ করে তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড করেণ; এবং অধিকারী ব্যক্তি অধিকার চ্যুত হইলে ও পুনরায় অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত প্রথম অধিকারী ব্যক্তিকে স্বত্ববান বালা যায়; তাহার স্বত্ব অন্য সকল লোকের সম্বন্ধীয় নিষেধ বিধি সাপেক্ষ। অপরের দ্রব্য অপহরণ নিষিদ্ধ না হইলে, কোন দ্রব্যে কাহার স্বত্ব হইত না। যে যতক্ষণ যে দ্রব্য অধিকারে রাখিতে পারিত ততক্ষণ সেই দ্রব্য উপভোগ করিত মাত্র।

Rights in personem

২। সম্বিৎ মূলক অর্থাৎ চুক্তি মূলক স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ। কেহ যদি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চুক্তি করে, তাহা হইলে সেই চুক্তি অনুসারে কেবল সেই ব্যক্তি দায়ী হয়; চুক্তি অনুসারে কার্য্য না করিলে সেই ব্যক্তির নামে নালিস করা যাইতে পারে। চুক্তি অনুসারে যে স্বত্ব হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ।

৩। যদি কাহার নিকট এমত সরতে কোন দ্রব্য ক্রয় করা যায়, যে সেই দ্রব্যে কোন দোষ প্রকাশ হইলে বিক্রেতা মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণ করিবে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতার, উপরের লিখিত উভয় বিধ স্বত্ব হয়।

University of rights

৪। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে কেহ অধিকারী হইলে, উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সর্ব্ব প্রকার স্বত্বে স্বত্ববান হয়; এবং সর্ব্ব প্রকারে দায়ের জন্য দায়ী হয়। উত্তরাধিকারির স্বত্ব মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়; সুতরাং উত্তরাধিকারির স্বত্ব কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ; কোন কোন বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ।

Sanctioning rights

মুখ্য স্বত্বের কেহ বিঘ্ন করিলে ক্ষতি পূরণ পাইবার অথবা

বিঘ্নকারী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়াইবার যে স্বত্ব হয়, তাহা গৌণ স্বত্ব বলা যায়। গৌণ স্বত্ব বিষয়ক আইন দ্বিবিধ ;—

১। অর্থ বিবাদ বিষয়ক আইন।

২। মনুষ্যকৃত বিবাদ বিষয়ক আইন।

মুখ্য স্বত্ব চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে ; অর্থ বিবাদ বিষয়ক আইন সেই চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সম্পত্তি, শরীর, সম্ভ্রম ইত্যাদিতে যে স্বত্ব থাকে তহা সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ। সম্পত্তি, শরীর বা সম্ভ্রমের কেহ হানি করিলে তাহার নামে নালিস করিয়া

১। সেই সম্পত্তি পুনরায় পাওয়া যায়।

২। অথবা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়।

৩। অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতি করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করাইতে পারাযায়।

নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব চুক্তি অনুসারে হইয়া থাকে ; চুক্তি অনুসারে কেহ কার্য্য না করিলে ক্ষতি পূরণ অথবা বিশেষ প্রতিকার পাইবার স্বত্ব হয়।

অর্থ বিবাদ যে পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পত্তি হয় তাহা (অর্থাৎ দেওয়ানি কার্য্য বিধি) অর্থ বিবাদ বিষয়ক আইনের অন্তর্গত—

কোন স্বত্বের বিঘ্ন না করিলে মনুষ্যকৃত অপরাধ হয় না ; সুতরাং চতুর্ব্বিধ স্বত্ব অনুসারে মনুষ্যকৃত অপরাধ বিষয়ক আইন বিভক্ত করা যাইতে পারে। মনুষ্যকৃত অপরাধের, যে পদ্ধতি অনুসারে, দণ্ড হয় (অর্থাৎ মনুষ্যকৃতকার্য্য বিধি) মনুষ্যকৃত অপরাধ বিষয়ক আইনের অন্তর্গত।

১৯। অধুনা ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে, হিন্দুদিগের মধ্যে উদ্বাহ এবং দায়াধিকার সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। ইংরাজগণ

এক্ষণে এতদ্দেশের অধিপতি; তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের যে অংশ, আমাদিগের সম্বন্ধে, আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল সেই অংশ এক্ষণে আইন স্বরূপ প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বিষয়ক আইনের মধ্যে পিতা পুত্র এবং পতি পত্নী গত সম্বন্ধ নির্ণয় আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহা এবং দায়াধিকার সূত্রে যেরূপ মুখ্য স্বত্ব আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে হয় তাহা ব্যতীত আমাদিগের শাস্ত্রের অন্য কোন অংশ আইন স্বরূপ প্রচলিত নাই।

মুখ্য স্বত্বের কেহ হানি করিলে যেরূপ গৌণ স্বত্ব হয় অথবা গৌণ স্বত্ব বিষয়ক অর্থ বিবাদ বা মনুষ্যকৃত বিবাদ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে বিচার হয় না।

১। চুক্তি বিষয়ক।

২। দানাধমন বিক্রয় বিষয়ক॥

৩। দীর্ঘকাল ভুক্তি বিষয়ক।

৪। বিশেষ প্রতিকার বিষয়ক॥

৫। দেওয়ানি কার্য্যবিধি বিষয়ক।

৬। সাক্ষী প্রমাণ বিষয়ক॥

৭। ব্যবহার হানি বিষয়ক।

৮ দণ্ডবিধি বিষয়ক॥

৯। মনুষ্যকৃত অপরাধ বিচার পদ্ধতি বিষয়ক॥

যে সকল আইন ইংরাজগণ করিয়াছেন, সেই আইন অনুসারে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে, দায়াধিকার উদ্বাহ ব্যতীত, আর সমস্ত প্রকার বিবাদ নিষ্পত্তি হয়।

ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।

"স্মৃত্যাচার ব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হিতৎ"॥

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সময়াচার বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, রাজার নিকট যে আবেদন করে, সেই আবেদন ঘটিত প্রতিজ্ঞা উত্তর সংশয় প্রমাণ নির্ণয় ইত্যাদি ব্যবহার বলিয়া উক্ত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা বাদী ক্ষতি গ্রস্ত না হইলে নালিসের কারণ হয় না। আমাদিগের শাস্ত্রকার দিগের মতে নীতি শাস্ত্র, গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত; সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ লক্ষণ এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে অন্যকৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, রাজার নিকট আবেদন করিলে, সেই আবেদন ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয়। ফলতঃ প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পত্তি করা বিজ্ঞানেশ্বরের মতে ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয়। বিবাদ নানা প্রকার হয়; এই নিমিত্ত বিবাদের রূপ ভেদে নারদ সংহিতায় ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় বিভক্ত আছে। নারদ বলেন যে অভিযোগ দ্বিবিধ

১। শঙ্কাভিযোগ, (অসতাং সংসর্গাৎ)

২। তত্ত্বাভিযোগ (হোঢ়াভিদর্শনাৎ)

তত্ত্বাভিযোগ দ্বিবিধ।

১। প্রতিষেধাত্মক বিধির অন্যথা মুলক

২। বিধ্যাত্মক শাস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ মুলক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্বত্ব প্রধানতঃ দ্বিবিধ।

১। সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ।

২। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ।

সর্ব্বজন কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব বিষয়ক বিধি সমূহ প্রতিষেধাত্মক; নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব বিষয়ক শাস্ত্র বিধ্যাত্মক। পরস্ব অপহরণ করিওনা, এই শাস্ত্র

প্রতিষেধাত্মক; চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিবা, এই শাস্ত্র বিধ্যাত্মক।

২০। মনুসংহিতায় বিবাদ পদ অষ্টাদশবিধ উক্ত আছে—

Classification of law according to Menu.—

তেষামাদ্য মৃণাদানং নিক্ষেপো স্বামি বিক্রয়ঃ।
সংভূয়চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্মচ॥
বেতনস্যৈ বচাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয় বিক্রায়ানু শয়ো বিবাদ স্বামিপালয়োঃ॥
সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পাকষ্যে দণ্ড বাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রী সংগ্রহণমেবচ॥
স্ত্রী পুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এবচ।
পদান্যষ্টাদিশৈতানি ব্যবহার স্থিতাবিহ॥

পরন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় এইরূপ অষ্টাদশ ভাগে বিভাগ করিলে অব্যাপ্তি এবং বাক্যভেদ দোষ হয়। নারদ সংহিতায় স্পষ্ট উক্ত আছে যে এতদ্ভিন্ন আর বহু-বিধ বিবাদ পদ আছে; ফলতঃ মনুসংহিতায় যে অষ্টাদশ বিবাদ পদের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ। আমাদের শাস্ত্রের নিয়ম এই।

"সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্যভেদ ন চেষ্যতে"।

কিন্তু মনুসংহিতা প্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদ পদের মধ্যে ঋণাদান, নিক্ষেপ, সম্ভূয় সমুত্থান, বেতনাদান, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি সমস্ত সম্বিৎ বা প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রমের অন্তর্গত। ফলতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় বিশুদ্ধরূপে বিভাগ, নব্য বা প্রাচীন কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না।

অনুক্রমণিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ সমুদায়ের বিবরণ।

Law, not systymatically dealt with in the Vedas.

১। আমাদিগের এই রূপ বিশ্বাস যে আমাদিগের ব্যবহার শাস্ত্র বেদ মূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্যবহার তত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক আলোচিত নাই। বস্তুতঃ যে সময়ে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে সমাজের যেরূপ অবস্থা থাকা জানা যায়, তাহাতে তৎকালে ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব বোধ হয়না। ঋগ্বেদের গাথা সমুদয় পাঠ করিলে, তদানিন্তন আর্য্যগণ অসভ্য জাতির ন্যায় বন্য ফল মূল আহার অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এমত বিবেচনা হয় না। ঋগ্বেদ রচনার সময় কৃষিকার্য্য প্রচলিত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং ইহা জানা যায় যে তৎকালিক আর্য্যগণ বস্ত্র বয়ন, রথনির্ম্মাণ সূচিকর্ম্ম, অর্ণব পোত নির্ম্মাণ ও চালনা প্রভৃতি জানিতেন। ঋগ্বেদে অতি বৃহৎ নগর ও প্রবল প্রতাপশালী নিরপতিগণের উল্লেখ আছে; সুতরাং তৎকালে আর্য্যগণ সভ্যতার সোপানে আরোহন করিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

The state of society depicted in the Vedas.

পরন্তু আর্য্যগণ প্রাথমিক অবস্থায় যেরূপে সমাজ বদ্ধ ছিলেন তাহাতে ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

The power of Grihapati.

অতি প্রাচীন কালে সকল দেশে গৃহপতির যেরূপ আধিপত্য থাকা জানা যায়, বৈদিক সময়ে সেই রূপ ছিল। রাজ শাসনের বিশেষ প্রাচুর্ভাব না হইলে, গৃহপতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে

কেহ সাহসী বা সমর্থ হয়না। গৃহপতি যাহা আদেশ করেন তাহার অধীনস্থ সকলে তাহা প্রতিপালন করে; সুতরাং এতাদৃশ অবস্থায় ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব পর নহে।

২। আমাদিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থকেন যে বৈদিক গ্রন্থে ব্যবহার তত্ত্ব সম্যকরূপে আলোচিত নাই এমত নহে; তবে বেদের যে যে অংশে ব্যবহার তত্ত্বের আলোচনা আছে সেই সমস্ত অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগের এই বিশ্বাস কতদূর অভ্রান্ত, তাহা এক্ষণে সপ্রমান করিবার উপায় নাই।

Causes which probably led to the division of the Vedas into different branches or schools.

৩। মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইলে, মত ভেদানুসারে নানা সম্প্রদায় ভেদ হয়। আদৌ বেদ চতুর্বিধ ছিল এমত বোধ হয়না। কাল সহকারে সম্প্রদায় ভেদ হইয়া ঋক্ সাম যজু অথর্ব্ব এই চারি বেদ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। অদ্যাপি আমাদিগের দেশের সকল ব্রাহ্মণের একটি নির্দ্দিষ্ট বেদ আছে। যদি ও বহুকাল হইতে বৈদিক চর্চা লোপ হইয়াছে কিন্তু কাহার কোন বেদ তাহা আমাদিগের মধ্যে সকলে অবগত আছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে, অতি প্রাচীন কালে, বেদাধ্যয়নের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হইলে, পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ হইয়া বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে আদৃত হয়; তদনুসারে বেদ আদৌ চারি ভাগে বিভক্ত হয়; এবং যে সম্প্রদায়ে যে বেদ গৃহীত হইয়া ছিল সেই সম্প্রদায়িক গণ পুরুষানুক্রমে সেই বেদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পৈতৃক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়িকের নিকট পাঠ স্বীকার করা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত গণের রীতি নহে; সুতরাং পুরুষানুক্রমে কোন বংশ সামবেদী, কোন

বংশ যজুর্ব্বেদী, কোন বংশ ঋগ্বেদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন; এবং স্বস্ব বেদ অনুসারে তাহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইতেছে।

৪। বেদ চতুষ্টয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমত মন্ত্রভাগ; দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ ভাগ। মন্ত্র ভাগে অগ্নি ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতির উদ্দেশে আরাধনা স্তুতি বাদ মাত্র আছে; ব্রাহ্মণ ভাগে কর্ম্ম কাণ্ড পদ্ধতি এবং নানা বিধ দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা আছে। প্রাচীন তত্ত্ববিৎ গণের মতে ব্রাহ্মণ ভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আর্য্য গণের মতে বেদ অনাদি। ফলতঃ বেদ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; ইউরোপিয় পণ্ডিতগণ বলেন যে অন্যুন তিন হাজার বৎসর পুর্ব্বে বেদের মন্ত্র ভাগ রচিত হয়। বস্তুতঃ বেদের রচনা কাল নিশ্চিত রূপে স্থির করা যায় এরূপ প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

৫। বেদ চতুষ্টয়ের আলোচনা সহকারে ক্রমশঃ প্রত্যেক বেদ বহু সংখ্যক শাখায় বিভক্ত হয়। যে কারণে আদৌ বেদ চারি অংশে বিভক্ত হয়, বোধ হয় সেই কারণে প্রত্যেক বেদ নানা শাখায় বিভক্ত হয়। এইরূপ উক্ত আছে যে ঋগ্বেদের ৫ শাখা, যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা, সাম বেদের সহস্র শাখা এবং অথর্ব্ব বেদের ৯ শাখা আছে। বেদের চর্চ্চা দেশে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে; অদ্যাপি আমরা অমুক বেদের অমুক শাখী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রাচীন তত্ত্ববিৎ গণ বলেন যে বৈদিক সময়ে জাতি ভেদ ছিলনা; পরে যাহারা পুরুষানু ক্রমে বেদাধ্যায়ন অধ্যাপনাদিতে জীবন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানেন, এই হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্র কোন বেদের অন্যতম শাখা অধ্যয়ন

করিতেন। অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যায়ন না করিলেও অধ্যায়ী বলিয়া পরিচয় দিতেন;

৬। বেদ চতুষ্টয়ের নানা শাখা হওয়ার এবং ব্রাহ্মণ ভাগ অতি বিস্তৃত হওয়ায় বেদ শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিগণ নানা প্রবেশিকা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবেশিকা গ্রন্থ বেদাঙ্গ এবং উপবেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদাঙ্গ এবং উপবেদ সমূহ কেবল বেদের সার সংক্ষিপ্ত নহে। ক্রমশঃ যত জ্ঞানের উন্নতি হইতেছিল তত নূতন তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কৃত হইতেছিল; সেই সকল তত্ত্ব স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অধ্যাপনা ব্যতীত বেদাধ্যয়নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া কোন মতে সম্ভব ছিল না। বেদে যে কথা নাই, তাহা কে শিক্ষা করিবে; বিশেষতঃ বেদে এই কথা নাই; ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাঠের দ্বারা জানা আবশ্যক, এরূপ ছাত্রদিগকে বলিলে, ছাত্র দিগের বেদের উপর শ্রদ্ধার খর্ব্বত হইতে পারে, বোধ হয় এইরূপ বিবেচনায় প্রাচীন আর্য্যগণ, বেদাঙ্গ উপবেদ ইত্যাদি নাম দিয়া নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা এবং অধ্যাপনা করিতেন।

The Vedangas

৭। বেদাঙ্গ ষট্ সংখ্যক; তন্মধ্যে একটি অঙ্গ কল্পসূত্র যে রূপ প্রত্যেক বেদের বহু শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক শাখায়, কল্পসূত্র ভেদে, নানা সম্প্রদায় হইয়াছিল। কল্প সূত্র আদৌ কতছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কল্পসূত্রাত্মক গ্রন্থ এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায়না; যে দুই এক খানি পাওয়া যায় তাহা অসম্পূর্ণ। কল্পসূত্র গ্রন্থ সমুদয় তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে কর্ম্ম কাণ্ড পদ্ধতি, দ্বিতীয় ভাগে গৃহ্য সূত্র, তৃতীয় ভাগে সময়াচারিকা অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র সূত্রাকারে আলোচিত থাকে। গৃহ্য সূত্র সমস্ত প্রায় পাওয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্ম সূত্রাত্মক অংশ প্রায় লোপ হইয়াছে।

৮। পণ্ডিত গণ বলেন যে আর্য্য দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র আদৌ সূত্রাকারে লিখিত ছিল; সেই সকল সূত্রাত্মক গ্রন্থের মধ্যে কতক গুলি পরে পদ্যে লিখিত হয়। ধর্ম্ম শাস্ত্র বিষয়ক পদ্য ময় গ্রন্থ অনেক গুলি পাওয়া যায়; কিন্তু যে সূত্রাত্মক গ্রন্থের মূলে সেই সকল পদ্যময়গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পাওয়া যায়না।

The Institutes of Menu Jagnyavalkya and other sages the real source of Hindu Law

আর্য্যগণের মতে ধর্ম্মশাস্ত্র বেদমূলক; কিন্তু যতদূর জানা যায় বেদের কোন অংশে, ধর্ম্মশাস্ত্র বিস্তারিত রূপে আলোচিত নাই। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির গ্রন্থ আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির গ্রন্থ স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর্য্যগণের এইরূপ বিশ্বাস যে মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকারক গণ যেরূপ বেদ জানিতেন আধুনিক কোন লোক তাদৃশ বেদজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। স্মৃতিকারকগণ যাহা বলিয়াছেন সেই সমস্ত বেদ মূলক, সুতরাং তৎসমস্ত প্রামাণিক।

At the present day, it happens not unfrequently, that a Pundit who becomes famous for learning and has a large number of pupils succeeds in setting up a new school by having

৯। যে সময়ে সূত্রাত্মক সংহিতা সমুদয় প্রথম রচিত হইয়াছিল, তখন বোধহয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। আমাদিগের দেশে যিনি শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার নিকট বহুছাত্র পাঠ স্বীকার করে। অধ্যাপক, লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং ছাত্রগণের ভক্তিভাজন হইলে, নূতন গ্রন্থ এবং নূতন মত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। ছাত্রসংখ্যা অধিক হইলে নূতন গ্রন্থ বা নূতন মত প্রচারিত করা সুসাধ্য হয়। কিন্তু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া নূতন মত প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে অনেক লোক প্রতিবাদী হয়; এবং সেই অভিনব মত খণ্ডন করিবার জন্য অন্যান্য তুল্যকক্ষ পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন। কিছুকাল ঘোরতর বিবাদ হয়; আধুনিক আর্য্য পণ্ডিত গণের মধ্যে

এইরূপে সম্প্রদায়ভেদ এবং মতভেদ হইতে সচরাচর দেখা যায়। এবং ইহা নিঃসংশয় অনুমান হয় যে পূর্ব্বকালে এই-রূপ মতভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ হইয়া, বিরুদ্ধ মতাত্মক ধর্ম্ম-শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছিল। আদৌ সেই সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, সম্প্রদায়বিশেষে আদৃত ছিল; কিন্তু মতভেদ নিবন্ধন যে বিরোধ হয় তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরস্পর বিরোধ করিলে সাধারণ লোকের শাস্ত্রের প্রতি অভক্তি হইবে এই আশঙ্কায়, কিছুকাল পরে, ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক গণ পরস্পর বিবাদ না করিয়া, বিরুদ্ধ মতাত্মক গ্রন্থ সমুদায়ের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন; এবং মীমাংসার দ্বারা সকল গ্রন্থের একবাক্যতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। অধুনা আর্য্যগণ, মনু যাজ্ঞবল্ক্য নারদ প্রভৃতি যত স্মৃতি আছে, সকলের প্রামা-ণিকতা স্বীকার করেন; এবং ভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে যে সমুদায় বিরুদ্ধ মত আছে তাহা মীমাংসা করা, বিজ্ঞানেশ্বর জীমূত-বাহন প্রভৃতি নব্য স্মার্ত্তগণের উদ্দেশ্য।

his own work recognized as an authoritative text book. Extreme bitterness of feeling arises at first which afterwards subsides. Applying this known fact to account for the conflict which exists between the different ancient Institutes.

১০। আর্য্যগণের মতে সকল স্মৃতি প্রামাণিক হইলেও মনুস্মৃতি, অন্যান্য স্মৃতি অপেক্ষা, অধিক আদৃত। বৃহস্পতি বলিয়াছেন।—

Menu

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" ॥

মনুস্মৃতি বাস্তবিক অন্যান্য স্মৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সুতরাং মনুস্মৃতির বিশেষ আদর হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পরন্তু আমাদি-গের বিশ্বাস এই যে স্মৃতিকারকগণ সকলেই অভ্রান্ত; স্মৃতিকা-রকদিগের বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হইলে আর্য্য পণ্ডিতগণ কোন মত ভ্রান্ত বা কোন মত অভ্রান্ত বলেন না। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে আপাততঃ বিরুদ্ধ বোধ হইলেও উভয় মত অভ্রান্ত; সুতরাং মীমাংসকগণ ভিন্ন স্থল দেখাইয়া অথবা

ব্যাখ্যার ইতর বিশেষ করিয়া সেই বিরোধ ভঞ্জ করিবার চেষ্টা করেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল হইলেও, বিজ্ঞানেশ্বর জীমূতবাহন প্রভৃতি, সকল স্মৃতি একবাক্যতা করিয়া, যেরূপ মত সংস্থাপন করিয়াছেন, অধুনা আর্য্যগণ তাহা মান্য করিয়া থাকেন।

১১। ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক মূলগ্রন্থ সমূহের অধিকাংশ লোপ হইয়াছে। আদৌ ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কত ছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মধ্যে ঊনবিংশ সংখ্যক স্মৃতিকারক ঋষির নাম আছে যথা।

The names of holy sages whose works are regarded infallible.

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশংখলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
সাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ"॥

এই ঊনবিংশ স্মৃতি ব্যতীত আর অনেক স্মৃতি আছে। আধুনিক মীমাংসা গ্রন্থ সমুদয়ে অন্যূন ১৩১ স্মৃতির নাম পাওয়া যায়; এবং অন্যূন ১০৯ স্মৃতি গ্রন্থের সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়াছে।

১২। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লিখিত ঊনবিংশস্মৃতির মধ্যে কতকগুলি সূত্রাত্মক আর কতকগুলি পদ্যময়; কতকগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়; কতকগুলির অংশমাত্র পাওয়া যায়।

সকল স্মৃতির মধ্যে গৌতম বৌধায়ন আপস্তম্ব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; এবং নারদ সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। মনুসংহিতা অতিশয় প্রাচীন বটে; কিন্তু মনুসংহিতা আদৌ যে আকারে রচিত হইয়াছিল সেই আকারে এক্ষণে পাওয়া যায় না। আদৌ মনু সংহিতা সূত্রাকারে লিখিত ছিল এইরূপ অনেকে অনু-

মান করেন। কিন্তু এক্ষণে যে গ্রন্থ মনুসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা পদ্যময় এবং অতি সংক্ষিপ্ত। মনুসংহিতার বোধহয় দুই তিন বার আকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মীমাংসা গ্রন্থ সমুদায়ে, বৃদ্ধ মনু এবং বৃহৎ মনু হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত আছে, প্রচলিত মনুসংহিতায় সেই সমস্ত পাওয়া যায় না। গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির সংহিতায় মনুসংহিতার সূত্র উদ্ধৃত আছে; কিন্তু প্রচলিত মনুসংহিতায় সেই সমস্ত পাওয়া যায় না। যজুর্ব্বেদিগণের মধ্যে এক মানব ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাকা জানা যায়; সেই সম্প্রদায়ের গৃহ্য সূত্র পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার ধর্ম্মসূত্র পাওয়া যায় না। এইরূপ অনুমান হয় যে মানব ধর্ম্মসূত্র মনুসংহিতার মুল। প্রচলিত মনুসংহিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও অন্যান্য পদ্যময়সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা নিশ্চয় জানা যায়।

Jangyavalkea.

১৩। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়ার পরে রচিত হওয়ার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের ২৪০৪ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়; যদি সেই প্রমাণ ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্বৎ শতাব্দী প্রারম্ভের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে রচিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। মনুসংহিতায় আচার, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি স্বতন্ত্র রূপে আলোচিত নাই; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই সকল বিষয় স্বতন্ত্ররূপে শৃঙ্খলাক্রমে আলোচিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুর পরে বিরচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা মিথিলা দেশে সর্ব্ব প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল।

Narad.

১৪। অন্যান্য সকল সংহিতা অপেক্ষা নারদসংহিতা

আধুনিক ; নারদসংহিতায় ব্যবহারশাস্ত্র যেরূপ বিশদরূপে আলোচিত আছে অন্য কোন সংহিতায় সেরূপ নাই।

১৫। সংহিতা সমুদায়ের প্রামাণিকতা আর্য্যগণের মতে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয় ; সুতরাং সংহিতাবলী পাঠ করিয়া কোন্ মত ভ্রান্ত বা কোন্ মত অভ্রান্ত তাহা জানা যায় না। এই সকল বিরুদ্ধ মতের এক-বাক্যতা করিতে না পারিলে সাধারণ লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্তি হইবার সম্ভব, ইহা বোধ হয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত-গণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যে কারণে হউক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধিপত্য লোপ হওয়ার অনতি দীর্ঘকাল পরে, মীমাংসা গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

Medhatithi

১৬। এক্ষণে যে সমস্ত মীমাংসাগ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতার টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মেধাতিথি কেবল মনুসংহিতার মূলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এমত নহে। মেধাতিথি মনুসংহিতার টীকায় অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর বিরোধ নিরাস করিয়াছেন। মেধাতিথি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় জানা যায় না ; এইমাত্র জানা যায় যে শঙ্করাচার্য্যের পরে এবং বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বে মেধাতিথি বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ৮০০ শতাব্দীতে এবং বিজ্ঞানেশ্বর একাদশ শতা-ব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং মেধাতিথি ৯০০ শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বোধ হয়। বিজ্ঞানেশ্বর বিশেষ সম্মানের সহিত মেধাতিথির নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন ; সুতরাং ইহা অনুমান হয় যে বিজ্ঞানেশ্বরের কিছুকাল পূর্ব্বেই মেধাতিথির টীকা বিদ্বমণ্ডলী মধ্যে আদৃত হইয়াছিল।

Srikar Dhareshwar Bishwa rup.

১৭। মেধাতিথির পরে শ্রীকর, ধারেশ্বর এবং বিশ্বরূপের গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই সকল গ্রন্থ এক্ষণে কোথা পাওয়া

যায় না। মিতাক্ষরা দায়ভাগাদিতে উল্লিখিত না থাকিলে এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। বিশ্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার বিস্তৃত টীকা করিয়াছিলেন; তাহার ছাত্র বিজ্ঞানেশ্বর সেই টীকা সংক্ষিপ্ত করিয়া মিতাক্ষরা নামক গ্রন্থ প্রচার করেন।

১৮। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা অধুনা, বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা প্রামাণিক। বিজ্ঞানেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্পং পুরম্।
নোদৃষ্টঃ শ্রুতএববাক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপমঃ॥
বিজ্ঞানেশ্বরপণ্ডিতো ন ভজতেকিংচান্যদন্যোপমু।
শচাকল্পংস্থিরমস্তকল্পলতিকাকল্পং তদেতত্ত্রয়ম্॥

শ্রীপদ্মনাভভট্টোপাধ্যায়াত্মজস্য শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকবিজ্ঞানেশ্বরভট্টস্য কৃতৌ মিতাক্ষরায়াং যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রং বিবৃতম্

১৯। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে বিজ্ঞানেশ্বর মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত কল্যাণ নামক নগরের রাজা বিক্রমের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কল্যাণের রাজগণের যে সমস্ত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে ১০৭৬ অব্দে বিক্রম কল্যাণের রাজা ছিলেন। বিহ্লনের কাব্যে বর্ণিত আছে যে বিহ্লন স্বয়ং রাজা বিক্রমের সভাসদ্ কবি এবং বিজ্ঞানেশ্বর রাজা বিক্রমের মন্ত্রী ছিলেন। বিহ্লনের কাব্যে চালুক্য রাজগণের ইতিহাস যেরূপ বর্ণিত আছে, উক্ত রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসন সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহার অনেক অংশ সত্য প্রমাণ হয়। ফলতঃ ইহা নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে, যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিক্রম কল্যাণের রাজা ছিলেন; এবং বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

Vigyaneshwar.

২০। বিজ্ঞানেশ্বর আত্মপরিচয় স্থানে বলিয়াছেন যে বিক্রমের তুল্য রাজা পৃথিবীতে নাই ; এবং তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। ফলতঃ বিজ্ঞানেশ্বর অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন ; তাহাতে আবার রাজা বিক্রমের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ অতি অল্প কাল মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বে শ্রীকর, ধারেশ্বর, বিশ্বরূপ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত লোপ হইয়াছে ; কিন্তু মিতাক্ষরার আদর পূর্ব্বাপর সমভাবে আছে। মিতাক্ষরা অতি অল্প কাল মধ্যে আদৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে উক্ত গ্রন্থের সুবোধিনী নামক টীকা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর ভট্ট প্রণীত সুবোধিনী নামক টীকা ব্যতীত আরও কয়েক খানি মিতাক্ষরার টীকা আছে ; তন্মধ্যে নন্দ পণ্ডিত এবং বালম ভট্টের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

Apararka.

২১। বিজ্ঞানেশ্বরের অনতি দীর্ঘকাল পরে মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত কঙ্কন দেশের রাজা অপরাদিত্য দেব অপরার্ক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অপরার্কের গ্রন্থে মিতাক্ষরার কোন উল্লেখ নাই ; পরন্তু অপরার্ক প্রায় সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার মত অবলম্বন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশে যে সমস্ত প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দারা জানা যায় যে অপরাদিত্য দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কঙ্কন দেশের রাজা ছিলেন। বোম্বাই নগরের অনতিদূরে থানা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অপরার্কের মত দ্রাবিড় প্রদেশে আদৃত হইয়া থাকে।

Smriti Chandrika Madan PariJata

২২। দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টের মদন পারিজাত দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং মদনপারিজাতে অপরার্কের মত উদ্ধৃত আছে ; স্মৃতি-

চন্দ্রিকার মত মদনপারিজাতে উদ্ধৃত আছে। মদনপারি-জাত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত হওয়ার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়; সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে দেবা-নন্দ ও বিশ্বেশ্বর ভট্ট অপরার্কের প্রায় সমকালীন ছিলেন। দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা মান্দ্রাজ প্রদেশে বিশেষ আদৃত।

২৩। যমুনাতীরসন্নিহিত কাষ্ঠনগরের রাজা মদন-পালের আদেশ অনুসারে মদনপারিজাত ও মদনবিনোদ রচিত হয়। মদনপারিজাত কোন্ শকে রচিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্তু মদন বিনোদ সংবৎ ১২৩১ অব্দে লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং মদনপারিজাত ঐ সময়ে রচিত হওয়া স্বীকার করিতে হইবে।

২৪। পরাশরমাধব্য নামক পরাশরসংহিতার টীকা দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, বারানসী প্রভৃতি প্রদেশে বিশেষ আদৃত। পরাশর মাধব্য বিখ্যাত মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের বিরচিত। মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য বিজয়নগরের রাজা হরিহর ও বক্কুর মন্ত্রী ছিলেন। মাধবাচার্য্যের উদ্যোগে ও বুদ্ধিকৌশলে বিজয়নগরের রাজত্ব সংস্থাপিত হয়। তুঙ্গভদ্র নদীর তীরে পম্পা নামক গ্রামে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য্য যেরূপ দেশহিতৈষী এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ সেইরূপ হওয়া আপা-ততঃ অসম্ভব বোধ হয়। মাধবাচার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যবনদিগের আধিপত্যের খর্ব্বতা সাধন করিতে না পারিলে হিন্দু রাজত্ব সমস্ত ক্রমশঃ লোপ হইবে; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের লোপ হইবে। যবনদিগের আধিপত্যের বিস্তার দেখিয়া মাধবাচার্য্য যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছিলেন; তিনি

বহু আয়াসে বিজয়নগরের যে হিন্দু রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এক সময়ে কত দূর পরাক্রান্ত এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল ইতিহাসপাঠক মাত্র তাহা অবগত আছেন। আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট। সার্ব্বভৌম রাজার সচিবত্ব করিবার মত উচ্চ আশা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য যেরূপ অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের সমকক্ষ লোক অতি বিরল। মাধবাচার্য্য এবং সায়ণাচার্য্যের নাম পণ্ডিতগণের মধ্যে চিরস্মরণীয়। পরাশরসংহিতার ব্যবহার অধ্যায় লুপ্ত হইয়াছে; পরাশরমাধব্যে ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা অন্য স্মৃতি হইতে সঙ্কলিত।

২৫। স্বরস্বতীবিলাস বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মুসলমানদিগের ইতিহাস মধ্যে দিল্লীর বাদসাহের সৈন্যগণের সহিত বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের ১৩২৩ অব্দে যুদ্ধ হওয়ার বিবরণ আছে। তাম্র শাসন আদিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা উক্ত সময়ে বরঙ্গলে প্রতাপরুদ্র নামক অতি পরাক্রান্ত রাজা থাকা জানা যায়। স্বরস্বতীবিলাস বরঙ্গলের এই প্রতাপরুদ্র রাজার বিরচিত হইলে উক্ত গ্রন্থ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হওয়া বলিতে হইবে। স্বরস্বতীবিলাসের মত মান্দ্রাজ প্রদেশে আদৃত।

২৬। লক্ষ্মীধরের কল্পতরু মিথিলা প্রদেশে আদৃত। কল্পতরু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত।

২৭। চণ্ডেশ্বরের বিবাদরত্নাকর মিথিলা প্রদেশে বিশেষ আদৃত। চণ্ডেশ্বর মিথিলার রাজা হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন; চণ্ডেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তদ্দ্বারা

জানা যায় যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

২৮। বিবাদচন্দ্র মিথিলা দেশে প্রচলিত আছে। মিথিলার রাজা হরসিংহের পৌত্র চন্দ্রসিংহের পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী বিবাদচন্দ্রের রচয়িত্রী। রাজা হরসিংহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং বিবাদচন্দ্র চতুর্দ্দশ অব্দের শেষ ভাগে রচিত হওয়া সম্ভব।

Laksmi Devi.

মিথিলা প্রদেশে বাচস্পতিমিশ্রের বিবাদচিন্তামণি অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অধিক আদৃত। বিবাদচিন্তামণি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হওয়া সম্ভব। বাচস্পতিমিশ্রের বংশাবলী অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশে সিমূল নামক স্থানে আছে।

Bachaspati Misra.

২৯। জীমূতবাহনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মিতাক্ষরার মত প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়। জীমূতবাহন মিতাক্ষরার মত আদ্যোপান্ত খণ্ডন করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার গ্রন্থ প্রচার করেন। জীমূতবাহন আত্মগ্রন্থের শেষ ভাগে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি পারিভদ্রকুলোদ্ভূত; ইহাতে বিবেচনা হয় যে বঙ্গ দেশের পাড়িয়াল নামক কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কঙ্কণ প্রদেশে জীমূতবাহন নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ দায়ভাগ প্রণেতা, কোলব্রুক সাহেব এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কঙ্কণাধিপতি জীমূতবাহন দায়ভাগের রচয়িতা এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। কঙ্কণাধিপতি জীমূতবাহন বিজ্ঞানেশ্বরের বহু পূর্ব্বকালীন; কিন্তু দায়ভাগ মিতাক্ষরার পরে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দায়ভাগের মধ্যে মিতাক্ষরার নাম যদিও কোথায় স্পষ্ট উল্লিখিত নাই, কিন্তু মিতাক্ষরার মত খণ্ডন করা জীমূত

Jimutavahana.

বাহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা দায়ভাগের প্রতিপংক্তিতে প্রকাশ পায়। * কোন কোন স্থানে জীমূতবাহন বিশ্বরূপের মত উদ্ধৃত করিয়া আত্মমতের সাধক দিয়াছেন। ফলতঃ জীমূতবাহন বঙ্গদেশবাসী ছিলেন; এবং তাঁহার গ্রন্থ মিতাক্ষরার বহুকাল পরে রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। *

৩০। জীমূতবাহন পারিয়াল বংশোদ্ভব হওয়া প্রকৃত হইলে, বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ হওয়ার পরকালীন লোক ইহা নিশ্চয় হয়। অনেকে অনুমান করেন যে জীমূতবাহন স্থানে স্থানে বাচস্পতিমিশ্রের উপর কটাক্ষ করিয়া বিচার করিয়াছেন; তাহা হইলে জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন অথবা পরকালীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের সহিত মৈথিল পণ্ডিতদিগের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকার প্রবাদ আছে। জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন হইলে তাঁহার মত খণ্ডন করা অসম্ভব নহে। মিথিলাদেশে শ্রীকরাচার্য্যের দায়বিভাগ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহাতে দায়ভাগের মত উদ্ধৃত আছে। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি দায়ভাগের প্রথম টীকা করেন। কথিত আছে যে রঘুনন্দন শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির ছাত্র; রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং জীমূতবাহন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে অথবা তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

৩১। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জীমূতবাহন পারিভদ্র কুলোদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় না হইলেও, দায়ভাগকার এতৎপ্রদেশীয় লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

অন্য দেশে কোন গ্রন্থের বিশেষ আদর হইলে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ সেই গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু যে গ্রন্থ কোন দেশে প্রচলিত নাই সেই গ্রন্থ বিদেশীয়ের লিখিত হইলে, বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ তাহার মত অবলম্বন করা কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না। বিচারকালে সাধক দিবার জন্য যে কোন গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায়; কিন্তু কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে পুরাতন গ্রন্থ সমুদায় অপ্রচলিত হইয়া নূতন গ্রন্থ প্রচলিত হয় না। আমাদিগের দেশে কোন পণ্ডিত খ্যাতনামা হইলে তাঁহার অনেক ছাত্র হয়; অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি থাকিলে ছাত্রগণ অধ্যাপকের গ্রন্থ পাঠ করে; এবং পরে যখন তাহারা অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই গ্রন্থ হইতে আপন আপন ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করে। যে নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলে সভার বিচারের সুবিধা হয়, সেইগ্রন্থ এই রূপে প্রচলিত হয়। নতুবা কোন নূতন গ্রন্থ এতদ্দেশে হঠাৎ প্রচলিত হয় না। ফলতঃ দায়ভাগকার বঙ্গদেশীয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি পাঢ়িয়াল নামক কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৩২। কেবল দায়বিভাগ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগ প্রচলিত; তদ্ভিন্ন আচার সংস্কার প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি এইরূপ প্রবাদ আছে যে রঘুনন্দন চৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহারা তিন জন সমকালীন ছিলেন। রঘুনন্দন স্মার্ত্ত বলিয়া যেরূপ প্রসিদ্ধ, রঘুনাথ শিরোমণী তর্কশাস্ত্রে সেইরূপ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিতগণ মিথিলায় যাইয়া পাঠ সমাপন করিতেন। কিন্তু অধুনা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ বিদেশীয়ের নিকট পাঠ স্বীকার করেন না।

Raghunundan.

স্মৃতি সম্বন্ধে জীমূতবাহন এবং রঘুনন্দনেরই মত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত; বঙ্গদেশের সকল স্থানের পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে পাঠ সম্পাদন করেন।

৩৩। দায় সম্বন্ধে যদিও রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব নামক গ্রন্থ আছে, কিন্তু প্রায় সকল স্থলে রঘুনন্দন দায়ভাগের মত অনুসরণ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ দায়ভাগ রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; ও দায়ভাগের মতানুসারে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

৩৪। দায়ভাগের অন্যূন ৭ খানি টীকা আছে; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কৃত দায়ভাগের টীকা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গত শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। কোলব্রুক সাহেব দায়ভাগের অনুবাদগ্রন্থের অনুক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে ১৮০৬ অব্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণের আদিম নিবাস মালদহ জেলায় ছিল; পরে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বস্থলী নামক পল্লীতে বাস করেন। অতি অল্পকাল পূর্ব্বে পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহার বংশ ছিল; কিন্তু এক্ষণে সেই বংশ লোপ হইয়াছে। নবদ্বীপের প্রাচীন লোকগণ বলিয়া থাকেন যে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও তাহার ছাত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সময় শ্রীকৃষ্ণের টীকা নবদ্বীপে প্রথম প্রচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত হইলে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। সুতরাং রামগোপাল কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের টীকা প্রচলন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রামগোপাল ইংরাজরাজত্বের প্রথম সময়ে নবদ্বীপের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি গবর্ণমেণ্ট

Sriki-hen Tarkalankar

হইতে বৃত্তি পাইতেন; এবং সময়ে সময়ে ব্যবস্থা দিতেন।

৩৫। মিত্রমিশ্রের বীরমিত্রোদয় বারাণসী প্রদেশে বিশেষ আদৃত। বারাণসী প্রদেশে বীরমিত্রোদয়ের প্রামাণিকতা প্রিবি কৌন্সিল স্বীকার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের পরে বীরমিত্রোদয় রচিত হয়। Mitramisra

৩৬। নন্দপণ্ডিতের দত্তমিমাংসা দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। নন্দ পণ্ডিতকৃত কেশববৈজয়ন্তী নামক বিষ্ণু স্মৃতির টীকা ১৬৮৯ সম্বৎ অব্দে রচিত হয়। নন্দপণ্ডিতের বংশাবলী অদ্যাপি বারাণসী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। Nunda Pandit.

৩৭। বঙ্গদেশে দত্তকগ্রহণসম্বন্ধে দত্তকচন্দ্রিকার মত প্রচলিত। দত্তকচন্দ্রিকা দেবানন্দ ভট্টের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে এই গ্রন্থ বাস্তবিক দেবানন্দের বিরচিত নহে; নবদ্বীপের রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ইহার রচয়িতা। দত্তকচন্দ্রিকার শেষে নিম্নলিখিত যে শ্লোক আছে তাহার প্রত্যেক চরণের আদ্য এবং শেষ অক্ষর সংযোজনা করিলে রঘুমণি নাম পাওয়া যায়; রঘুমণি গত শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। Devanand Bhatta.

রম্যেষা চন্দ্রিকা দত্তপুত্রতের্দ্দর্শিকা লঘু।
মনোরমাসন্নিবেশৈরজ্ঞিণাং ধর্ম্মতারণিঃ॥

৩৮। লক্ষ্মী দেবী, বালমভট্ট নাম অবলম্বন করিয়া, মিতাক্ষরার টীকা করিয়াছিলেন। সেই টীকায় নন্দপণ্ডিতের মত খণ্ডিত আছে; সুতরাং বালমভট্টের টীকা নন্দপণ্ডিতের পরে, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিরচিত।

৩৯। কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধু ও বিবাদতাণ্ডব বারাণসী প্রদেশের এবং দক্ষিণ প্রদেশে বিশেষ আদৃত। নির্ণয়সিন্ধু সম্বৎ ১৬৬৮ অব্দে রচিত।

৪০। গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্যবহারময়ূখের মত প্রচলিত। ব্যবহারময়ূখের রচয়িতা নীলকণ্ঠ আত্ম গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি আপন পিতা শঙ্করভট্টের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যমুনা এবং চম্বল নদীর সঙ্গম স্থানে ভারা নামক নগরের রাজা ভগাবন্ত দেব নীলকণ্ঠকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত নীলকণ্ঠ আপন গ্রন্থের ভগবন্তভাস্কর নাম দিয়াছিলেন। নিলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য কালে বর্তমান ছিলেন। নীলকণ্ঠ কমলাকরের পিতৃব্যপুত্র।

Nilkanta

Kulluka Bhatta.

৪১। কুল্লূকভট্ট কৃত মনুসংহিতার টীকা অন্যান্য টীকা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কুল্লূকভট্ট আপন কৃত মন্বর্থমুক্তাবলী নামক মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে তিনি বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; এবং গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী নন্দন নামক পল্লীতে তাঁহার পিতা দিবাকরভট্টের বাস ছিল। কুল্লূকভট্ট বারাণসীতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং তথায় মন্বর্থমুক্তাবলী রচনা করেন। কুল্লূকভট্টের টীকা সম্বন্ধে পণ্ডিত সার উলিয়াম জোন্স বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট টীকা নাই।

৪২। কুল্লূকভট্টের টীকা ব্যতীত মনুসংহিতার আর অনেক টীকা আছে। মেধাতিথির টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মনুসংহিতার ঋষিপ্রণীত বহুতর টীকা আছে; কিন্তু তন্মধ্যে ভাগুরিভাষ্য ব্যতীত আর কোন ঋষিপ্রণীত ভাষ্য বা টীকা পাওয়া যায় না। আধুনিক টীকার মধ্যে মেধাতিথি গোবিন্দরাজ ধরণীধর অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে কুল্লূকভট্টের টীকা সর্ব্বত্র অধিক আদৃত হইয়াছে।

মাধবী এবং নন্দরাজ নামক টীকা মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত মন্বর্থচন্দ্রিকা এবং কামধেনু নামক মনুসংহিতার টীকা আছে।

৪৩। বঙ্গদেশে শূলপাণি কৃত শ্রাদ্ধবিবেক বিশেষ আদৃত। শূলপাণি কৃত দীপকলিকা নামক যাজ্ঞবল্ক্যটীকা বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক আদৃত হইয়া থাকে। শূলপাণি বঙ্গদেশীয় সাহুড়ি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

The style in which digests are written.

৪৪। উল্লিখিত সংগ্রহগ্রন্থ ব্যতীত আরও বহুতর গ্রন্থ আছে; সেই সকলের বিবরণ এই স্থলে অনাবশ্যক। সংগ্রহ গ্রন্থ সমুদায়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সকল প্রমাণের একবাক্যতা করত গ্রন্থকারগণ ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক বিধিসমূহ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ সমুদায়ে পুরাণ বা তন্ত্রোক্ত প্রমাণ কোথা উদ্ধৃত লক্ষিত হয় না। কিন্তু আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থকারগণ পুরাণ এবং তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনেক স্থলে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংগ্রহগ্রন্থকর্তাগণ কোন স্থলে প্রাচীনতর গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া নূতন মত সংস্থাপন করেন; এবং কোন স্থলে প্রাচীনতর গ্রন্থবিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সাধক দেন। সংগ্রহগ্রন্থকর্তৃগণ সকলে শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রামাণিকতা স্বীকার করেন; কিন্তু শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণসমূহ ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করায় সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে সম্পূর্ণবিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয়। এতদ্দেশের পণ্ডিতগণ কোন সংগ্রহগ্রন্থের অনাদর করেন না; কিন্তু দেশবিশেষে কোন গ্রন্থের মত বিশেষ আদৃত। ফলতঃ দেশের মধ্যে কোন পণ্ডিত বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া যদি কোন গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থ হইতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন তাহা হইলে সেই গ্রন্থ শীঘ্র প্রচলিত হইয়া উঠে; গ্রন্থ রচয়িতার ছাত্রগণ

How any digest acquires authority.

যখন অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করে তখন সেই গ্রন্থ হইতে উপদেশ দেয়; এবং কালসহকারে অন্য গ্রন্থ পাঠ রহিত হইয়া কেবল সেই গ্রন্থ প্রচলিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থাপেক্ষা নব্য গ্রন্থ পাঠ করিলে যদি সভার বিচারের সুবিধা হয় তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যে নব্য গ্রন্থ প্রচলিত হয়।

৪৫। এতদ্দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর সাহেবের আদেশ মতে বিবাদার্ণব-সেতু নামে এক খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; ঐ গ্রন্থ হলহেড নামক একজন সাহেব ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হলহেড সাহেব সংস্কৃত জানিতেন না; এক জন মুন্সি মূল সংস্কৃত হইতে উক্ত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; হলহেড সাহেব পারস্য অনুবাদ হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুবাদ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত গ্রন্থ কোন কার্য্যকর হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

Vivadarnava Setu

১৭৮৮ সালে পণ্ডিত স্যার উলিয়াম জোন্সের প্রস্তাব অনুসারে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুই খানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হয়; বিবাদসারার্ণব সর্ব্বোরু ত্রিবেদী নামক মিথিলা প্রদেশীয় জনৈক স্মার্ত্তের রচিত; বিবাদ-ভঙ্গার্ণব বিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিরচিত। জগন্নাথের বিবাদ ভঙ্গার্ণব পণ্ডিত স্যার উলিয়াম জোন্স সাহেব অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পরে কোলব্রুক সাহেব উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ সমাপন করিয়াছিলেন; কোলব্রুক সাহেব। কৃত বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ কোলব্রুক ডাইজেষ্ট নামে প্রসিদ্ধ; হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক বিবাদ মীমাংসার জন্য হাই কোর্ট এবং প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ কোলব্রুক

Vivada Sar arnava
Vivada Vangarnava

ডাইজেষ্টের মতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণব পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হয় উক্ত গ্রন্থ কেবল বিরুদ্ধ মতে পরিপূর্ণ। এবং কোন্ মত গ্রন্থকারের অনুমোদিত অথবা কোন্ মতের তিনি বিপক্ষ তাহা জানা যায় না। সংগ্রহগ্রন্থ যে প্রণালীতে রচিত হয় তাহা না জানিলে, এইরূপ বোধ হয় বটে; কিন্তু সংগ্রহগ্রন্থরচনায় প্রণালী যিনি অবগত থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার এরূপ বিদ্বেষ জন্মাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ সভায় যে প্রণালীতে বিচার করেন, গ্রন্থ লিখিতে হইলে সেই প্রণালীতে লিখিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যেন কোন বিপক্ষবাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন; তৎপরে গ্রন্থকার তাহা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থকার বিপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল যুক্তি প্রদর্শন করেন; তৎপরে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বলবত্তর যুক্তি প্রদর্শন করেন। গ্রন্থকারের ভাব এই যে প্রথম যুক্তিতে বিপক্ষবাদী নিরস্ত না হইলে, তিনি আরও যুক্তি দর্শাইতে পারেন। বিপক্ষবাদীর যে আপত্তি আশঙ্কা করিয়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় যুক্তি দেন তাহা প্রায় গ্রন্থে লিখিত থাকে না। বিপক্ষবাদীকে পরাজিত করিয়া স্বমতাবলম্বী করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; যে অস্ত্রের দ্বারা গ্রন্থকারের মত খণ্ডন হইতে পারে গ্রন্থকার তাহা প্রকাশ করেন না; তবে প্রথমপ্রদর্শিত যুক্তি সম্বন্ধে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা যে গ্রন্থকার অবগত আছেন ইহা দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় যুক্তি দেন। গ্রন্থকার এক স্থলে একরূপ বলিয়া আর এক স্থলে অপর মত প্রকাশ করেন। প্রথম মত গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নহে; সর্ব্বশেষে যে মত প্রকাশ করেন তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিবেচনায় কোন আপত্তি হইতে পারে না।

Jagannath

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ভাগের টীকায় যেরূপ জীমূতবাহনের মনোগত আশঙ্কা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন, বিবাদভঙ্গার্ণবের সেইরূপ কেহ টীকা করিলে, উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ দোষ আরোপিত হয় তাহা অমূলক প্রমাণ হয়।

Sir William Jones.

৪৬। ইংরাজদিগের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্স সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন ; এবং তিনি প্রথমে মনুসংহিতা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার সদর আদালতের অন্যতম বিচারক কোলব্রুক সাহেব দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ তাহাতে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ইংরাজিতে অনুবাদ হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। যদিও কোলব্রুক সাহেব কৃত অনুবাদ পাঠ করিলে, সকল স্থান বোধগম্য হয় না, কিন্তু তাহা অনুবাদকের দোষ নহে। কোলব্রুক সাহেব স্বকৃত অনুবাদে যেরূপ পাণ্ডিত্য এবং কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদে কোন্ কোন স্থানে দুই একটি ভ্রম আছে ; কিন্তু সেই ভ্রম অতি সামান্য। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষায় কোলব্রুক সাহেব বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন ; এবং তিনি অতিশয় পরিশ্রম করিয়া দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা পাঠ করিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থের সহিত একত্র পাঠ করিলে অতি সহজে উভয় গ্রন্থ বোধগম্য হয় ; কিন্তু কেবল অনুবাদ পাঠ করিলে দুরূহস্থলসমূহের অর্থপ্রতীতি হয় না।

Colebrooke

কোলব্রুক সাহেবের ভাগিনেয় সদরল্যাণ্ড সাহেব দত্তকমীমাংসা এবং দত্তকচন্দ্রিকা এই দুই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কোলব্রুক সাহেবের ন্যায় সদরল্যাণ্ড সাহেবকৃত অনুবাদদ্বয় অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রণীত দায়ক্রম

সংগ্রহ নামক গ্রন্থ উইঞ্চ নামক একজন সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন।

বোরাডেল নামক একজন সাহেব ব্যবহারময়ূখ অনুবাদ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিবাদচিন্তামণি, ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত গোলাবচন্দ্র শাস্ত্রী বীরমিত্রোদয় ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

কোন, গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ ভিন্ন আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত আছে তন্মধ্যে মেকনটন্ সাহেব এবং ষ্ট্রেঞ্জ সাহেব এবং মেইন সাহেবের কৃত গ্রন্থত্রয় অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিভোগী অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের নাম অথবা বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক।

The Codes of Menu Jagnyvavalkya &c and the digests of Vigyaneshwar Jimutavahana&c were real codes of law. From time immemorial the Brahmins alone had

ইংরাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নেলসন নামক একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন যে হিন্দুদিগের আইন নামক কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই। নব্য ব্যবহারবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে রাজার আদেশ ব্যতীত আইন হইতে পারেনা; তাঁহাদের আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন আইন ছিলনা। বস্তুতঃ রাজা আপন ইচ্ছানুসারে আইন করিতে পারেন, কোন প্রাচীন জাতির এরূপ বিশ্বাস ছিল না; হিন্দুগণের মতে আইন ঈশ্বরের বাক্য অনাদি অভ্রান্ত বেদমূলক। কোন রাজা ইচ্ছা করিলে সেই আইনের পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না,

the right o studying the revea-led scriptures. They generally studied one book which they considered of superior merit and thus practically made its rules the law of the land until the authority of that text book was superseded by the adoption of some other text book.

রাজার আদেশ ব্যতীত আইন হইতে পারে না যথার্থ বটে; কিন্তু দেশের মধ্যে যে ব্যক্তি কর আদায় করেন অথবা যিনি রাজা নামে প্রসিদ্ধ তিনি রাজা এমত নহে। হিন্দুরাজত্ব সময়ে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত রাজা ছিলেন; তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না; করাদান করিতেন না; দণ্ড-বিধান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে ছিল না। দেশের রাজা এই সমস্ত কার্য্য করিতেন; কিন্তু অতি প্রবল প্রতাপশালী নরপতিগণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট অবনত মস্তক থাকিতেন। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনার নিমিত্ত ঐহিক ভোগ সুখ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রালোচনায় দিন যাপন করিতেন। জ্ঞানের আলোচনা ক্ষমতার মূল; ব্রাহ্মণদিগের সেই ক্ষমতা ছিল। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা হইয়াও যেরূপ পারলিয়ামেণ্টের সভ্য-গণের নিকট অবনতমস্তক থাকেন, ব্রাহ্মণগণের নিকট হিন্দুরাজগণ ততোধিক বশ্যতা স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মণ গণ ধর্ম্মশাস্ত্রের যেরূপ মত সংস্থাপন করিতেন রাজা তাহা মান্য করিতে বাধ্য হইতেন। ব্রাহ্মণগণ যে দেশে যে গ্রন্থের মত অনুসারে ব্যবস্থা দিতেন কেহ তাহা অমান্য করিতে পারিত না; সুতরাং সেইগ্রন্থ তৎকালে সেই দেশের আইন বলিয়া গণ্য করা কোন মতে অসঙ্গত নহে। দেশের পণ্ডিত গণ কোন প্রাচীন গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন নব্য গ্রন্থ অধ্য-য়ন অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলে,দেশের আইনের পরি-বর্ত্তন হইত; নতুবা করগ্রাহী রাজার আদেশ অনুসারে কোন আইন পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না। ফলতঃ এতদ্দে-শের পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ আইনকর্ত্তা ব্যবস্থাপক ছিলেন; তাঁহাদের কৃত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিলে কখন তাঁহারা আপনারা দণ্ডবিধান করিতেন; কখন বা তাঁহাদের ব্যবস্থা-

নুসারে রাজা দণ্ড করিতেন। ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং ঐহিক দণ্ড করিতেন না; কিন্তু রাজা তাঁহাদের আদেশ অনুসারে দণ্ড করিতেন। পারলিয়ামেণ্টের সভ্যগণ আইন করেন; তাঁহাদের কৃত আইন অনুসারে বিচারকগণ দণ্ডবিধান করেন; সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের কৃত আইন অনুসারে হিন্দুরাজগণ দণ্ডবিধান করিতেন।

ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং সকল স্থলে দণ্ডবিধান করিতেন না, বা করিতে পারিতেন না বলিয়া,তাঁহাদের কৃত ব্যবস্থা আইন গণ্য হইতে পারে না বলা কোন মতে সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং দণ্ডবিধান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের কৃত ব্যবস্থা-নুসারে রাজা দণ্ডবিধান করিতেন; সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের কৃত ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে আইন বলিয়া পরিগণিত না হইবার কোন কারণ নাই। কখন কোন রাজা বা কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা অমান্য করিতেন না এমত নহে; অধুনা শাসনকর্ত্তৃগণ যে সকল আইন করেন তাহা সকল স্থলে সকল লোকে মান্য করে না। কেহ কখন কোন ব্যবস্থা অমান্য করিলে আইন গ্রাণ্য হয় না এমত নহে। সচরাচর দেশের রাজা এবং আপামর সাধারণ সকল লোকে ব্রাহ্মণদিগের কৃত ব্যবস্থা মান্য করিতেন। ফলতঃ যাঁহারা বলেন যে হিন্দু-দিগের আইন নামক কোন পদার্থ নাই, তাঁহাদের মত অবশ্য ভ্রান্ত বলিতে হইবে। ইংরাজগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ-রূপে আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা কেহ এরূপ বলেন না।

অনুক্রমণিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে যে গ্রন্থের। মতানুসারে দায়াধিকারব্যবস্থা হয়।

১। দায়বিভাগ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে অধুনা প্রধানতঃ ৫ সম্প্রদায় আছে।

১। বঙ্গ।
২। বারাণসী।
৩। মিথিলা।
৪। মহারাষ্ট্র।
৫। দ্রাবিড়।

১। বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমুদায়ের মত প্রচলিত।

১। দায়ভাগ (জীমূতবাহন)
২। দায়তত্ত্ব (রঘুনন্দন)
৩। দায়ক্রমসংগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার)
৪। শ্রীকৃষ্ণকৃত দায়ভাগটীকা।
৫। দত্তকচন্দ্রিকা।

২। বারাণসী প্রদেশে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর মত প্রচলিত।

১। মিতাক্ষরা (বিজ্ঞানেশ্বর)
২। সুবোধিনীনামক মিতাক্ষরার টীকা (বিশ্বেশ্বরভট্ট)
৩। মদনপারিজাত (ঐ)
৪। পরাশরমাধব্য (মাধবাচার্য)

৫। কল্পতরু (লক্ষ্মীধর)
৬। বিবাদতাণ্ডব (কমলাকর)
৭। কেশববৈজয়ন্তী (নন্দপণ্ডিত)
৮। বীরমিত্রোদয় (মিত্রমিশ্র)
৯। বালমভট্টকৃত টীকা।
১০। দত্তকমীমাংসা (নন্দপণ্ডিত)

৩। মিথিলাপ্রদেশপ্রচলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক খানি প্রসিদ্ধ।
১। মিতাক্ষরা।
২। বিবাদচিন্তামণি (বাচস্পতি মিশ্র)
৩। বিবাদরত্নাকর (চণ্ডেশ্বর)
৪। বিবাদচন্দ্র (লক্ষ্মীদেবী)

৪। দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের প্রচলিত গ্রন্থ।
১। মিতাক্ষরা।
২। স্মৃতিচন্দ্রিকা (দেবানন্দভট্ট)
৩। পরাশরমাধব্য (মাধবাচার্য্য)
৪। সরস্বতীবিলাস (রাজা প্রতাপরুদ্র দেব)

৫। মহারাষ্ট্র প্রদেশে।
১। মিতাক্ষরা।
২। ব্যবহারময়ূখ (নীলকণ্ঠ)
৩। কৌস্তুভ।
৪। পরাশরমাধব্য;

এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত। গুজরাট প্রদেশে নীলকণ্ঠের মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত।

উৎকল একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য নহে। উৎকল দেশে মিতাক্ষরা এবং শম্ভুকর বাজপেয়ী ও উদয়কর বাজপেয়ীর মত প্রচলিত।

যে প্রদেশে যে গ্রন্থের মত প্রচলিত, সেই প্রদেশে সকল লোকের সম্বন্ধে দায়াধিকার ব্যবস্থা সেই মত অনুসারে হয় এমত নহে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ প্রচলিত; কিন্তু যদি কোন পশ্চিমপ্রদেশীয় লোক বঙ্গদেশে বাস করে, তাহা হইলে কেবল তন্নিবন্ধন তাহার সম্বন্ধে দায়ভাগের মত প্রয়োগ হয় না। দায়বিভাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত ব্যক্তিগত; দেশব্যাপক নহে। বঙ্গদেশের কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারে যে তাহার পূর্ব্ব পুরুষ বারাণসী প্রদেশ হইতে আসিয়া এতদ্দেশে বাস করিয়াছিল এবং বারাণসীর মতে তাহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত প্রয়োগ হয়; বঙ্গদেশবাসী বলিয়া দায়ভাগের মতে তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয় না। সম্পত্তি যে দেশে থাকুক, বাদী প্রতিবাদীর বাসস্থান যে দেশে হউক, যে সম্প্রদয়ের মতানুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, সেই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রানুসারে দায়ব্যবস্থা হয়।

রঘুপতিদত্ত ওঝা বঃ রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। 4.P.C.J. 161

রাজচন্দ্র নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী বঃ গোকুলচাঁদ। 1 Sel Rep p56

যে দেশে যে ব্যক্তির বাস সেই দেশের মত তাহার সম্বন্ধে সচরাচর প্রয়োগ হয়। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যে অন্য মতের প্রয়োগ সাব্যস্থ করিতে চাহে, তাহার উপর প্রমাণের ভার অর্পিত হয়। অন্য দেশের মত প্রয়োগ হইবার বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে, যে দেশে বাস সেই দেশের মতানুসারে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে কোন পক্ষ অথবা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের যে দেশে আদৌ বাস ছিল, সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিতেছে, তাহা হইলে যে দেশে আদৌ বাস থাকা প্রমাণ হয়,

সেই দেশের মতানুসারে ব্যবস্থা হয়; বাদী প্রতিবাদির মধ্যে যে অন্য মত প্রমাণ করিতে চাহে তাহার উপর প্রমাণের ভার হয়। সে যদি প্রমাণ করিতে পারে যে নূতন বাসস্থানের প্রচলিত মতানুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মতে দায়াধিকার ব্যবস্থা হয়; নতুবা পূর্ব্বে যে দেশে বাস থাকা প্রমাণ হয়, সেই দেশের মতে ব্যবস্থা হয়।

নবিন চন্দ্র প্রধান বঃ জনার্দ্দন মিশ্র। Suth F. B. 67.
রাণী পদ্মাবতী বঃ দুলার সিংহ। 1. P. C. J. 348.
হীরামনি বঃ সুরেন্দ্র। 2 P. C. J. p 372.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দুদিগের সংক্রান্ত দায়াধিকার উদ্বাহঘটিত বিবাদ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার হইবার আইন।

Questions concerning inheritance succession marriage & between Hindus to be decided according to Hindu Law.

১। ১৭৫৭ সালে পলাসির যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের এতদ্দেশে আধিপত্যের সূত্র হয়; কিন্তু প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে রাজ্য শাসনসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ১৭৭২ অব্দে ইংরাজগণ এতদ্দেশের আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে প্রথম কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করেন। ১৭৬৫ অব্দে লর্ডক্লাইব মোগল সম্রাটের নিকট বাঙ্গালার রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত দেওয়ানি সনন্দ লইয়াছিলেন; দেওয়ানি সনন্দ পাওয়ার পরেও রাজস্ব আদায় পূর্ব্ববৎ মুর্শিদাবাদে হইতেছিল। ১৭৭২ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং রাজস্ব সংগ্রাহকদিগকে বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণর জেনারল যে নিয়মাবলী করিয়াছিলেন, তাহার ২৩ দফায় এইরূপ বিধিবদ্ধ হয় যে দায়াধিকার, বিবাহ, জাতিগত বিবাদ, ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার ব্যবহার আদি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইবে। ১৭৮০ সালে এবং ১৭৮১ সালে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে উক্ত নিয়ম সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পরে লর্ড কর্ণোওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারায় উক্ত নিয়ম পূর্ব্ববৎ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৪ ধারা অনুসারে দায়াধিকার উদ্বাহ প্রভৃতি

কয়েক বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিচার হয়।

১৭৭৪ অব্দে প্রথম কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়। যে শাসনের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট প্রথম স্থাপিত হয় তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইবে এরূপ কোন কথা ছিল না। ১৭৮১ অব্দে কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট সম্বন্ধে যে আইন পারলিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক জারি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা প্রথম বিধিবদ্ধ হয় যে দায়াধিকার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম আদি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের মকদ্দমার বিচার হইবে। অধুনা যে সকল শাসন অনুসারে, কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল শাসনের মর্ম্ম মতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বতন সুপ্রিমকোর্টে যেরূপ আইন অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইত, অধুনা সেইরূপ হইয়া থাকে।

২। হিন্দুদিগের মধ্যে দায়াধিকার উদ্বাহ আদি সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার করিবার বিধান আছে; কিন্তু কাহাদিগকে হিন্দু বলা যায় তাহা নিশ্চয় করা সহজ নহে। যাহারা বেদ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মান্য করে তাহাদিগকে অবশ্য হিন্দু বলা যাইতে পারে। কিন্তু এমত অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে যাহারা বেদ অথবা সংহিতা অভ্রান্ত স্বীকার করেন না; অথচ তাহারা হিন্দুসমাজে যবন বা ম্লেচ্ছ বা পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। অধুনা অনেক লোকে, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা না থাক, প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করেন; এই সকল লোক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা হওয়া আইন সংগত বটে কি না, এই তর্ক উপস্থিত

Who are Hindus.

হইতে পারে। বস্তুতঃ যদিও হিন্দুশব্দে হিন্দুকুলে জাত এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীকে বুঝায় কিন্তু প্রিবিকৌন্সল এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে হিন্দুকুলে জাত কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের প্রয়োগ হয় না এমত নহে। আব্রাম বঃ আব্রাহাম 2 P.C.J.10 উক্ত নিস্পত্তি ১৮৬৫ সালের ১০ আইন জারি হইবার পুর্ব্বে হইয়াছিল ; একণে যাহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাহাদের সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ১০ আইন অনুসারে দায়াধিকার ব্যবস্থা হইবার বিধান হইয়াছে। পরন্তু এতদ্দেশে এমত অনেক লোক আছে যাহাদিগের হিন্দু ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই ; অথচ কখন এমত ইচ্ছা করেন না যে হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন আইন অনুসারে তাঁহাদের সম্বন্ধে দায়াধিকার ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধ জৈন শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত না হইলেও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের দায়াধিকার ব্যবস্থা হয়। লালা মহাবীরপ্রসাদ বঃ কুন্দনকুঙার 8 W. R. 116 ; ভগবানদাস তেজমল্ল বঃ রাজমল্ল 10 Bomb. 258 ; শিবসিংহ রায় বঃ দাখো I. L. R. 1 All 688.

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্বাহ প্রকরণ।

সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়না। যখন লোক সমূহ সমাজ বদ্ধ হইয়া এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে, যখন কৃষি অথবা

পশু পালনাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ সুসাধ্য হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ গত সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়তর হয় ; এবং অনন্ত পুর্ব্বাস্ত্রী সহবাস করিতে সকলে উৎসুক হয়। আদৌ বল পুর্ব্বক অপহরণ করিয়া অবরুদ্ধাবস্থায় রাখিতে অনেকে চেষ্টা করে ; কিন্তু সমাজ শাসনের প্রাদুর্ভাব হইলে বল পুর্ব্বক অপহরণ অথবা বলপুর্ব্বক অবরুদ্ধ রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন সচরাচর পিতা মাতার নিকট কন্যা ক্রয় করা প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে। প্রকাশ্য ভাবে কন্যা ক্রয় করিলে চিরকাল আয়ত্তাধীন রাখা সুসাধ্য হয় ; এই কারণে কন্যা ক্রয় বিক্রয় প্রকাশ্য ভাবে হইয়া থাকে। পরন্তু গবাদির ন্যায় কন্যা বিক্রয় করিতে লোকের কদাচ প্রবৃত্তি হয়না ; ক্রমশঃ সসমারোহে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে।

The eight forms of marriage according to Hindu shasters

আমাদিগের শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রথা উল্লেখ আছে।

১। ব্রাহ্ম ; ২। দৈব ; ৩। আর্ষ ; ৪। প্রাজাপত্য ; ৫। গান্ধর্ব্ব ; ৬। আসুর ; ৭। রাক্ষস ; ৮। পৈশাচ ;

Brahmo

১। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ নিম্নোদ্ধৃত বচনে ব্যক্ত আছে

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুত শীল বতে স্বয়ং।

আহুয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥

শ্রুতবাণ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কার সহ কন্যাদান ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উক্ত হয়। আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ গণ বেদ অধ্যয়ন করিতেন ; এবং তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের রচয়িতা ; সুতরাং শ্রুতবাণ পাত্রকে আহ্বান করিয়া বস্ত্র অলঙ্কারাদির সহিত কন্যাদান করা বিশেষ পুণ্য জনক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ব্রাহ্মণগণ সাংসারিক উন্নতির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুশীলনেজীবন অতিবাহিত করিতেন;

উাঁহারা সাধারণ লোকের নিকট এইরূপ সমাদৃত এবং উৎ-সাহ পাইবার যোগ্য পাত্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

Daiva

২। দৈব—যজ্ঞকালে পুরোহিতকে কন্যাদান করিলে দৈব বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়।

Arsha

৩। আর্ষ—বরের নিকট গোযুগ গ্রহণ করিয়া কন্যা দানকরা আর্ষ বিবাহ বলিয়া উক্ত আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য দিগের মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়।

Prajapatya

৪। প্রাজাপত্য ;—শ্রুতবান পাত্র কন্যার্থী হইলে তাহাকে কন্যাদান প্রজাপত্য বিবাহ বলিয়া উক্ত হয় ; শ্রুতবান পাত্রকে আহ্বান করিয়া কন্যাদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যাদানে যেরূপ ফল প্রাজাপত্য বিধানে কন্যার্থী শ্রুতবান পাত্রকে কন্যাদান করিলে তাদৃশ ফল হয় না।

Ashur

৫। আসুর—মূল্য লইয়া কন্যা বিক্রয় করিলে আসুর বিবাহ বলিয়া উক্তহয় পূর্ব্বকালে অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এইরূপ কন্যা বিক্রয় প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয় ; তন্নি-মিত্ত ইহা আসুর বলিয়া উক্ত। অধুনা এতদ্দেশে কেহ কেহ কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে ; কিন্তু কন্যা বিক্রয় অতিশয় ঘৃণিতকার্য্য বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিগণিত ; যাহারা কন্যা বিক্রয় করে তাহারা ব্রাহ্ম বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে কন্যা দান করিয়া থাকে।

Gandharvya

৬। গান্ধর্ব্ব—বরকন্যা আপন ইচ্ছানুসারে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়া উক্তহয়। এইরূপ বিবাহ উৎকল দেশে এবং রাজপুতানায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে।

Rakshash

৭। রাক্ষস—যুদ্ধে জয় করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করতঃ বিবাহ করিলে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়। মধ্য-প্রদেশে খন্দ জাতির মধ্যে কন্যার পিতৃপক্ষের সহিত

কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া বিবাহ করা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

৮। পৈশাচ বিবাহ প্রতারণামূলক; প্রতারণাদ্বারা যেব্যক্তি কোন কন্যাভিগমণ করে সে দাম্পত্য ভারগ্রহণ করিতে বাধ্য না হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভব এই বিবেচনায় বোধহয় পৈশাচ বিবাহ শাস্ত্রকারগণ বিবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

Paishach

উল্লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ আমাদিগের শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মবিধান ব্যতিরেকে অন্যকোন বিধানে বিবাহ হয় না। বেদজ্ঞ পাত্র ব্যতিরেকে অপরকে কন্যা দান করিলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্ম বিবাহ হইতে পারেনা; অধুনা বেদের চর্চ্চা লোপ হইয়াছে; তথাপি ব্রাহ্মবিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধানে বিবাহ হয় না। ফলতঃ ধনাঢ্য লোকেরা সম্মানের জন্য যেরূপ কার্য্য করে, সকল লোকে সাধ্যমতে সেইরূপ করিবার চেষ্টাকরে। এতদ্দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মবিধানে কন্যা-দান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; এবং অপেক্ষা-কৃত দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে কেহ মূল্য লইয়া কন্যা বিক্রয় করিলে ও ব্রাহ্ম বিধানে বিবাহ সম্পাদিত হয়।

যে অষ্ট প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত ভারত বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে অন্যান্য প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত বিবাহবিধি শাস্ত্রসম্মত না হইলেও, দেশাচার অথবা কুলাচার অনুসারে সিদ্ধ। আসাম প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে তাম্বুল আদান প্রদানের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। সাঁওতাল দিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ আপন ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু সচরাচর পিতামাতার দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হয়। সাঁওতালগণ আসুর বিধানে কন্যার

Marriage ceremony among the aboriginal tribes.

পিতাকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া থাকে; এবং কন্যার মস্তকে সিন্দুরদিয়া একত্র ভোজন করিলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়।

ছুটিয়ানাগপুর প্রদেশে বিবাহ প্রথা প্রায় সাঁওতাল দিগের ন্যায়। স্ত্রীপুরুষ একত্র সুরাপান করিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়; ছুটিয়ানাগপুর প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে নিয়োগ প্রচলিত আছে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠের সহিত তাহার পত্নীর বিবাহ হয় এইরূপ বিবাহ সাগাই বলিয়া উক্ত হয়। সিংহভুমি প্রদেশে কুর্মি-জাতিগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে আপন কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ক্ষত করিয়া রুধিরের দ্বারা পরস্পরের মস্তক চিহ্নিত করিয়া দিলে বিবাহ সম্পাদিত হয়।

পশ্চিম প্রদেশে জাটদিগের মধ্যে নিয়োগ প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশে হীনজাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং পরিত্যক্তা পত্নীর বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্রদেশে পূর্ব্বোঢ়া স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ পাঠ বলিয়া উক্ত হয় এবং গুজরাট প্রদেশে ঐরূপ বিবাহ নাত্রা বলিয়া উক্ত হয়।

দক্ষিণ প্রদেশে বিবাহ প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেরূপ পাণ্ডবগণ পঞ্চভ্রাতা একপত্নী বিবাহ করিয়াছিলেন দক্ষিণ প্রদেশে কোন কোন স্থানে সেইরূপ প্রথা অদ্যাপি আছে। মালেবর প্রদেশে যদিও স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হয় কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যথেচ্ছা অন্য পুরুষ সংসর্গকরে; ফলতঃ দক্ষিণ প্রদেশে আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে কোন কালে সংস্থাপিত হয় নাই।

Whether ceremonies essential to constitute a valid marriage.

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ দশসংস্কারের মধ্যে একটি সংস্কার। বঙ্গদেশের প্রচলিত রঘুনন্দনের স্মৃতির মতে কন্যা গ্রহণ করিলে স্বামীর স্বত্ব হয়; কিন্তু

পতি পত্নীরূপ অলৌকিক সম্বন্ধ অলৌকিক কারণ অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ হোমাদি ব্যতীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ মন্ত্রপাঠ হোমাদি ব্যতীত হিন্দুসমাজে দ্বিজাতিগণের মধ্যে বিবাহ হয় না। শূদ্রগণের বিবাহে হোম করা রীতি নাই। কলিকাতার হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেও মন্ত্রপাঠ হোমাদি আবশ্যক; কেবল কন্যা-দানের মন্ত্র আবশ্যক হয় না। (1 W. R. 194)

বাগ্দানের পরে অপর পাত্রে কন্যা দান করা যাইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত আছে। নিম্নোদ্ধৃত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারায় প্রতীয়-মান হয় যে কেবল বাগ্দানের দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না; এবং বাগ্দানের পরে অন্য পাত্রে কন্যা দেওয়া যাইতে পারে।

"পাণিগ্রহণিকামন্ত্রানিয়তংদারলক্ষণং।
তেষাংনিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।" মনু
'দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ"।

The effect of betrothal.

মিতাক্ষরামতে যে ব্যক্তি বাগ্দান করিয়া, বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বে, কন্যাদান না করে সেইব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ডনীয়। রঘুনন্দনের মতে বাগ্দানের দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হয় না। ফলতঃ এক ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া অপরকে কন্যাদান করা দেশের রীতি আছে। বাগ্দানরূপ চুক্তির মূলে বিবাহ দিবার আদেশ হইতে পারে না (গণপতি নারায়ণ 1 I. L. R. Cal. 74; ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ২১ ধারা,) বাগ্দানের পরে বিবাহ না দিলে সম্বিৎব্যতিক্রম নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের নালিস চলে। বাগ্দত্তা কন্যা বিবাহ প্রাপ্ত না হইলেও অপাত্র নহে (লক্ষ্মীপ্রিয়া বঃ ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী 5 Sel. Rep. 374)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহাধিকারী বিচার।

Marriage of a male prohibited before the age of 24 by Menu.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে বর স্বয়ং বিবাহ কর্ত্তা; সুতরাং অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থায় বিবাহ হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে চতুর্বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ অপ্রশস্ত।

"ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মেসীদতি সত্বরঃ॥" মনু

বস্তুতঃ অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় পুরুষের সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে; এবং পাত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে ও বিবাহ সম্বন্ধে পিতা পিতামহ জেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি কর্ত্তা থাকেন, তিনি কর্ত্তৃত্ব করেন; পরন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কে কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারি শাস্ত্রে তাহার কোন বিধান নাই। যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রের বিবাহ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ, তখন তাদৃশ পাত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কে কর্ত্তৃত্ব করণে অধিকারী তাহার বিধান থাকা সম্ভব নহে। তবে বিবাহের পুর্ব্বে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহা পিতার কর্ত্তব্য। ১৮৭৫ সালের ৯ আইন অনুসারে অষ্টাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে প্রাপ্তব্যবহার হওয়া যায়; কিন্তু উক্ত আইনের প্রয়োগ বিবাহ সম্বন্ধে বর্জ্জিত আছে। সুতরাং বিবাহ করণ সম্বন্ধে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহারজ্ঞ হয়। বস্তুতঃ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমের পূর্ব্বে হিন্দুগণের বিবাহ হইয়া থাকে; এবং তাদৃশ বিবাহ রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিকারকগণ শাস্ত্রসিদ্ধ গণ্য করিয়াছেন (শুদ্ধিতত্ত্ব)

Raghu Nandun and other modern text writers admit the validity of a marriage by a minor

জড় উন্মত্ত প্রভৃতির বিবাহ শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে কি না নিশ্চিত বলা যায় না। গ্রহণ এবং স্বীকার ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয়না; কিন্তু পিতা কর্ত্তৃক বালকের বিবাহ

যদি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উন্মাদ অথবা জড়ের বিবাহ অশাস্ত্র এমত বলা যায় না। কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এই রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উন্মাদের বিবাহ হইতে পারে। (দেবী চরণ মিত্র বঃ রাধাচরণ মিত্র 2 Morley's digest 99.) কিন্তু বাগ্‌দানের পরেও উন্মাদ পাত্রকে কন্যা না দিলে দোষ হয় না।

Insane

Idiot

,,কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ।
অপস্মারীবিধর্ম্মস্য রোগীণাংবেশধারিণাং॥
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ।" ইতি বশিষ্ঠ

পূর্ব্বকালে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন শাস্ত্র সম্মত ছিল; সুতরাং ক্লীবের বিবাহ তখন নিষিদ্ধ ছিলনা; কিন্তু ইদানীন্তন ক্লীবের বিবাহ হইতে পারে এমত বোধ হয়না।

Eunuch

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।"
এই বচন অনুসারে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ হইলে, ক্লীবের পত্নী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিলে কণিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তর বাসী, উম্মত্ত, জড়, ক্লীব অথবা পতিত হইলে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে।

Marriage of younger brother pohibited while elde unmarrie.

আর্য্যগণ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন।

" সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষ দ্বেষিনী তথা।

এই বচনোক্ত কারণ থাকিলে অধিবেদন শাস্ত্র সিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কোন কারণ নাথাকিলে অধিবেদন করা যাইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে মত ভেদ আছে। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে বিবাহ দৃষ্টার্থ এবং রাগ প্রাপ্ত; সুতরাং অধিবেদন সম্বন্ধে

Polygam

যে সকল বচন শাস্ত্রে, আছে সেই সমস্ত বিধি বা নিয়ম বলা যায় না ; অধিবেদন সম্বন্ধীয় বচন সমূহ পরি সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেরূপ " পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যা " এই বিধির দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণ নিষেধ হইয়াছে, সেইরূপ বিশেষ কারণ থাকিলে অধিবেদন বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হওয়ায় বিহিত কারণ নাথাকিলে অধিবেদন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিতে ইহবে। বস্তুতঃ অধিবেদন শাস্ত্র সম্মত এমত বোধ হয়না ; তবে দেশাচার অনুসারে বহুবিবাহ অসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্যাদানাধিকার।

Who can give a girl in marriage

নিম্নোদ্ধৃত যাজ্ঞবলক্য বচনে কন্যাদানাধিকারি ক্রম লিখিত আছে।

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা"।

কন্যা প্রদঃ পূর্ব্ব নাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ।

নারদ এবং বিষ্ণু স্মৃতি অনুসারে কন্যাদানাধিকারী ক্রম কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ লিখিত আছে। রঘুনন্দন সমস্ত বচনের এক-বাক্যতা করিয়া, অবধারণ করিয়াছেন যে কন্যাদানে পিতা পিতামহ ভ্রাতা সকুল্য মাতামহ মাতুল এবং মাতার যথাক্রমে অধিকার হয়।

জানকী প্রসাদ আগরওয়ালার মকদ্দমায় কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে কন্যার মাতা জীবিত থাকিলেও কন্যার ভ্রাতা দানাধিকারী। পরন্তু কয়েক

বৎসর অতীত হইল মাল্রাজ হাইকোর্ট নিস্পত্তি করিয়াছেন যে মাতা যদি উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলে কন্যার পিতৃব্য সেই বিবাহ রহিত করিবার জন্য নালিস করিতে পারে না। মাতা যদি কোন উপযুক্ত বর মনোনীত নাকরে এবং অসংসৃষ্ট পিতৃব্য যদি উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া দেয়, তবে সেই পাত্রে কন্যার মৃত পিতার সম্পত্তি হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ করতঃ বিবাহ দিবার জন্য পিতৃব্য নালিস করিতে পারে। পিতৃব্যের মনোনীত পাত্র সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইলে তাহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য মাতার প্রতি আদালত আদেশ করিতে পারেন; কিন্তু মাতা সঙ্গত আপত্তি দর্শাইতে পারিলে পিতৃব্যের প্রস্তাবিত বরে বিবাহ দিবার আদেশ হইতে পারেনা (নমঃশিবায় পিলে বঃ আন্নামন্নি উম্মাল 4 Mad 339.

বিমাতার, সপত্নী কন্যাদানে, অধিকার নাই (মহারাণীরাম বংশি কুঙারি বঃ মহারাণী শুভ কুঙারি 7 W. R. 324.

যদিও পিতা কন্যাদানের মুখ্য অধিকারী, কিন্তু বিশেষ কারণে পিতার স্বত্ব লোপ হইতে পারে। কলিকাতার হাই কোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে কুলীন দিগের মধ্যে পিতা বর্ত্তমানে মাতা কন্যাদান করিতেপারে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বঃ যাদব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 3 W. R. 194.

"স্বতন্ত্রোপিহি যৎ কার্য্যং কুর্য্যাদ প্রকৃতিং গতঃ।
তদপ্যকৃত মেব স্যাৎ অস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ॥"

এই বচনের ব্যাখ্যা স্থলে রঘুনন্দন বলেন যে অপ্রকৃতিস্থ পিতা বাগ্দান করিলে অসিদ্ধ হয়; কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইলে নিবৃত্ত হয় না

কন্যাদানাধিকারির সম্মতি ব্যতিরেকে বল পুর্ব্বক অথবা প্রতারণা পুর্ব্বক বিবাহ হইলে আদালত সেই বিবাহ রহিত

করিতে পারেন। অঞ্জনা দাসী বঃ প্রহ্লাদ ঘোষ 14 W. R. 403

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কন্যার বিবাহ্যতা।

Marriage-able age of a girl.

শাস্ত্রানুসারে অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। ঋতু দর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান নাকরিলে বহু দোষ কীর্ত্তিত আছে।

"যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি দাতাপ্রতি গ্রহীতা চ নরক মাপ্নোতি ; পি তৃপিতামহ প্রপিতামহা শ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যা"

পৈঠিনসি।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে কন্যার বিবাহ শৈশব কালে হওয়া শাস্ত্র সম্মত। ঋতু দর্শনের পূর্ব্বে কেহ দান না করিলে কন্যা স্বয়ং দত্তা হইতে পারে।

কিরূপ কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বচনের দ্বারা জানা যায়।

Degrees of relation-ship within which mar-riage is pro hibited.

১। অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসগোত্রাচ যাপিতুঃ
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

মনুসাতাতপৌ॥

২। সগোত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহ কর্ম্মণি। ব্যাস

৩। অপ্রত্তানাং তথাস্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং
প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেব পিতামহঃ॥

৪। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ।
সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥

৫। আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ।
অবিবাহ্যা সগোত্রাচ সমান প্রবরা তথা॥

৬। সপ্তমে পঞ্চমেবাপি যেষাং বৈবাহিকী ক্রিয়া।
তেচ সন্তানিনঃ সর্ব্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

৭। সগোত্রাঞ্চেদমত্যা উপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াৎ

৮। পিতৃ স্বস্সুতাং মাতৃ স্বস্সুতাং মাতুল সুতাং মাতৃসগোত্রাং অসমা র্ষেয়ীং বিবাহ্য চান্দ্রায়নং চরেৎ; পরিত্যজ্য চৈনাং বিভৃয়াৎ॥

৯। সন্নিকর্ষেপি কর্ত্তব্যং ত্রিগোত্রাৎ পরতোযদি। মৎস্যপুরাণ

১০। পানিগ্রহণ সংস্কারঃসবর্ণাসূপদিশ্যতে।

১১। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যোলক্ষণ্যাংস্ত্রিয়মুদ্বহেৎ
অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং। যাজ্ঞবল্ক্য

১২। পিতুঃ পিতুস্বস্সুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বস্সুঃ সুতাঃ।
পিতু র্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া পিতৃবান্ধবাঃ॥

১৩। মাতুঃ পিতুঃ স্বস্সুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বস্সুঃ সুতাঃ।
মাতু র্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের মধ্যে উচ্চজাতিগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। শূদ্র দিগের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে তাহাদিগের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিষেধ নাই; কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ হইলে অসিদ্ধ হয়। (নারায়ণ ধাড়া বঃ রাখাল গায়েন 1 I. L. R. P. 1; মেলারাম নদিয়াল বঃ তানুরাম বামুন 9 W. R. 552)

যে সকল বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম বচনের দ্বারা দ্বিজাতির পক্ষে পিতৃসগোত্র পিতৃসপিণ্ড মাতামহ সমানোদক মাতামহ সপিণ্ডের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এইতিন জাতি স্বগোত্রজা এবং মাতা-

মহ সমানোদক কন্যা বিবাহ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যদিও প্রাতিস্বিক গোত্রনাই, কিন্তু পুরোহিত গোত্রানুসারে তাহাদের গোত্র আছে। শূদ্রগণের কোন গোত্র নাই; যদিও পুরোহিত গোত্রানুসারে তাহাদের কোন গোত্র থাকে, তাহা হইলেও, তাহারা সগোত্রে অথবা মাতামহ গোত্রে বিবাহ করিতে পারে। মনুবচন শূদ্র দিগের সম্বন্ধে নহে; উক্ত বচন কেবল দ্বিজাতি সম্বন্ধীয়। দ্বিজাতি গণ ভ্রমক্রমে সগোত্রকন্যা বিবাহ করিলে (৭) চিহ্নিত বৌধায়ণ স্মৃতি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবৎ ভরণ করিতে হয়।

সকল জাতির পক্ষে পিতৃসপিণ্ডকন্যা এবং মাতামহ সপিণ্ডকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। অতএব বিবাহ্যা অবিবাহ্যা নির্ণয় করিতে হইলে, সপিণ্ড কাহাকে বলাযায় তাহা জানা আবশ্যক। (৪) চিহ্নিত নারদ বচন অনুসারে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ এবং মাতামহ পক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। মিতাক্ষরা মতে শরীরগত সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ডতা হয়; রঘুনন্দন, উদ্বাহ, তত্বে, মিতাক্ষরারমত অবলম্বন করেন নাই। যাহাদিগের শরীরগত সম্বন্ধ আছে তাহারা মিতাক্ষরার মতে সপিণ্ড; মাতা পিতা মাতামহ মাতামহসন্তান পিতৃসন্তান পিতামহ সন্তান সকলের সহিত শরীরগত সম্বন্ধ থাকায় সকলে সপিণ্ড। এইরূপে শরীরগত সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ডতা হইলে সংসারে সকল লোক সপিণ্ড হয়; এই নিমিত্ত মিতাক্ষরা-মতে নারদ বচনের দ্বারা সপিণ্ড শব্দের সঙ্কোচ হইয়াছে। নারদ বচনানুসারে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃ-পক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। অতএব প্রতীয়মান হই-তেছে যে।

১। আত্মসন্তান সপ্তম পর্য্যন্ত।

২। পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের সন্তান সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত॥

৩। মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন ৫ পুরুষ এবং তাঁহাদের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত।

ইহারা সকলে সপিণ্ড। পিতৃ সপিণ্ড কন্যা এবং মাতামহ-পক্ষীয় সপিণ্ড কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে ও "সন্নিকর্ষেপি কর্ত্তব্যং ত্রিগোত্রাৎ পরতো যদি" এই মৎস্য পুরাণোক্ত বচনানুসারে ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারে; পিতা ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের দৌহিত্রীর দৌহিত্রী পিতৃ পক্ষে সপ্তম পুরুষের অন্তর্গত হইলেও বিবাহ করা যাইতে পারে। পিতামহের দৌহিত্র মাতামহের দৌহিত্র প্রভৃতি বান্ধব; বান্ধব গোত্র হইতে ত্রিগোত্রান্তরিতা না হইলে পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি দুহিতার বংশজাত কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হয় না। রঘুনন্দনের মতে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত (৪) নারদ বচনানুসারে সপিণ্ড। কিন্তু শরীরগত সম্বন্ধ থাকিলে সপিণ্ডতা হয় ইহা রঘুনন্দন স্বীকার করেন না। সুতরাং রঘুনন্দনের মতে পিতার মাতামহ,পিতামহের মাতামহ মাতার মাতামহ প্রভৃতিকে সপিণ্ড বলা যায় না। বন্ধুগণের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষেধ থাকায়, পিতার মাতুল পুত্র এবং মাতার মাতুল পুত্রকে গণনায় প্রতিযোগী করিয়া তাহাদের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ রঘুনন্দন নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু পিতামহের মাতামহ অথবা প্রপিতামহের মাতামহ বংশজাতাকন্যা বিবাহ রঘুনন্দনের মতে নিষিদ্ধ নহে। (১২) ও (১৩) চিহ্নিত বৃদ্ধ শাতাতপ বচনের আপাততঃ যেরূপ অর্থ প্রতীতি হয় তাহাতে পিতার পিতৃস্বস্রেয়, পিতার মাতৃস্বস্রেয় এবং পিতার মাতুলপুত্র ইহারা সকলে পিতৃবন্ধু

এবং মাতার পিতৃস্বাস্রেয় মাতার মাতৃস্বাস্রেয় এবং মাতার মাতুল পুত্র ইহাঁরা সকলে মাতৃবন্ধু। (৫) চিহ্নিত বচনানুসারে পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমীকন্যা এবং মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। পর পৃষ্ঠার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কে কাহার পিতৃবন্ধু বা মাতৃবন্ধু এবং পিতৃ বন্ধু মাতৃবন্ধুর ঊর্দ্ধতন কোন পক্ষের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ তাহা লিখিত হইল।

(১) এবং (২) চিহ্নিত বন্ধুর পিতৃপক্ষের সহিত বরের কোন সম্বন্ধ না থাকায় সেই পক্ষের সপ্তমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিজ্ঞানেশ্বর সপিণ্ডতার যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু দিগকে প্রতিযোগী করিয়া সপ্তমী পঞ্চমী গণ্য করিতে হয় না। যে আদি পুরুষ হইতে সম্বন্ধের ভেদ হয় সেই আদি পুরুষ মিতাক্ষরায় গণনার প্রতিযোগী গণ্য হয়।

Adopted son cannot marry in the family of his natural father Shulpani. Dattaka Chandrika

দত্তকাদি দ্বিপিতৃকের উভয় পিতৃসপিণ্ড সগোত্র কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। জনক গোত্রে দত্তক পুত্র বিবাহ করিতে পারে না শূলপাণি বলিয়াছেন, রঘুনন্দন উক্তমত উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। (১) চিহ্নিত বচনে পিতৃসগোত্রা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় পিতৃ পদের সার্থকতা প্রতিপাদনজন্য শূলপাণি বলেন যে ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জনক গোত্রে বিবাহ নিষেধ জন্য পিতৃ সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ আছে; নতুবা কেবল সগোত্র নিষেধ করিলেই হইত। রঘুনন্দন বলেনযে, বচনে পিতৃশব্দ থাকায় সপিণ্ড শব্দের সম্বন্ধে সার্থকতা আছে। দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তক পুত্র জনক গোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। দং চং (৪) অ (৪)

Widow marriage

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত নাই। প্রাচীন সংহিতা সমুদয় রচিত হইবার পূর্ব্বে

২ নং

প্রমাতামহ

মাতার মাতামহ

মাতারমাতৃস্বসা

মাতার মাতুল

২ মাতারপিতৃস্বসা

মাতা

বর

মাতারমাতুল পুত্র ৩

মাতার মাতৃস্বস্রেয় বন্ধু

১ মাতারপিতৃস্বস্রেয়
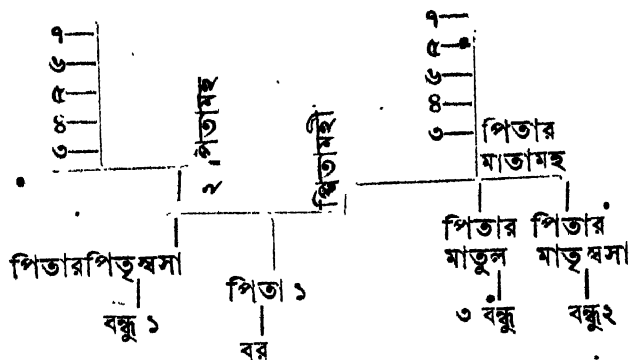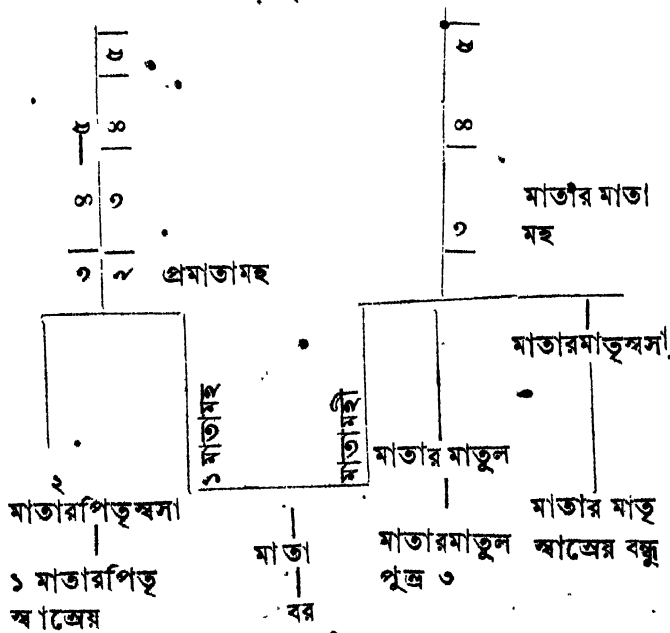
বিধব বিবাহ অপ্রশস্ত গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ছিল। সে যাহা হউক এক্ষণে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন অনুসারে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হইয়াছে; এবং পৌনর্ভব সন্তান ঔরস পুত্রের ন্যায় অধিকারী হয়। ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন মতে বিধবা বিবাহ করিতে হইলে, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মতে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিধবা স্বয়ং অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইলে তাহার পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতা অথবা অন্য আত্মীয় পুরুষ তাহাকে দান করিতে পারে। বিধবা পূর্ণবয়স্কা হইলে, স্বয়ং দত্তা হইতে পারে। বালিকা বিধবাকে আইন অনুসারে যাহার দান করিবার ক্ষমতা থাকে সে, দান না করা সত্ত্বে, যদি কেহ বিবাহ দেয় তাহা হইলে সেই বিবাহ রহিত জন্য নালিস চলিতে পারে; কিন্তু সহবাসের পরে আর বিবাহ রহিতের নালিস চলেনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্য সম্বন্ধ।

Legal consequence of marriage

বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের, পরস্পর সম্বন্ধে, যেরূপ স্বত্ব হয় তাহা আইন মুলক; সুতরাং চুক্তির দ্বারা সেই স্বত্বের অন্যথা হইতে পারে না। সিতারাম বঃ আহিরি হারিণির মকদ্দমায় হাইকোর্ট

"ননিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।"

এই মনুবচনের অভিপ্রায় অনুসারে অবধারণ করিয়াছেন যে বিবাহের পুর্ব্বে কোন চুক্তি থাকিলে সেই চুক্তির মুলে বিবাহ রহিত হইতে পারে না। উক্ত মকদ্দমায় পক্ষগণের মধ্যে এইরূপ চুক্তিছিল যে স্বামী, পত্নীর পিতার বাসগ্রাম

পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করিলে, বিবাহ রহিত হইবে। কিন্তু হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে তাদৃশ চুক্তি আইন বিরুদ্ধ। সিতারাম বঃ আহিরি হারিণী (20 W. R. 49)

পত্নী অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলেও স্বামীর অধীনে বাস করিতে বাধ্য (কাঠিরাম ডুখিনি বঃ গোঁদিনি 23. W.R. 178) শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইলে পরে, কোন নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে [illegible] দেশাচার প্রমান হইলে, সেই নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত স্বামী আপন শিশু পত্নীকে স্বীয় অধীনে রাখিবার কারণ নালিস করিতে পারে না। সন্তোষরাম দাস বঃ গেড়া পাঠক (23 W. R. 22)

স্বামীস্বয়ং অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইলে, স্বামীর কর্ত্তৃপক্ষগণের অধীনে তাহার স্ত্রী থাকিতে বাধ্য। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ থাকিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার স্বামীর শিশু পত্নীকে আদালত পিত্রালয়ে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন।

শিশু পত্নীকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনিবার কারণ স্বামী ১৮৬১ সালের ৯ আইন অনুসারে নালিস করিতে পারে। যদি কেহ অন্যায়মতে স্বামীকে প্রতিবন্ধক দেয় তাহার নামে স্বামী নিষেধ আজ্ঞার নালিস করিতে পারে; শিশুপত্নীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ হইতে পারে না; কেবল এইমাত্র আদেশ হইতে পারে যে স্বামী শিশু পত্নীকে আপন আয়ত্তাধীনে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে কেহ প্রতিবন্ধক না দেয়। লালনাথ মিশ্র বঃ সিউবরণ পাণ্ডে (20 W. R. 92)

চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীকে কেহ দুরভিসন্ধিতে বল পূর্ব্বক অথবা প্রতারণার দ্বারা লইয়া গেলে অথবা আয়-

স্বাধীনে রাখিলে সেই স্ত্রীর, স্বামী পিতা অথবা অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৫৫১ ধারা অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিতে পারে ; এবং যাহাতে স্বামী পিতা অথবা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ দখল পায় জেলার মাজিষ্ট্রেট এরূপ আদেশ দিতে পারেন।

আপন স্ত্রীকে আয়ত্তে রাখিতে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী অন্যায় অবরোধের নালিস করিতে পারেনা।

Suit for restitution of conjugal rights

পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রী স্বামীসহবাস করিতে অসম্মত হইলে তাহার নামে দাম্পত্যস্বত্ব সংস্থাপনের নালিস চলিতে পারে। মুন্সি বজলুর রহিম বঃ সমস্বুন্নিসা বেগম (8 W. R. P. C. 3) যদিও উক্ত মকদ্দমায় পক্ষগণ মুসলমান ছিল কিন্তু যে হেতুবাদে উক্ত মকদ্দমা নিস্পত্তি হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিয়া বাদি কৃতকার্য্য হইলে, পত্নী দখল পাইবার আদেশ হইতে পারে না ; পত্নী আদালতের আদেশ অনুসারে স্বামী সহবাস না করিলে দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ২৬০ ধারা অনুসারে পত্নীর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। স্বামী যদি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হয় অথবা যবনাভিগমন করে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ থাকে তাহা হইলে সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পত্নী বাধ্য হয় না।

Form of decree

বাই প্রেমভুকার বঃ ভিকা কলিয়ানজি (5 Bom. 209) লালা গোবিন্দপ্রসাদ বঃ দৌলতবতি (14 W. R. 451) পতি অন্য পত্নী বিবাহ করিলেও পূর্ব্বপত্নী স্বামীসহবাস করিতে বাধ্য (জীবধন বেনিয়া বঃ সন্ধু (17 W. R. 422) সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বঃ হৈমবতী (24 W. R. 377) স্বামী পত্নীর প্রতি গুরুতর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, পত্নীর প্রতি

Wife not bound to live with a husband who has become out caste

স্বামীসহবাসের আদেশ হইতে পারে না। (8 W. R. 3 ; 1 I. L. R. Bomb. 164) স্বামী হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পত্নীর প্রতি স্বামীসহবাসের আদেশ হইতে পারে কি না তৎ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিস্পত্তি আছে। কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ নিস্পত্তি করিয়াছেন যে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কোন স্বত্ব নষ্ট না হইলেও, তাহার পত্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী সহবাসের আদেশ হইতে পারে না। মুচু বঃ অর্জ্জুন সাহু (5 W. R. 235) কিন্তু এই সমন্ধে অন্যান্য হাইকোর্টের কতকগুলি বিরুদ্ধ নিস্পত্তি আছে।

কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহার পতি বা পত্নী যদি তাহার সহবাস করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে ১৮৬৬ সালের ২১ আইন অনুসারে সেই ব্যক্তি আপন পতি বা পত্নীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিতে পারে; তাহাতে বিবাদী বাদির সহিত সহবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদের বিবাহ জনিত সম্বন্ধ বিশ্লেষের আদেশ হয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পতিত ব্যক্তি মৃত বলিয়া গণ্য হয়; এবং তাহার সম্পত্তিতে যাহারা অধিকারী হয় তাহারা পতিতের পত্নীকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। এক্ষণে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে পাতিত্যহেতু কোন স্বত্ব লোপ হয় না; সুতরাং পতি সহবাস না করিলেও, পতিতের পত্নী আপন পতির নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে। যেরূপ স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিতে পারে, সেইরূপ স্বামীর বিরুদ্ধে পত্নী নালিস করিতে পারে; স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে স্বামীর প্রতি, সেই স্ত্রীর সহিত সহবাসের আদেশ হয় না।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী অন্য

বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু পত্নী যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র প্রয়োগ হয় না। রহমেদ বিবি বঃ কবিয়া বিবি (Norton L. C.)

বোম্বাই প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামীর স্বগণের নিকট ছাড়চিঠি লইয়া, স্বামীর জীবন কালে, স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করা প্রথা আছে; কিন্তু এইরূপ প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে (I. L. R. 1 Bombay 347)

Hindu married woman cannot remarry even if deserted by her husband

স্বামীর জীবন কালে হিন্দুস্ত্রী অন্য বিবাহ করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৪ ধারামতে তাহার দণ্ড হইতে পারে।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিশ্লেষ করিবার জন্য নালিস হইতে পারে না; পতি ইচ্ছা করিলে অধিবেদন করিতে পারে; কিন্তু পতির জীবনকালে পত্নী পরিত্যক্তা হইলেও বিবাহ করিতে পারে না।

Married woman can have separate property under Hindu law

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পতি পত্নীর এক দেহ হেতু পত্নীর সমস্ত সম্পত্তিতে পতির অধিকার হয়। কেবল স্ত্রীর শিল্পলব্ধ এবং পরিশ্রমলব্ধ সম্পত্তিতে অধুনা কোন স্বত্ব হয় না। আমাদিগের শাস্ত্র অনুসারে পতি পত্নীর একদেহ হইলেও, পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে সম্পত্তির অধিকারিনী হইতে পারে; এবং পত্নীর স্ত্রীধন পতি শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতিরেকে লইলে তাহার চৌরবৎদণ্ড হইবার বিধান আছে।

নভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরস্তথা।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥
যদিহ্যেকতরো মীষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ।
সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃস্যাৎ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ॥ কাত্যায়ন

দুর্ভিক্ষের সময় বর্ত্তনের নিমিত্ত অথবা সম্প্রতিরোধ রূপ আপদুদ্ধার নিমিত্ত স্বামী পত্নীর স্ত্রীধন লইতে পারে।

দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যেচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতংস্ত্রীধনংভর্ত্তা নাকামৌদাতুমর্হতি॥ যাজ্ঞবল্ক্য

পত্নী ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীকে স্ত্রীধন দিলে, স্বামী তাহা প্রত্যর্পন করিতে বাধ্য হয়।

তদেব যদনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতিপূর্ব্বকং।
মূলমেবতুদাপ্যঃস্যাৎ সযদা ধনবান ভবেৎ॥
অথচেৎ স দ্বিভার্য্যঃস্যাৎ নচতাং ভজতে পুনঃ।
প্রীত্যা বিসৃষ্টমপি চেৎপ্রতিদাপ্যঃ সতদ্বলাৎ॥

কাত্যায়ন।

চুক্তিবিষয়ক আইনের ১১ ধারা অনুসারে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রী, স্বামী বর্ত্তমানে, স্বতন্ত্র ভাবে চুক্তি করিতে পারে। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর নামে নালিস করিতে হইলে স্বামীর নাম যোগ ব্যতিরেকে নালিস হয় না। কিন্তু আমাদিগের দেশে বিবাহিতা স্ত্রীর নামে নালিস করিতে হইলে স্বামীকে পক্ষ করিতে হয় না।

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পতি অথবা পত্নী, পরস্পরের বিরুদ্ধে বা অনুকূলে সাক্ষী হইতে পারে না; কিন্তু আমাদিগের দেশে, প্রমান বিষয়ক আইনের ১২০ ধারা অনুসারে, পক্ষগণের পতি বা পত্নী অনুকূলে বা বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে; কিন্তু পতি পত্নীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা আদালতে প্রকাশ করিতে পতি বা পত্নী বাধ্য নহে। পতি বা পত্নীর সম্মতি ব্যতিরেকে পত্নী বা পতি পরস্পরের কথা প্রকাশ করিতে পারে না। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২২ ধারা।

চতুর্থ অধ্যায়

দত্তক প্রকরণ।

সমাজের আদিম অবস্থায় দুর্ব্বল এবং সহায় হীন লোক গণ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী লোকদিগের সহিত নানা প্রকারে কাল্পনিক সম্বন্ধ সংঘটন করে। এইরূপ সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়ায় দুর্ব্বল ব্যক্তি সহায় প্রাপ্ত হয়; এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অনুগত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের দেশে যেরূপ দত্তক গ্রহণ প্রথা অদ্যাপি আছে, প্রাচীন কালে গ্রিক ও রোমানদিগের মধ্যে সেইরূপ ছিল। গ্রিক দিগের বিশেষ এই ছিল যে তাহাদিগের দত্তক পুত্র ইচ্ছা করিলে, গৃহীতার কুল পরিত্যাগ করিতে পারিত। রোমান দিগের মধ্যে পুত্রের উপর পিতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত; দত্তক দান করিলে জনকের স্বত্ব লোপ হইয়া গৃহীতার স্বত্ব হইত। ফলতঃ গ্রিক রোমান হিন্দু প্রভৃতি তাবৎআর্য্য জাতি গণের গৌণ পুত্র করা প্রথা ছিল। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ একাদশ বিধ গৌণপুত্রের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

Eleven kinds of subsidiary sons recognized by Hindu Shasters in the early ages

১ ২
ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজ স্তৎসমঃ পুত্রিক সুতঃ।
৩
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেন বা॥
৪
গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্ন গূঢ়জস্তু সুতঃ স্মৃতঃ।
৫
কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহ সুতোমতঃ॥
৬
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃপৌনর্ভবঃ সুতঃ।
৭
দদ্যাম্মাতা পিতা বাযং সপুত্রো দত্তকো ভবেৎ॥
৮ ৯
ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ং কৃতঃ।

১০ ১১
দত্তাত্মাতু স্বয়ং দত্তোগর্ভবিন্নঃ সহোঢ়জঃ ॥
১২
উৎসৃষ্টোগৃহ্যতেযস্ত্ত সোপবিদ্ধোভবেৎসুতঃ।
পিণ্ডদোহংশহরশ্চৈযাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য

উল্লিখিত বচন জাতে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে, ঔরস এবং দত্তক এই দুইপ্রকার ভিন্ন, অন্য প্রকার পুত্র কলিযুগে হইতে পারে না। তবে মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র করণের প্রথা আছে।

In the present age there can be no other subsidiary son except the son given.

ধর্ম্ম পত্নীর গর্ব্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র। "সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরসং বিদ্যাৎ" এই বৌধায়ন স্মৃতি আছে। ঔরস পুত্র মুখ্য পুত্র বলিয়া গণ্য। যাজ্ঞবলক্য সংহিতায় যেরূপ লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে পিতা বা মাতা দান করিলে দত্তক পুত্র হয়। নিম্নোদ্ধৃত মনু বচনানুসারে পিতা মাতা আপৎ কালে সদৃশ প্রীতিসংযুক্ত যে বালককে দান করে সেই দত্তক পুত্র।

"মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্র মাপদি ॥
সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্ত্রিমঃ সুতঃ।"

"আপৎকাল" "সদৃশ" প্রীতি সংযুক্ত" ইত্যাদি যেসকল শব্দ এই বচনে আছে তাহা পরে ব্যখ্যাত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দত্তক গ্রহণাধিকার।

"অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোঃ নাম সঙ্কীর্ত্তনায়চ"।

এই অত্রি বচন অনুসারে কেবল অপুত্রক লোকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। ঔরস পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্র

A man without a son can adopt a son given.

থাকিলে দত্তক গ্রহণ করা যায় না। এক দত্তকপুত্র জীবিত থাকিতে অন্য দত্তক গ্রহণ করা যায় না। (রঙ্গামা বঃ আছামা 4 M. I. A. 1) প্রথম দত্তকের জীবন কালে যদি দ্বিতীয় দত্তক গৃহীত হয় এবং তৎপরে যদি পূর্ব্ব গৃহীত দত্তকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয় দত্তক শাস্ত্রানুসারে পুত্র বলিয়া গণ্য হয় না। পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকারের মতে, এক ব্যক্তির বহুপত্নী থাকিলে, সকলের যুগবৎ এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (ব্য দং পৃ ৮৭৪) পত্নী অন্তঃসত্ত্বা থাকা কালে দত্তক গ্রহণ করিলে সিদ্ধ হয়না (নারায়ণ বঃ বেদাচল Madras. Dec. of. 1860) অনূঢ় অথবা মৃতপত্নীক ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (নাগাপা বঃ সুভাশাস্ত্রী 2 Mad. H. C. 367)

অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত প্রভৃতিস্বয়ংঅংশভাক না হইলেও, যদি বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে, তাহা হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। মিতাক্ষরামতে নিরংশের কেবল ঔরস এবং ক্ষেত্রজপুত্রের অধিকার হয়। দত্তক চন্দ্রিকার মতে নিরংশের দত্তক অধিকারী হয় না। অপ্রাপ্ত ব্যবহার, হিতাহিত জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে, দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (রাজেন্দ্র নারায়ণ বঃ শারদা 15 W. R. 548; পিয়ারি বঃ হরবংশি 19 W. R. 127)

পত্নীর সম্মতি না থাকিলেও পতি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (4 M. I. A. 2)

Adoption by widow.

"নস্ত্রীপুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা অন্যত্র ভর্ত্তুরনুজ্ঞানাৎ।"

এই বশিষ্ঠ বচনানুসারে ভর্ত্তার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না।

Bengal.

বঙ্গদেশের মতে ভর্ত্তা জীবন কালে অনুমতি দিলে ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে বিধবা পত্নী সেই অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

Mithila.

মিথিলা

প্রদেশের মতে, ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র দেশের প্রচলিত ময়ূখ এবং কৌস্তভের মতে ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে অনুমতি না থাকিলেও, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। মান্দ্রাজ এবং পাঞ্জাব প্রদেশে সপিণ্ডগণের সম্মতি লইয়া, ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। বীরমিত্রোদয়ের মতে সপিণ্ডগণের সম্মতি লইয়া বিধবা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বারানসী প্রদেশে, মৃত ভর্ত্তার অনুমতি না থাকিলে, দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না। উল্লিখিত বশিষ্ঠ বচন ভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় এইরূপ ভিন্নমত প্রচলিত হইয়াছে। জৈনদিগের মতে ভর্ত্তার অনুমতি না থাকিলে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। মৃতভর্ত্তার বাচনিক অনুমতি থাকিলে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে। (সুন্দরকুমারী বঃ গদাধর তেয়ারি 7 M. I. A. 64.)

Moharashtra.
Madras.
Panjab.
Benares.

উইল ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের দ্বারা দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিলে, দশ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত এবং রেজষ্টরী হওয়া আবশ্যক। অনুমতি পত্র রেজষ্টরী না হইলে তাহার মূলে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না। (১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৪৯ ধারা) ঔরস পুত্র, অথবা ভর্ত্তার জীবন কালে গৃহীত দত্তক পুত্র, ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে অপুত্রক লোকান্তর হইলে, দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে, পত্নী সেই অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (ভুবন মন্নি বঃ রামকিশোর 10 M. I. A. 279 ; যমুনা বঃ বামাসুন্দরী 3 I. A. 72)

A deed conferring authority to adopt must be register

অনুমতি পত্রে যদি কোন বালকের নাম উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে সেই বালক ভিন্ন অন্য কাহাকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। ফলতঃ অনুমতি পত্রে যেরূপ

আদেশ থাকে, তদতিরিক্ত কোন কার্য্য পত্নী করিতে পারে না। যদি একটি দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকে তাহা হইলে প্রথম গৃহীত দত্তক অপুত্রক লোকান্তর হইলেও পত্নী অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। (পরমানন্দ বঃ উমা-কান্ত 4 S. D. 318 ; গৌরনাথ চৌধুরী বঃ অন্নপূর্ণা S. D. of. 1852) ভর্ত্তার মৃত্যুকালে পত্নী অন্তঃসত্ত্বা থাকায় ভর্ত্তা এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে পত্নীর গর্ব্ভজাত পুত্রের মৃত্যু হইলে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে ; বস্তুতঃ পত্নীর গর্ব্ভে পুত্র না জম্মাইয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবস্থায় নিস্পত্তি হইয়াছে যে পত্নী ভর্ত্তার অনুমতি পত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। (মহেন্দ্র বঃ রুক্মিণীব্য দং ৮১৪) কিন্তু উক্ত নিস্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে বংশরক্ষার উপায় বিধান করাই ভর্ত্তার উদ্দেশ ছিল। যে সকল নিমিত্ত হেতু বংশলোপের আশঙ্কা ছিল, সেই সকল নিমিত্তের মধ্যে, কেবল একটি মাত্র নিমিত্ত, অনুমতি পত্রে উল্লিখিত থাকায় অপর নিমিত্ত হেতু বংশ লোপের উপক্রম হইলে, অনুমতি দাতার অনুমতি অনুসারে গৌণপুত্র করণ নিষিদ্ধ গণ্য করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি মীমাংসক ভট্টপাদ বলেন।

কাকেভ্যো রক্ষতা মন্ন মিতি বালোপ দেশতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বাৎ কিংশ্বাদিভ্যো নরক্ষতি।

অর্থাৎ অন্ন রক্ষার নিমিত্ত কাক তাড়ন অনুমতি মাত্র থাকিলে, যেরূপ কুক্কুরাদি তাড়না করা উচিত হয় সেই রূপ প্রধান উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বত্র ব্যবস্থা করা উচিত। প্রস্তাবিত স্থলে বংশ লোপের উপক্রম হইলে গৌণপুত্র করনের উপায় বিধান করাই অনুমতি দাতার উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই হউক, যখন বংশ লোপের উপক্রম হইয়াছিল,

তখন অনুমতি পত্রের মর্ম্মানুসারে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে অক্ষম এইরূপ অবধারণ করা সঙ্গত কি না সন্দেহ স্থল।

পত্নী দুশ্চরিত্রা হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। শ্যামলাল বঃ সৌদামিনী (5 B. L. R. 362)

দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলেও বিধবা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। (বামনদাস বঃ তারিণী 7 M. I. A. 190) ভর্ত্তার অনুমতি অনুসারে যাবৎ দত্তক গ্রহণ না করে, তাবৎ মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে পত্নী অধিকারিণী গণ্য হয়। দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকা হেতু, পত্নীর অধিকার ভাবি দত্তকের অভিভাবকত্ব মূলক গণ্য হয় না।

ভর্ত্তার মৃত্যুর বহুকাল পরে ও পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। (রাম সুন্দর সিংহ বঃ সর্ব্বাণী দাসী 22 W.R. 121)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দত্তকদানাধিকারী।

Who can give in adoption.

মনু যাজ্ঞবলক্য এবং বশিষ্ঠ বচনানুসারে পিতা এবং মাতা দত্তক দিতে পারে; পিতা আপন ক্ষমতায় দত্তক দান করিতে পারে; কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে মাতা দত্তক দান করিতে পারেনা। (দত্তক মীমাংসা ৪ অ; দত্তক চন্দ্রিকা ১ অ হর সুন্দরী বঃ চন্দ্রমণী Sevest 738)

ভ্রাতা পিতামহ অথবা অন্য কেহ দত্তক দান করিতে পারে না। (তারামণী বঃ দেবনারায়ণ রায় 3 S. D. 387) এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পিতৃ মাতৃ হীন বালক দত্তক হইতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিরূপ বালক দত্তক হইতে পারে।

Who may be adopted

ভ্রাতৃ পুত্র দত্তক গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; ভ্রাতৃ সন্তানাভাবে সপিণ্ড সন্তান, তদভাবে সকুল্য সন্তান প্রশস্ত। ভ্রাতৃ সন্তান অথবা নিকট সপিণ্ড বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে দূরবর্ত্তী সপিণ্ড বা সকুল্য সন্তান দত্তক গ্রহণ অপ্রশস্ত হইলেও অসিদ্ধ হয় না (গোকুলা নন্দ বঃ উমাদাই 15 B. L. R. 405)

মনুবচনে সদৃশ শব্দে সজাতীয় বুঝায় এইরূপ দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসার মত; সুতরাং ভিন্ন জাতীয় পুত্র দত্তক হইতে পারেনা। শৌনক বলেন

ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেষু কর্ত্তব্যঃ পুত্রসংগ্রহঃ।
তদভাবেঽসপিণ্ডে বা অন্যত্র তুন কারয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়াণাং সজাতৌ বৈ গুরু গোত্র সমেঽপিবা।
বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতিষু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং জাতিষেব নচান্যতঃ॥

The child's mother must be so related to the adopter that the latter could lawfully beget a son on her.

দত্তক পুত্র, চন্দ্রিকা ও মীমাংসা উভয় মতে, পুত্রচ্ছায়া বহ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যেরূপ বালক নিয়োগানুসারে গৃহীতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইতে পারিত, সেইরূপ সন্তান দত্তক রূপে গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং যে বালকের মাতার সহিত বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে, সেই বালক দত্তক হইতে পারেনা। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে ভ্রাতা পিতৃব্য মাতুল দৌহিত্র ভাগিনেয় প্রভৃতি দত্তক হইতে পারেনা।

শূদ্রজাতিগণের ভাগিনেয় দৌহিত্র প্রভৃতি দত্তক হইতে পারে।

দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ কচিৎ॥

"নত্বেকং পুত্রংদদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ বা"।

এই স্মৃতি অনুসারে একপুত্র দত্তক দান এবং গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এক পুত্র দত্তক গ্রহণ করিলে সেইপত্র দত্তক গণ্য হয় কিনা, তৎ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। মাদ্রাজ এলাহাবাদ এবং বোম্বাই হাইকোর্টের মতে এক পুত্র দান বা গ্রহণ করিলে প্রত্যবায় হয়; কিন্তু দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না (চিনা গোন্দন বঃ কুমার গোন্দন (1 Mad. H. C. 54) হনুমান তেওয়ারি বঃ কিরাই 2 All. 164; রঘুবাই বঃ ভগীরত বাই 2 Bomb. 379 ।)

An only son cannot be adopted

কলিকাতার হাইকোর্টের মতে এক পুত্র দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না। [উপেন্দ্র লাল বঃ শ্রীমতী 1 B. L. R. A. C. 221; জানকী বঃ গোপাল 2 Cal. 365; মাণিকচন্দ্র দত্ত বঃ ভগবতী দাসী 3 Cal 443]

দ্ব্যামুষ্যায়ণ বিধানে একপুত্র দত্তক হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্তক দান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে জ্যেষ্ঠপুত্র দত্তক দান করিলে সেই দত্তক অসিদ্ধ হয় না। [জানকী বঃ গোপাল আচার্য্য 2 Cal. 365]

Eldest son

কত বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত বালক দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে দত্তক বিষয়ক গ্রন্থকার গণের মতভেদ আছে। নিম্নোদ্ধৃত কালিকা পুরাণ বচনানুসারে পঞ্চমবৎসরাতীত বয়স্ক বালক এবং যে জনককুলে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

Limit of age

"দত্তাদ্যা অপিতুনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
আয়ান্তি পুত্রতাং সম্যক অন্যবীজ সমুদ্ভবাঃ॥

পিতৃগোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ॥
চূড়াদ্যা যদিসংস্কারা নিজগোত্রেণ বৈ কৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনয়াস্তে স্যুরন্যথাদাস উচ্যতে॥
ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাৎ ন দত্তাদ্যাঃ সুতা নৃপ।
গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেৎ॥

নন্দপণ্ডিত উক্ত কালিকা পুরাণ বচনানুসারে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে

১। যে বালকের জনক কুলে কোন সংস্কার হয় নাই সেই অত্যন্ত প্রশস্ত। গ্রহীতা কর্ত্তৃক সংস্কৃত হওয়ায় পুত্রত্ব হয়।

২। যে বালকের চূড়ার পুর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার জনক গোত্রে হইয়াছে কিন্তু চূড়া হয় নাই সে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত হইলেও তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩। যে বালকের চূড়াকরণ জনক গোত্রে হইয়াছে কিন্ত বয়ঃক্রম ৫ বৎসরের অনধিক সেই বালক গ্রহণ করিলে পুত্রেষ্টি যাগ করিতে হয; তাদৃশ পুত্রের চূড়াকরণ উভয় কুলে হওয়াতে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ দ্বিপিতৃক হয়; শুদ্ধ দত্তক হয়না।

রঘুনন্দন উক্ত কালিকা পুরাণ বচন উদ্বাহ তত্ত্বের মধ্যে দত্তক প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু এই সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহার মতে উক্ত কালিকা পুরাণ বচন অনুসারে পঞ্চ বর্ষের উর্দ্ধ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত বালক দত্তক হইতে পারে না।

বঙ্গদেশে দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে দত্তক চন্দ্রিকার মত প্রচলিত। চন্দ্রিকাকার বলেন যে উক্ত বচনজাত অমূলক; সমূলক হইলে ও চন্দ্রিকাকারের মতে গ্রহীতা কর্ত্তৃক সংস্কৃত

হওয়ায় পুত্রত্ব হয় এমত নহে। অনতীত পঞ্চমবর্ষ অকৃত সংস্কার বালকের পুত্রত্ব প্রতিগ্রহের দ্বারা হয়। দত্তক মীমাংসা মতে গ্রহীতার গোত্রে সংস্কারের দ্বারা পুত্রত্ব হয়; এবং উভয় গোত্রে সংস্কার হইলে দ্বিপিতৃক হয়। চন্দ্রিকাকারের মতে প্রতিগ্রহের দ্বারা দত্তকের পুত্রত্ব হয়; সুতরাং জনক গোত্রে চূড়া সংস্কার হইলেও শুদ্ধ দত্তক হইতে পারে। চন্দ্রিকাকারের মতে দ্বিজাতি গণের মধ্যে উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দত্তক গ্রহণ হইতে পারে। উপনয়নের প্রশস্ত কাল অষ্টম বর্ষ। অতএব দ্বিজাতি গণের পক্ষে অনতীত অষ্টম বর্ষ বালক দত্তক গ্রহণ চন্দ্রিকার মতে বিহিত। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল। চন্দ্রিকার মতে জনক কর্ত্তৃক উপনয়ন নাহইলেও, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত দত্তক হইতে পারেনা। চন্দ্রিকাকার বলেন যে মুখ্যকালে যে কর্ম্মে যাহার অনধিকার, গৌণ কালে তাহার সেকর্ম্মে অধিকার হয় না। পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন দিলে বিশেষ ফলহয়। এই নিমিত্ত পঞ্চমবর্ষীয় বালক দত্তক গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। চন্দ্রিকাকারের মতে চূড়াদ্যা এই শব্দ অতদ্গুণ বহুব্রীহি; অর্থাৎ চূড়াদ্যা শব্দের দ্বারা যে সংস্কারের পুর্ব্বে চূড়া হয় তাহা বুঝায়। চূড়াদ্যা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করতঃ চন্দ্রিকাকার বলেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের মধ্যে, উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং শূদ্রগণ বিবাহের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত দত্তক হইতে পারে। বঙ্গদেশের মতানুসারে দ্বিজাতিগণের মধ্যে উপনীত বালক এবং শূদ্রগণের মধ্যে বিবাহিত ব্যক্তি দত্তক হইলে সেই দত্তক অসিদ্ধ হয়। Dattaka chandrika

বারাণসী প্রদেশে দত্তক মীমাংসার মত প্রচলিত; সুতরাং উক্ত প্রদেশে পঞ্চম বৎসরের ঊর্দ্ধ বালক অকৃতচূড় হইলেও দত্তক হইতে পারে না। কিন্তু আগ্রা হাইকোর্ট Mimansa

নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বারাণসী প্রদেশে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত দত্তক হইতে পারে। (ওস্রাওসিংহ বঃ মহাতাব 2 Agra) বঙ্গদেশে দত্তক পুত্রের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত মাদ্রাজ প্রদেশে সেই মত।

পাঞ্জাব প্রদেশে বয়ঃক্রমের কোন নিয়ম নাই। মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিবাহের পরেও দত্তক হইতে পারে; নীলকণ্ঠের মতে বিবাহিত পুত্রবান্ ব্যক্তি দত্তক হইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি।

দত্তক গ্রহণ প্রয়োগ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ বলেন—

পুত্রংপ্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি নিবেদ্য
নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভি র্হুত্বা অদূরবান্ধবং বন্ধু
সন্নিকৃষ্টমেব গৃহ্নীয়াৎ।

৭। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জনক কর্ত্তৃক দান এবং গ্রহীতা কর্ত্তৃক গ্রহণ আবশ্যক। লেখ্য পত্রের দ্বারা দত্তক দান বা গ্রহণ হইতে পারে না। (শ্রীনারায়ণ মিত্র বঃ শ্রীমতীকৃষ্ণ 2 B. L. R. 279) রাজার নিকট নিবেদন এবং বন্ধু নিমন্ত্রণ করিবার বিধান আছে বটে; কিন্তু না করিলে তন্নিবন্ধন দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না।

What ceremonies essential

দত্তক মীমাংসা এবং দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ নিবন্ধন পুত্রত্ব সম্বন্ধ হয় না। দান এবং গ্রহণ দ্বারা জনকের স্বত্ব লোপ এবং গ্রহীতার স্বত্বোৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণরূপ অলৌকিক কারণ ব্যতীত জনকের সহিত পুত্রত্ব সম্বন্ধ লোপ হইয়া গ্রহীতার

সহিত পুত্রত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে না। ব্যবস্থাদর্পণের মতে হোমাদি আবশ্যক। ব্য দং ৮৭৪।

Dattaka Hom not necessary in the case of Sudars

শূদ্রগণের মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই; এবং এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, শূদ্রগণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ হোমাদি ব্যতীত সিদ্ধ হয়। (বিহারি লাল বঃ ইন্দ্রমণি 13 B.L.R 401।)

বাচস্পতি মিশ্রের মতে স্ত্রী এবং শূদ্রের দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। "পুত্রং প্রতিগৃহীষ্যন্" এই স্মৃতিতে "ব্যাহৃতিভি র্হুত্বা গৃহ্নীয়াৎ" এইরূপ উক্ত থাকায়, বাচস্পতি মিশ্রের মতে যে হোম করিতে না পারে সে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু "শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিষু" এই বচনের দ্বারা শূদ্রজাতিগণের অধিকার স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। দত্তক মীমাংসার মতে স্ত্রী বা শূদ্র মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। পুরোহিত দ্বারা হোম করিতে হয়; কিন্তু গ্রহণের মন্ত্র গ্রহীতার উচ্চারণ করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের মধ্যে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় কি না তৎসম্বন্ধে অদ্যাপি বঙ্গদেশের হাইকোর্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতে দ্বিজাতিগণের মধ্যেও দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু বিচারপতি ৺ দ্বারিকানাথ মিত্র এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দত্তক হোম ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না; লছমন বঃ মোহনলাল (16 W. R 179) বস্তুতঃ দত্তক হোমাদি ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে গোত্রান্তর এবং গ্রহীতার সহিত পুত্রত্ব হইতে পারে না।

Change of sonship and Gotra cannot be effected without Hom

মান্দ্রাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে, সিঙ্গমা বঃ বেঙ্কটাচারলু (4 Mad H. C 165)।

ষ্ট্রেঞ্জ, ম্যাকনটন, কাওয়েল প্রভৃতি সাহেবগণের মতে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হয়। বোম্বের হাইকোর্ট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হয় না; তবে ভ্রাতৃপুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে কোন অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। হৈবতরাও বঃ গোবিন্দরাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দত্তক রহিতের নালিস।

Suit for setting aside an adoption

লেখ্য পত্র ব্যতীত দত্তক গ্রহণ প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু লেখ্য পত্র না থাকিলে দত্তক গ্রহণের বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক হয়। গ্রহীতার, বার্দ্ধক্য অথবা পীড়ানিবন্ধন, সন্তান সম্ভাবনা না থাকা প্রমাণ হইলে দত্তক গ্রহণ সম্ভব পর অনুমান হয়; সুতরাং বিশেষ বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলে তাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক দত্তক গ্রহণ সহজে প্রমাণ হয়। একবার কোন ব্যক্তির সহিত মকদ্দমায় যদি দত্তক গ্রহণ প্রমাণ হয় তাহা হইলেও অন্য ব্যক্তি স্বতন্ত্র মকদ্দমায় সেই দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ করিতে পারে (কানাইলাল বঃ রাধাচরণ 7 W. R. 338; যোগীন্দ্র দেব বঃ ফনীন্দ্রদেব 14 M. I. A 367) যদিও পূর্ব্ব মকদ্দামার ডিক্রী, পর মকদ্দমায়, প্রমাণ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু পূর্ব্বে যে একটি মকদ্দমা হইয়াছিল সেই বিবরণ দ্বিতীয় মকদ্দমায় প্রমাণ গণ্য হইতে পারে। ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১১৮ প্রকরণ অনুসারে দত্তক রহিতের নালিস করিতে হইলে, যে সময়ে বাদি দত্তক গ্রহণের সম্বাদ জানিতে পারে, সেই সময় হইতে ছয় বৎ-

সরের মধ্যে নালিস করিতে হয়। সুতরাং দত্তক গ্রহণের বহুকাল পরে কোন নিকট উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দত্তক রহিতের নালিস করিতে পারে। ১৮৭১ সালের ৯ আইন যে সময় জারি ছিল সেই সময় দত্তক গ্রহণের তারিখ হইতে অথবা গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে দত্তক রহিতের নালিস চলিতে পারিত।

Period of limitation

১৮২৪ সালের পূর্ব্বে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়; তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নী দত্তক গ্রহণ করে; সেই দত্তক পুত্র এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয়; তৎপরে ১৮৬১ সালে মৃতধনীর পত্নীর মৃত্যু হয়। যতদিন দত্তক পুত্র জীবিত ছিল ততদিন সে মৃতধনীর সম্পত্তিতে দখলিকার ছিল; এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র সেই সম্পত্তি ভোগদখল করিতে ছিল। মৃতধনীর দৌহিত্র ১৮৬৬ সালে সেই সম্পত্তিতে স্বত্বসাব্যস্থমতে দখল পাইবার কারণ নালিস করায়, প্রথম আদালত কালাতীত দোষ হেতু, তাহার নালিস অগ্রাহ্য করেন। হাইকোর্টে ফুলবেঞ্চ কর্ত্তৃক উক্ত মকদ্দমায় অবধারিত হয় যে মৃতধনীর পত্নীর মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত বাদির নালিসের কারণ হয় নাই; সুতরাং কালাতীত দোষে বাদির নালিস অগ্রাহ্য হইতে পারে না (শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঃ মহেশচন্দ্র 4 B. L. R. F. B. 3)।

এক্ষণে ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন অনুসারে দত্তক গ্রহণ জ্ঞাত হওয়ার তারিখ হইতে ৬ বৎসর মধ্যে নালিস না করিলে দত্তক রহিত হইতে পারে না। কিন্তু মৃতধনীর পত্নীর মৃত্যুর পরে, ১২ বৎসরের মধ্যে, আসন্ন উত্তরাধিকারী মৃতধনীর সম্পত্তিতে দখল পাইবার কারণ নালিস করিতে পারে। মৃতধনীর জীবন কালে গৃহীত হওয়া প্রকাশ করিয়া মৃতধনীর সম্পত্তিতে, তাহার পত্নীর বিরুদ্ধ ভাবে, যদি দত্তক

পুত্র ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল দখলিকার থাকে, তাহা হইলে মৃতধনীর পত্নীর মৃত্যুর পরে অন্য আসন্ন উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তিতে দখল পাইবার কারণ নালিস করিতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যের দ্বারা কোন দত্তক গ্রহণ স্বীকার করে সে সেই দত্তক রহিতের নালিস করিতে পারে না। (তারকচন্দ্র বঃ হরিশঙ্কর 22 W. R. 267]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃত্রিম পুত্র।

Krittrima son.

মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। দত্তক মীমাংসার মতে আদিত্য পুরাণোক্ত বচন-দ্বারা কৃত্রিমপুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ মিথিলাপ্রদেশ ব্যতীত আর কোথা কৃত্রিম পুত্র গ্রহণের রীতি নাই। কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করিতে হইলে গৃহীত পুত্রের সম্মতি আবশ্যক; গ্রহীতার জীবন কালে গৃহীত পুত্রের সম্মতি মতে গ্রহণ ব্যতীত কৃত্রিম পুত্র হয় না। [লছুমন বঃ মোহণলাল 16 W. R. 179] অতএব প্রতীয়মাণ হইতেছে যে প্রাপ্ত ব্যবহার ব্যতীত কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে না। উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার হওয়ার পরেও কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে। 8 W. R. 155] জন্মদাতা পিতার সহিত কৃত্রিম পুত্রের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় না। সজাতীয় যে কোন ব্যক্তি কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে। দৌহিত্র ভাগিনেয় এমন কি সহোদর ভ্রাতা কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে।

কৃত্রিম পুত্র উক্তর পিতার ঋকৃথভাগী হয়। কৃত্রিম পুত্র গ্রহীতার সম্বন্ধে গ্রহীতার পিতা অথবা অন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়না। [শিবুকুঙারি বঃ জগন সিংহ 8 W. R. 155] কৃত্রিম পুত্রের পুত্র গ্রহীতার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না [যশবন্ত সিংহ বঃ ছলিচাঁদ 25 W. R. 255

মিথিলা প্রদেশে পতির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত প্রদেশে পতির জীবন কালে বা মৃত্যুর পরে, পত্নী কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করিতে পারে; পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করিলে সেই পুত্র কেবল পত্নীর সম্পত্তিতে অধিকারী হয় [সিবু কুঙারি বঃ জগন সিংহ 8 W. R. 155] কৃত্রিম পুত্রের জন্মদাতা পিতার সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষ হয় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দত্তক পুত্রের স্বত্ব বিচার।

The rights of an adopted son.

দত্তক পুত্রের সহিত জন্মদাতা পিতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ থাকে না। যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হইলে সেই দত্তক পুত্র আপন ইচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহীতার কুল পরিত্যাগ করিতে পারে না।

গোত্ররিক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ।
গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা॥

এই মনুস্মৃতি অনুসারে দত্তক পুত্র জন্মদাতা পিতার গোত্র ঋকৃথভাগী হয় না। পিণ্ডদান ক্ষমতা, গোত্র ও ঋকৃথানুগামী; সুতরাং দত্তক পুত্র জন্মদাতা পিতার পিণ্ডদান করিতে পারে না।

দত্তক্রীতাদি পুত্রাণাং বীজবপ্তুঃ সপিণ্ডতা।
পঞ্চমী সপ্তমী তদ্বৎ গোত্রং তৎপালকস্য চ॥

এই বৃহৎ মনুবচন অনুসারে জন্মদাতা পিতার সহিত দত্তক

পুত্রের অবরবাবর সাপিণ্ড্য থাকে; পূর্ব্বোদ্ধৃত, বচন অনুসারে পিতামহ সাপিণ্ড্য থাকেনা। গ্রহীতার সহিত দত্তকের অবরবাবর সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ থাকেনা; কেবল পিতামহ সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ হয়; সুতরাং গ্রহীতার সহিত দত্তক পুত্রের সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ ত্রৈপুরুষিক। বৃহন্মনুবচন অনুসারে দত্তক পুত্র গ্রহীতার গোত্রভাগী হয়।

দত্তক পুত্রের গ্রহীতার কুলে ত্র্যহাশৌচ হয়; জনককুলে অশৌচ হয় না। দত্তক মীমাংসার মতে সগোত্র সপিণ্ডের পুত্র দত্তক হইলে তাহার পূর্ণাশৌচ হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলে দশ দিবস, ক্ষত্রিয় হইলে দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য হইলে পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র হইলে একমাস অশৌচ হয়। প্রতিগ্রহীতার শ্রাদ্ধ করিলে দত্তক মীমাংসার মতে দত্তকের পূর্ণাশৌচ হয়।

ঔরসপুত্র বর্ত্তমান থাকিতে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না; দত্তক গ্রহণের পরে ঔরসপুত্র জন্মাইলে যেরূপ স্বত্ব হয় তাহা পরে উক্ত হইয়াছে। ঔরস পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে দত্তক পুত্র সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হয়। ঔরস পুত্রাদি না থাকিলে ঔরস পুত্রের দত্তক অথবা দত্তক পুত্রের পুত্র অধিকারী হইতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রহীতার বন্ধু ধনাধিকার।

The right of adopted son to inherit as heir

দত্তক পুত্র, গ্রহীতার সম্বন্ধে বন্ধুধনে অধিকারী হইতে পারে কিনা তাহা তর্কস্থল। প্রাচীন সংহিতা অনুসারে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়া সংহিতাকার ঋষিগণ বলিয়াছেন

যে প্রথমোক্ত ষড়বিধ পুত্র দায়াদ এবং বান্ধব; এবং শেষোক্ত ষড় বিধ পুত্র অদায়াদ বান্ধব। মনু বলিয়াছেন

to relations of the adoptive father.

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈবদত্তঃ কৃত্রিম এবচ।
গূঢ়োৎপন্নো পবিদ্ধশ্চ দায়াদাবান্ধবাশ্চষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ পৌত্রীচষড়দায়াদ বান্ধবা॥

এই বচন অনুসারে কেহ এমত বলিতে পারেন যে ... প্রথমোক্ত ষড়বিধ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়; শেষোক্ত ষড়বিধ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দ্বাদশ বিধ পুত্রের লক্ষণ যে বচন জাতে আছে তাহার শেষ ভাগে উক্ত আছে।

"পিণ্ডদোংশ হরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবেপরঃপরঃ"।

সুতরাং দ্বাদশবিধ পুত্র সকলে পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে গ্রহীতার সপিণ্ড সমানোদক প্রভৃতি সন্নিহিত ঋকৃথভাগী অন্য কেহ না থাকিলে, মনুবচন অনুসারে প্রথমোক্ত ষড়বিধ পুত্র সেই পিতৃ সপিণ্ড সমানোদকাদির দায়াদ হয়। দায়াদশব্দে বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যানুসারে পুত্র ব্যতিরিক্ত অন্য ঋকৃথ ভাগী বুঝায়; সুতরাং মনুবচনে শেষোক্ত পুত্রগণ "অদায়াদ বান্ধবা" বলিয়া উক্ত থাকিলেও সেই সকল পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয় না এমত নহে। মেধাতিথি বলেন যে মনুবচন অনুসারে শেষোক্ত গৌণপুত্রগণ অদায়াদ বান্ধব অর্থাৎ দায়াদ অথবা বান্ধব বলিয়া গণ্য হয়না। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে শেষোক্ত গৌণপুত্রগণ গ্রহীতার সপিণ্ড সমানোদকাদির ধনে অধিকারী হয়না; এই নিমিত্ত তাহারা অদায়াদ। কিন্তু সমান গোত্রত্ব এবং উদক দানাদিকার্য্য করণ হেতু সকল প্রকার গৌণপুত্র বান্ধব বলিয়া গণ্য হয়। বলি-

আদি স্মৃতিতে গৌণপুত্রগণের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পাঠের ইতর বিশেষ থাকায় বিজ্ঞানেশ্বর বলেন গুণবান নির্গুণ ইত্যাদি ভেদ স্বীকার করিয়া মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। মিতাক্ষরার টীকাকার বিশ্বেশ্বর ভট্ট বলেন যে মনু স্মৃতিতে যে পাঠক্রম আছে তাহা অবলম্বন করিয়া কে দায়াদ বান্ধব এবং কে অদায়াদ বান্ধব তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বেশ্বর ভট্টের মতে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে যেরূপ পাঠক্রম আছে তাহা ন্যায় সংগত; সুতরাং বিশ্বেশ্বর ভট্টের মতে দত্তক পুত্র অদায়াদ বান্ধব বলিয়া গণ্য হয়।

দায়ভাগে উক্ত মনুবচনদ্বয় উদ্ধৃত নাই; জীমূত বাহন দেবল স্মৃতি অনুসারে গৌণপুত্রগণের উল্লেখ করিয়া

"তেষাং ষড় বন্ধু দায়াদাঃ পূর্ব্বে হন্যে পিতুরের ষট্"।

এই দেবল বচন উদ্ধৃত করতঃ বলিয়াছেন যে ঔরসাদি ষড়বিধ পুত্র, কেবল পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় এমত নহে; কিন্তু সপিণ্ডাদি বন্ধুগণের দায়ভাগী হয়। শেষোক্ত ষড়বিধ পুত্র কেবল পিতার দায়াধিকারী হয়; সপিণ্ডের দায়াধিকারী হয় না। গৌনপুত্রগণের পৌর্ব্বাপর্য্য দায়ভাগে যেরূপ উক্ত আছে তদনুসারে দত্তক পুত্র বন্ধু ধনে অনধিকারী গণ্য হয়। (দায়ভাগ ১০ অ ৭।৮) স্মৃতি চন্দ্রিকার মতে মনুবচন অনুসারে দত্তক পুত্র বন্ধুধনে অধিকারী হয়।

দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তকপুত্র গ্রহীতার বন্ধুধনে অধিকারী হইতে পারে। দত্তক চন্দ্রিকা ৫ অ ২৪।

দত্তক পুত্র গ্রহীতার বন্ধুধনে অধিকারী হইতে পারে অবধারিত হইয়াছে (শম্ভুচন্দ্র বঃ নারায়ণী 1 S. D 209; গৌরহরি বঃ রত্নেশ্বরী 6 S. D 203)।

দত্তক পুত্র গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে গ্রহীতার ভ্রাতা অথবা অন্য বন্ধুধনে যদি গ্রহীতার পুত্রগণের অধিকার

হয়, তাহা হইলে গ্রহীতার ধনে দত্তক এবং ঔরসের যেরূপ বিভাগ হয় গ্রহীতার বন্ধুধনেও দত্তক এবং ঔরস উভয়ের সেইরূপ স্বত্ব হয়। গ্রহীতার ঔরস পুত্র ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির সহিত দত্তকের অধিকার হইলে দত্তকের স্বত্ব ঔরসের ন্যায় হয়। তিন ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা ১ দত্তক পুত্র আর এক ভ্রাতা ২ ঔরস পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হওয়ার পরে যদি তৃতীয় ভ্রাতা সন্তান না রাখিয়া লোকান্তরি হয় তাহা হইলে তাহার সম্পত্তিতে পূর্ব্ব মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের তিন পুত্র তুল্যাংশে অধিকারী হয় (তারামোহন ভট্টাচার্য্য বঃ কৃপাময়ী 9 W. R. 423।

দত্তক পুত্রের পুত্রগণ ঔরস পুত্রের ন্যায় বন্ধুধনে অধিকারী হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

মাতামহাদি ধনাধিকার।

The right of adopted son to inherit as heir to adoptive mother's relations.

গ্রহীতার বন্ধুধনে দত্তক পুত্র অধিকারী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঔরস পুত্রের ন্যায় মাতামহ মাতুলাদির ধনে দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি ছিল; সম্প্রতি কলিকাতার হাইকোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সল কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়াছে যে কন্যা অথবা ভগিনীর দত্তক পুত্র, ঔরস পুত্রের ন্যায়, মাতামহ মাতুলাদি ধনে অধিকারী হইতে পারে। কালীকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্র।

১৮৫৯ সালে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে ভগিনীর দত্তক পুত্রের ধনে

মাতুল অধিকারী হইতে পারে; কিন্তু মাতুলের ধনে ভগিনীর দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে কি না তাহা তৎকালে তর্কের স্থল ছিল (গঙ্গাপ্রসাদ বঃ ব্রজেশ্বরী)।

শেষোক্ত তর্ক পরে আর এক মকদ্দমায় উপস্থিত হইলে এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ হয় যে ভগিনীর দত্তক পুত্রের ধনে যখন মাতুল উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তখন মাতুলের ধনে ভগিনীর দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছেন "যে উত্তরাধিকার বিষয়ে এমত কোন নিয়ম নাই যে এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আর এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইলে তাহার সম্বন্ধেও সেই ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে। কন্যা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয়; কিন্তু পিতা কন্যার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না। পত্নীর সম্পত্তিতে পতি সকল স্থানে অধিকারী হয় না; বিমাতার স্ত্রীধনে সপত্নী পুত্র কখন কখন অধিকারী হইতে পারে; কিন্তু সপত্নী পুত্রের সম্পত্তিতে বিমাতা কদাচ অধিকারিণী হইতে পারে না।" পরন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে স্ত্রীধনাধিকার স্বতন্ত্র বিষয়; পুংধনে সম্বন্ধিগণের দায়াধিকারযোগ্যতা উভয় পক্ষগত। এক ব্যক্তির মৃত্যু সময়ে যে সম্বন্ধি উত্তরাধিকারী হয় সেই সম্বন্ধির সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না এমত প্রায় কোথা দৃষ্ট হয় না। মৃণ্ময়ী দেবীর মকদ্দমায় বিচারপতিগণ বলিয়াছিলেন পুরুষের সম্বন্ধে দত্তক গ্রহণের বিধি আছে; কিন্তু স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে দত্তক গ্রহণের কোন বাচনিক বিধি নাই। কিন্তু "অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা" এই বচনে পুংত্ব একত্ব বিধেয় বিশেষণ হইলেও অবিবক্ষিত দঃ চং ১ অ ৭।

বিচারপতিগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত হইলেও

দত্তকচন্দ্রিকা এবং মীমাংসার মতে গ্রহীতার পত্নীর সহিত দত্তকের পুত্রত্ব সম্বন্ধ হয়; সুতরাং পতির দত্তক পুত্র পত্নীর সম্বন্ধে পুত্র গণ্য হয় না এমত বলা যায় না। পতির দত্তক পুত্র পত্নীর সম্বন্ধে পুত্র গণ্য; এবং সেই দত্তক মাতামহাদির পার্ব্বণ পিণ্ড দিতে পারে। সুতরাং দুহিতার দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারেনা এইরূপ কলিকাতা হাইকোর্ট উক্ত মকদ্দমায় অবধারণ করিলেও এই বিষয় সন্দেহ স্থল ছিল; এক্ষণে হাই কোর্টের বিচারপতিগণের পূর্ণাধিবেশনে অবধারিত হইয়াছে যে দুহিতা ভগিনী প্রভৃতির দত্তক পুত্র মাতামহ মাতুলাদির ধনে অধিকারী হইতে পারে; এবং উক্ত নিষ্পত্তি প্রিবিকৌন্সল অনুমোদন করিয়াছেন (কালিকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্র।

আলাহাবাদ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে কন্যার দত্তক পুত্র মাতামহ ধনে অধিকারী হইতে পারে (শ্যাম কুঙার বঃ গয়াদিন 1 All 255)

মান্দ্রাজ হাই কোর্টের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি আছে (চিন্না রাম কৃষ্ণ বঃ মিনাছি 7 Mad. H. c. 245

দত্তক চন্দ্রিকা এবং দত্তক মীমাংসার মতে পতি দত্তক গ্রহণ করিলে পত্নীর সম্বন্ধে সেই দত্তক পুত্র গণ্য হয়; এবং দত্তক পুত্র ঔরসের ন্যায় মাতামহের পার্ব্বণপিণ্ড দিতেপারে (দমী ২ অ ৬৯; দ চ ১ অ ২৩—২৬)

দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর স্ত্রীধনে অধিকারী হয়; তিন কড়ি বঃ দিন নাথ 3 W. R. 49

দশম পরিচ্ছেদ।

The rights of one whose adoption is void in law.

যথা শাস্ত্র দত্তক গ্রহণ না হইলে গৃহীত পুত্র জনকের ঋকৃথ ভাগী হইতে পারে কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যে দত্তক গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে সে দত্তক গ্রহণ করিলে অথবা যেরূপ বালক দত্তক গ্রহণ করা যায় না তাহাকে দত্তক গ্রহণ করিলে অথবা যে ব্যক্তির দত্তক দান করিবার শাস্ত্রানুসারে ক্ষমতা নাই সেই ব্যক্তি দত্তক দান করিলে দত্তক অসিদ্ধ হয়; সুতরাং আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে তাদৃশ স্থলে সেই পুত্র জনকের ঋকৃথভাগীহয়। কিন্তু কোন কোন বচনে উক্ত আছে যে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ না হইলে গৃহীত বালক গ্রহীতার দাস বলিয়া গণ্য হয়।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে দান এবং গ্রহণের দ্বারা স্বত্ব-লোপ এবং স্বত্বোৎপত্তি হয়; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দান গ্রহণ না হইলে স্বত্বলোপ বা স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে এমত বলা যায় না। যদি শাস্ত্রানুসারে দান গ্রহণ না হয় এবং গ্রহীতার কুলে কোন সংস্কার না হয় তাহা হইলে গ্রহীত পুত্র জনকের ঋকৃথ ভাক্ হওয়ার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। যদি শাস্ত্র অনুসারে দান গ্রহণ হয় তাহা হইলে শূদ্র দিগের মধ্যে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে ব্যাহৃতি হোম ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে কি না নিশ্চয় স্থির হয় নাই। দ্বিজাতি গণেরমধ্যে হোম ব্যতীত দত্তক পুত্র হইতে পারে না এমত স্থির হইলে, হোমাদি না করিয়া যেপুত্র গৃহীত হয় সে জনকের ঋকৃথভাগী হওয়া সম্ভব। কালিকা পুরাণ বচনে উক্ত আছে যে গ্রহীতার কুলে সংস্কার না হইলে গৃহীত বালক গ্রহীতার

দাস হয়। পূর্ব্বকালে পুত্র দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা পিতার ছিল; সুতরাং জনক দান করিলে গ্রহীতার সম্বন্ধে দত্ত বালক, পুত্র বা দাস হইত। কিন্তু এক্ষণে দাস হইতে পারে না; এবং দাস হইলেও জনকের সহিত পুত্রত্ব সম্বন্ধ বিশ্লেষ হয় না। যদি গ্রহীতা যথা শাস্ত্র হোমাদি না করিলে দত্তক অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বালক তাহার জনকের ঋকৃথভাগী হইতে পারে। পতির প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক সিদ্ধ হয় না। এতাদৃশ স্থলে, গ্রহীতার কুলে কোন সংস্কার না হইলে, কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে, সেই দত্তক জনকের ঋকৃথভাগী হয়। (রাজকুমারী বঃ নবকুমার মল্লিক 1 Boul. 137)

যথা শাস্ত্রদান গ্রহণ না হওয়া স্থলে গ্রহীতার কুলে চূড়াদি সংস্কার হইলেও জনকের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষ হয় এমত বোধ হয় না। এতাদৃশ স্থলে স্বয়ং প্রবৃত্ত ঋত্বিকের ন্যায় গ্রহীতা কর্ত্তৃক সংস্কার সিদ্ধ হইবে; সংস্কারের সময় বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদিতে গ্রহীতার পূর্ব্বপুরুষ গণের পিণ্ডদেওয়া হয়; কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অঙ্গমাত্র। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ রূপ অঙ্গীভূত কার্য্য যথা শাস্ত্র না হইলেও সংস্কার রূপ প্রধান কর্ম্ম অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ছন্দোগ পরিশিষ্টে উক্ত আছে;

প্রধানস্যাক্রিয়াযত্র সাঙ্গং তৎক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যা ক্রিয়াভুনারৃত্তির্নচ তৎ ক্রিয়া॥

দত্তক মীমাংসার মতে গ্রহীতার কুলে সংস্কারের দ্বারা পুত্রত্ব সিদ্ধ হয়। যে বালকের জনক কুলে সংস্কার হয়, সে আদৌ দত্তক হইতে পারে না। জনককুলে সংস্কার হওয়ার পর জনক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে, শাস্ত্রানুসারে গ্রহীতার দাস হয়। কিন্তু অধুনা আইন অনুসারে কেহ কাহার দাস হইতে

By gift and acceptance the natural father lost and the adoptive father acquired dominion over the boy in former times, so that if no ceremonies were performed then the boy became the slave of the acceptor. At the present time no one can be a slave; and a boy whose adoption proves invalid would inherit as heir to his natural father even if ceremonies of tonsure & were performed by adoptive father.

পারে না। গ্রহীতার দাস হইলেও সেই বালক জনকের ঋক্থ ভাগী নাহইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

কোন প্রকার লাভের উদ্দেশে দত্তক দান করিতে কেহ চুক্তি করিলে, সেই চুক্তির মূলে জয়পত্র প্রদত্ত হইতে পারে না। লাভের উদ্দেশে পুত্র দান করিলে সেই পুত্র ক্রীত পুত্র হয়; কলিযুগে ক্রীতপুত্র হইতে পারে না; সুতরাং লাভের উদ্দেশে পুত্র দানের চুক্তি করিলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ হয় (ঈসান কিশোর বঃ হরিশ্চন্দ্র 13 B. L. R. 42)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পতির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে গৃহীত পুত্রের স্বত্ব নির্ণয়।

বঙ্গদেশে পতির অনুমতি থাকিলে পতির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। অনুমতি পত্র থাকিলে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। অনুমতি পত্র অনুসারে যাবৎ দত্তক গ্রহণ না করে তাবৎ পত্নী নিজ স্বত্বে পতির সম্পত্তিতে অধিকারিণী থাকে (বামন দাস বঃ তারিণী ওরফে সরামণি 7 M. I. A. 169)।

Adoption of a son after the adoptive father's death.

পতির অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তক পুত্রের স্বত্ব হয় (ধর্ম্ম দাস পাণ্ডে বঃ শ্যামাসুন্দরী 3 M. I. A. 229)

দুই বা তিন পত্নীর মধ্যে এক পত্নীর প্রতি দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে এক পত্নীর কৃত কার্য্যের দ্বারা সকল পত্নীর স্বত্ব লোপ হইতে পারে; এই সম্বন্ধে বঙ্গদেশে কোন

নিষ্পত্তি হয় নাই ; তবে বোম্বাই প্রদেশে যে নিষ্পত্তি হই-য়াছে তাহা বঙ্গদেশে প্রয়োগ না হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। বোম্বাই প্রদেশে পতির নিষেধ নাথাকিলে পতির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। বোম্বাই হাই কোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বহু পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে অন্য সকল পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় (রকমা বাই বঃ রাধা 5. Bomb. 181.

The estate of the widow or other heir in whom the property vested is divested in favour of the subsequently adopted son.

বারাণসী দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশের মতে অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় ; কিন্তু অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হওয়ার পরে তাহার পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অবিভক্ত সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারী হয়। অবিভাজ্য রাজ্যের রাজার মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা অধিকারী হইলে অনন্তর মৃত রাজার পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক অধিকারী হয়। (রঘুনাথ বঃ ব্রজ কিশোর 3. I. A. 154.

দত্তক পুত্র বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করতঃ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে তাহার পত্নীর অধিকার হয়। তাদৃশ অবস্থায় গ্রহীতার পত্নী পতির অনুমতি অনুসারে পুনর্বার দত্তক গ্রহণ করিলে পূর্ব্ব গৃহীত দত্তকের পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় না। মৃত ধনীর ভ্রাতার অপেক্ষা পত্নীর অধিকার অগ্রগণ্য ; পিতার ঔরস পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে ও পত্নীর অধিকার অগ্রগণ্য হয়; সুতরাং পিতার অন্য দত্তক পুত্র গৃহীত হইলেও পূর্ব্ব গৃহীত মৃত দত্তকের পত্নীর স্বত্ব লোপ হইতে পারে না (ভুবন ময়ী দেবী বঃ রাম কিশোর আচার্য্য চৌধুরী

A second adoption after the death of the

ঔরস পুত্র অথবা পূর্ব্ব গৃহীত দত্তক, সন্তান বা পত্নী না রাখিয়া লোকান্তর হইলে, মাতা যদি অধিকারিণী না হয় এবং সেই মাতা যদি আপন পতির অনুমতি অনুসারে অথবা

দ্রাবিড় প্রদেশে সপিণ্ড গণের অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করে তাহাহইলে গ্রহীত্রী মাতার স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তকের স্বত্ব হয় এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে (বেলাঙ্কি বঃ বেঙ্কট রাম লক্ষ্মী 4. I. A. 1. বৈকুণ্ঠমণি বঃ কৃষ্ণসুন্দরী ; 7. W. R. 392.

first adopted son without issue does not divest the estate of one who inherited at the death of the first adopted son

পরন্তু মাতার অধিকার অগ্রগণ্য ; সুতরাং মাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মাতার স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তকের স্বত্ব হয় এরূপ অবধারণ করা কতদূর সংগত তৎসম্বন্ধে প্রিবি-কৌন্সল আর এক মকর্দ্দমায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (রাম স্বামী বঃ বেঙ্কট বামিন।

মৃত ধনীর পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া গৃহীত দত্তকের স্বত্ব হয় ; মৃত ধনীর মাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মাতার স্বত্ব লোপ হয় কি না সন্দেহ স্থল। মৃত ধনীর বিমাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মৃত ধনীর লোকান্তর হইবার সময়ে যে তাহার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় তাহার স্বত্ব লোপ হয় না। বিমাতা স্বয়ং উত্তরাধিকারিণী নহে ; তবে বিমাতা সপত্নী পুত্রের মৃত্যুর পরে দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক মৃত ধনীর ভ্রাতার স্থানীয় হয় ; কিন্তু পিতৃব্যাদি অন্য কেহ অধিকারী হইলে অনন্তর গৃহীত দত্তক পুত্র স্বত্ব-বান হইতে পারে না ; আমাদের শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুকালে যে বর্ত্তমান না থাকে সে অধিকারী হইতে পারে না। আন্নামা বঃ মাবুবালি রেডি। (8 Mad H. C. 108)

মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্নী আপন মৃতস্বামীর অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক আপন পিতার পিতৃব্যের সম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে না। মূলধনীর মৃত্যুর সময়ে যে নিকট উত্তরাধিকারী অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অধিকার লোপ হইয়া

মৃত ভ্রাতৃপুত্রের অনন্তর গৃহীত দত্তক অধিকারী হইতে পারেনা। (কালি প্রসন্ন বঃ গোকুল চন্দ্র (2 Cal 295)।

এতাবতা প্রতীয়মান হইতেছে যে

১। মূল ধনীর মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্বন্ধে তাহার পত্নী কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে, মূল ধনীর মৃত্যুকালে পত্নী বা দায়াদ যে অধিকারী হয়, তাহার স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তকের স্বত্ব হয়।

২। মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার পিতার সম্বন্ধে তাহার মাতা কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে তদ্দ্বারা মূলধনীর মাতার স্বত্ব লোপ হয় নিষ্পত্তি হইয়াছে।

৩। মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার পিতার সম্বন্ধে তাহার বিমাতা দত্তক গ্রহণ করিলে, সেই দত্তক গ্রহণ নিবন্ধন মূল ধনীর মৃত্যুর কালে পিতৃব্য বা অন্য যে কেহ অধিকারী হয়, তাহার স্বত্ব লোপ হইতে পারে না।

৪। মূল ধনীর মৃত্যুর পরে তাহার মৃত ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রের পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক অধিকারী হয় না।

পতির অনুমতি থাকিলে, প্রথম গৃহীত দত্তকপুত্র অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। পতির মৃত্যুর বহুকাল পরে প্রথম গৃহীত দত্তক লোকান্তর হইলেও দ্বিতীয় দত্তক গৃহীত হইতে পারে (রাম সুন্দর বঃ সর্ব্বাণী 22 W. R. 121)

বঙ্গদেশের মতে পিতা আপন জীবনকালে আর্জ্জিত পৈতামহ সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি পুত্রগণের অমতে দান-বিক্রয় করিতে পারেন; কিন্তু দত্তক গ্রহণ করিয়া দত্তক পুত্রের স্বত্বের বিঘ্নজনক কার্য্য করিতে পারেন কিনা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। মেকনটন সাহেবের মতে বঙ্গদেশে দত্তক পুত্র পিতৃকৃত দান বিক্রয় রহিত করিতে পারে।

The validity of a contract on behalf of the adopted son entered into between the adoptive and the natural father

মৃতধনীর প্রদত্ত অনুমতি পত্রে যদি নির্ব্বন্ধ থাকে যে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে পরেও পত্নী অধিকারিণী থাকিবেক, তাহা হইলে বঙ্গদেশে সেইরূপ অনুমতি অনুসারে জীবনকাল পর্য্যন্ত পত্নীর স্বত্ব থাকে (প্রসন্নময়ী বঃ রামসুন্দর। S.D. of 1859 162)

কিন্তু বারানসী প্রদেশে মিতাক্ষরা মতে জন্মনিবন্ধন পিতৃসম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয়; সুতরাং স্বার্জ্জিত এবং পৈতামহ উভয়বিধ সম্পত্তি সম্বন্ধে গ্রহণের সময়ে দত্তক পুত্রের স্বত্ব হয়। বারানসী প্রদেশে মৃতধনীর মৃত্যুর পরে দত্তক গৃহীত হইলে, গৃহীত পুত্র সমস্ত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী হয়। গ্রহীতার যে স্বত্ব ছিল তাহা মৃত্যুকালে লোপ হইয়া যায়; সুতরাং গ্রহীতার নির্ব্বন্ধ অনুসারে গৃহীত দত্তক পুত্রের স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারে না। (নারায়ণ বঃ সাবুবাঈ Madras) মৃতধনীর পত্নীকে দত্তক দান করিবার সময়ে বালকের জনক যদি এমত চুক্তি করে যে মৃতধনীর পত্নী জীবনকাল পর্য্যন্ত অধিকারিণী থাকিবেক, তাহা হইলে বালক সেই চুক্তিতে বাধ্য হয়। (চিকত রঘুনাথ বঃ জানকী 11 Bomb H. C. 199; রামস্বামী বঃ বেঙ্কট রামিন। 6 I. A. 1)

পতির অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পত্নী কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে গৃহীত পুত্র তাহা রহিত করিবার নালিস করিতে পারে; পত্নী গর্ভস্থ বালকের অভিভাবক গণ্য হয় না বটে; কিন্তু পত্নী দুহিতা প্রভৃতি কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারে না এই হেতু রহিত হয়। বামন দাস বঃ তারিণী। (7 M. I. A. 169)।

পঞ্চম অধ্যায়।

অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থা।

Minority.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে ষোড়শ বর্ষে প্রাপ্ত ব্যবহারত্ব হয়। বঙ্গদেশের মতে পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিলে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়; (কালী চরণ বঃ ভগবতী 10 B. L. R. 231) (মথুর মোহন বঃ সুরেন্দ্র নারায়ণ1 Cal 108)।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতে ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহারত্ব হয়।

Act XL of 1858.

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের অভিভাবক নিযুক্ত এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা জেলার জজের আছে। উক্ত আইন অনুসারে কোন বালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য জেলার জজ সাহেব কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিলে অথবা কোন জমিদার কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকিলে ১৮৭৫ সালের ৯ আইন অনুসারে ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রাপ্তব্যবহার হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য লোক এক্ষণে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়।

Act IX of 1875.

আমাদের শাস্ত্রানুসারে রাজা বালধনের রক্ষক। অধুনা ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে জেলার জজ সাহেব বাল ধন রক্ষণের ব্যবস্থা এবং বালকের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পিতা বাল ধন রক্ষক এবং বালকের অভিভাবক নিযুক্ত হইবার অধিকারী; পিতার অভাবে মাতা; মাতার অভাবে সগোত্রজ; সগোত্রজের অভাবে মাতামহ গোত্রজ বালকের অভিভাবক নিযুক্ত হইতে পারে।

অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে মিতাক্ষরার মতে অবিভক্ত দায়াদগণের কর্ত্তা বালধনের রক্ষক। অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে পিতার অভাবে মাতা বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অধিকারিণী।

দত্তক দান করিলে বালকের উপর জন্মদাতা পিতার কোন অধিকার থাকে না।

Validity of sale on behalf of a minor.

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে যে ব্যক্তি বাল ধনের রক্ষক নিযুক্ত হয় সে জেলার জজ সাহেবের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা ৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের জন্য পাট্টা দিতে পারেনা। ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে জেলার জজ সাহেবের নিকট ক্ষমতা পত্র না লইয়া যে ব্যক্তি বাল ধন রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে বিশেষ আবশ্যক হইলে হিতার্থে বাল ধন বিক্রয় করিতে পারে (4 I. L. R.) কিন্তু বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত বাল ধন বিক্রয় করিলে সেই বিক্রয় সিদ্ধ হয় না (হনুমান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বাবুই মুনরাজ কুণ্ডার 6 M. I. A. 393)।

পিতা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও তাহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রগণ তাহার অধীনে থাকিতে বাধ্য। মাতা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পিতার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে আপত্তি করিতে পারে না। (হেমনাথ বসু 1 Hyde. 111)

অনতীত চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম বালক এবং অনতীত ষোড়শবর্ষ বয়স্কা বালিকা আইন অনুসারে যাহার নিকটে থাকিতে বাধ্য, তাহার নিকট হইতে যদি কেহ মন্ত্রণা দিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ৩৬১ ও ৩৬৩ ধারা অনুসারে শাস্তি পায়।

জারজ সন্তান মাতার কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু জারজ সন্তান জন্মদাতা পিতার নিকট অথবা তদীয় আদেশ অনুসারে অন্য কাহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইলে তাহার উপর আর তাহার মাতার কর্তৃত্ব থাকে না। বালক যাহার অধীনে থাকিতে বাধ্য তাহার অধীনে না থাকিয়া অন্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে সেই ব্যক্তির নামে ১৮৬১ সালের ৯ আইন মতে নালিস করিতে পারে। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক কোন চুক্তি করিলে সেই চুক্তি সকল স্থলে অসিদ্ধ গণ্য হয় না। আবশ্যক দ্রব্যের নিমিত্ত চুক্তি করিলে সেই চুক্তিতে বালক সম্পূর্ণ বাধ্য হয়।

Act IX of 1861.

অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় চুক্তি করিয়া পূর্ণ বয়ঃস্থ হওয়ার পরে অন্যথা না করিলে সেই চুক্তি বলবৎ গণ্য হয়।

বালকের হিতের জন্য বালকের অভিভাবক সুবিবেচনার সহিত যে কার্য্য করে তাহাতে বালক বাধ্য হয়।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে ক্ষমতা পত্র না লইয়া কেহ বালকের পক্ষে নালিস করিতে পারে না। তবে অল্প সম্পত্তি হইলে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ থাকিলে বালকের যে কোন আসন্ন বন্ধুকে আদালত বালকের পক্ষে অভিভাবক হইয়া নালিস করিবার অনুমতি দিতে পারেন। বালকের নামে নালিশ করিতে হইলে দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইন অনুসারে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া সেই অভিভাবকের নাম যোগে নালিস করিতে হয়। রীতিমত নিযুক্ত অভিভাবকের সমক্ষে বিচার হইলে বালক বিরুদ্ধ ডিক্রিতে বাধ্য হয়। বালকের অভিভাবক আপস রফা করিলে বালক তাহাতে বাধ্য হয়। বালকের অভিভাবক আপস রফা করিতে স্বীকার হইলে সেই আপস রফা বালকের হিতজনক বটে কিনা তাহা না জানিয়া আদালত তদনুসারে

Suit on behalf of a minor.

ডিক্রি দি ত পারেন না। (১৮৮২ সালের ১৪ আইনের ৪৬২ ধারা ; তারিণী চরণ বঃ ওয়াটসন 12 W. R. 414 ; মধুসূদন বঃ পৃথ্বীবল্লভ 16 W. R. 231 ; জিলাল বঃ শ্যামলাল মিশ্র 20 W. R. 120 ; রামচরণ বঃ মঙ্গল সরকার 16 W. R. 232)

অভিভাবকের তঞ্চকতা হেতু বালকের বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে রহিত হইতে পারে (লেখরাজ বঃ মাহাতাপচান্দ 14 M. I. A. 393)

অভিভাবকের তঞ্চক এবং আইন বিরুদ্ধ কার্য্য হেতু বালকের ক্ষতি হইলে বালক সেই অভিভাবকের নামে ক্ষতি পূরণের নালিস করিতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অবিভক্ত পরিবার।

Joint ownership the rule in early times.

আদিম অবস্থায় প্রায় সকল দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত ভাবে থাকিয়া লোক সকল কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রাথমিক অবস্থাব লোক সংখ্যা অল্প থাকে ; এবং কৃষি যোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং তৎকালে স্বতন্ত্ররূপে কোন ভূমি অধিকার করিবার নিমিত্ত এক পরিবারের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির চেষ্টা হয় না। ক্রমশঃ যখন লোকসংখ্যা অধিক হয় এবং সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিযোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া না যায়, তখন স্বতন্ত্ররূপে ভূমি অধিকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যতদিন লোক সংখ্যা অল্প থাকে এবং কৃষিযোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তত-

দিন এক পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি গণের মধ্যে স্বতন্ত্র হই- বার ইচ্ছা হওয়ার কোন কারণ থাকে না।• বরং তাদৃশ অবস্থায় অবিভক্ত থাকিলে নিঃশঙ্কায় কৃষিকার্য্যের ফল- ভোগের আশা থাকে। শিল্পবাণিজ্য রাজ সেবাদির দ্বারা এক ব্যক্তি বহুঅর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়; এবং অপ- রকে আপন পরিশ্রম লব্ধধনের ফলভাগী করিতে ইচ্ছা করে না। পরন্তু কৃষি জীবিদিগের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তির দ্বারা সম পরিমাণে ফলোদয় হয়; সুতরাং অবিভক্ত রূপে বাস করায় কৃষিজীবিদিগের ক্ষতি বোধ হয় না। যতদিন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি না হয় ততদিন ভোগবিলাসের উপকরণ সমুদায় পাওয়া যায় না; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ভোগ বিলাস করিবার কাহার ইচ্ছা হয় না; বরং বহুপরি- বার প্রতি পালন করা এবং বহু পরিবারে বেষ্টিত থাকা সুখ- জনক গণ্য হয়। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইলে একব্যক্তি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়; এবং ভোগ বিলাস করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। শিল্প বাণিজ্যাদির জন্য লোক সকল দেশান্তরে প্রবাস করিতে আরম্ভ করে; ক্রমশঃ অবিভক্ত পরিবার সমূহ বিভক্ত হইতে থাকে।

Causes which lead to the dissolution of the joint family corporation

যে কারণে হউক অদিমাবস্থায় আর্য্যগণ অবিভক্তরূপে বাস করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অদ্যাপি সেই প্রথা সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। অতএব অবিভক্ত অবস্থায় কাহার কিরূপ স্বত্ব থাকে তাহা জানা আবশ্যক। অনুক্র- মণিকাধ্যায়ে উক্ত আছে যে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারত বর্ষের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার মত প্রচলিত; মিতাক্ষরার মতে জন্মনিবন্ধন পিতৃ ধনে স্বত্ব হয়। অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহার সন্তান হইলে সেই সন্তান অবিভক্ত সম্পত্তির এক জন অধি কারী গণ্য হয়; এবং অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ

The nature of the right which the individual members of a joint family possess in respect of joint family property.

Mitakshera

লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্বলোপ হয়। মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্বপাদী ; অর্থাৎ মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের প্রত্যেকের স্বত্ব সর্ব্বধন ব্যাপক। একজন দায়াদের মৃত্যু হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় ; কিন্তু অবিভক্ত সম্পত্তি অন্য দায়াদ গণের স্বত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। যত দিন বিভাগ না হয়, ততদিন অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কাহার কোন বিশেষ সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না। অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিবার অথবা বিভাগ করিয়া লইবার স্বত্ব থাকে মাত্র। বিভাগ হইলে পরে দায়াদ গণের দ্রব্য বিশেষে সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। মিতাক্ষরাকৃত নিম্নলিখিত বিভাগ লক্ষণের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বত্বের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। আপুবিয়ার বঃ রামসব্বায়ান (11 M. I. A. 89)

"দ্রব্যসমুদায় বিষয়ানাং অনেক স্বাম্যানাং দ্রব্য বিশেষেষু-ব্যবস্থাপনং বিভাগঃ। মিতাক্ষরা ২ অধ্যায়।"

Sons and grandsons become co-owners from the date of their birth

Obstructed and unobstructed succession,

মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র এইতিনের জন্ম নিবন্ধন যে স্বত্ব হয় তাহা অপ্রতিবন্ধ দায় বলিয়া উক্ত হয়। কোন দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে শাস্ত্রানুসারে অন্য দায়াদ গণের যে স্বত্ব হয় তাহা সপ্রতিবন্ধ দায় বলিয়া উক্ত হয়। স্বামী সদ্ভাবরূপ প্রতিবন্ধক থাকিতে অন্য দায়াদের স্বত্ব হয় না ; সুতরাং অপুত্রক লোকান্তর হইলে তখন অন্য দায়াদের স্বত্ব হয় ; এই নিমিত্ত অপুত্রক দায়াদের মৃত্যুর পরে অন্য দায়াদের যে স্বত্ব হয় তাহা সপ্রতি বন্ধ দায় বলিয়া মিতাক্ষরায় উক্ত আছে।

Father's right restricted.

জন্ম নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্রাদির স্বত্ব হয় ; সুতরাং পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র থাকিলে সকলে তুল্য

স্বত্ববিশিষ্ট অবিভক্ত দায়াদ গণ্য হয়; এবং শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত পিতা কোন সম্পত্তি একাকী দান বিক্রয় করিতে পারেননা।

Jimuta vahana does not recognize the distinction between obstructed and unobstructed succession.

দায়ভাগের মতে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয় না। পিতৃ মরণ কালে পুত্রের জীবন দায়ভাগের মতে পুত্রের স্বত্বের কারণ। সুতরাং পিতা জীবিত থাকিতে স্বার্জ্জিত বা ক্রমাগত কোন প্রকার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হয় না। দায়ভাগকার সপ্রতিবন্ধ এবং অপ্রতিবন্ধ দায়ের ভেদ স্বীকার করেন না। পুত্র প্রভৃতি সকল উত্তরাধিকারীর স্বত্ব পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুর পরে হয়; সুতরাং দায়ভাগের মতে সপ্রতিবন্ধ এবং অপ্রতিবন্ধদায় এরূপ ভেদ হইতে পারে না।

Sons & inherit after the father's death.

Co-owners hold in quasi severalty according to Jimuta.

দায়ভাগকার প্রাদেশিক স্বত্ববাদী; দায়ভাগেরমতে অবিভক্ত দায়াদগণের প্রত্যেকের স্বত্ব সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তি ব্যাপ্ত নহে। জীমূতবাহন বলেন যে অবিভক্ত দায়াদগণের প্রত্যেকের স্বত্ব অবিভক্ত সম্পত্তির স্বতন্ত্র প্রদেশ ব্যাপ্ত। দায়ভাগকার বিভাগের নিম্নলিখিত লক্ষণ করিয়াছেন।

"এক দেশোপাত্তস্যৈব ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নস্য স্বত্বস্য বিনিগমনা প্রমাণাভাবেন বৈশেষিক ব্যবহারানর্হতয়া অব্যবস্থিতস্য গুটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং, বিশেষেণ ভজনং স্বত্বজ্ঞাপনং বা বিভাগঃ।

Difference between survivorship and succession.

দায়ভাগের মতে কোন অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না। শাস্ত্রানুসারে তাহার যে নিকট উত্তরাধিকারী সেই তাহার স্বত্ব অধিকারী হয়। যদি কোন ব্যক্তি অবিভক্ত ভ্রাতা এবং অবিভক্ত ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহা হইলে

১। মিতাক্ষরা মতে মৃতব্যক্তির স্বত্ব লোপ হইয়া অবিভক্ত ভ্রাতৃপুত্রের এবং ভ্রাতার তুল্য স্বত্ব হয়।

২। দায়ভাগের মতে ভ্রাতৃ পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা নিকট উত্তরাধিকারী ; সুতরাং মৃত ভ্রাতার অংশে কেবল ভ্রাতার অধিকার হয়।

Position and power of a Karta in a joint family.

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন তাঁহারা ক্ষমতা বা দায়িত্ব অন্যান্য দায়াদ গণের সম্বন্ধে চুক্তি মূলক নহে। চুক্তির মূলে কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইলে সেই কার্য্য নির্ব্বাহক অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারে না। কিন্তু অবিভক্ত দায়াদ গণের কর্ত্তা দায়াদ গণের ভরণ পোষণ অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিলে তজ্জন্য স্বয়ং দায়ী হয় না। কর্ত্তা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে দায়াদ গণ পৃথক হইতে পারে। সাধারণ সম্পত্তি কর্ত্তা আত্মসাৎ করিলে কর্ত্তার নামে নালিস চলিতে পারে। বি-শেষ আবশ্যক হইলে কর্ত্তা সাধারণ সম্পত্তি দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে।

Validity of a sale by Karta

"একোপি স্থাবরে কুর্য্যাদ্দানাধমন বিক্রয়ং।
আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থেচ বিশেষতঃ॥

এই বৃহস্পতি স্মৃতি অনুসারে মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন "অপ্রাপ্ত ব্যবহারেষু পুত্রেষু পৌত্রেষু বা অনুজ্ঞাদানাদা ব সমর্থেষু ভ্রাতৃষু বা তথাবিধেষ্ব বিভক্তেষ্বপি সকল কুটুম্ব ব্যাপিন্যা মাপদি তৎপোষণে বাবশ্যং কর্ত্তব্যেষু পিতৃশ্রাদ্ধা-দিষু স্থাবরস্য দানাধমন বিক্রয়মেকোপি সমর্থঃ কুর্য্যাৎ।

অর্থাৎ পুত্র পৌত্র বা অবিভক্ত ভ্রাতা অপ্রাপ্ত ব্যবহারত্ব হেতু অনুজ্ঞাদানা সমর্থ হইলে কর্ত্তা আপন ক্ষমতায় বিশেষ আবশ্যক হইলে অবিভক্ত সম্পত্তি দানাধমন বিক্রয় করিতে

পারে (হনুমান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বাবুই মুনরাজ 6 M. I. A. 393)

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে একজনের বহু পরিবার থাকায় তাহার যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয় তথাপি সেই ব্যয় অবিভক্ত পরিবারেয় ন্যায্য ব্যয় বলিয়া গণ্য হয় (অভয়চন্দ্র বঃ পিয়ারি মোহন 5 B. L. R. 347)

Mode of enjoyment of joint family property.

অবিভক্ত সম্পত্তির কিরূপ আয় ব্যয় হইতেছে তাহা দায়াদ গণের জানিবার অধিকার আছে। দায়াদ গণের মধ্যে পরস্পর চুক্তি না থাকিলে সাধারণ সম্পত্তির আয়ের অংশ পাইবার কারণ কর্ত্তার নামে নালিস চলিতে পারে না।

A son though coowner cannot bring a suit for mesne profits against father.

মিতাক্ষরামতে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হইলেও, পুত্র পিতার নামে হিসাব অথবা ফলানুসরণ পাইবার নালিস করিতে পারে না (সদানন্দ বঃ বনমালী 6 W. R. 256) পুত্র ইচ্ছাকরিলে পৈতামহ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে।

Minor co-sharer.

অপ্রাপ্ত ব্যবহার দায়াদ কর্ত্তার নামে হিসাব এবং ক্ষতি পুরণ পাইবার জন্য নালিস করিতে পারে। অভয় চন্দ্র বঃ পিয়ারি মোহন 5 B. L. R. 347)

দায়াদ গণ যত দিন অবিভক্ত থাকে তত দিন অবিভক্ত সম্পত্তির আয়ের উদ্বৃত্তাংশ অবিভক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত গণ্য হয়। দায়াদ গণ সেই উদ্বৃত্তাংশ বৎসর বৎসর পাইবার কারণ কর্ত্তার নামে নালিস করিতে পারে না। দায়াদ গণের মধ্যে বিশেষ চুক্তি থাকিলে, তদনুসারে সকলে আয়ের উদ্বৃত্তাংশ পাইতে পারে।

Suits by the members of a joint family.

অবিভক্ত দায়াদগণের কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে, একজন দায়াদ আপন অংশের নিমিত্ত নালিস করিতে পারেনা। সিউবরণ বঃ চক্রধারী 15 W. R. 436 ; চৈত নারায়ণ

বঃ বনয়ারি 23 W. R. 375 ; রাজারাম বঃ লক্ষণ প্রসাদ 4 B. L. R. 718 ; যদি দায়াদগণ সকলে একত্র হইয়া নালিস করিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে যে সকল দায়াদ বাদী না হয় তাহাদিগকে প্রতিবাদী করা যাইতে পারে (জগদম্বা দাসী বঃ হারাণ চন্দ্র 10 W. R. 109 ; গকুল প্রসাদ বঃ ইয়াত বারি 20 W. R. 134)

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে একজন স্বাধিকার চ্যুত হইয়া আর একজনের নামে দখল পাইবার নালিস করিতে পারে না ; যতক্ষণ বিভাগ না হয় ততক্ষণ মিতাক্ষরার মতে স্বতন্ত্র ভাবে কোন দায়াদের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না। গোবিন্দ চন্দ্র বঃ রামকুমার 24 W. R. 393)

একজন অবিভক্ত দায়াদ সাধারণ সম্পত্তির কোন প্রজার নামে আপন অংশের রাজস্ব পাইবার অথবা দখল উচ্ছেদের নালিস করিতে পারে না।

বঙ্গ দেশের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণ আপন অংশ দান বিক্রয় হস্তান্তর করিতে পারে (রাম দেবল বঃমিত্রাজিত 17 W.R.420) বঙ্গদেশের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ অন্য দায়াদ গণের সম্মতি না লইয়া অবিভক্ত সম্পত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। (গুরুদাস বঃ বিজয় গোবিন্দ 1 B. L. R. 108 সিউ ; প্রসাদ বঃ লিলাসিংহ 12 B. L. R. 188) কিন্তু সকল স্থলে সেই গৃহ ভগ্নের ডিক্রি হয় না (লালা বিশ্বম্ভর বঃ রাজারাম 2 B. L. R. 67 ; নবীন চন্দ্র বঃ মহেশ চন্দ্র 12 W. R. 69)

অবিভক্ত দয়াদ গণের মধ্যে কেহ অবিভক্ত সম্পত্তির কোন অংশ একাকী দখল করিলে ও বিশেষ চুক্তি ব্যতি-রেকে খাজনা দিতে দায়ী হয় না। শ্রীমতীআহ্লাদিনি বঃ

শ্রীনাথ চন্দ্র 20 W. R 258 গোবিন্দ চন্দ্র বঃ রামকুমার ৮ 24 W. R. 393

মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদগণ ইচ্ছামতে আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে ভিন্ন হাই-কোর্টের ভিন্ন রূপ নিষ্পত্তি আছে। মান্দ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মতে পিতা অথবা অন্য অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ জীবন কালে দান করিতে পারে; কিন্তু উইল করিতে পারে না। বোম্বে হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু দান বা উইল করিতে পারে না। অবিভক্ত দায়াদগণের অংশের পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না; দায়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অংশ হ্রাস হয়; এবং অবিভক্ত দায়াদ কেহ অপুত্রক লোকান্তর হইলে অপর সকলের অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। মান্দ্রাজ বোম্বাই হাই-কোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ আধমন করিতে পারে; কিন্তু আধমনের সময় আধমনকারীর যে পরিমাণ স্বত্ব থাকে আধমনের পরে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, কি পরিমাণ অংশ সেই ঋণ জন্য দায়ী হয় তৎসম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

Power of a cosharer to sell his own share without the consent of other co-sharers.

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ আপন অংশ, অপর সক-লের সম্মতি ব্যতীত, বিক্রয় করিতে পারে না (সদাব্রত-প্রসাদ সাহু বঃ ফুলবাস কুঁওার 3 B. L. R. F. B. 31) অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিলে, অন্য দায়াদ-গণের নালিস অনুসারে, সেই বিক্রয় রহিত হইলে মূল্যের

Calcutta High Court.

টাকার জন্য বিক্রয়কারী দায়াদের অংশ দায়ী হয় (মহাবীর প্রসাদ বঃ রামদয়াল 12 B. L. R. 90)।

Sale in execution.

যদিও কলিকাতা এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে অবিভক্ত দায়াদ নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত আপন অংশ অপর সকলের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয় করিতে পারে না, কিন্তু অবিভক্ত দায়াদের অংশ ঋণ দায়ে জীবন কালে ডিক্রীজারিতে নিলাম হইতে পারে। (দীনদয়াল বঃ জগদীপ নারায়ণ 4 I. A. 247)।

অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। যদি তাহার পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকে তাহা হইলে পুত্রাদি ঋণ পরিশোধ করিতে ধর্ম্মতঃ এবং আইন অনুসারে বাধ্য; কিন্তু অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার নিজ প্রয়োজন নিমিত্ত কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে অপর দায়াদগণ শাস্ত্রানুসারে বাধ্য নহে। অতএব অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পরে তাহার ঋণ দায়ে অবিভক্ত সম্পত্তির অংশ বিক্রয় হইতে পারে এমত বলা যায় না। কলিকাতা হাইকোর্টে এরূপ কোন মকদ্দামা উপস্থিত হয় নাই; বম্বে মান্দ্রাজ প্রভৃতি হাইকোর্ট উত্তমর্ণের বিরুদ্ধে অবধারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৈতামহ সম্পত্তি।

Ancestral poperty.

মিতাক্ষরা মতে ক্রমাগত ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামীত্ব হয়; পিতার স্বার্জ্জিত ধনে জন্ম নিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হইলেও

পিতা আপন ইচ্ছায় স্বার্জ্জিত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন ;—

"বিভক্তেন পিত্রা পৈতামহে দ্রব্যে দীয়মানে বিক্রীয়মানে বা পৌত্রস্য নিষেধেপ্যধিকারঃ। পিত্রর্জিতেতুন নিষেধাধিকারঃ; তৎপরতন্ত্রত্বাৎ অনুমতি স্তু কর্ত্তব্যা। তথাহি পৈতৃকে পৈতামহেচ স্বাম্যং যদ্যপি জন্মনৈব তথাপি পৈতৃকে পরতন্ত্রত্বাৎ পিতুঃ স্বার্জকত্বেন প্রাধান্যাৎ পিত্রা বিনিযুজ্যমানে স্বার্জিতে দ্রব্যে পুত্রেণানুমতিঃ কর্ত্তব্যা; পৈতামহেতু দ্বয়োঃ স্বাম্যং অবিশিষ্টমিতি নিষেধাধিকারোপ্যস্তীতি বিশেষঃ।"

Obstructed heritage not ancestral.

মিতাক্ষরা মতে জন্ম নিবন্ধন পিতার যে অপ্রতিবন্ধক দায়ে অধিকার হয় তাহা ক্রমাগত ধন; তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন উপায়ে পিতা যে সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হন তাহা পিতার স্বার্জ্জিত গণ্য হয়। অপ্রতিবন্ধক দায়ে জন্ম নিবন্ধন পিতার স্বত্ব হয়; সুতরাং জন্মনিবন্ধন পুত্রের সেই স্বত্বে স্বত্ব হইয়া থাকে। সপ্রতিবন্ধক দায়ে জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হয় না। সুতরাং পিতা কোন সপ্রতিবন্ধক দায়ে অধিকারী হইলে সেই সম্পত্তি পিতার স্বার্জ্জিত তুল্য গণ্য হয় (10 B. L. L. 183)।

Property purchased with the income of ancestral property considered ancestral.

পৈতামহ সম্পত্তির আয় হইতে কোন সম্পত্তি পিতা ক্রয় করিলে তাহা পৈতামহ গণ্য হয়। (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ বনমালী দাস 6 W. R. 256)।

পিতামহের স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে পিতা অধিকারী হইলে পুত্রদিগের সম্বন্ধে সেই সম্পত্তি পৈতামহ গণ্য হয়। রামনারায়ণ বঃ প্রতাপ নারায়ণ 20 W. R. 189।

পিতা আপন স্বার্জ্জিত সম্পত্তি পুত্রদিগকে দান অথবা উইল করিলে সেই সম্পত্তি পুত্রদিগের স্বার্জ্জিত গণ্য হয় না।

পিতৃ দ্রব্যের অবিরোধে যাহা অর্জ্জিত তাহাই স্বার্জ্জিত; কিন্তু হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে পিতৃ প্রসাদ লব্ধ ধন পিতৃ দ্রব্যের অবিরোধে উপার্জ্জিত এমত বলা যায় না। (মদন গোপাল বং রামবকস 6 W. R. 71 তারাচাঁদ বং রিবরাম 3 Mad H. C. 50,55) এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে (মহাবীর বং যুবাসিংহ 16 W. R. 22) পৈতামহ সম্পত্তি যদি ঋণ দায়ে আবদ্ধ থাকে; এবং পিতা যদি সেই ঋণ পরিশোধ করেন তাহা হইলে ও সেই সম্পত্তি পৈতামহ গণ্য হয় (বিশালাক্ষী বং আন্নাস্বামী 5 Mad H. C.150)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বার্জ্জিত সম্পত্তি

Self acquired property.

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ অবিভক্ত সম্পত্তি উপঘাত ব্যতীত যাহা উপার্জ্জন করে তাহা স্বার্জ্জিত বলিয়া গণ্য। স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বত্ব হয় না।

Jagnavalkya's defination

পিতৃ দ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয় মর্জ্জিতং।
মৈত্র মৌদ্বাহিকঞ্চৈব দায়াদানাং নতদ্ভবেৎ॥
ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমপ্যুদ্ধরেত্তু যঃ।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদ্যয়া লব্ধমেবচ॥

Mitakshera

মিতাক্ষরামতে "পিতৃ দ্রব্যাবিরোধেন" এই অংশের সহিত মৈত্রাদি সমস্ত পদের পৃথক রূপে অন্বয় হইবে।

সুতরাং পিতৃ দ্রব্য উপঘাতের দ্বারা মৈত্র ঔদ্বাহিক আদি যাহা লব্ধ হয় তাহা মিতাক্ষরা মতে স্বার্জ্জিত গণ্য হয় না; এবং পিতৃ দ্রব্য উপঘাত ব্যতীত প্রতি গ্রহ লব্ধ সাধারণ সম্পত্তি গণ্য হয়। দায়ভাগের মতে পিতৃদ্রব্য উপঘাত ব্যতীত অবিভক্ত দায়াদ কর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত তাহা স্বার্জ্জিত; যাজ্ঞবলক্য বচনে মৈত্র ঔদ্বাহিক প্রভৃতি পদ প্রদর্শনার্থ মাত্র।

Dayabhaga

পিতার স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে অন্য অবিভক্ত দায়াদের স্বত্ব হয় না; কিন্তু পুত্র পৌত্র প্রভৃতির স্বত্বহয়। মিতাক্ষরা মতে পিতার স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে পুত্রের জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হইলেও পিতা আপন ইচ্ছায় স্বার্জ্জিত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারে; পিতা স্বার্জ্জিত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে পুত্র আপত্তি করিতে পারে না।

পিতৃধনোপঘাতের দ্বারা অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ বিদ্যা লাভ করিলে সেই ব্যক্তির উপার্জ্জিত সম্পত্তির অংশ অন্যান্য দায়াদগণ পাইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। মান্দ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ওকালতি কার্য্য করিয়া এক জন অবিভক্ত দায়াদ যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে অন্যান্য দায়াদগণ অংশ পাইতে পারে (গঙ্গারাধু বঃ নরাসীমা 7. Mad. H. C. 47; বাইমাঞ্চা বঃ নরোত্তমদাস 6. Bomb. A. C. 16) সাধারণ ধনোপঘাতের দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া এক জন অবিভক্ত দায়াদ বাণিজ্য ব্যবসায়াদিতে যে লাভ করে তাহা স্বার্জ্জিত বলিয়া অবিভাজ্য গণ্য হইয়াছে। চেলাপরমল বঃ বীরাপরমল 4. Mad Jur 54.24o.

Gains of learning.

Bombay Highcourt.

কলিকাতার হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে সাধারণ ধনোপঘাতের দ্বারা বিদ্যা লাভ করিলেও সেই বিদ্যা লব্ধ ধন

Calcutta Highcourt.

স্বার্জ্জিত গণ্য হয়। ধনুকধারী বঃ গনপত্ লাল 11. B. L. R. 201 ; 10. W. R. 122.

দায়ভাগের মতে সাধারন ধনোপঘাতার্জ্জিত সম্পত্তি সাধারণ বটে ; কিন্তু সেই উপঘাত তদর্থ অর্থাৎ সেই লাভের নিমিত্ত হওয়া আবশ্যক ; নতুবা প্রাচীন ভোজনাদি পরম্পরা সম্বন্ধে সেই লাভের সহকারী কারণ হইলেও সেই লাভ উপঘাতার্জ্জিত গণ্য হইতে পারে না।

সাধারণ সম্পত্তি আধমন দ্বারা ঋণ করতঃ কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে সেই সম্পত্তি সাধারণ গণ্য হয় (শিবপ্রসাদ বঃ কলন্দর 1. S. D. 76.)।

সাধারণ সম্পত্তির উন্নতি করিলে তাহা সমবিভাগ হয়।

"সামান্যার্থ সমুত্থানে বিভাগস্তু সমঃ স্মৃতঃ" [যাজ্ঞবল্ক।

যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ সম্পত্তি অবলম্বন করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জিত হয় তাহা অর্জ্জকের স্বার্জ্জিত গণ্য হয় না ; কিন্তু দায়ভাগের মতে নিম্নলিখিত ব্যাসবচনানুসারে অর্জ্জক তাদৃশ সম্পত্তির ভাগদ্বয় প্রাপ্ত হয়।

Cases in which acquirer obtains two shares.

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং।
শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতর স্তত্র ভাগিনঃ।
তস্য ভাগদ্বয়ং দেয়ং শেষাস্তু সমভাগিনঃ। ব্যাস।

উক্ত ব্যাস বচন মিতক্ষরায় উদ্ধৃত নাই ; কিন্তু "যেন চৈষাং স্বয়মুপার্জ্জিতং স্যাৎ সদ্ব্যংশমেবলভেত" এই বশিষ্ঠ স্মৃতি অনুসারে অর্জ্জক দুই অংশ প্রাপ্ত হয় ইহা মিতক্ষরা-কার স্বীকার করিয়াছেন ; তবে কিরূপ স্থলে পিতৃ দ্রব্যোপ-ঘাতার্জ্জিত সম্পত্তিতে অর্জ্জকের দুই অংশ প্রাপ্তির অধিকার হয় তাহা মিতাক্ষরাকার স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগের মধ্যে কোন মত ভেদ আছে এমত বিবেচনা হয় না। 2. B. L. R. 287.

সাধারণসম্পাত্তি যথেষ্ট থাকা প্রমাণ হইলে যে স্বার্জ্জিত বলিয়া কোন সম্পাত্তি দাবি করে তাহার উপর প্রমাণের ভার হয় (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ সূর্য্যমণি 11. W. R. 436.)।

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ কোন সম্পাত্তি স্বার্জ্জিত বলিয়া দাবি করিলে কোন পক্ষের উপর প্রমাণের ভার হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। সাধারণ নিয়ম এই যে অবিভক্ত দায়াদ গণের সমস্ত সম্পাত্তি বিভাজ্য গণ্য হওয়া উচিত ; এবং যে স্বার্জ্জিত বলিয়া দাবি করে তাহার ক্রিয়া সাধন করা কর্ত্তব্য। একান্নবর্ত্তী থাকা প্রমাণ হইলেই দায়াদ গণের সম্পাত্তি বিভাজ্য বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হয় না। সুভদ্রা বঃ বলরাম W. R. S. p. 57 ; যদি পৈতৃক সম্পাত্তি থাকা প্রমাণ হয় তাহাহইলে দায়াদ গণের সকল সম্পাত্তি অবিভক্ত বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হইতে পারে (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ সূর্য্য মণি 11 W. R. 439) অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কোন এক জনের নামে বিরোধীয় সম্পাত্তি ক্রয় হওয়া প্রমাণ হইলেও তাহা বিভাজ্য সপ্রমাণ হইতে পারে (অমৃত নাথ বঃ গৌরী নাথ 13 M. I. A. 542) অবিভক্ত সম্পাত্তির কর্ত্তা যদি কোন বিশেষ সম্পাত্তি স্বার্জ্জিত বলিয়া দাবি করে তাহা হইলে সেই সম্পাত্তি বিভাজ্য বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হয় ; এবং সেই প্রাথমিক অনুমান খণ্ডনের ভার কর্ত্তার উপর অর্পিত হয়। (জানকী বঃ কৃষ্ণ মণ্ডল Marshal 1)

Burden of proof.

পিতা কোন এক পুত্রের নামে সম্পাত্তি ক্রয় করিলে সেই সম্পাত্তি সেই পুত্রকে দান করা অনুমান হয় না ; বিশেষ খণ্ডন প্রমাণ না থাকিলে সেই সম্পাত্তিতে সকল ভ্রাতা গণের তুল্য স্বত্ব থাকা সাব্যস্থ হয়। গোপীকৃষ্ণ বঃ গঙ্গা প্রসাদ 6 M. I. A. 53)

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে যে বিরোধীয় সম্পত্তি স্বার্জ্জিত বলিয়া উক্তি করে তাহার স্বতন্ত্র সম্পত্তি থাকা প্রমাণ হইলে বিরোধীয় সম্পত্তি বিভাজ্য কি না কোনরূপ প্রাথমিক অনুমান হয় না। বোধ সিংহ বঃ গণেশ চন্দ্র 12 B. L. R. 317

দায়ভাগের মতে একজনের ধন শরীর আর এক জনের কেবল ধন ব্যাপার দ্বারা কোন সম্পত্তি উপার্জ্জিত হইলে সেই সম্পত্তিতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির দুই অংশ এবং শেষোক্ত ব্যক্তির একাংশ প্রাপ্তির স্বত্ব হয়। অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে এক জনের ধন শরীর ব্যাপার আর এক জনের শরীর ব্যাপার দ্বারা কোন সম্পত্তি উপার্জ্জিত হইলে, সেই সম্পত্তিতে কাহার কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে যথাক্রমে একের দুই এবং অপরের এক অংশ হওয়া সম্ভব।

অবিভক্ত দায়াদ গণের কোন পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলেও তাহারা সকলে এক যোগে পরিশ্রম করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করে তাহা অবিভক্ত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় (রাম প্রসাদ বঃ শিব চরণ (10 M. I. A. 490)

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি লাভ করিয়া সেই সম্পত্তি অন্যান্য দায়াদ গণের সহিত সাধারণবৎ ভোগ করিলে সেই সম্পত্তি বিভাজ্য গণ্য হয় (10 M. I. A. 506) কিন্তু তাদৃশ সম্পত্তি বিভাজ্য বলিয়া যে দাবি করে তাহার উপর প্রমাণের ভার ন্যস্ত হয়।

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে দায়ভাগের মতে পিতা আপন ক্ষমতায় পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন সুতরাং দায়ভাগের মতে পৈতামহ এবং স্বার্জ্জিত সম্পত্তির ভেদ স্বীকার করায় কোন সার্থকতা নাই ; তবে বিভাজ্যতা

অবিভাজ্যতা নির্ণয় জন্য কোন সম্পত্তি অবিভক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত অথবা স্বার্জ্জিত তাহা নির্ণয় আবশ্যক হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ।

Liability of son to pay debts due by father.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পিতৃকৃত এবং পিতামহকৃত ঋণ অধর্ম্মমূলক না হইলে অবশ্য পরিশোধনীয়। পৈতৃক কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত না হইলে আইন অনুসারে পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্য দায়ী হইতে হয় না। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হওয়ার পরে, সেই সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে, পুত্র পিতৃঋণ পরিশোধ জন্য দায়ী থাকে। পৈতৃক সম্পত্তি পুত্র বিক্রয় বা দান করিলে পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্য পুত্র স্বয়ং দায়ী হয় (অন্নপূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ 2 W. R. 296)

পিতৃঋণ অধর্ম্ম মূলক হইলে তাহা পুত্রের অবশ্য পরিশোধনীয় গণ্য হয় না।

"সৌরাক্ষিকং বৃথাদানং কামক্রোধ প্রতিশ্রুতং।
প্রাতিভাব্যং দণ্ডশুল্কং শেষং পুত্রান্ন দাপয়েৎ" ॥

এই বৃহস্পতি বচনানুসারে মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, অকারণ প্রতিশ্রুতি, কাম ক্রোধ ইত্যাদি মূলক ঋণ পরিশোধ করিতে পুত্র বাধ্য নহে।

মিতাক্ষরা মতে জন্ম নিবন্ধন পিতার স্বার্জ্জিত এবং পৈতামহ উভয় বিধ সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয়; পিতৃকৃত ঋণ

পরিশোধ জন্য পিতার স্বার্জ্জিত এবং পৈতামহ উভয়বিধ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে। (সুরাজ বংশ কুঙার বঃ সিবপ্রসাদ সিংহ 6 I. A. 58)

পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্য পুত্র বাধ্য; এই নিমিত্ত পিতা আপন জীবনকালে ধর্ম্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্য যদি কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহা হইলে পুত্র সেই বিক্রয় রহিত করিতে পারে না (গিরিধারিলাল বঃ কান্ঠুলাল 1 I. A. 321)

পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্য পুত্রগণ সকলে সংযুক্তভাবে এবং পৃথকরূপে দায়ী হয় ; এবং পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি সেই ঋণ পরিশোধ জন্য বিক্রয় হইতে পারে। পিতা আপন সম্পত্তি জীবনকালে পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিলে পরে যদি অন্য পুত্র জন্মায়, তাহা হইলে সেই অনন্তর জাতপুত্র পিতার অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয় ; এবং ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

"পুত্রৈঃসহ বিভক্তেন পিত্রাযৎ স্বয়মর্জ্জিতং।
বিভক্তজস্য তৎ সর্ব্বমনীশাঃ পূর্ব্বজাঃ স্মৃতাঃ॥
যথাধনে তথার্ণেপি দানাধান ক্রয়েষু চ"।

Party in possession of assets though not heir is liable to be sued.

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যে অধিকার করে সে শাস্ত্রানুসারে ঋকৃথ ভাক না হইলেও মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় জন্য তাহার নামে নালিস্ করিয়া সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে (রাম প্রতাপ বঃ গোপী কৃষ্ণ Sev 101)

মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য তাহার সম্পত্তি আবদ্ধ নাথাকিলে উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে ; এবং তাহাহইলে মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য সেই সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় হইতে পারেনা (অন্ন পূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ 2 W. R. 296

মৃত ধনী আপন জীবন কালে দান পত্রের দ্বারা অথবা

উইল করিয়া কাহাকে কোন সম্পত্তি দিলে সেই সম্পত্তি মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ জন্য বিক্রয় হইতে পারে না (রাম উত্তম বঃ উমেশ চন্দ্র 21 W. R. 155) কিন্তু এক্ষণে ১৮৭০ সালের ২১ আইন অনুসারে উইল কর্ত্তার ঋণ পরিশোধ জন্য উইল কর্ত্তার সমস্ত সম্পত্তি দায়ী থাকে।

Donee not liable.

Divisee.

মৃত ধনীর উত্তরাধিকারী কোন সম্পত্তি কাহাকে সরল ভাবে দান করিলে মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ জন্য সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না। উত্তরাধিকারী মৃতধনীর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে, উত্তরাধিকারী স্বয়ং মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। মৃতধনীর ঋণ আদায় জন্য উত্তরাধিকারী স্বয়ং দায়ী হইবার কারণ থাকিলে আবেদন পত্রে তাহা প্রকাশ করতঃ উত্তরাধিকারী যাহাতে স্বয়ং দায়ী গণ্য হয় এরূপ ডিক্রি পাইবার স্পষ্ট প্রার্থনা করা আবশ্যক

Debts not a charge unless the property was hypothecated by the decease..

মিতাক্ষরার মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কোন এক জন অপর সকলের সম্মতি না লইয়া আপন অংশ দান বিক্রয় করিতে পারে না ; কিন্তু অবিভক্ত দায়াদের ঋণের জন্য তাহার জীবন কালে তাহার স্বত্ব ডিক্রি জারিতে বিক্রয় হইতে পারে (দিন দয়াল বঃ জগদীপ 4 I. A. 247) কিন্তু মৃত্যুর পরে অবিভক্ত দায়াদের স্বত্ব লোপ হয় ; এবং যদি তাহার পুত্র পৌত্র না থাকে তাহা হইলে তাহার অন্য দায়াদ গণ তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় না।

Surviving coparcener not liable to pay the debts of a deceased coparcener.

মিতাক্ষরা মতে জন্ম নিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয় ; কিন্তু পুত্র যদি ঋণ করিয়া পিতা বিদ্যমানে লোকান্তর গত হয় তহা হইলে পুত্র কৃত ঋণ পরিশোধ জন্য পিতার নামে ডিক্রি হইতে পারে না (উদারাম বঃ রাম পাণ্ডাজি 11 Bom H. C. 76 ; সদাব্রত প্রসাদ বঃ ফুলবাস কুঙার 3 B. L.R.

F. B. 34 37) অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণ করিলে দায়াদ গণ সকলে দায়ী হয়; ব্যবসায় চালাইবার জন্য কর্ত্তা ঋণ করিলে দায়াদ গণ সকলে দায়ী হয়(1 Cal 275)

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয়।

"মণিমুক্তাপ্রবালানাং সর্ব্বস্যহি পিতা প্রভুঃ।
স্থাবরস্য সমস্তস্য ন পিতা ন পিতামহ।"

Fathers powers in respect of ancestral moveable property.

এই বচন অনুসারে পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তিতে যদিও পিতার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকা প্রকাশ পায়, কিন্তু মিতাক্ষরামতে প্রসাদ দান কুটুম্ব ভরণ প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পৈতামহ অস্থাবর পিতা আপন ইচ্ছামতে দান বিক্রয় করিতে পারেন না। পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তিতে পুত্র বর্ত্তমানে পিতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে কি না তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তি পিতা শাস্ত্রানুসারে প্রসাদ দানাদি করিতে পারেন; কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন না। লক্ষ্মণ দাদানায়েক বঃ রামচন্দ্র 1. Bomb. L. R. 561.

Ancestral immoveable property liable to

পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তিতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বত্ব হয়। পিতা যতদিন জীবিত এবং সক্ষম থাকেন ততদিন পিতা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন; পিতা আপন ধর্ম্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্য

পুত্র বর্ত্তমানেও পৈতামহ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন। (গিরিধারী লাল বঃ কাণ্ঠুলাল) কিন্তু পৈতামহ সম্পত্তিতে পুত্রের তুল্য স্বত্ব হয়; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ক্ষমতা না থাকিলে পিতা পৈতামহ সম্পত্তির ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। পিতা অল্প জমায় পাট্টা দিলে পুত্র তাহা রহিত করিতে পারেন। (3. B. L. R. A. C. 21.)

be sold for fathers debts if not immoral.

অবিভাজ্য পৈতামহ রাজত্বের উপর তনখা নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলে, পরে যে অবিভক্ত দায়াদ রাজা হয় সে সেই তনখা রহিত করিতে পারে (নারায়ণ বঃ হরিশ্চন্দ্র 1. Mad. H. C. 455.)

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে অবিভাজ্য রাজত্বে মিতাক্ষরা শাস্ত্রমতে পুত্রগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয় না। জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হইলে বিভাগ করিয়া লইবার স্বত্ব হয়; অবিভাজ্য রাজত্ব যখন বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাতে পুত্রগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হওয়া বলার সার্থকতা নাই (ঠাকুর কপিল নাথ বঃ গবর্ণমেণ্ট 13. B. L. R. 445.) পরন্তু কলিকাতার হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি শাস্ত্র সম্মত কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অবিভাজ্য রাজত্বে পিতৃ কৃত ক্ষতিকর কার্য্য রহিত করিতে পুত্রের ক্ষমতা থাকা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে জন্মনিবন্ধন পুত্রগণের স্বত্ব স্বীকার বৃথা হয় না। রাজত্ব ভিন্ন আর অনেক সম্পত্তির অবিভাজ্যতা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; কিন্তু সেই সমস্ত সম্পত্তিতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হওয়া যদি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে অন্য কি প্রকারে পুত্রের স্বত্ব হয়।

মিতাক্ষরা মতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয়; সুতরাং পুত্র জন্মাইবার পূর্ব্বে পিতা সমস্ত সম্পত্তি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। পিতৃকৃত দান বিক্রয় রহিত করিবার

নালিস করিলে আপত্তিকারী পুত্র সেই দান বিক্রয়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করা প্রমাণ করিতে হয় (রাজারাম তেয়ারী বঃ লক্ষণ প্রসাদ 8 W. R. 16) বিক্রয় কালে যে সকল পুত্র বর্ত্তমান থাকে তাহাদের সম্মতি না লইয়া পিতা অকারণে পৈতামহ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সেই বিক্রয় রহিত জন্য অনন্তর জাতপুত্র নালিস করিতে পারে (হরভুত বঃ বীর নারায়ন 11 W. R. 480) পুত্র জন্মাইবার পূর্ব্বে পৈতামহ সম্পত্তি পিতা দান বিক্রয় করিতে পারেন ; পরন্তু সন্তান জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাদের বৃত্তিলোপ করা বিগর্হিত।

Sale of ancestral property before birth of son though legally valid is condemned.

"যে জাতা যেপ্যজাতা বা যেচ গর্ব্ভেব্যবস্থিতাঃ।
বৃত্তিং তেপিচ কাঙ্খন্তি বৃত্তিলোপো বিগর্হিতঃ" ॥

ঔরস পুত্রের ন্যায় দত্তক পুত্রের পৈতৃক সম্পত্তিতে দত্তক গ্রহণের সময় হইতে স্বত্ব হয় (সদানন্দ বঃ সূর্য্যমণি 11 W. R. 436)

Rights of an adopted son begin from the date of adoption.

বঙ্গদেশের মতে পিতার মরণ কালে পুত্রের স্বত্ব হয় ; পিতার মরণের পরে দত্তক গৃহীত হইলে দত্তক গ্রহণের সময় হইতে তাহার স্বত্ব হয়। মৃত স্বামীর অনুমতি অনুসারে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে অনুমতি পত্রের সময় হইতে অথবা গ্রহীতার মৃত্যু সময় হইতে দত্তক পুত্রের স্বত্ব হয়না (বামনদাস বঃ তারিণী 7M. I. A. 169)

পিতা বিভক্ত হইলে তাহার আপন অংশ দান বিক্রয় করিতে পারেন। পিতা আপন স্বার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রদিগের অনিচ্ছায় দান বিক্রয় করিতে পারেন(মদন গোপাল বঃ রাম বকস 6 W. R. 71 ; রাজারান বঃ লক্ষণ প্রসাদ 8 W. R. 15 ; সদানন্দ বঃ সূর্য্যমণি 11 W. R. 436 বিষ্ণু প্রকাশ বঃ বাবামিশ্র 12 B. L. R. 430) বিভক্ত দায়াদের সপ্রতিবন্ধদায় স্বার্জ্জিতের ন্যায় গণ্য হয় (নন্দকুমার বঃ

Self acquired property.

মৌলবীরাজিউদ্দিন 10 B. L. R. 183 ; লোচনসিংহ বঃ নিরধারী 20 W. R. 170)

Consent of sons.

পুত্রগণের সম্মতি থাকা প্রকাশ হইলে পৈতৃক দান বিক্রয় সিদ্ধ হয়। পিতৃকৃত দান বিক্রয়ের পরে কোন প্রকারে পুত্রগণ সেই দান বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহা রহিত হয় না (মধুদয়াল বঃ কুলবর সিংহ B. L. R. Sup. Vol 1020)

Grandsons

পুত্রের সম্মতি মতে ক্রমাগত ধন দান বিক্রয় করিবার সময় যদি পৌত্র না থাকে তাহা হইলে সেই পৌত্র পরে আপত্তি করিতে পারে না। কিন্তু দান বিক্রয়ের সময় পৌত্র বর্ত্তমান থাকিলে পৌত্রের সম্মতি আবশ্যক (বরাকছত্র বঃ গিরিধারী 9W. R. 337)

Sale by father for necessaary purpose.

আপদ্বিমোচন কুটুম্বভরণ এবং ধর্ম্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্য পৈতামহ সম্পত্তি পিতা বিক্রয় করিলে পুত্র অথবা পৌত্র সেই বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না (গিরীধারীলাল বঃ কাণ্ঠুলাল) পিতার নামে ডিক্রী জারিতে পৈতামহ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইলে সেই নিলাম রহিতের জন্য পুত্র নালিস করিতে পারে না। যে ডিক্রী জারিতে নিলাম হয় সেই ডিক্রির ঋণ কি সূত্রে হইয়াছিল, সেইঋণ ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য তাহা ক্রেতা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে বাধ্য নহে। পিতার নামে ডিক্রি হওয়ায় পিতা সেই ঋণ পরিশোধ জন্য ক্রমাগত সম্পত্তি পুত্র গণের অনিচ্ছায় বিক্রয় করিতে পারেন ; সুতরাং পিতার নামে ডিক্রি জারিতে ক্রমাগত সম্পত্তি নিলাম হইলে পুত্র সেই নিলাম রহিতের নালিস করিতে পারে না (মদন ঠাকুর বঃ কাণ্ঠুলাল 1 I. A. 321 ; 23 W. R. 260 ;

Sale in execution of a decree against father

পিতৃকৃত ধর্ম্ম্য ঋণ আদায় জন্য নালিস করিতে হইলে

পুত্রদিগকে প্রতিবাদী করা বিধেয়; কিন্তু পুত্রদিগকে প্রতিবাদী না করিয়া কেবল পিতার নামে নালিস করতঃ ডিক্রিজারিতে ক্রমাগত সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কেবল পিতার স্বত্ব বিক্রয় হয় এমত নহে (শিবপ্রসাদ বঃ জঙ্গবাহাদুর 9 I. L. R. Cal H. 399)

According to Dayabhaga father is absolute owner of ancestral property while he lives and sons have no leigal right to prevent a sale or gift by the father.

বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পিতৃ মরণ কালে পুত্রের স্বত্ব হয়; সুতরাং পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় সম্বন্ধে বচনে নিষেধ থাকিলে ও দায়ভাগের মতে পৈতামহ সম্পত্তি পিতা দান বিক্রয় করিলে পুত্র সেই দান বিক্রয় রহিত করিতে পারে না।

বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ।
একোহ্যনীশঃ সর্ব্বত্র দানাধমন বিক্রয়ে॥

এই বচন অনুসারে বিভক্ত সপিণ্ডগণের মত না লইয়া স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে যেরূপ মিতাক্ষরা মতে বিধ্যতিক্রম দোষ হয়, দায়ভাগকারের মতে পুত্রদিগের সম্মতি না লইয়া ক্রমাগত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সেইরূপ দোষ হয়; বিক্রয় অসিদ্ধ হয়না। বস্তুতঃ দায়ভাগের মতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয় না; সুতরাং পিতার জীবনকালে তদীয় ধনে পুত্রের কিছুমাত্র স্বত্ব হয় না। পিতার জীবনকালে ক্রমাগত ধনে পিতার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকায়, পিতৃকৃত দানবিক্রয় বচন মূলক নিষেধের দ্বারা অসিদ্ধ হইতে পারে না।

৭ম অধ্যায়।

উইল।

Wills unknown in Hindu Law.

আমাদিগের শাস্ত্রে নিম্নোদ্ধৃত হারীত এবং কাত্যায়ন বচন ব্যতীত উইল সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ নাই।

"বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানোপাদিতং।
তদ্ধনং ঋণ সংযুক্তং ইহলোকে পরত্র চ।" হারীত।
"স্বচ্ছেনার্জ্জেন বা দেয়ং শ্রাবিতং ধর্ম্মকারণাৎ।
অদত্বাতু মৃতে দাপ্য স্তৎসুতো নাত্র সংশয়ঃ।" কাত্যায়ন

It is now settled that in Bengal a Hindu father can by testamentary disposition of ancestral property defeat the interest of his son.

আমাদিগের শাস্ত্রে উইল সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও, উইল করা সকল স্থলে আমাদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে। দায়ভাগ মতে পিতা সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী; সুতরাং এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পিতা আপন ইচ্ছানুসারে পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি যথেচ্ছা উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিঘ্ন করিতে পারেন (ঈশানচন্দ্র বঃ ঈশ্বরচন্দ্র 1. S. D. 2; রামতনু মল্লিক বঃ রামগোপাল মল্লিক 1. P. C. J. 6 ঠাকুর বঃ ঠাকুর 4. B. L.R. 159; 9. B. L. R. 396) যদিও উক্ত মকদ্দমা সমূহে বিচারপতিগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে দায়ভাগের মতে পিতা, পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিঘ্ন করিতে পারেন, কিন্তু এই নিষ্পত্তি দায়ভাগ সম্মত বটে কি না তাহা অনেকে সন্দেহ করেন।

বঙ্গদেশের মতে পুত্রদিগের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয় না; সুতরাং পৈতামহ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতার জীবন কালে পুত্রের কোন স্বত্ব হয় না; এবং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে পিতা আপন জীবন কালে পৈতামহ স্থাবর

অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছা দান বিক্রয় করিতে পারেন। পরন্তু পিতার জীবন কালে দান করিবার ক্ষমতা থাকা স্বীকার করিলেই, তাহার উইল করিবার ক্ষমতা থাকা স্বীকার করা যায় না। 3. Mad. H. C. 55.

দায়ভাগের মতে পূর্ব্ব স্বামীর উপরম কালে উত্তরাধিকারীর জীবন স্বত্বের প্রতি কারণ; সুতরাং পূর্ব্ব স্বামীর মৃত্যু যে ক্ষণে হয় সেই ক্ষণে পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব লোপ হইয়া উত্তরাধিকারীর স্বত্বোৎপত্তি হয়। পূর্ব্ব স্বামীর যে ক্ষণে মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ তাহার স্বত্ব লোপ হওয়া স্বীকার করিলে তাহার কৃত উইল অনুসারে উত্তরাধিকারী ভিন্ন অপর কাহার স্বত্ব হইতে পারে না। হারীত এবং কাত্যায়ন বচনানুসারে মৃত ব্যক্তি যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হয় পুত্র তাহা দিতে বাধ্য; উক্ত বচনদ্বয় দ্বারা পিতা পুত্রের স্বত্ব লোপ করিতে পারেন এরূপ প্রতীয়মান হয় না। ফলতঃ বঙ্গদেশের মতানুসারে পিতা যদিও আপন জীবন কালে পৈতামহ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু পিতা উইল করিয়া পুত্রের স্বত্ব লোপ করিতে পারেন এমত অনুভব হয় না। পরন্তু মহামান্য হাইকোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সল এই সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুসারে অধুনা দায়ভাগের মতে পিতা সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিঘ্ন করিতে পারেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

The Wills Act.

১৮৭০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে বাচনিক উইল হইতে পারিত; কিন্তু এক্ষণে ১৮৭০ সালের ২১ আইন যে যে স্থানে জারি আছে অর্থাৎ মাদ্রাজ বোম্বাই সহর এবং বঙ্গদেশে উইল করিতে হইলে উক্ত আইন অনুসারে লিখিত করা আবশ্যক। ১৮৭০ সালের ২১ আইন অনুসারে উইলে দুইজন সাক্ষীর নাম সাক্ষর না থাকিলে সেই উইল কোন কার্য্য

কর হয় না। উইল এবং দান পত্রে বিশেষ এই যে উইল করিয়া উইল কর্ত্তা যে কোন সময়ে তাহা রহিত করিতে পারেন; এবং উইল সাদা কাগজে বিনা রেজেষ্টরি হইতে পারে। ১৮৭০ সালের পূর্ব্বের উইল কোন আদালতে দাখিল করিতে হয় না; কিন্তু ১৮৭০সালের পরের উইল বঙ্গদেশে জেলার জজের নিকট দাখিল করিতে হয়; এবং জেলার জজের নিকট ক্ষমতা পত্র না লইয়া উইল অনুসারে কোন কার্য্য করা যায় না। যে জেলায় উইল কর্ত্তার স্থায়ী বাস ছিল অথবা যে জেলায় উইলের লিখিত সম্পত্তি থাকে সেই জেলার জজ ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫১ ধারা অনুসারে উইলের প্রবেট দিতে পারেন; এবং কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে প্রবেট দিয়া পরে রহিত করিতে পারেন।

Probate and Letters of Adminis tration Act.

মিতাক্ষরা মতে পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তি পিতা আপন জীবন কালে পুত্রগণের অমতে দান করিতে পারেন না; সুতরাং উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের প্রতি বিঘ্ন করিতে পারেন না। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, নাথাকিলে পিতা জীবন কালে পৈতামহ সম্পত্তি দান করিতে পারেন; সুতরাং উইল করিতে পারেন। অবিভক্ত দায়াদ কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে আপন স্বত্ব অন্য দায়াদ গণের অমতে দান করিতে পারে না; সুতরাং উইল করিয়া অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলেও তাহার স্বত্ব লোপ হয়; উইল অনুসারে তাহার স্বত্বে কেহ স্বত্ববান হয় না। অবিভক্ত দায়াদ মিতাক্ষরা মতে আপন স্বার্জ্জিত সম্পত্তি উইল করিতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব জীবন কালে বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু দান বা উইল করিতে পারেন না। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব জীবনকালে দান করিতে পারে

Testamentary power in countries governed by the Mitakshera

কিন্তু উইল করিতে পারে না (8 Mad H. C. 6) উইল কর্ত্তা কোন জীবিত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বত্ব না দিয়া কেবল ভোগাধিকার স্বত্ব অথবা অচিরস্থায়ী নৈমিত্তিক স্বত্ব দিলে সেই ব্যক্তি উইল অনুসারে স্বত্ব প্রাপ্ত হয়; সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয় না। কিন্তু উইল কর্ত্তার মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে নাই এরূপ লোকের উদ্দেশে উইল করিলে সে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না (শ্রীমতী সূর্য্যমণি বঃ দিনবন্ধু মল্লিক 9 M. I. A. 526 ; 9 M.I. A. 123 ; যতীন্দ্র বঃ জ্ঞানেন্দ্র 4 B. L. R. 103 ; 9 B. L. R. 377 ; 6 I. L. R

বৈষ্ণবচরণ মল্লিক নামক এক ব্যক্তি পাঁচ পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয়। বৈষ্ণব চরণের উইলে ঐ পাঁচ পুত্র তাহার সমস্ত সম্পত্তির তুল্যাংশে অধিকারী হইবার নির্ব্বন্ধ ছিল। কিন্তু উইলে এরূপ বিধান ছিল যে ঐ পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেহ অপুত্রক লোকান্তর হইলে, তাহার অংশে অপর ভ্রাতাগণ তুল্য রূপে অধিকারী হইবে। বৈষ্ণব চরণের অন্যতম পুত্র স্বরূপ চন্দ্র মল্লিকের লোকান্তর হইলে তাহার পত্নী তাহার অংশ পাইবার কারণ নালিস্ করে; তাহাতে স্বরূপ চন্দ্রের অংশে বৈষ্ণব চরণের উইল অনুসারে অপর ভ্রাতাগণের স্বত্ব হওয়া সাব্যস্থ হয়। উইল কর্ত্তা জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে আইন সঙ্গত যে সরতে উইল করেন গ্রহীতা সেই সরতে প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যমণি বঃ দীনবন্ধু (9 M. I. A.)

The Tagore Will case.

৺ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উইল সংক্রান্ত মকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে উইল কর্ত্তার মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল উইল অনুসারে স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। যে সকল লোক উইল কর্ত্তার মৃত্যু কালে জীবিত থাকে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে জীবন স্বত্ব দিয়া আর এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া

যাইতে পারে; উইল কর্ত্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত ব্যক্তির উদ্দেশে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন প্রকার দান হইতেপারে না। ৮ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাঁহার উইলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন যে তাহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহন তাহার উইল অনুসারে পাইবেনা। জ্ঞানেন্দ্র মোহনের ভরণ পোষণ জন্য তাহাকে জীবন কালে ৭৮০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দেওয়া হইয়াছিল; তাহা উইলে উল্লিখিত ছিল। জ্ঞানেন্দ্র মোহন পিতার জীবন কালে হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে তন্নিবন্ধন তাহার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার লোপ হইবার কোন কারণ হয় নাই।

প্রস্তাবিত উইলে উইল কর্ত্তার সমস্ত সম্পত্তি কয়েক জন কার্য্য নির্ব্বাহক টুষ্টীর হস্তে চিরকাল থাকিবার বিধান ছিল। টষ্টী গণের উপর সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার এবং যাহাকে যাহাকে যেরূপ দিবার নির্ব্বন্ধ উইলে ছিল তাহা দিবার, ভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থাবর অস্থাবর কোন প্রকার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা কাহার ছিল না। উইলে যাহাকে যেরূপ দিবার নির্ব্বন্ধ ছিল তাহা দিয়া অবশিষ্ট বার্ষিক আয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথা ক্রমে স্ব স্ব জীবন কাল পর্য্যন্ত পাইবার নির্ব্বন্ধ ছিল।

১। যতীন্দ্রমোহন জীবন কাল পর্য্যন্ত।

২। উইল কর্ত্তার জীবন কালে জাত যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষ পর্য্যায়ে।

৩। উইল কর্ত্তার জীবনকালে জাত যতীন্দ্রের অন্যপুত্র।

৪। উইল কর্ত্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৫। যতীন্দ্রমোহনের বংশ লোপ হইলে ঐরূপ ক্রম।

এবং নিয়মানুসারে সৌরেন্দ্রমোহন এবং তাহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান।

৬। সৌরেন্দ্রমোহনের বংশ লোপ হইলে ললিত মোহনের বংশ পরম্পরা ঐরূপ ক্রম এবং নিয়মানুসারে।

কন্যা অথবা দৌহিত্র সন্তান উক্ত উইল অনুসারে কস্মিন কালে অধিকারী হইতে পারিবার বিধান ছিল না। এক সময়ে একাধিক ব্যক্তি স্বত্ব ভোগী হইবার বিধান ছিল না; জ্যেষ্ঠ সন্তান ক্রমে এক সময়ে এক ব্যক্তির মাত্র অধিকার হইবার বিধান ছিল।

নিম্ন লিখিত হেতু বাদে উক্ত উইল রহিত করিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন নালিস করে।

১। পৈতামহ সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্ব লোপ করণে পিতার অধিকার নাই।

২। সম্পত্তির মূল্য অনুসারে পুত্রকে বর্ত্তমোচিত সম্পত্তি দেওয়া উচিত ছিল।

৩। উইল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির কেহ স্বত্বাধিকারী হইবার উপায় না থাকায় উইল আদৌ অসিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এক ব্যক্তি ট্রষ্টী আর ব্যক্তি স্বার্থ ভোগী হইতে পারে না।

৪। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্ব অসিদ্ধ; হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ স্বত্ব ব্যতীত জীবন স্বত্ব দান হইতে পারে না।

৫। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্বের পরে আর যে যে ব্যক্তির জীবন স্বত্ব হইবার উইলে নির্ব্বন্ধ আছে তাহা অসিদ্ধ।

৬। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্ব আইন সঙ্গত হইলে ও যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে উইল অনুসারে

আর কেহ উইল কর্ত্তার সম্পত্তিতে অধিকার পাইতে পারে না; সুতরাং তখন বাদী শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী বলিয়া সমস্ত পাইতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আবেদন পত্রের প্রথম চারি দফা তাহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চম দফার আপত্তি বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি হয়; এবং যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে বাদী সমস্ত সম্পত্তিতে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী হইবার স্বত্ব সাব্যস্থ হয়। যতীন্দ্রমোহনের পরে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের জীবন স্বত্ব পাইবার বিধান উইলে ছিল; কিন্তু উইল কর্ত্তার মৃত্যু সময়ে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র ছিল না। হাইকোর্ট অবধারণ করেন যে চেতন পাত্র উদ্দেশ ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দান বা উইল হইতে পারে না। যদিও উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র হইবার সম্ভব ছিল, কিন্তু উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পরে যে জন্ম গ্রহণ করে সে কেবল উইলের বলে স্বত্ববান্ হইতে পারে না। উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র জন্মাইলে সে উইলের বলে কোন স্বত্ব লাভ করিতে পারে না।

উইল কর্ত্তার মৃত্যুকালে যতীন্দ্র মোহনের সন্তান না থাকায় এবং তাহার অনন্তরজাত কোন সন্তান অধিকারী হইতে না পারা সাব্যস্থ হওয়ায়, যতীন্দ্র মোহনের বংশে কেহ উইলের বলে উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভব ছিল না। উইলে যেরূপ নির্ব্বন্ধ ছিল তদনুসারে যতীন্দ্র মোহনের বংশ লোপ হইলে সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তান অধিকারী হইবার বিধান ছিল। সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার পুত্র উইল কর্ত্তার মৃত্যুর সময় বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু উইলে নির্ব্বন্ধ ছিল যে যতীন্দ্র মোহনের বংশ লোপ হইলে সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার সন্তানগণের অধিকার

হইবে ; যতীন্দ্র মোহনের সন্তানদিগের অধিকার উইল অনুসারে অগ্রগণ্য ছিল ; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে উইল কর্ত্তার মৃত্যুর অনন্তরজাত কোন ব্যক্তি অধিকারী হইতে নাপারা সাব্যস্থ হয় ; সুতরাং যাহাদিগের অধিকার অগ্রগণ্য তাহারা পাইতে নাপারা অবধারিত হওয়ায় পরবর্ত্তী অধিকারী গণ পাইতে পারে না অবধারিত হয়। পূর্ব্ব প্রক্রান্ত ব্যক্তি কেহ না থাকিলে অনন্তর উল্লিখিত ব্যক্তিগণ অধিকারী হইবে উইলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ থাকায় এমত বলা যাইতে পারে না যে পূর্ব্ব প্রক্রান্ত ব্যক্তি উইলের বলে পাইবার অযোগ্য হইলে অনন্তর প্রক্রান্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে। যতীন্দ্র মোহনের অনন্তর জাত সন্তান গণের উদ্দেশে উইলে যে নির্ব্বন্ধ ছিল তদনুসারে তাহারা অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য না থাকা সাব্যস্থ হওয়ায়, সৌরেন্দ্র মোহনের স্বত্ব হইবার নিমিত্ত কারণাভাব হওয়া সাব্যস্থ হয়।

৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইল সংক্রান্ত মকদ্দমায় অনেক গুলি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। সনাতন বৈশাখ বঃ জগৎ সুন্দরীর মকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে হিন্দু দিগের উইল করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার হওয়া আবশ্যক (8 M. I. A. 66) ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মকদ্দমায় উক্ত নিষ্পত্তি অনুমোদিত হয়।

A person not born at the time of testator's death cannot take anything under a Hindu's will.

গোবর্দ্ধন বসাখ বঃ শ্যামধন বসাখের মকদ্দমায় কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্র মতে চিরন্তন সরত যুক্ত উইল করিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। সূর্য্যমণি বঃ দিন বন্ধু মল্লিকের মকদ্দমায় উইল কর্ত্তার জীবন কালে যে ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাহার জীবন কাল পর্য্যন্ত সরত যুক্ত দান বা উইল হিন্দু শাস্ত্র সম্মত সাব্যস্থ হয়।

৮ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উইলের মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে যে উইল কর্ত্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত কোন ব্যক্তি কেবল উইলের বলে অধিকারী হইতে পারে না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এক সম্পত্তিতে এক ব্যক্তি স্বার্থ ভাগী আর এক ব্যক্তি ট্রষ্টী সূত্রে অধিকারী গণ্য হইতে পারে কি না তাহা উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে একব্যক্তি ট্রষ্টী আর এক ব্যক্তি স্বার্থভাগী হইতে পারে না এমত নহে; তবে যে রূপে সম্পত্তি ব্যবহার করা হিন্দু শাস্ত্র সম্মত কেবল সেইরূপে নির্ব্বাহের নিমিত্ত ট্রষ্টী নিযুক্ত হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সম্পত্তি মধ্য গত ভাবে থাকিতে পারে না। উইলের দ্বারা একব্যক্তি ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া এইরূপ নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্পত্তির আয় ট্রষ্টী গণ ব্যয় না করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত সঞ্চিত করিবেন। এইরূপ নির্ব্বন্ধ শাস্ত্র বিরুদ্ধ; সুতরাং ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া ট্রষ্টী দিগকে এরূপ ভার দেওয়া যায় না। কুমার কুমারকৃষ্ণ বঃ অসীম কৃষ্ণ 4 B. L. R. O. C. 11

Property must vest absolutely in some one

যে সকল কার্য্য হিন্দু শাস্ত্র সম্মত তজ্জন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করা যাইতে পারে। দেবতার উদ্দেশে সম্পত্তি দান করা হিন্দু শাস্ত্র সম্মত; সুতরাং দেব সেবা ধর্ম্ম কার্য্য আদির জন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

Appointment of trustees not invalid if the object is legal.

১৮৭০ সালের ২১ আইনে যেরূপ বিধান আছে তাহাতে উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পর জাত ব্যক্তি কোন কোন স্থলে উইল অনুসারে অধিকারী হইতে পারে এইরূপ আপাততঃ অনুমান হয়; কিন্তু উক্ত আইনের দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধানের অন্যথা হয় নাই; সুতরাং উইল কর্ত্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত ব্যক্তির উদ্দেশে হিন্দু দিগের মধ্যে উইল হইতে পারে না 6 I. L. R.

অষ্টম অধ্যায়।

দেবসেবা এবং দেবত্র সম্পত্তি।

According to Hindu Jurists a god never can be the owner of property.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে কোন বিগ্রহ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইতে পারেন কি না সন্দেহ স্থল। শূলপাণি শ্রাদ্ধবিবেকে বলিয়াছেন দেবতাগণ অচেতন; সুতরাং দেবতা কোন দ্রব্যের স্বত্বাধিকারী হইতে পারেন না। "প্রজেশং মন্ত্রবিগ্রহং" এই বচনের দ্বারা জানা যায় যে যাগস্থলে দেবতা মন্ত্রবিগ্রহ অচেতন; দেবতার উদ্দেশে দান করিলেদেবতার স্বত্ব হয় না। ফলতঃ দেবতা কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন কি না সন্দেহ স্থল। পরন্তু এতদ্দেশেলোকে সচরাচর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বিগ্রহের উদ্দেশে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া থাকে; এবং দেবতার নামে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য সচরাচর হইয়া থাকে।

It is usual to dedicate property in the name of an idol.

বিগ্রহের নামে সম্পত্তি অর্পণ করিলে সেই বিগ্রহ সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী গণ্য হইয়া থাকেন। বিগ্রহ কোন কার্য্য করিতে পারেন না; সুতরাং অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের অভিভাবকের ন্যায় দেবতার সেবাইত দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সেবাইত দেবতার সেবা চালাইবার জন্য দেবত্র সম্পত্তিআধমন বা বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত সেবাইত দেবত্র সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ হয়। কালীচরণ বঃ বংশীমোহন 15 W. R. 339; বনোয়ারি চাঁদ বঃ মদনমোহন 21 W. R. 41.)

সেবাইতের মৃত্যু হইলে অর্পণ পত্রের নির্ব্বন্ধ অথবা প্রচলিত প্রথা অনুসারে অন্য সেবাইত নিযুক্ত হয় (গিরিধারী দাস বঃ নন্দকিশোর দাস Marsh 573.

Founder's rights.

অর্পণ পত্রে বিশেষ নির্ব্বন্ধ না থাকিলে সম্প্রদাতার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত হয় (9 B. L. R. P. C. 395

Appointment to the office of Sebait.

মঠের মহান্ত গণ দার পরিগ্রহ করা রীতি না থাকায় জীবন কালে শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহাকে মহান্ত পদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় করে সেই পরে মহান্ত হয় (গিরিধারী বঃ নন্দ কিশোর 11 M. I. A. 405) কোন কোন স্থলে মঠের মহান্ত গণ সকলে একমত হইয়া যাহাকে মনোনীত করে সেই মহান্ত হয় (গোপাল দাস বঃ কৃপারাম দাস S. D. of 1850)

The office of Sebait not saleable.

মহান্ত অথবা সেবাইত' আপন স্বত্ব অথবা দেব সেবার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেনা। সেবা চালাইবার সরত থাকিলেও সেবাইতি স্বত্ব বা সেবার সম্পত্তি বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। (রাজা বর্ম্ম বঃ রবি বর্ম্ম 4 I. A. 76)

অর্পণ পত্রে বিশেষ নির্ব্বন্ধ না থাকিলে সম্প্রদাতা অথবা তাহার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত বা পদচ্যুত অথবা দেব সেবা সংক্রান্ত কোন কার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। দেব সেবার কার্য্য রীতি মত না চলিলে অন্য লোকে যতদূর হস্তক্ষেপ করিতে পারে,সম্প্রদাতা এবং তাহার উত্তরাধিকারী গণ ততদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। সেবাইত পদে নিযুক্ত হইবার কোন লোক না থাকিলে সম্প্রদাতার উত্তরাধিকারীগণ সেবাইত নিযুক্ত হইবার অধিকারী হয়। (জয়বংশী কুঙার বঃ ছত্রধারী 5 B. L. R. 181)

Act XX of 1863.

১৮৬৩ সালের ২০ আইন অনুসারে জেলার জজ কর্ত্তৃক সেবাইত নিযুক্তের ব্যবস্থা হইতে পারে।

The cypres doctrine.

দেবতার উদ্দেশে একবার অর্পণ পত্র লিখিয়া দিলে সম্প্রদাতা সেই সম্পত্তি আর নিজের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না। (জগৎমোহিনী বঃ সখিমণি 14 M. I. A. 289)

সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ অসম্ভব হইলে তৎসদৃশ অন্য কার্য্যে যাহাতে দেবত্র সম্পত্তির আয় ব্যয়িত হয় তজ্জন্য নালিস চলিতে পারে। কোন কালে দেবত্র সম্পত্তিতে সম্প্রদাতা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয় না (মহেশ চন্দ্র বঃ কৈলাস চন্দ্র 11 W. R. 443 ; নাম নারায়ণ সিংহ বঃ রমণ পাণ্ডে 23 W. R. 76 ; পাঁচকড়ি মল বঃ চন্দ্র লাল 3 Cal 563)

Imperfect dedication.

কোন সম্পাত্তির আয় হইতে দেব সেবা নির্ব্বাহ হইবার নিয়ম থাকিলে সেই সম্পত্তি দেবত্র বলিয়া গণ্য হয় এমত নহে 5 I. L. R.

গৃহস্থিত দেবতার নামে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা সেই বিগ্রহের সম্পত্তি গণ্য হয় না। যে বিগ্রহের অর্চ্চনা দর্শ-নাদিতে সাধারণ লোকের অধিকার না থাকে সেই বিগ্রহের নামে কোন সম্পত্তি অর্পণ হয় না (মহারাণী ব্রজসুন্দরী বঃ লক্ষ্মী কুঙারি 15 B. L. R. 176)।

দেবতার নামে সম্পত্তি অর্পণ না করিলে প্রকৃত দেবত্র হয় না। সম্পত্তির আয় হইতে দেব সেবা নির্ব্বাহের নিয়ম থাকিলে দেবত্র গণ্য হয় না। তবে দেব সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সেই সম্পত্তি দায়ী থাকে। এবং যে ব্যক্তি সেই সম্পা-ত্তিতে অধিকারী হয় সেই দেব সেবা চালাইতে বাধ্য হয়।

সম্পত্তি দেব সেবায় অর্পণ অথবা দেব সেবার জন্য দায় সংযুক্ত না করিলে সেই সম্পত্তির অধিকারীগণ দেব সেবা চালাইতে বাধ্য হয় না। সেবাইত স্বত্ব ডিক্রি জারিতে বিক্রয় হইতে পারে না (হুরোমিশ্র বঃ শ্রীনিবাস 5 B. L. R. 611 দেবত্র সম্পত্তি সেবাইতগণ দান বিক্রয় করিতে পারে না ; এবং দেবত্র সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহক অর্পণ পত্রের নির্ব্বন্ধ অনুসারে নিযুক্ত হয়। যদি অর্পণ পত্রের নির্ব্বন্ধ অনুসারে

সম্প্রদাতার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত হইবার নিয়ম থাকে এবং এমত প্রকাশ পায় যে সম্প্রদাতা আপন বংশাবলীর হস্তে চিরকাল সম্পত্তি রাখিবার নিমিত্ত কাল্পনিক অর্পণ পত্র করিয়াছেন তাহা হইলে সেই সম্পত্তি দেবত্র গণ্য হয় না (প্রমথ দাসী বঃ রাধিকা প্রসাদ দত্ত 14 B. L. R. 175)।

নবম অধ্যায়।

বিভাগ।

At a time when the descendants of a common ancestor lived together for generations it naturally came to be supposed that right to ancestral property is acquired by birth and is extinguished by death

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন কালে এতদ্দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা রীতি ছিল। অবিভক্ত সম্পত্তির আয় হইতে পারিবারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্তৃত্ব করিতেন; পারিবারিক ভরণপোষণ আপদ্বিমোক্ষণাদির নিমিত্ত কর্ত্তা অবিভক্ত সম্পত্তি দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারিতেন। পারিবারিক আবশ্যক কার্য্য ব্যতীত কোন নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত কর্ত্তা অথবা অন্য কোন অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারিতেন না। আধুনিক মতে পূর্ব্ব স্বামীর মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয়। কিন্তু যে কালে পুরুষানুক্রমে একত্র বাস রীতি ছিল, তখন মুল আদি পুরুষের সময় হইতে বিভাগের সময় পর্য্যন্ত কোন সময়ে কাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন দায়াদের মৃত্যু সময়ে কে নিকট উত্তরাধিকারী ছিল ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া বিভাগ করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বহু পুরুষাবধি একত্র অবিভক্ত অবস্থায়

বাস করা দেশের রীতি হইলে এইরূপ সাধারণের ধারণা হওয়া সম্ভবপর যে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক ধনে স্বত্ব হয় এবং অবিভক্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বত্ব লোপ হয়। এইরূপ সাধারণের ধারণা হওয়ার কারণ এই যে অবিভক্ত দায়াদ মাত্রের অবিভক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ভরণপোষণ হয়; যে দায়াদের মৃত্যু হয় তাহার কোন দৃষ্ট স্বত্ব থাকে না। যে কারণে হউক আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্মৃতিকারকদিগের মতে অবিভক্ত দায়াদগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয়; এবং মৃত্যু হইলে স্বত্ব লোপ হয়। এই মত অবলম্বন করিয়া অবিভক্ত দায়াদগণের সম্পত্তি বিভাগ করিতে হইলে আদি পুরুষের সময় হইতে কোন দায়াদের কখন জন্ম হইয়াছিল অথবা কোন দায়াদের কখন মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক হয় না। জন্মনিবন্ধন স্বত্বোৎপত্তি স্বীকার করিলে বিভাগ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান দায়াদগণের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানিলে যথেষ্ট হয়। তিন সহোদরের মধ্যে এক সহোদর পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হওয়ার পরে যদি আর এক সহোদর অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গ দেশের মতে অপুত্রক মৃত সহোদরের অংশে এক মাত্র বর্ত্তমান সহোদরের অধিকার হয়; মৃতপিতৃক ভ্রাতৃ পুত্রের অধিকার হয় না। অনন্তর বিভাগ হইলে এক মাত্র বর্ত্তমান সহোদর দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সহোদর অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহার মৃত্যু সময়ে অপর দুই ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকা প্রমাণ হইলে উভয়ের তুল্য অধিকার হয়। বস্তুতঃ আধুনিক দায়ভাগের মতে বিভাগ করিতে হইলে কোন দায়াদের কোন সময়ে জন্ম হইয়াছিল এবং কোন সময়ে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক হয়। অধুনা বহু পুরুষানুক্রমে একত্র বাস রীতি নাই; দুই এক পুরুষের মধ্যে কাহার কোন সময়ে জন্ম হইয়াছিল কাহার কোন সময়ে মৃত্যু

Accepting the above theory it is not necessary to ascertain the dates of birth and death of predeceased members of the family in order to effect a partition.

According to the Daybhag theory it is necessary to know the dates of birth and death of predeceased members of the family in order to effect a partition.

হইয়াছিল তাহা সকলের পরিজ্ঞাত থাকে; সুতরাং দায়-ভাগের মতে যদি পূর্ব্ব স্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয় তথাপি বিভাগের সময় কাহার কি পরিমাণ অংশ প্রাপ্য তাহা নির্ণয় দুঃসাধ্য হয় না। কিন্তু যে সময়ে পুরুষানু-ক্রমে একত্র বাস করা রীতি ছিল তখন জন্মনিবন্ধন স্বত্বোৎ-পত্তি এবং মরণ হেতু স্বত্ব লোপ হওয়া স্বীকার না করিলে অবিভক্ত দায়াদগণের অংশ নির্ণয় করা কোন মতে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভাজ্য অবিভাজ্য নির্ণয়।

Effects not liable to partition.

পৈতামহ পৈতৃক এবং সাধারণ শরীরব্যাপারার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে। অবিভক্ত দায়াদ-গণের স্বার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে না। কিরূপ সম্পত্তি স্বার্জ্জিত বলিয়া গণ্য তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মাতামহ মাতুলাদির উত্তরাধিকার সূত্রে অবিভক্ত দায়াদ-গণের মধ্যে এক জন যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্য দায়াদ-গণের স্বত্ব হয় না। সাধারণ যৎকিঞ্চিৎ ধনোপঘাত দ্বারা অর্জ্জন করিলে মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় মতে অর্জ্জক দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে এক জন কর্ত্তৃক সাধারণ সম্পত্তির উন্নতি হইলেও নিম্নলিখিত বচনানুসারে সমবিভাগ হয়।

"সামান্যার্থ সমুত্থানে বিভাগস্তু সমঃ স্মৃতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।

নিম্নলিখিত মনুবচনানুসারে মিতাক্ষরা মতে বস্ত্র বাহন অলঙ্কার প্রভৃতি বিভাগ হয় না।

"বস্ত্রং পত্র মলঙ্কারং কৃতান্ন মুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেম প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥"

অলঙ্কারের বিভাজ্যতা সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলেন যে অলঙ্কার যাহার কর্ত্তৃক ধৃত থাকে সে অলঙ্কারে কেবল তাহার স্বত্ব হয়; সাধারণের অলঙ্কার বিভাজ্য।

Ornaments

"পত্যৌজীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
নতং ভজেরন্দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তিতে"॥

এই মনুবচন অনুসারে কেবল ধৃত অলঙ্কারের বিভাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় অধৃত অলঙ্কারের বিভাজ্যতা সিদ্ধ হইয়াছে।

দায়ভাগকার কিরূপ অলঙ্কার অবিভাজ্য তাহা স্পষ্ট বলেন নাই; উক্ত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন অঙ্গুলীয়াদি অলঙ্কার বিভাগ হয় না। বোধ হয় এই সম্বন্ধে দায়ভাগও মিতাক্ষরার কোন মতভেদ নাই।

Places of worship.

দেবস্থান এবং বিগ্রহ বিভাগ হয় না; পর্য্যায়ক্রমে সেবা-চালাইবার আদেশ হইতে পারে। (ছত্র সেনের মকদ্দমা 1 S. D. 108.) বাস গৃহ বিভাগ হইতে পারে (হলধর বঃ রামনাথ Marsh 55) (রাজকুমারী বঃ গোলাপচন্দ্র 3 Cal 514)।

দায়ভাগের মতে পিতার জীবন কালে কোন পুত্র পিতৃভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ বা উদ্যান করিলে পিতার মৃত্যুর পরে তাহা বিভাগ হয় না। দায়ভাগ ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩০। পিতৃ প্রসাদ লব্ধ ধনের বিভাগ হয় না।

এতদ্দেশের অনেক রাজা উপাধিবিশিষ্ট ভূম্যধিকারি-গণের রাজত্ব অবিভাজ্য।

Service tenure

ঘাটোয়াল প্রভৃতি সরকারি কর্ম্মচারীগণ সরকারি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে ভূমি ভোগ করে তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ-স্বত্ব থাকিলেও সেই ভূমি বিভাগের প্রথা না থাকিলে দায়া-

দগণ বিভাগ করিয়া লইতে পারে না (হুরলাল সিংহ বঃ জরবান্ সিংহ 6 S. D. 169)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভাগাধিকারী।

Who are entitled to partition Mitakshera

১। মিতাক্ষরামতে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পিতার অনিচ্ছায় পৈতামহ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে।

২। অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়।

৩। একজন মূল আদি পুরুষের বংশাবলী পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করিলে সকলে অবিভক্ত দায়াদ গণ্য হয়।

৪। অবিভক্ত দায়াদের জীবন কালে তাহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র অধস্তন তিন পুরুষের লোকান্তর হইলে প্রপৌত্রের পুত্র অবিভক্ত দায়াদ বলিয়া গণ্য হয় না।

৫। বিভাগের অনন্তর জাত পুত্র মিতাক্ষরামতে পিতার অংশ প্রাপ্ত হয়। বিভাগের সময় মাতা অজ্ঞাতগর্ব্ভা থাকিলে পরে যে পুত্র জন্মায় সে ভ্রাতা দিগের নিকট অংশ প্রাপ্ত হয়।

৬। মিতাক্ষরামতে অবিভক্ত ধনে পত্নী দুহিতা বা দৌহিত্রের অধিকার হইতে পারে না। মিতাক্ষরামতে পত্নী দুহিতা দৌহিত্রের অধিকার বোধক বচন সমূহ বিভক্ত ধন বিষয়ক ; সুতরাং পত্নী দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতি অবিভক্ত মৃতধনীর অংশ বিভাগ করিয়া পাইতে পারে না। এবং মিতাক্ষরা মতে পত্নী দুহিতা প্রভৃতি অবিভক্ত দায়াদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মৃত ধনীর আদি পুরুষের বংশের

মধ্যে কেহ তাহার সহিত অবিভক্ত অবস্থায় না থাকিলে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির অধিকার হইতে পারে।

৭। অবিভক্ত দায়াদগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয় না। যদি দুই সহোদরের মধ্যে একের ১ পুত্র এবং মৃত পিতৃক ২ পৌত্র অপর সহোদরের এক মাত্র পুত্র থাকে তাহা হইলে

"অনেক পিতৃকাণাস্তু পিতৃতো ভাগ কল্পনা।"

এই মনুবচন অনুসারে সমুদায় সম্পত্তি ৮ ভাগ হয়: তন্মধ্যে দ্বিতীয় সহোদরের পুত্র চারি ভাগ পায়; প্রথম সহোদরের পুত্র ২ ভাগ পায়; পৌত্রদ্বয় প্রত্যেকে এক এক ভাগ পায়।

৮। মিতাক্ষরামতে ভ্রাতৃকৃত বিভাগ কালে ভগিনীগণ চতুর্থাংশ পাইবার অধিকারী, কিন্তু এই মত কোথাও প্রচলিত নাই।

দায়ভাগের মত।

Dayabhaga

১। দায়ভাগের মতে পিতার জীবন কালে পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত কোন প্রকার সম্পত্তি পিতার অনিচ্ছায় বিভাগ হইতে পারে না।

২। পিতা ইচ্ছা করিলে স্বার্জ্জিত সম্পত্তি যে কোন সময়ে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন।

৩। পৈতামহ সম্পত্তি মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে পিতা বিভাগ করিয়া পুত্র দিগকে দিতে পারেন না। কিন্তু দায়ভাগের মতে পিতা পৈতামহ সম্পত্তি আপন ইচ্ছায় দান বিক্রয় করিতে পারেন; সুতরাং পিতার সন্তান সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বে আপন ইচ্ছায় বিভাগ করিয়া দিলে পুত্র দিগের স্বত্ব হয় না এমত বলা যায় না।

৪। পৈতামহ সম্পত্তি দায়ভাগের মতে মাতার রজো-

নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিভাগ হইতে পারে না; সুতরাং মাতার রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে পিতা যদি পৈতামহ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ হয়; এবং অনন্তর জাত পুত্র সেই বিভাগ অন্যথা করিয়া ভ্রাতা দিগের নিকট অংশ পাইতে পারেন।

৫। দায়ভাগের মতে পিতা স্বার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে পরে যে পুত্র জন্মায় সে কেবল পিতার অংশ পায়। পিতার স্বার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ সময় মাতা অজ্ঞাত গর্ব্ভা থাকিলে, পরে যে পুত্র জন্মায় সে ভ্রাতাদিগের নিকট অংশ পায়।

৬। দায়ভাগের মতে অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না; তাহার পত্নী দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতির তাহার অংশে অধিকার হয়।

৭। দায়ভাগের মতে অবিভক্ত দায়াদের পত্নী আপন পতির অংশে অধিকারিণী হইল সেই অংশ বিভাগ করিয়া লইবার কারণ নালিস করিতে পারে। (শিব প্রসাদ বঃ গঙ্গামণি 16 W R 291; সৌদামিনী বঃ যোগেশ চন্দ্র 2 Cal 262)।

৮। বঙ্গদেশে পিতার জীবনকালে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে দায়ভাগ মতে পিতার পুত্রহীনা পত্নী গণ সকলে সমাংশ প্রাপ্ত হয় (যদুনাথ বঃ বিশ্বনাথ 9 W. R.

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তিঅনুসারে মিতাক্ষরা মতে পুত্রহীনা এবং পুত্রবতী সকলে অংশ প্রাপ্ত হয়। (মহাবীর বঃ রামাদ সিংহ 12 B. L. R. 90)

৯। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার কালে মাতা বর্ত্তমান থাকিলে দায়ভা-

গের মতে বিভাগ কারী পুত্রগণের মাতা অংশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পুত্রহীনা বিমাতা অংশ প্রাপ্ত হয় না।

"পিতরি চোপরতে স্বোদরভ্রাতৃভির্ব্বিভাগে ক্রিয়মানে মাত্রেপি পুত্রসমাংশো দাতব্যঃ। সমাংশহারিণী মাতেতি বচনাৎ। মাতৃপদস্য জননী পরত্বাৎ ন সপত্নী মাতৃ পরত্বমপি। পিত্রাচ পুত্রেভ্যঃ সম বিভাগ দানে সর্ব্বপত্নীনামে ব পুত্র সমাংশতা কর্ত্তব্যা দায়ভাগ ৩ অ ২ প ২৯ ৩২"

১০। বিভাগ কালে মাতা অংশ লাভের অধিকারিণী হইলেও মাতা বিভাগের জন্য নালিস করিতে পারেন না।

১১। একমাত্র পুত্র পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইলে মাতা অংশ পাইতে পারেন না।

১২। যদি কোন ব্যক্তির বহু পত্নী থাকে এবং প্রত্যেকের গর্ব্ভজাত এক এক পুত্র রাখিয়া সেই ব্যক্তির লোকান্তর হয়; তাহা হইলে তাহার পুত্র গণ বিভক্ত হইলে তাহাদের জননীগণ অংশ প্রাপ্ত হয় না।

১৩। পৌত্রগণের বিভাগ কালে মূলধনীর পত্নীগণ পৌত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয়।

১৪। পুত্র এবং পৌত্রগণ বিভাগ করিয়া লইবার সময় মাত্র পুত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয়।

১৫। যদি পুত্রগণ কেহ জীবিত না থাকে এবং তাহাদের পুত্র অর্থাৎ মূলধনীর পৌত্রগণ বিভাগ করে তাহা হইলে পৌত্রগণ "অনেক পিতৃকাণান্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা" এই বচন অনুসারে স্ব স্ব পিতার অংশে তুল্যরূপে অধিকারী হয়। সুতরাং সকলে সমান অংশ প্রাপ্ত হয় না এমত অবস্থায় পৌত্রগণের মধ্যে সমবিভাগ হইলে যেরূপ অংশ হইত পিতামহী সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি পাঁচ জন পৌত্র থাকে তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি ছয় ভাগ

করিয়. পিতামহী এক ভাগ প্রাপ্ত হয় ; অবশিষ্ট পাঁচ ভাগে পৌত্রগণের অধিকার হয়।

১৬। কোন এক মৃত পুত্র বা পৌত্রের অংশে মাতা বা পিতামহী উত্তরাধিকারিণী হইলেও অপর পুত্রগণের বিভাগ কালে মাতা অংশ পাইতে পারেন। (জগমোহন বঃ সারদাময়ী 3 Cal 149 তঁরিত ভূষণ বঃ তারাপ্রসন্ন 4 Cal 756 ; রাই মণি বঃ পদ্ম মুখী 12 WR 409)

১৭। কেবল প্রপৌত্রগণের বিভাগ কালে প্রপিতামহী অংশ পাইতে পারে না।

১৮। মূলধনী অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম অর্জ্জন করে তাহার পুত্র প্রভৃতি বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই মূলধনীর পত্নী অংশ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু মূলধনীর মাতা অংশ প্রাপ্ত হয় না।

১৯। ভ্রাতৃ বিভাগ কালে অবিবাহিতা ভগিনী গণ শাস্ত্রানুসারে চতুর্থ অংশ পাইবার অধিকারী ; কিন্তু দায় ভাগের মতে ভগিনীর অধিকার স্বত্ব মূলক নহে ; তবে ভ্রাতা গণ অবিবাহিতা ভগিনী দিগের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেবাধ্য। অবিবাহিতা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতে ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ বিভাগের নালিস করিলে আবেদন পত্রে সেই সকল ভগিনী দিগের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা জন্য প্রার্থনা থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিভাগানধিকারী।

সর্ব্বেহি ধর্ম্মযুক্তা ভাগিনোদ্রব্যমর্হন্তি ; যস্ত্বধর্ম্মেণ দ্রব্যাণি প্রতিপাদয়তি (অপচয়তি) জ্যেষ্ঠোপি (ন কেবলং পিতা) তমভাগং কুর্ব্বীত। আপস্তম্বঃ।

পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকোজড়ঃ।
অন্ধোচিকিৎস্য রোগার্ত্তো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥
ঔরসক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎকৃত্যাঃ॥
অপুত্রাযোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্য।

Persons not entitled to share on partition.

শেষোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন জাতের টীকা প্রসঙ্গে মিতাক্ষরাকার বলেন "ক্লীবস্তৃতীয়া প্রকৃতিঃ; পতিতো ব্রহ্মহত্যাদিনা, তৎসুতঃ পতিতোৎপন্নঃ; পংগুঃ পাদবিকলঃ,উন্মত্তকঃ, জড়ো বিকলান্তঃ করণঃ হিতাহিতাবধারণ ক্ষম ইতি যাবৎ। অন্ধো নেত্রেন্দ্রিয়বিকলঃ; অচিকিৎস্য রোগার্ত্তঃ অপ্রতি সমাধেয়ক্ষয়াদিরোগগ্রস্তঃ; আদ্যশব্দেনাশ্রমান্তরগতপিতৃদ্বেষ্যু পপাতকি বধির মূক নিরিন্দ্রিয়াণাং গ্রহণং। যথাহ বশিষ্ঠঃ।

"অনংশাস্ত্বাশ্রমান্তরগতাঃ"।

নারদেনাপ্যুক্তং

"পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ সণ্ডোযশ্চস্যাদৌপপাতিকঃ।
ঔরসা অপিনৈতেং শংলভেরন, ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ"॥

মনুনাপি "অনংশৌক্লীব পতিতৌ জাত্যন্ধ বধিরৌতথা।
উন্মত্ত জড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ"॥

এতে ক্লীবাদয়ঃ অনংশা রিকৃথ ভাজো ন ভবন্তি কেবল মশনাচ্ছাদন দানেন ভর্ত্তব্যাঃ অভরণেতু পতিতত্ব দোষ;

"সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যামনীষিনা।
গ্রাসাচ্ছাদন মত্যন্তং পতিতোহ্যদদৎ ভবেৎ"॥
ইতি মনুস্মরণাৎ; অত্যন্তং যাবজ্জীবমিতর্থঃ।"

বিভাগের পূর্ব্বে দোষ প্রাপ্ত হইলে অনংশত্ব হয়; বিভাগের পরে পাতিত্য ব্যতীত দোষ হইলে স্বত্ব লোপ হয় না। বিভাগের পরে ঔষধ দানাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলে বিভাগানন্তর জাত পুত্রের ন্যায় অধিকার হয়;

পতিতাদি শব্দের পুংলিঙ্গত্ব অবিবক্ষিত; সুতরাং পত্নী দুহিতা মাতা প্রভৃতি পাতিত্যাদি দোষ যুক্তা হইলে তাহারা অধিকারী গণ্য হয় না।

পূর্ব্ব কালে ক্ষেত্রজ পুত্র অধিকারী গণ্য হইত; সুতরাং ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র তৎকালে অধিকারী হইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু অধুনা ক্ষেত্রজ পুত্র অধিকারী গণ্য হয় না; এবং ক্লীবের ঔরস পুত্র হওয়া অসম্ভব; তবে ক্লীবের দত্তক গ্রহণ সম্ভব হইলেও, অনংশের দত্তক পুত্র অধিকারী হইবার কোন শাস্ত্র নাই। পতিত এবং ক্লীব ব্যতীত আর সকল প্রকার দোষাশ্রিত ব্যক্তির ঔরস পুত্র নির্দ্দোষ হইলে অধিকারী হইতে পারে। দোষাশ্রিত ব্যক্তির দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে না।

Act XXI of 1850.

হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ নিবন্ধন পাতিত্য হইলেও ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে দায়াধিকার স্বত্ব লোপ হয় না। পাতিত্য হওয়ার পূর্ব্বজাত পুত্র নিরংশ হয় না। জন্মান্ধ প্রভৃতির পুত্র নির্দ্দোষ হইলে নিরংশ হয় না; মূল ধনীর সম্বন্ধে, জন্মান্ধের পুত্র আসন্ন অধিকারী হইলে, জন্মান্ধ ব্যক্তি মৃতবৎ গণ্য হয়; এবং তাহার পুত্র অধিকারী হয়। মূল ধনীর প্রপৌত্র অথবা দৌহিত্র যদি দোষাশ্রিত হয় তাহা হইলে সেই প্রপৌত্র বা দৌহিত্রের পুত্র স্ব পিতার স্থলা-ভিষিক্ত হইয়া অধিকারী হয় না। পিতামহের মৃত্যুর পরে জন্মান্ধ পুত্রের যদি পুত্র হয় তাহা হইলে সেই পুত্র দায়-ভাগের মতে অধিকারী হইতে পারে না (কালিদাস বঃ কৃষ্ণ-দাস 2 B. L. R. F. B. 118)

Blindness deafness must be congenital

জন্মাবধি অন্ধ বধির জড় বা মূক নাহইলে নিরংশ হয় না (মহেশচন্দ্র রায় বঃ চন্দ্রমোহন রায় 14 B. L. R. 273; পরেশমণি দাসী বঃ দিননাথ 1 B. L. R. A. C. 117)

দায়ভাগকার বলেন জাত পদের অন্ধ বধিরের সহিত মাত্র সম্বন্ধ আছে (৫ অ ৯ দায়ভাগ)।

Insanity need not be congenital

বঙ্গদেশের হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে জন্মাবধি উম্মত্ত না হইলেও পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুকালে যে উম্মাদ রোগগ্রস্ত থাকে সে অধিকারী হয় না (ব্রজভূকন লাল বঃ বিকন দোবে 9 B. L. R. 204; দ্বারিকানাথ বসাথ বঃ মহেন্দ্রনাথ বসাথ 9 B. L. R. 198)

সামান্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অধিকারী হইতে পারে; গলিত কুষ্ঠ রোগীর অধিকার হয় না (জনার্দ্দন বঃ গোপাল পাণ্ডুরাও 5 Bom 145 গলিত কুষ্ঠী ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন কখন বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না।

অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত বলিয়া কাহাকে অনংশী সাব্যস্থ করিতে হইলে তাহার রোগের অচিকিৎস্যতা বিশেষ রূপে প্রমাণ আবশ্যক। (ঈশ্বরচন্দ্র বঃ রাণীদাসী 2 W. R. 125)

পিতৃদ্বেষী অথবা উপপাতকী অধিকারী হয় কি না তৎ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে (কালিকাপ্রসাদ বঃ বদ্রিদাস 3 N. W. P. 297; জয়কুঙার বঃ ভিকারি S. D. of 1848 320 ভোলানাথ বঃ সবিত্রা 6 S. D. 62)

একবার স্বত্ব হইলে কোন দোষ বশতঃ স্বত্বলোপ হইতে পারেনা, (বালগোবিন্দ বঃ লালবাহাদুর S. D. of 1854 P. 124)

পিতার মৃত্যু সময় পুত্র কোন দোষ বশতঃ অধিকারী না হওয়ায় তাহার মাতা যদি অধিকারিণী হয় এবং পিতার মৃত্যুর পরে মাতার জীবন কালে সেই দোষ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পরে পুত্রের অধিকার হইতে পারে। মৃত ধনীর অন্য পুত্র থাকিলে সেই পুত্রগণ যদি

অধিকারী হয় এবং অনংশী ভ্রাতা দোষ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা উভয় মতে সেই ভ্রাতা অংশ পাইতে পারে। মিতাক্ষরা মতে তাহার স্বত্ব বিভাগানন্তর জাত পুত্রের ন্যায় হয়। কিন্তু মূল ধনীর মৃত্যুর পরে অনংশীর পুত্র হইলে, সেই পুত্রকে মৃত ধনীর পুত্র ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারীগণ, মৃত ধনীর সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয় না (কালিদাস বঃ কৃষ্ণদাস 2 B. L. R. 118)

আশ্রমান্তর অবলম্বন করিলে দায়াধিকার স্বত্ব লোপ হয় ; কিন্তু কলিকাতার হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বৈরাগী হইলেও উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত সম্বন্ধিধনে অধিকারী হইতে পারে (ত্রিলোকচন্দ্র বঃ শ্যামাচরণ 1 W. R. 209)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিভাগ প্রণালী।

প্রাচীন কালে বিষম বিভাগ শাস্ত্র সম্মত ছিল ; জ্যেষ্ঠতানুসারে পূর্ব্বজ ভ্রাতা গণ অধিক অংশ পাইবার বিধি ছিল। কিন্তু অধুনা মিতাক্ষরা অথবা দায়ভাগ মতে সম বিভাগ ব্যতীত বিষম বিভাগ হইতে পারে না। বিষম বিভাগ সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলেন "সত্য বিষম বিভাগ শাস্ত্রদৃষ্ট তথাপি লোক বিদ্বিষ্ট ; এই নিমিত্ত অকর্ত্তব্য; ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত কার্য্য লোক বিদ্বিষ্ট হইলে তাহা করা উচিত নহে।

Unequal partition prohibited

"অস্বর্গ্যং লোক বিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু।"

যথা, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদ পারগ ব্রাহ্মণ অতিথি হইলে—

"মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ"।

এই শাস্ত্র অনুসারে বৃহৎ বৃষ বা অজ বধ করা উচিত হইলেও তাহা করা রীতি নহে ; তথা বিষম বিভাগ শাস্ত্রোক্ত হইলে ও অননুষ্ঠেয়।" মিতাক্ষরা ১অ ৩প ৪

Share of father on partition

মিতাক্ষরা মতে পিতা জীবন কালে স্বার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে স্বয়ং দুই অংশ লইতে পারেন।

"দ্বাবংশৌ প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্মনঃ পিতা।"

এই স্মৃতি মিতাক্ষরা মতে পিতার স্বার্জ্জিত বিষয়ক। দায়ভাগের মতে উক্ত স্মৃতি পৈতামহ ধন বিষয়ক।

Partition of property acquired with a slight aid from joint family fund.

যৎকিঞ্চিৎ পিতৃ দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা কোন দায়াদ যে সম্পত্তি লাভ করে তাহাতে অর্জ্জক দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। (শ্রীনারায়ণ বঃ গুরুপ্রসাদ 6 W. R. 219 শিবদয়াল বঃ যদু নাথ 9 W. R. 61

Acquirer of lost property.

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সকলের সম্মতি অনুসারে নিজের ক্ষমতায় অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উদ্ধার কর্ত্তার সেই সম্পত্তি স্বার্জ্জিত ন্যায় গণ্য হয়। স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উদ্ধার কর্ত্তা অতিরিক্ত চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্ট দায়াদগণ সম বিভাগ করিয়া পায়।

অধুনা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই; সুতরাং সবর্ণাস বর্ণাগর্ভজাত পুত্রগণের যেরূপ বিভাগ নিয়ম আছে তাহার মীমাংসা অধুনা অনাবশ্যক।

Illegitimate sons of Sudras

শূদ্রগণের মধ্যে অপরিণীতা দাসী পুত্র অধিকারী হইতে পারে। পিতার জীবন কালে বিভাগ হইলে শূদ্রের দাসী পুত্র ঔরস পুত্রের সমান অংশ পায়; পিতার মৃত্যুর পরে বিভাগ হইলে ঔরস পুত্রের অর্দ্ধাংশ পায়; ঔরস পুত্র বা দৌহিত্র না থাকিলে দাসী পুত্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে।

All coparceners must be parties in a partition suit.

বিভাগ করিতে হইলে অবিভক্ত দায়াদ সকলের অবগতি মতে হওয়া আবশ্যক। বিভাগের নালিস করিতে হইলে অবিভক্ত দায়াদ সকলকে পক্ষ করা আবশ্যক। (প্রহ্লাদ সিংহ বঃ লক্ষ্মণবতী 12 W. R. 256.)

"সকৃদংশো নিপততি" এই শাস্ত্রানুসারে এক বারের অধিক বিভাগ হইতে পারে না; সুতরাং বিভাগের নালিস করিতে হইলে সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তি বিভাগের নালিস এককালীন করা কর্ত্তব্য। রতনমণি বঃ ব্রজমোহন 22 W. R. 333; শ্রীমতী পদ্মমণি বঃ জগদম্বা 6 B. L. R. 140.)

A partition suit must embrace the whole property.

আংশিক বিভাগ অর্থাৎ অবিভক্ত দায়াদগণের সম্পত্তির কিয়দংশ বিভক্ত এবং কিয়দংশ অবিভক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে; এতাদৃশ অবস্থায় বিভক্ত সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বতন্ত্র স্বত্ব হয়; কিন্তু অবিভক্ত সম্পত্তিতে সকলের স্বত্ব পূর্ব্ববৎ থাকে; সুতরাং মিতাক্ষরা মতে উভয় সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার থাকে। দায়াদগণের সম্পত্তির কিয়দংশ অবিভক্তাবস্থায় থাকিলেও তাহা বিভক্তবৎ গণ্য হইতে পারে; স্থাবর সম্পত্তি পরিচিহ্নিত করিয়া বিভাগ না করিলে বিভাগ হয় না এমত নহে। (আপুবিয়ার বঃ রাম সর্ব্বায়াণ 11 M. I. A. 75.)

বিভাগ কালে কোন সাধারণ সম্পত্তি নিহ্নুত থাকিলে পরে তাহা বিভাগ হইতে পারে; কিন্তু যে নিহ্নুত বলিয়া আবেদন করে তাঁহার উপর ক্রিয়া সাধনের ভার হয় (নারায়ণ বঃ নানা মনোহর 7 Bomb. A. C. 153.)

বিভাগ তঞ্চক মূলক হইলে সেই বিভাগ রহিতের নালিস চলিতে পারে (মারা বিশ্বনাথ বঃ গণেশ 10 Bomb. 444.)

লেখ্য পত্র ব্যতীত বিভাগ প্রমাণ হইতে পারে।

"বিভাগ ধর্ম্ম সন্দেহে দায়াদানাং বিনির্ণয়ঃ।
জ্ঞাতিভি র্ভাগলেখ্যেন পৃথক কার্য্য প্রবর্ত্তনাৎ ॥"

Evidence of partition

ইত্যাদি স্মৃতি অনুসারে পৃথক কার্য্য অর্থাৎ পৃথক গৃহ ক্ষেত্র ধর্ম্ম কার্য্যাদির দ্বারা বিভাগ প্রমাণ হইতে পারে। পৃথক অন্ন এবং পৃথক ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান প্রমাণ হইলেই বিভাগ

প্রমাণ হয় না। সম্পত্তির আয় দায়াদগণ বণ্টন করিয়া লওয়া প্রমাণ হইলেই দায়াদগণ বিভক্ত বলিয়া প্রমাণ হয় না (সনাতন বসাখ বঃ জগৎ সুন্দরী 8 M. I. A ;) বিভাগের অভিসন্ধি প্রমাণ না হইলে দায়াদগণ বিভক্ত বলিয়া প্রমাণ হয় না। (রামকৃষ্ণ বঃ শিবনন্দন 23 W. R. 412.) দায়াদগণের মধ্যে কেহ অপ্রাপ্তব্যবহার থাকিলে তাহার অংশ বন্ধু মিত্রের নিকট রাখা শাস্ত্রে বিধি আছে। প্রাপ্ত ব্যবহার দায়াদগণ অবিভক্ত সম্পত্তি অপচয় করিবার সম্ভব হইলে অপ্রাপ্ত ব্যবহারের পক্ষে বিভাগের নালিস চলিতে পারে।

পূর্ব্ব স্বামীর উইল অনুসারে বিভাগ নিষিদ্ধ হইলে সেই নিষেধ কোন কার্য্যকর হয় না (মুকুন্দ লাল বঃ গণেশ চন্দ্র 1 Cal 104 ; জীবন কৃষ্ণ বঃ রমানাথ 23 W. R. 297)

Agreement against partition how far binding

অবিভক্ত দায়াদগণ যদি এইরূপ চুক্তি করে যে তাহারা কখন বিভক্ত হইবেক না তাহা হইলে, যে যে ব্যক্তি চুক্তি করে তাহারা বিভাগ করিতে পারে না। অবিভক্ত দায়াদগণ বিভাগ না করিবার চুক্তি করিলেও তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ সেই চুক্তিতে বদ্ধ হয় না (6 I. L. R. 120)।

অবিভক্ত দায়াদগণ কখন বিভাগ নাকরিবার চুক্তি করিলেও একজন দায়াদ আপন স্বত্ব যদি বিক্রয় করে তাহা হইলে ক্রেতা বিভাগ করিয়া লইতে পারে (আনন্দ বঃ প্রাণ কৃষ্ণ 3 B. L. R. O. C. 14 ; অনাথ নাথ বঃ মাকিণ্টস 8 B. L. R. 60)

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ অংশ বা স্বত্বচ্যুত হইলে যে সময় সে জানিতে পারে সে সময়ে হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিস করিতে পারে (১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১২৭ প্রকরণ।

Reunion

দায়াদগণের মধ্যে একজন বিভক্ত হইলেও অপর

সকলে অবিভক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে। মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্ববাদী; সুতরাং মিতাক্ষরা মতে একজন দায়াদ বিভক্ত হইলে দায়াদগণের স্বত্বের সামুদায়িকত্ব নষ্ট হওয়া বলা যাইতে পারে; সুতরাং যে যে দায়াদ পূর্ব্ববৎ অবস্থায় থাকে তাহাদিগকে অবিভক্ত না বলিয়া সংসৃষ্ট বলা মিতাক্ষরা মতানুসারে সঙ্গত হয়; কিন্তু মিতাক্ষরাকার নিম্নোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচন অনুসারে সংসৃষ্টের লক্ষণ করিয়াছেন।

"বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ।
পিতৃব্যেণাথ বৈপ্রীত্যা স তু সংসৃষ্ট উচ্যতে॥"

মিতাক্ষরা কার বলেন, বিভক্ত ধন পুনঃ মিশ্রী কৃত করিলে সংসৃষ্ট হয়, সংসৃষ্ট ধনাধিকারীগণ সংসৃষ্টী বলিয়া উক্ত হয়; যে কোন ব্যক্তির সহিত সংসৃষ্টত্ব হয়না; কেবল পিতা ভ্রাতা এবং পিতৃব্য সংসৃষ্ট হইতে পারে

এই সম্বন্ধে দায়াদ ভাগ এবং মিতাক্ষরার কোন মতভেদ নাই।

বিভক্ত দায়াদ একত্র বাস অথবা একত্র বাণিজ্যাদি করিলেই সংসৃষ্ট গণ্য হয় না (প্রাণকৃষ্ণ বঃ মথুরমোহন 10 M. I. A. 403; গোপালচন্দ্র বঃ কেনারাম 7 W. R. 35; রামহরি বঃ ত্রিহিরাম শর্ম্মা 15 W. R. 412)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দত্তক এবং ঔরস পুত্রের বিভাগ।

Share of an adopted son.

দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে নিম্ন লিখিত বচনানুসারে দত্তক পুত্র তৃতীয়াংশ পায়।

"উৎপন্নেত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ স্মৃতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদন ভাগিনঃ॥" কাত্যায়নঃ।

উক্ত বচনে "চতুর্থাংশহরাঃ" এইরূপ পাঠ মিতাক্ষরায় আছে।

বঙ্গ দেশে দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে দত্তক পুত্র এক অংশ এবং ঔরস পুত্র দুই অংশ পায় (তারা মোহন বঃ কৃপাময়ী 9 W. R. 423.

বারাণসী প্রদেশের মতে দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে দত্তক এক অংশ এবং ঔরস পুত্র তিন অংশ পায়। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের মতে দত্তক পুত্র অনন্তর জাত ঔরস পুত্রের চতুর্থাংশ পায়; অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভাগ করিয়া চারি ভাগ ঔরস পুত্র এবং এক ভাগ দত্তক পুত্র প্রাপ্ত হয়। দত্তক মীমাংসার মতে দত্তক পুত্র অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ অর্থাৎ অষ্টম ভাগের এক ভাগ পায়।

দত্তক গ্রহণের পরে দুই ঔরস পুত্র জন্মাইলে বঙ্গ দেশের মতে সমস্ত সম্পত্তি পাঁচ অংশ হয়; তন্মধ্যে এক অংশ দত্তক; অবশিষ্ট অংশ ঔরস পুত্রদ্বয় প্রাপ্ত হয়। দুই ঔরস এবং এক দত্তক পুত্রের বিভাগ স্থলে বারাণসীর মতে সমস্ত সম্পত্তি সপ্ত ভাগ হয়; মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশে নয় ভাগ এবং দত্তক মীমাংসার মতে দ্বাদশ ভাগ হয়। দত্তক চন্দ্রিকার মতে নিম্নোদ্ধৃত বচনানুসারে শূদ্রদিগের মধ্যে পিতার অবর্ত্তমানে বিভাগ হইলে দত্তক এবং ঔরস তুল্যাংশ ভাগী হয়।

"দত্ত পুত্রে তথাজাতে কদাচি দৌরসো ভবেৎ।
পিতুর্ব্বিত্তস্য সর্ব্বস্য ভবেতাং সমভাগিনৌ॥"

মনু এবং যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতি অনুসারে শূদ্রদিগের দাসী পুত্র অধিকারী হয়; সেই সকল বচনের সহিত এক বাক্যতা করিয়া চন্দ্রিকাকার উল্লিখিত বৃদ্ধ গৌতম বচন শূদ্র দিগের অধিকার বিষয়ক এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। পরন্তু বঙ্গদেশে উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র গণের আচার ব্যবহার সমস্ত ব্রাহ্ম-

গের ন্যায়; উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র দিগের মধ্যে দাসীপুত্র বিষয়াধিকারী হওয়ার প্রথা কোথা দেখা যায় না; সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর শূদ্রদিগের মধ্যে দত্তকপুত্র ঔরসের তুল্য অংশ পাইতে পারে এমত বলার কোন কারণ নাই। ব্যবস্থাদর্পণ ১০৪১ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়।

বর্ত্তন।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, বিমাতা, পিতামহী, পুত্রবধূ উপায় হীনা দুহিতা এবং ভগিনী ইহারা সকলে অবশ্য প্রতিপাল্য।

Who are entitled to maintenance.

"বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যামনুরব্রবীৎ॥

পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণ না করিলে আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ হয়।

The maintaining of dependant relations is enjoined by the Shasters as the chief duty of a householder.

"মাতা পিতা গুরু র্ভার্য্যা প্রজাদীনা সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতো তিথিশ্চৈব পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥"
"ভরণং পোষ্য বর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং।
নরকং পীড়নেচাস্য, তস্মাৎ যত্নেন তত্তরেৎ॥
শক্তঃ পরজনে দাতা, স্বজনে দুঃখ জীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মঃ প্রতিরূপকঃ॥

ক্লীবত্বাদি দোষ জন্য যে ব্যক্তি বিষয়ের অধিকারী না হয় সে নিজ প্রাপ্য বিষয় হইতে বর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। নিরংশ ব্যক্তির পুত্রগণ নির্দ্দোষ হইলে বিষয়াধিকারী হয়। নিরং-

One who is excluded from inherit

tance is entitled to maintenance.

শের পত্নী স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বর্ত্তন পাইতে পারে।

("অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং (ক্লীবাদিনাং) ভর্ত্তব্যাঃ সাধু বৃত্তয়ঃ।
যাজ্ঞবল্ক্য।

His wife.

নিরংশের অমূঢ়া কন্যা পিতার দায়াদ গণের নিকট বিবাহ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তন পাইতে পারে; "সুতাশ্চৈষাং (ক্লীবাদিনাং) প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্ত্তৃসাং কৃতা" এই স্মরণ আছে।

দ্বিজাতিগণের দাসীপুত্র যাবৎ প্রাপ্ত ব্যবহার না হয় তাবৎ জনকের নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে। মিতাক্ষরা ১ অ ১২ প ৩)

দায়ভাগের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অপরিণীতা শূদ্রা গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে বর্ত্তন মাত্র পায়। দায়ভাগ ৯ অ ২৮।

দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে সেই দত্তক গ্রহণ যদি কোন কারণে অসিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই দত্তক বর্ত্তন মাত্র পায়।

পতিত এবং পতিতের পুত্র বর্ত্তন পায় কিনা তৎসম্বন্ধে মুনিদিগের মতভেদ আছে। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পতিত ব্যক্তি নিরংশ হইলে দায়াদ গণের নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পায় না এরূপ উক্ত নাই; কিন্তু বৌধায়ন ও দেবলের বচনে পতিত ব্যক্তি গ্রাসাচ্ছাদন পায়না উক্ত আছে। পরন্তু ১৮৫০ সালের ২১ আইন মতে অধুনা পতিত ব্যক্তির কোন স্বত্ব লোপ হয় না। সুতরাং পতিত বা পতিতাপত্যের বর্ত্তন সম্বন্ধীয় বচন সমূহ মীমাংসা অধুনা অনাবশ্যক।

যে ব্যক্তির নিকট বর্ত্তন শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্য তাহার কোন সম্পত্তি না থাকিলে তাহার নামে বর্ত্তনের নালিস চলিতে পারে কি না তাহা নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। মিতাক্ষরা মতে জন্ম-

নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয় ; সুতরাং পিতার জীবন কালে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ শ্বশুর দেবরাদি অবিভক্ত দায়াদ গণের নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে.(ললিত কুঙার বঃ গঙ্গা বিষ্ণু 7 N. W. P. 261)

Sons widow

বঙ্গদেশে পিতার জীবন কালে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের কোন স্বত্ব হয় না ; সুতরাং বঙ্গদেশের মতে পিতার জীবন কালে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ শ্বশুরের নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। কলিকাতা হাইকোর্টে (ক্ষেত্রমণি বঃ কাশিনাথ দাসের) মকদ্দমায় এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল ; ক্ষেত্রমণি শ্বশুরের গৃহে বাস করিলে তাহার শ্বশুর তাহাকে ভরণপোষণ করিতে সম্মত ছিল ; কিন্তু ক্ষেত্রমণি তাহাতে স্বীকার না হইয়া পিতৃগৃহে বাস করতঃ শ্বশুরের নামে বর্ত্তন পাইবার নালিশ করে। এইরূপ অবস্থায় বাদিনী শ্বশুরের নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে না অবধারিত হইয়াছে (2 B. L. R. A. C. 15) কিন্তু শ্বশুর মৃত পুত্রের পত্নীকে ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার হইলে শ্বশুরের নামে নালিস চলে কি না তাহা এই মকদ্দমায় মীমাংসা হয় নাই।

Mitakshera.

Dayabhaga

"বৃদ্ধৌ চ মাতা পিতরৌ স্বাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশু": এই বচন অনুসারে শিশু অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তানকে পিতা ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক সম্পত্তি থাকিলে জন্মনিবন্ধন পুত্রের সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব হয় ; সুতরাং প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার পরে অবিভক্ত থাকিলে সেই সম্পত্তির আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারী থাকে। কোন দোষ হেতু নিরংশ হইলেও আজীবন বর্ত্তন পায়। মিতাক্ষরা মতে দ্বিজাতিগণের দাসী পুত্র বর্ত্তন পায় (মাতুস্বামী বঃ বেঙ্কটেশ্বর 2 P. C. J. 345.)

Minor son

দায়ভাগের মতে পুত্র নিরংশ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার পরে বর্ত্তন পাইতে পারে; কিন্তু পিতার কোন সম্পত্তি না থাকিলেও পূর্ণ বয়স্ক পুত্র জন্মান্ধতাদি হেতু অক্ষম হইলে বর্ত্তন পাইতে পারে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কিছু কালের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে পিতার নিকট বর্ত্তন পায় না (প্রেমচাঁদ বঃ হুলাস 4 B.L. R. 23.)

প্রাপ্ত বয়স্ক জারজ পুত্র বর্ত্তন পায় না। (রাজা নীলমণি বঃ বানেশ্বর 4 Cal. 91.) পিতা অথবা মাতা নিরাশ্রয় অবস্থায় দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুত্র বা কন্যাকে পরিত্যাগ করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৩১৭ ধারা অনুসারে শাস্তি হইতে পারে।

Wife's right to maintenance.

পতির সম্পত্তি না থাকিলেও পত্নী বর্ত্তন পাইবার জন্য পতির নামে নালিস করিতে পারে। বিবাহের সময় হইতে পত্নীর ভরণ পোষণ জন্য পতির দায়িত্ব হয়; বিবাহের পরে গর্ভাধান সংস্কার পর্য্যন্ত দেশাচার অনুসারে পত্নী পিতৃ গৃহে থাকিলেও পতির নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে। (রাসায়ন বঃ কণ্ডুমাল মান্দ্রাজ সদর আদালতের নিষ্পত্তি।)

পতি জন্মান্ধতাদি দোষ বশতঃ অনংশ হইলে পতির স্বত্বে যাহারা অধিকারী হয় তাহাদের নামে পত্নী বর্ত্তন পাইবার জন্য নালিস করিতে পারে। পতির মৃত্যুর পরে পতির স্বত্বে যে অধিকারী হয় তাহার নামে পত্নী বর্ত্তন পাইবার নালিস করিতে পারে।

Wife must live in the house of her husband.

পূর্ণবয়স্কা পত্নী পতিগৃহে বাস করিতে বাধ্য; এবং পতি গৃহে বাস করিলে পতির নিকট পত্নী গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে। কিন্তু আইন সঙ্গত কারণ ব্যতীত পতি গৃহ পরিত্যাগ করিলে পত্নী বর্ত্তনের নিমিত্ত পতির নামে নালিস করিতে পারে না (কল্যাণেশ্বরী বঃ দ্বারকানাথ শর্ম্মা 6 W. R. 116)

পতি নিতান্ত অন্যায়াচরণ না করিলে পত্নী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না ; পতি অন্যদার পরিগ্রহ করিলে পত্নী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না (বীরস্বামী বঃ আপ্পাস্বামী। Mad 373)

Except in case of gross ill treatment.

পতি স্বৈরিণী সহবাস করিলে পত্নী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পরন্তু ক্রমাগত স্বৈরিণী সহবাস করিলে পাতিত্য হয় ; স্বামী পতিত হইলে পত্নী তাহার সহবাস করিতে বাধ্য নহে ; "পতিস্থ পতিতং ভজেৎ" এই শাস্ত্র আছে। পতি যবনাভিগমন করিলে পত্নী তাহার সহবাস করিতে বাধ্য নহে। (লালগোবিন্দ বঃ দৌলাত বতী 14 W. R. 451)

পতি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পতিসহবাস করা পত্নীর ইচ্ছাধীন (১৮৬৬ সালের ২১ আইন) ।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পতিত ব্যক্তি বিষয়াধিকারী হয় না ; পতিত ব্যক্তির স্বত্বে যাহারা অধিকারী হয় তাহাদিগের নিকট পতিতের পত্নী বর্ত্তন পাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে পতিত ব্যক্তি দায়াধিকারী হইতে পারে ; এবং তাহার কোন স্বত্ব লোপ হয় না। এই নিমিত্ত বোধ হয় যে পতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে পত্নী তৎ সহবাস করিতে অসম্মত হইলেও পতির নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে।

Wife not bound to live with a husband who has become a convert to christianity

পত্নী দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে বর্ত্তন পাইবার অথবা স্বামীগৃহে পুনঃ গৃহীত হইবার জন্য নালিস করিতে পারে না। (ইলাতা সবিত্রী বঃ নারায়ণ 1 Mad. H.C. 372) ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ত্যাগের বিধি আছে।

Unchastity.

"অস্বচ্ছন্দগামিহি যা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
নচৈব স্ত্রীবধঃ কার্য্যো নচৈবাঙ্গ বিকর্ত্তনং॥"

দুশ্চরিত্রা পত্নীকে, জীবন ধারণোপযোগী বৎ কিঞ্চিৎ দিয়া পতি নিৰ্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে (হোনায় বঃ ঠিমানা ভট্ট 1 Bomb. L. R. 559) দুশ্চরিত্রা পত্নী অধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না করিলে কিছুমাত্র বর্তন পাইতে পারে না, (মহারাণী বসন্তকুমারী বঃ মহারাণী কমল কুমারী 7 S. D. 144)

স্বামীর সম্মতি মতে পত্নী পিতৃগৃহে গমন করিলে পত্নী যখন ইচ্ছা পুনরায় পতিগৃহে আসিয়া বাস করিতে পারে। পতি তাহাতে সম্মত না হইলে পত্নী বর্তন পাইবার নালিস করিতে পারে (নিতাই লাহা বঃ সুন্দরী দাসী 9 W. R. 475)

Wife can pledge her husband's credit for her maintenance.

পতি ভরণ পোষণ না করিলে পত্নী ঋণ করিয়া জীবন ধারণ করিলে পতি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় ১৮৭১ সালের ৯ আইন।

পতির মৃত্যুর পরে শ্বশুর গৃহে বাস করিবার বিধান যদিও শাস্ত্রে আছে কিন্তু সকল স্থলে শ্বশুরগৃহে বাস করা যুবতী বিধবার পক্ষে বিধেয় নহে; সুতরাং পতির মৃত্যুর পরে পিতৃগৃহে বাস করিলেও পত্নী দায়াদগণের নিকট বর্তন পাইতে পারে। (পৃথীসিংহ বঃ রাণী রাজকুঙারী 12 B. L. R. P. C. 238)

"নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি" এই শাস্ত্র আছে; সুতরাং বিধবা হইলেও পত্নী কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীত আপন ইচ্ছায় পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। (রঙ্গ বিনায়ক বঃ যমুনাবাই 3 Bomb. L. R. 44) সঙ্গত কারণ ব্যতীত মৃত দায়াদের পত্নী শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিলে শ্বশুরাদির নিকট স্বল্পমাত্র বর্তন পাইতে পারে (অনন্তায়া বঃ সাবিত্রী)।

পতির উইলে যদি নির্ব্বন্ধ থাকে যে পতিগৃহে বাস না করিলে বর্ত্তন পাইবেনা তাহা হইলে পত্নী তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়; এবং তাহার অন্যথা করিলে বর্ত্তন পায় না (বামাসুন্দরী বঃ পদ্মমণি S-D. of 1859, 457)

পতির গৃহে বাস করিতে পত্নীর স্বত্ব আছে; পতির উত্তরাধিকারী অথবা উত্তরাধিকারীর নিকট মৃত পতির বাস গৃহ ক্রয় করিয়া মৃতধনীর পত্নীকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে না (মঙ্গলা দেবী বঃ দিননাথ বসু 4 B. L. R. 72) স্ত্রী বা পুরুষ যে মৃতধনীর সম্পত্তির অধিকারী হয় সেই মৃতধনীর অবশ্য প্রতিপাল্য বর্গ ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য (গঙ্গা বঃ জীবী 1 Bor 384) রাজা কোন ব্যক্তিকে দণ্ড করিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিলে সেই ব্যক্তির পোষ্য বর্গ বর্ত্তন পায় (গোলাপ কুঙার বঃ বারাণসীর কালেকটর 4 M. I. A. 246)

বিনা দোষে পরিত্যক্তা হইলে স্বামীর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি স্ত্রী ভরণ পোষণ জন্য পাইতে পারে।

দুহিতা পিত্রালয়ে বাস করিলে বর্ত্তন পায়, অতত্র বর্ত্তন পায় না (ইলাতা বঃ ইলাতা 1 Mad 372)

Amount of maintenance.

কেবল সম্পত্তির আয় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তনের পরিমাণ ধার্য্য হইতে পারে না। সামাজিক পদমর্য্যাদা রক্ষা এবং অবস্থানুসারে ভরণ পোষণ জন্য যে পরিমাণ বর্ত্তন আবশ্যক তদনুসারে বর্ত্তনের পরিমাণ ধার্য্য হওয়া উচিত; কেবল সম্পত্তির আয় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তনের পরিমাণ ধার্য্য করিলে মিতব্যয়, এবং পরিশ্রম দ্বারা পিতা অর্থ উপার্জ্জন করতঃ স্বয়ং যে অবস্থায় বাস করে, পুত্র পৃথক হইয়া তদপেক্ষা সচ্ছন্দে থাকিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ পদমর্য্যাদা বিবেচনায় যে অবস্থায় থাকা উচিত, সেই অবস্থায়

থাকিতে যতদূর ব্যয় হওয়া সম্ভব সম্পত্তির আয় বিবেচনা করিয়া তাহার অতিরিক্ত না হইলে সেই পরিমাণ বর্ত্তন পাইবার ডিক্রি হইতে পারে (ঠাকুর বঃ ঠাকুর 9 B. L. R. 413 ; ভগবান চন্দ্র বঃ বিন্ধ্যবাসিনী 6 W. R. 286)

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ লোকান্তর হইলে তাহার পত্নী পতিযোগ্যাংশের আয় অপেক্ষা অধিক বর্ত্তন পাইতে পারে না। (মাধবারাও বঃ গঙ্গাবাই 2 Bomb L. R. 639)

বস্ত্র অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি যাহাতে আয় হয় এমত স্ত্রীধন থাকিলে সেই স্ত্রীধনের আয়ের দ্বারা যদি ভরণ পোষণ না হয় তাহা হইলে ভরণপোষণ নিমিত্ত অতিরিক্ত যে পরিমাণ আবশ্যক সেই পরিমাণ বর্ত্তন পাইতে পারে (শিবদাই বঃ দুর্গা প্রসাদ 4 N. W. P. 63)

বর্ত্তনের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি যে সম্পত্তি পাইয়া অপচয় করে সে আর বর্ত্তন পাইবার নিমিত্ত নালিস করিতে পারে না (সাবিত্রী বাই বঃ লক্ষ্মী বাই 2 Bomb L. R. 573)

Rate of maintenance may be varied if there be a change of circumstances.

বর্ত্তনের পরিমাণ একবার ধার্য্য হইলেও পরে সম্পত্তির অবস্থা বিবেচনায় আদালত হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। (ককা বাই বঃ গাঁদা বাই 1 All 594) বর্ত্তনের স্বত্ব বিক্রয় হয় না। (ভৈরব চন্দ্র ঘোষ বঃ নবচন্দ্র ঘোষ 5 S. W. R. 111)

Criminal Procedure Code sec 488

সম্পত্তি থাকা সত্ত্বে পত্নী অথবা ঔরস বা জারজ সন্তানের ভরণ পোষণ না করিলে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা কোন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট মাসিক ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ভরণ পোষণার্থ দিবার কারণ আদেশ দিতে পারেন। পতি অথবা পিতার উপর ঐ ধারা অনুসারে বর্ত্তন দিবার আদেশ হইলে, সে যদি তাহা প্রতিপালন না করে তাহা

হইলে আদালত দণ্ডের ন্যায় সেই টাকা আদায় করিয়া আবেদন কারী পত্নী অথবা অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের অভিভাবককে দিতে পারেন। পতি অথবা পিতার অবস্থানুসারে মাজিষ্ট্রেট বর্ত্তনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। বম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পূর্ব্বে দাবি না করিয়াও অতীত কালের বর্ত্তন পাইবার নালিস চলিতে পারে (জীবী বঃ রামজি 3 Bomb L. R. 207.)

কোন বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বে মৃতধনীর পত্নী পতির আত্মীয়গণের অমতে পিত্রালয়ে বাস করতঃ পরে অতীত কালের বর্ত্তন এবং ভাবী কালের বর্ত্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্থের নালিস করিলে যদিও ভাবী কালে বর্ত্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্থ হয় কিন্তু অতীত কালের বর্ত্তন নিমিত্ত ডিক্রী আদালতের ইচ্ছাধীন (যাদুমণি দাসী বঃ ক্ষেত্রমোহন শীল ব্যবস্থাদর্পণ ৩৩৫ পৃঃ)।

Jurisdiction of Small cause courts in respect of suits for maintenance

ছোট আদালতে বর্ত্তনের নালিস চলিতে পারে; এবং ছোট আদালত ভাবী কালের বর্ত্তন জারির দ্বারা আদায়ের আদেশ দিতে পারেন (রামচন্দ্র দিক্ষিত বঃ সবিত্রা বাই 4 Bomb. 73) বর্ত্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্থের নালিস ছোট আদালতে চলে না (ভগবান চন্দ্র বসু বঃ বিন্ধ্যবাসিনী 6 W. R. 286.)

Claim to mainten. ance how far a charge on the property of the person bound to maintain

অবশ্য পোষ্যবর্গের বর্ত্তন নিমিত্ত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত থাকে কি না তাহা তর্কের স্থল। বর্ত্তন সম্বন্ধে যে সকল স্মৃতিবচন আছে তদনুসারে সমস্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের ব্যাঘাত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দান বিক্রয় অসিদ্ধ হয় এরূপ কোন বচন নাই। কোন সম্পত্তির উপর বর্ত্তনের দায় থাকার বিবরণ অপ্রকাশ থাকিলে যদি কেহ সেই সম্পত্তি সরল

ন্তাবে মূল্য দিয়া ক্রয় করে তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আর বর্ত্তন আদায় হইতে পারে না। (শ্রীমতী ভগবতী বঃ কানাইলাল মিত্র 8 B. L. R. 225. ; মহারাণী অম্বিরাণী নারায়ণ কুমারী বঃ সোনামালি 1 Cal. 365.)

A charge can be created by the decree of a Court or by a deed

বর্ত্তনের নিমিত্ত পূর্ব্বকৃত নালিস ও ডিক্রি অনুসারে যে সম্পত্তি দায় সংযুক্ত থাকে তাহা, বিক্রয় করিলে ক্রেতা সেই বর্ত্তন দিতে বাধ্য হয়। বিক্রয়ের পূর্ব্বে, ডিক্রি দ্বারা, সম্পত্তি দায় সংযুক্ত না থাকিলে ক্রেতা বর্ত্তন দিতে বাধ্য হয় না। বস্তুতঃ পোষ্যবর্গের বর্ত্তন মৃতধনীর ঋণের ন্যায় গণ্য হয়। লেখ্যপত্র অথবা জয়পত্রের দ্বারা সেই ঋণ জন্য মৃতধনীর সম্পত্তি দায়সংযুক্ত না হইলে উত্তরাধিকারী মৃতধনীর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে; যে ঋণের জন্য সম্পত্তি দায়সংযুক্ত না থাকে সেই ঋণ বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আদায় হইতে পারে না।

মৃতধনীর উইলের নির্ব্বন্ধ অনুসারে সম্পত্তি দায়সংযুক্ত হইতে পারে (প্রসন্ন কুমার বঃ বারবোসা 6 W R 253) সম্পত্তির অধিকারী লেখ্যপত্রের দ্বারা কোন সম্পত্তি দায়-সংযুক্ত করিয়া দিলে সেই সম্পত্তি হইতে বর্ত্তন আদায় হইতে পারে (হীরালাল বঃ কৌশল্যা 2 Agra 42) আবোদি বেগম বঃ আশারাম 2 All 162)

পোষ্যবর্গের বর্ত্তন পাইবার স্বত্ব থাকা জানিয়া যদি কেহ কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তাহা হইলে সেই বর্ত্তন বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আদায় হইতে পারে আদালত এইরূপ এক মকদ্দমায় অবধারণ করিয়াছিলেন (8 B. L. R 229) কিন্তু পরে আর এক মকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে আদালতের ডিক্রী অথবা পূর্ব্বাধিকারীর লিখিত দলিল ব্যতীত বর্ত্তন জন্য বিক্রীত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত হইতে পারে না।

(জগন্নাথ সামন্ত বঃ মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী) 20 W. R. 126 ; গোলক চন্দ্র বঃ অহল্যা দাই 25 W. R. 100.)

অধিকারী ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অথবা অধিকারি ব্যক্তির নামে ডিক্রি জারিতে সম্পত্তি নিলাম হইবার উপক্রম হইলে পূর্ব্ব অধিকারীর পত্নী অথবা অন্য কোন অবশ্য প্রতিপাল্য ব্যক্তি যদি আপত্তি উত্থাপন করে ; এবং যদি বিক্রয়ের পূর্ব্বে ক্রেতা জানিতে পারে যে অধিকারি ব্যক্তি, পোষ্যবর্গদিগের বর্ত্তনের স্বত্ব লোপ করিবার অভিপ্রায়ে,বিক্রয় করিতেছে তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি বর্ত্তনের জন্য দায়ী হয় ; ক্রেতা পোষ্যবর্গের বর্ত্তনের স্বত্ব থাকার বিষয় অবগত হইলে কেবল তন্নিবন্ধন বিক্রীত সম্পত্তি দায় সংযুক্ত হয় না। বিক্রেতা পোষ্য র্গকে প্রতারণা করিবার মানসে বিক্রয় করিতেছে জানিয়া ক্রয় করিলে ক্রেতা দায়ী হয় (লক্ষ্মণ রাম চন্দ্র বঃ সত্য ভামা বাই 2 Bomb L. R. 494)

A purchaser of property from the person who is bound to maintain does not become liable simply on the ground that he had notice of the claim to maintenance before purchase.

বর্ত্তনের দায় অপেক্ষা ঋণ দায় অগ্রগণ্য। পূর্ব্বাধিকারীর ঋণ দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রীত সম্পত্তি বর্ত্তন জন্য দায়ী থাকে না। মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী বঃ সোনামালি 1 Cal 365) পৈতৃক ব্যবসায়ের আয় হইতে যে সম্পত্তি ক্রয় হয় সেই ব্যবসায়ের ঋণদায়ে তাহা বিক্রয় হইলে পোষ্য বর্গের বর্ত্তন জন্য দায়ী থাকে না (জহুরা বিবি বঃ গোপাল মিশ্র 1 Cal 470 লক্ষ্মণ বঃ সত্যভামা 2 Bomb L. R. 494)

Priority of debts due by the original owner

মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদের স্বার্জ্জিত সম্পত্তি থাকিলে সেই স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার হয়। স্বার্জ্জিত সম্পত্তির আয় হইতে ভরণ পোষণ সম্ভব না হইলে

পত্নী অবিভক্ত দায়াদ গণের নিকট বর্ত্তন পাইতে পারে। (শিব দাই বঃ দুর্গা প্রসাদ 4 M. W. P. 63)

দায়াদগণ কিয়দংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বর্ত্তনের নিমিত্ত পূর্ব্ব স্বামীর পত্নী প্রথমতঃ দায়াদগণের নামে নালিস না করিয়া ক্রেতার নামে নালিস করিতে পারে কি না তাহা নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। (গোলক চন্দ্র বঃ অহল্যা 25 W. R. 100)

Liability of donee and devisee to maintain those whom the donor was bound to maintain.

মৃত ধনীর উইল অথবা দানপত্র অনুসারে যে ব্যক্তি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সে মৃতধনীর পত্নীর বর্ত্তন দিতে বাধ্য (কমল মণি বঃ রামনাথ যমুনা বঃ মাচুল সাঁহু 2 All 315)

পত্নী বর্ত্তন পাইবে না এরূপ স্পষ্ট লিখিত থাকিলে পত্নীর বর্ত্তনের জন্য মৃতধনীর সম্পত্তি দায়ীহওয়া সম্ভব বোধ হয়। যে বর্ত্তন অবশ্য দেয় তাহা উইলের দ্বারা ছেদ হইতে পারে না।

বর্ত্তন জন্য সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে বর্ত্তন ভোগীর মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তিতে পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব হয় (অদ্বৈত বঃ মকুনা নারায়ণ 22 W. R. 225 5 Cal 113)

বর্ত্তন ভোগীকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় 9 M. I. A. 55।

একাদশ অধ্যায়।

মিতাক্ষরা মতে দায়াধিকার ক্রম।

মিতাক্ষরামতে অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। পুত্র পৌত্র অথবা প্রপৌত্র

থাকিলে জন্ম নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব উৎপন্ন হয়; পুত্রাদির সহিত অবিভক্তাবস্থায় মৃত্যু হইলে পিতার সম্পত্তিতে কেবল তৎকাল জীবি পুত্রাদির স্বত্ব থাকে; পরন্তু যাবৎ বিভাগ না হয় তাবৎ কোন পুত্রের অথবা কোন পৌত্রের অংশ কত তাহা বলা যায় না। পুত্রগণের মধ্যে কেহ বিভাগের পূর্ব্বে অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়; এবং তৎকাল জীবি অন্যান্য ভ্রাতা ও মৃত পিতৃক ভ্রাতৃ পুত্র প্রভৃতি অবিভক্ত দায়াদগণের অংশ বৃদ্ধি হয়। বিভাগের পূর্ব্বে পুত্রগণের মধ্যে কাহার সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহার অংশ হ্রাস হয়। বিভাগের সময় মুলধনীর সহিত সম্বন্ধ বিবেচনায় পুত্র পৌত্রাদির অংশ নিরূপিত হয়। পুত্রগণ সকলে পিতৃধনে সমাংশ পায়; কোন পুত্র বিভাগের পূর্ব্বে সন্তান রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার সেই সন্তানগণ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার অংশ প্রাপ্ত হয়। বিভাগের পূর্ব্বে মুলধনীর কোন পুত্র এবং পৌত্রের মৃত্যু হইলে সেই পুত্র এবং পৌত্রের বংশজাত প্রপৌত্র যে বিভাগের সময় বর্ত্তমান থাকে সেই পুত্রের অংশ প্রাপ্ত হয়। মূলধনীর জীবন কালে পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রের মৃত্যু হইলে সেই প্রপৌত্রের পুত্র মৃতধনীর সম্পত্তি পায় না। যদি কোন ব্যক্তি তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় এবং সেই তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র, সন্তান না রাখিয়া, বিভাগের পূর্ব্বে, লোকান্তর হয় তাহা হইলে বিভাগের সময় যে দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকে তাহারা তুল্যাংশে সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়; প্রথম পুত্র, সন্তান না রাখিয়া লোকান্তর হইবার সময় যদি দ্বিতীয় পুত্র জীবিত থাকে এবং তৃতীয় পুত্র তৎপূর্ব্বে তিন সন্তান রাখিয়া লোকান্তর হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় পুত্র সমস্ত সম্পত্তির

According to mitakshera a son becomes co-owner with the father from the date of his birth; and the right of a coparcenor is extinguished by death.

Succession by survivorship.

অর্দ্ধাংশ এবং তৃতীয় মৃত পুত্রের তিন পুত্র বিভাগের সময় অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়।

Self acquired property of a deceased coparcenor devolves on heirs.

অবিভক্ত দায়াদের স্বার্জ্জিত সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্রাদির অভাবে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির অধিকার হয়; স্বার্জ্জিত সম্পত্তি রাখিয়া অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে দায়াদগণের তাহাতে স্বত্ব হয় না।* অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে অবিভক্ত সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব লোপ হয়; এবং তৎকালে অন্য যে যে অবিভক্ত দায়াদ বর্ত্তমান থাকে তাহারা অবিভক্ত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়।

বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে

"পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ॥
এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্য্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

এই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে পত্নী দুহিতা দৌহিত্র মাতা পিতা ভ্রাতাভ্রাতৃপুত্র গোত্রজ বন্ধু শিষ্য সহাধ্যায়ী ইত্যাদির যথাক্রমে স্বত্ব হয়।

The conflicting texts regarding the heritable right of widow.

যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে অপুত্র অর্থাৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিত ব্যক্তির ধনে পত্নীর অধিকার হয়; পরন্তু পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে মুনি দিগের বিরুদ্ধ মত আছে। সেই সমস্ত বিরুদ্ধ মত সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলেন যে শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা ভার্য্যা ব্যতীত পত্নী বলিয়া উক্ত হইতে পারে না; ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে পতিশব্দের উত্তর যজ্ঞ সম্বন্ধ বুঝাইতে ন আগম হয়। পত্ন্যধিকারের বিরুদ্ধ বচনে পত্নী শব্দ প্রয়োগ কোথাও নাই; স্ত্রীযোষিৎ ইত্যাদি

শব্দ ব্যবহৃত আছে। এই নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার বলেন যে কেবল শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী যাহার সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধ আছে সেই পত্নী অপুত্রক বিভক্ত দায়াদের ধনাধিকারিণী হয়; তদ্ভিন্ন অন্য স্ত্রীগণ বর্ত্তন মাত্র পায়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অবিভক্ত ধন বিভাগ এবং সংসৃষ্ট ধন বিভাগ স্বতন্ত্র প্রকরণে উক্ত থাকায় মিতাক্ষরাকার বলেন যে "পত্নী দুহিতরশ্চৈব" এই বচনানুসারে ধনাধিকার কেবল বিভক্ত এবং অসংসৃষ্ট ধন বিষয়ক।

According to Mitakshera widow and daughter inherit only when the deceased has no surviving coparcenor.

বস্তুতঃ অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীলোক কোন প্রকারে সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত এমত বোধ হয় না। মনু বলিয়াছেন।

"ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তেসমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনং॥"

বৌধায়ন স্মৃতিতে, স্পষ্ট উক্ত আছে যে দায়াধিকার সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির আদৌ স্বত্ব নাই।

"নদায়ং নিরিন্দ্রিয়া অদায়াশ্চ স্ত্রীয়োমতাঃ।"

অধুনাপি বঙ্গদেশের এবং বারাণসী প্রদেশের মতে বিশেষ বাচনিক প্রমাণ ব্যতীত স্ত্রীলোকের দায়াধিকার হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পত্নী শব্দ যদিও এক বচনান্ত আছে কিন্তু মৃতধনীর বহু পত্নী থাকিলে সকলে সমান অংশ পায় মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন "একবচনঞ্চ জাত্যভি, প্রায়েন অতশ্চবহ্বশ্চেৎ সমান জাতীয়া বিজাতীয়াশ্চ বাংশং বিভজ্য ধনং গৃহ্নন্তি" ২ অ, ১ প (এই অংশ কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদে নাই।)

Unmarried daughter.

পত্ন্যভাবে অনূঢ়া কন্যার অধিকার হয়।
পত্নী ভর্ত্তৃধনহরী যা স্যাদব্যভিচারিণী।
তদভাবেতু দুহিতা যদ্যনূঢ়া ভবেত্তদা" কাত্যায়নঃ॥

"স্ত্রীধনং দুহিতৃণাম প্রত্তানাম প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতম স্মৃতি যদিও স্ত্রীধনবিষয়ক কিন্তু মিতাক্ষরা মতে এই স্মৃতি অনুসারে অনূঢ়া কন্যাভাবে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্ধন। অনপত্যা দুহিতা, তদভাবে প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ সম্পত্তি শালিনী পুত্রবতী দুহিতা অধিকারিণী হয়। বিধবা কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে কিন্তু মিতাক্ষরায় তাহা স্পষ্ট লিখিত নাই। (গোকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B. L. R. 405)

Married daughter

যাজ্ঞবলক্য বচনে দুহিতার অধিকারের পরে দৌহিত্রের অধিকার হয় এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু দুহিতরশ্চ এই স্থানে চ থাকায় নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণু ও মনু বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া সর্ব্ব দুহিত্রভাবে দৌহিত্রের অধিকার মিতাক্ষরাকার স্বীকার করিয়াছেন।

অপুত্র পৌত্রে সন্তানে দৌহিত্রাধনমাপ্নুয়ুঃ।
পুর্ব্বেষান্তু স্বধাকারে পৌত্রাদৌহিত্রকামতাঃ। বিষ্ণুঃ॥
অকৃতা বা কৃতাবাপি যংবিন্দেৎসদৃশাৎ সুতং।
পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডংহরেদ্ধনং॥ মনুঃ।

দৌহিত্রগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয়। পৌত্রগণের যেরূপ পিতার অংশে "অনেক পিতৃকাণাস্তু পিতৃতো ভাগ কল্পনা" এই বচন অনুসারে অধিকার হয়; দৌহিত্রগণের সেইরূপ মাত্রনুসারে ভাগ কল্পনা হয় না; অনেক মাতৃকাণাং মাতৃতো ভাগকল্পনা এইরূপ কোন বিশেষ শাস্ত্র নাই; সুতরাং সকলে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। এক কন্যার চারি পুত্র আর এক কন্যার এক পুত্র থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হয়; এবং প্রত্যেক দৌহিত্র এক এক ভাগ পায়।

Daughter's son.

দৌহিত্রভাবে মিতাক্ষরা মতে মাতার অধিকার হয়। যাজ্ঞবলক্য বচনে পিতরৌ শব্দ মাত্র আছে। কিন্তু তদ্দারা

মাতার অধিকার পিতার পূর্ব্বে হয় কিংপরে হয় তাহা জানা যায় না। মিতাক্ষরাকার বলেন মাতাচ পিতাচ এই দুই শব্দ সমাস হইয়া পিতরৌ পদ হইয়াছে; বিগ্রহ বাক্যে মাতা শব্দের প্রথম প্রাপ্তি হেতু পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার হয়। মিতাক্ষরাকার আরও বলেন যে পিতা এবং মাতা উভয়ের মধ্যে মাতার সহিত যেরূপ নিকট সম্বন্ধ পিতার সহিত সেরূপ নহে; সুতরাং অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এই মনুস্মরণ অনুসারে পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার হয়। Mother.

মাতার অভাবে পিতার অধিকার হয়। Father.

পিত্রভাবে সোদার ভ্রাতার অধিকার হয়; তদভাবে অসোদর ভ্রাতার অধিকার হয়। সোদর ভ্রাতারূপ নিকট সপিণ্ড থাকিতে ভিন্ন মাতার গর্ভজাত অসোদরভ্রাতা অধিকারী হইতে পারে না। Uterine brother Step brother.

অসোদর ভ্রাতার অভাবে সোদর ভ্রাতৃ পুত্রের তদভাবে অসোদর ভ্রাতৃ পুত্রের অধিকার হয়। ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয় না। Brother's sons.

ভ্রাতৃপুত্রাভাবে যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে গোত্রজ এবং বন্ধুর অধিকার হয়। মিতাক্ষরা মতে গোত্রজ শব্দে সগোত্র সপিণ্ড সমানোদক বুঝায়; এবং বন্ধু শব্দে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড বুঝায়। "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এই মনুস্মৃতি অনুসারে মিতাক্ষরামতে সগোত্র সপিণ্ড সমানোদক এবং ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডদিগের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যাসন্ন সেই অধিকারী হয়; সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থ নির্ণয় ব্যতীত অধিকারি ক্রম নির্ণয় হইতে পারে না। ব্যবহার অধ্যায়ে বিজ্ঞানেশ্বর সপিণ্ড শব্দের কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই; বস্তুতঃ আচার অধ্যায়ে Who are gotrajas.

সপিণ্ড শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, ব্যবহার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দায়ভাগের মতে দায়াধিকার সম্বন্ধে সপিণ্ডতা ত্রৈপুরুষিক; যে তিন পুরুষের সহিত মৃতধনীর পিণ্ডদান সম্বন্ধ আছে দায়ভাগের মতে তাহারা মৃতধনীর সপিণ্ড; "সপিণ্ডতাতু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে" ইত্যাদি স্মৃতি বচনে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ সাপ্তপৌরুষ বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু দায়ভাগের মতে অশৌচাদি প্রকরণে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ সাপ্তপৌরুষ। কিন্তু দায়াধিকার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ ত্রৈপুরুষিক; যাহাদিগের সহিত পার্ব্বণ পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে তাহারা দায়ভাগের মতে মৃতধনীর সপিণ্ড। মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ নাই; কিন্তু পিতা, পিতৃসন্তান, পিতামহ, পিতামহসন্তান, প্রপিতামহ, প্রপিতামহ সন্তানের ন্যায় সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডগণের অধিকার হয় ইহা মিতাক্ষরায় স্পষ্ট লিখিত আছে; সুতরাং মিতাক্ষরামতে আচার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত ব্যবহার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আচার অধ্যায়ে মিতাক্ষরাকার সাপিণ্ড্য সম্বন্ধে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা জানিলেই মিতাক্ষরানুসারে বিভক্ত ধনাধিকার ক্রম নিরূপিত করা সাধ্য হইবে।

Definition of Sapinda

Dayabhaga

Mitakshera

অসপিণ্ডা—সমান—দেহ—বিশিষ্টা সপিণ্ডা, যে তাহা নয়, সেই অসপিণ্ডা।

এক শরীরের অবয়ব-সম্বন্ধে সপিণ্ডতা হয়, পিতার সহিত পুত্রের এক শরীরাবয়ব সম্বন্ধে সপিণ্ডতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বারা পিতামহ প্রভৃতির অবয়র সম্বন্ধ আছে, তাহাতে পরম্পর সাপিণ্ড্য সিদ্ধ এবং মাতার অবয়ব সম্বন্ধ

পুত্রে আছে, তাহাতে পুত্রের ও মাতার পরস্পর সাপিণ্ড্য সিদ্ধ ; এবং মাতৃ শরীরের অবয়ব সম্বন্ধ দ্বারা মাতামহাদির সাপিণ্ড্য সিদ্ধ ; এবং মাতৃস্থ মাতুলাদির অভিন্ন শরীর সম্বন্ধ সিদ্ধ ; এবং পিতৃ দ্বারা পিতৃব্য পিতৃস্বস্রাদির অবয়ব সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্র দ্বারা পতি পত্নীর এক শরীর হয়; এবিধায় পতি পত্নীর পরস্পর সাপিণ্ড্য সিদ্ধ; এবং ভ্রাতৃ ভার্য্যাদিগের বিবাহে স্বামীর সহিত এক শরীর হওয়াতে তাহার পতি দ্বারা দেবরাদির সাপিণ্ড্য সিদ্ধ।* এইরূপ সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরম্পরা সম্বন্ধে সাপিণ্ড্য জানিবে। এইরূপ সাপিণ্ড্যে মাতামহাদির সাপিণ্ড্য সিদ্ধ হইল ; তাহাতে মাতামহাদির মরণে সম্পূর্ণাশৌচ হইতে পারে বটে; কিন্তু মাতামহাদির মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, এইরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে তাহা হইতে পারিত।

Vigyaneshwar's definition of sapindaship in Achar-Adhya.

"আত্মা হইতে আত্মা জন্মে, প্রজা হইতে তুমি জন্মাইতেছ; পিতা হইতে অস্থি, নাড়ী, মস্তিষ্ক হয়, মাতা হইতে চর্ম্ম, মাংস, রক্ত হয়, এইরূপ শ্রুতি ও উপনিষদ্ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, অবয়ব দ্বারা সাপিণ্ড্য বলিতে হইবে। দেয়-পিণ্ড সম্বন্ধে সাপিণ্ড্য বলিলে মাতৃ সন্তান ও ভ্রাতৃ পুত্রাদির সাপিণ্ড্য থাকে না। যদি সাপিণ্ড্য শব্দের রূঢ়ি অর্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সমান শব্দ ও পিণ্ড শব্দের গম্যমান অর্থত্যাগ করিতে হয় ; কিন্তু একস্থলে অবয়বার্থ গ্রহণ আর এক স্থলে রূঢ়ি কল্পনা করা যাইতে পারে না। এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সাপিণ্ড্য বর্ণনা করিলে অসংখ্য পুরুষে সাপিণ্ড্য হইতে পারে এই নিমিত্ত।

সপ্তমাৎ পঞ্চমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ।
* সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥

ইত্যাদি বচনের দ্বারা সপিণ্ডতা সম্বন্ধের সঙ্কোচ হইয়াছে; নতুবা উক্ত বচনের দ্বারা সপিণ্ড শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। সমান পিণ্ড অর্থাৎ অবয়ব যাহাদিগের এই বাক্যার্থ দ্বারা সাপিণ্ড্য সম্বন্ধের লক্ষণ জানা যাইতেছে; শাস্ত্রোক্ত "সপ্তমাৎ পঞ্চমাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা সেই লক্ষণের সঙ্কোচ হইতেছে মাত্র।"

All those who are descended from a common ancestor are Sapindas..

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে মিতাক্ষরা মতে যাহারা এক আদি পুরুষ হইতে উৎপন্ন তাহারা সপিণ্ড। শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ হয়; কিন্তু পিতৃপক্ষে সপ্তম মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষের পরে আর সাপিণ্ড্য থাকে না। এই লক্ষণ অনুসারে,সগোত্র না হইলেও সপিণ্ড হইতে পারে। মিতাক্ষরা মতে যাজ্ঞবলক্য বচনে গোত্রজ শব্দের দ্বারা সগোত্র সপিণ্ড এবং সমানোদকগণের অধিকার উক্ত হইয়াছে। মিতাক্ষরা মতে প্রথমত সগোত্র সপিণ্ড তদভাবে সমানোদক তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার হয়। কিন্তু এই ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে কাহার অধিকার পূর্ব্বে হয় অথবা কাহার অধিকার পরে হয় তদ্বিষয়ে মিতাক্ষরাকার কোন সূত্র নির্দ্ধারণ করেন নাই। যাজ্ঞবলক্য বচনে ভ্রাতৃ পুত্রের পর্য্যন্ত অধিকার স্পষ্ট লিখিত আছে; ভ্রাতৃ পুত্রের পরে গোত্রজের অধিকার হয় এইমাত্র লিখিত আছে। মিতাক্ষরাকার বলেন যে পিতৃ সন্তানের পরে "মাতর্য্যপিচ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনং" এই স্মৃতি অনুসারে পিতামহীর অধিকার হয়; পিতামহী না থাকিলে পিতামহ তদভাবে পিতৃব্য তদভাবে পিতৃব্য পুত্র তদভাবে প্রপিতামহী তদভাবে প্রপিতামহ তদভাবে প্রপিতামহ পুত্র তদভাবে প্রপিতামহ পৌত্রের অধিকার হয়। মিতাক্ষরাকার প্রপিতামহ পৌত্র পর্য্যন্ত অধিকারী ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া তৎপরে

According to mitakshara Sapindas of the same Gotra inherit first then Samanodakas; then Sapidas of different Gotra i e Bandhus

সমান গোত্র সপিণ্ডগণের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উক্তরূপ অধিকার হয় এই মাত্র বলিয়াছেন।

মিতাক্ষরাকার সপিণ্ড শব্দের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারে মৃতধনীর উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলে সগোত্র সপিণ্ড। মিতাক্ষরামতে সগোত্র সপিণ্ড সকলে আনন্তর্য্যানুসারে অধিকারী। পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের অধস্তন দুই পুরুষ অর্থাৎ পুত্র এবং পৌত্রের অধিকার ক্রম স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে; কিন্তু পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রপৌত্র এবং প্রপৌত্র সন্তানগণ কাহার পূর্ব্বে বা কাহার পরে অধিকারী হইতে পারে তাহা মিতাক্ষরায় স্পষ্ট লিখিত নাই। যদি মৃতধনীর পিতৃব্য পুত্র এবং ভ্রাতৃ পৌত্র থাকে তাহা হইলে কাহার অধিকার অগ্রগণ্য হয় মিতাক্ষরা গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই।

কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে মিতাক্ষরা মতে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্র অধিকারী হইতে পারে (ঠাকুর জীবনাথ সিংহ বঃ কোর্টআবওয়ার্ডস 5 B. L. R. 549) উক্ত মকদ্দমায় মৃতধনীর পিতৃ স্বাস্রেয় বাদী হইয়া নালিস করিয়াছিল; বাদীর অনুকূলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে মিতাক্ষরা মতে মৃতধনীর উর্দ্ধতন পুরুষগণের পুত্র এবং পৌত্র ব্যতীত প্রপৌত্র প্রভৃতি অধস্তন পুরুষগণ অধিকারী হইতে পারে না। বস্তুতঃ মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে যে পিতামহ সন্তানাভাবে প্রপিতামহ এবং তৎ পুত্র ও তৎ পৌত্রগণ অধিকারী হয়; প্রপিতামহ সন্তানাভাবে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্রমানুসারে অধিকারী হয়। মিতাক্ষরায় অধিকারী ক্রম যেরূপ আছে তাহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে উর্দ্ধতন পুরুষগণের পুত্র এবং পৌত্র ব্যতীত প্রপৌত্র

প্রভৃতি অধস্তন পুরুষগণ অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে গোত্রজ থাকিতে বন্ধুর অধিকার হয় না; সুতরাং এমত কখন বলা যায় না যে মিতাক্ষরাকার যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বিরুদ্ধ মত প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মিতাক্ষরামতে উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের অধস্তন ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত সকলে সপিণ্ড; সুতরাং সকলে উত্তরাধিকারী। কিন্তু মিতাক্ষরায় অধিকারী ক্রম যেরূপ লিখিত আছে তদ্দারা উর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রপৌত্র প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি কাহার পরে বা পূর্ব্বে পায় তাহা জানা যায় না। যেস্থলে মিতাক্ষরাকার কিছু বিধান করেন নাই, সেই স্থলে প্রিবিকৌন্সলের নিষ্পত্তি অনুসারে বীর মিত্রোদয়ের মতাবলম্বন করিয়া বারাণসী প্রদেশে ব্যবস্থা হইতে পারে। বীর মিত্রোদয় এবং অপরার্কের মতে যদিও সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ অবয়বান্বয় মূলক এবং সপ্ত পুরুষ ব্যাপক কিন্তু পিণ্ডদানরূপ উপকার বিবেচনা করিয়া সপিণ্ডগণের প্রত্যাসত্তি স্থির করা আবশ্যক।

Order of succession among Sagotra Sapindas.

অপরাদিত্য স্বীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন "যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে গোত্রজগণ অধিকারী হয়।" গোত্রজগণের মধ্যে "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্য স্তস্তস্য ধনং ভবেৎ" এই মনুস্মরণ অনুসারে প্রথমতঃ প্রত্যাসন্ন সপিণ্ডগণের অধিকার হয়। মনু বলিয়াছেন "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমোনোপপদ্যতে" অতএব মৃত ধনীর পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে যে যে ব্যক্তি পিণ্ড দেয় তাহারা প্রত্যাসন্ন সপিণ্ড। প্রত্যাসন্ন সপিণ্ডগণের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা সর্ব্বাপেক্ষা নিকট; মৃতধনী যে যে ব্যক্তিকে পিণ্ড দিতে বাধ্য ছিল সহোদর ভ্রাতা সেই

সকলকে পিণ্ড দিতে পারে; সুতরাং সহোদর অন্যান্য সপিণ্ডের তুলনায় নিকট। সহোদর ভ্রাতৃপুত্র সহোদর ভ্রাতাকে পিণ্ড দেয়; তাহাতে মৃত ধনীর কোন সংস্রব নাই; এই নিমিত্ত সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতৃপুত্র দূরবর্ত্তী। সহোদর ভ্রাতৃপুত্রের তুলনায় সহোদর ভ্রাতৃপৌত্র দূরবর্ত্তী। অসোদর ভ্রাতা অসোদর ভ্রাতৃপুত্রাদির আনন্তর্য্য এইরূপ। অতএব পিতৃবংশে তিন পুরুষ; পিতামহ বংশে তিন পুরুষ এবং প্রপিতামহ বংশে তিন পুরুষ আসন্ন সপিণ্ড। এই সকল আসন্ন সপিণ্ডাভাবে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি দূরবর্ত্তী সপিণ্ডগণ আনন্তর্য্যানুসারে অধিকারী হয়।

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে অপরার্কের মতে সগোত্র সপিণ্ডগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। প্রত্যাসন্ন সগোত্র সপিণ্ড।

২। দূরবর্ত্তী সগোত্র সপিণ্ড।

প্রথম শ্রেণীর সপিণ্ড থাকিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সপিণ্ড অধিকারী হইতে পারে না। এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আত্ম বংশ থাকিতে পিতৃবংশ অধিকারী হয় না; পিতৃবংশ থাকিতে পিতামহ বংশ অধিকারী হয় না। এবং পিতামহ বংশ থাকিতে প্রপিতামহ বংশের অধিকার হয় না। অতএব বারাণসী প্রদেশের মতে মৃতধনীর সগোত্র সপিণ্ডগণের অধিকার নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে।

১। প্রত্যাসন্ন সগোত্র সপিণ্ড।

১। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র।

পত্নী দুহিতা দৌহিত্র (ইহাদের অধিকার বচন মূলক)

২। মাতা পিতা ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতৃপৌত্র।
৩। পিতামহী পিতামহ পিতৃব্যপুত্র পিতৃব্যপৌত্র।
৪। প্রপিতামহী প্রপিতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র তৎপ্রপৌত্র।

প্রত্যাসন্ন সগোত্র সপিণ্ডাভাবে উক্তমতে দূরবর্ত্তী সগোত্র সপিণ্ড গণের নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে অধিকার হয়।

১ {
১। মৃতধনীর প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধস্তন তিনপুরুষ
২। মৃত ধনীর পিতার——————
৩। পিতা মহের——————
৪। প্রপিতা মহের—
}

২ {
৫। বৃদ্ধ প্রপিতামহী বৃদ্ধ প্রপিতামহ তৎ পুত্র পৌত্রাদি
৬। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ—
৭। অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহী অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ—
}

৩ {
৮। বৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র অবধি তিন পুরুষ
৯। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের——————
১০। অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের——————
}

মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন ছয় পুরুষ এবং ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষের সন্তান ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হইলেও সন্নিহিত তিন পুরুষের প্রথম অধিকার হয়। সন্নিহিত তিন পুরুষের সন্তান তিন পুরুষ পর্য্যন্ত নাথাকিলে দূরবর্ত্তী তিন পুরুষের অধিকার হয়। দূরবর্ত্তী তিন পুরুষের মধ্যে প্রথম আত্মবংশ অর্থাৎ প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতির অধিকার হয়; আত্ম বংশ না থাকিলে পিতৃবংশ অর্থাৎ ভ্রাতৃ প্রপৌত্র প্রভৃতির অধিকার হয়। পিতৃবংশ নাথাকিলে পিতামহ বংশ এবং তদভাবে প্রপিতামহ বংশের অধিকার হয়। প্রপিতামহের সন্তান ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্তাভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির অধিকার হয়। বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাভাবে অতি

বৃদ্ধ প্রপিতামহের বংশে আসন্ন তিন পুরুষের অধিকার হয়। অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের বংশে আসন্ন তিন পুরুষ পর্য্যন্তাভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি দূরবর্ত্তী তিন পুরুষের অধিকার হয়।

মিতাক্ষরামতে সগোত্র সপিণ্ডাভাবে সমানোদকের অধিকার হয়। মিতাক্ষরামতে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে গোত্রজ শব্দের দ্বারা সগোত্র সপিণ্ড সমানোদক সমস্ত বুঝায়। সপ্তম পুরুষ অবধি চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অথবা যতদূর পর্য্যন্ত জন্ম নাম পরিজ্ঞাত থাকে সেই পর্য্যন্ত সমানোদক বলিয়া উক্ত হয়

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদক ভাবস্তু নিবর্ত্তেতাচতুর্দ্দশাৎ।
জন্মনাম্নোঃ স্মৃতেরেকে তৎপরং গোত্রমুচ্যতে। (বৃহম্মনুঃ।

Definition of Samanodaka.

সপিণ্ডদিগের মধ্যে যেরূপ ক্রম অনুসারে দায়াধিকারী হয়; মিতাক্ষরা মতে সমানোদক দিগের মধ্যে সেইরূপ ক্রম অনুসারে অধিকার হয়।

মিতাক্ষরাকার সাপিণ্ড্য সম্বন্ধের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে সপিণ্ডগণের পত্নী এবং দুহিতা, সপিণ্ড গণ্য হয়; সুতরাং মনুবচন অনুসারে সপিণ্ড পত্নী বা দুহিতার অধিকার হইতে পারে আপাততঃ এই মত বোধ হয়। মিতাক্ষরাকার বলেন যে বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর এক শরীর হয়; সুতরাং সপিণ্ডের পত্নী সপিণ্ড। সপিণ্ডের কন্যা মিতাক্ষরা মতে সপিণ্ড, তবে বিবাহ হইলে গোত্রান্তর হয়; সুতরাং বিবাহের পরে সপিণ্ড কন্যাকে সগোত্র সপিণ্ড বলা যায় না। সপিণ্ডদিগের পত্নী ও কন্যা প্রভৃতি সপিণ্ড হইলেও তাহারা মৃতধনীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতে পারে মিতাক্ষরাকার এমত কোথা বলেন নাই। মিতাক্ষরা মতে মৃতধনীর পত্নী দুহিতা মাতা পিতামহীর অধিকার

The wife and daughter of a Sapinda are Sapindas according to mitakshera; but they are not entitled to inherit as no female can inherit except on the strength of a special text.

বিশেষ বচন সূত্রে হয়। সপিণ্ডকন্যা বা সপিণ্ড পত্নী অধিকারিণী হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে মিতাক্ষরা কার স্পষ্ট কিছু বলেন নাই; কিন্তু মিত্র মিশ্র স্পষ্ট বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক দিগের বিশেষ বচন ব্যতীত অধিকার হয় না; এবং মিত্র মিশ্রের মতানুসারে এলাবাদের হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে বিশেষ বচন ভিন্ন কেবল সপিণ্ডতা হেতু স্ত্রীলোক অধিকারী হইতে পারে না। পিতৃব্য পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ বচন নাই; সুতরাং পিতৃব্য পত্নীর অধিকার হইতে পারে না (গৌরী বঃ রক্কু I. L. R. 3 All 45)

উক্ত মকদ্দমায় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল যে স্ত্রীলোক দায়াধিকারী হইতে পারে না, বাস্তবিক এরূপ কোন শ্রুতি নাই; যে শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ অনুসারে স্ত্রীলোক অধিকারী হইতে পারে না বলা যায়, তাহার অর্থ এমত নহে যে "স্ত্রীলোকগণ ইন্দ্রিয় হীন স্ত্রীলোক দায়াধিকারী হইতে পারে না"; পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ উক্ত হয় যে উক্ত শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে স্ত্রীলোকের সোমরসপানে অধিকার নাই। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে মিত্র মিশ্র প্রভৃতি উক্ত শ্রুতির যেরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহা আদালত স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রচলিত গ্রন্থ সমূহে যে বচনের যেরূপ ব্যাখ্যা আছে তদ্বিপরীত অন্যমত ব্যাখ্যা করা প্রিবিকৌন্সলের নিষ্পত্তি অনুসারে আদলতের কর্ত্তব্য নহে (ঠাকুরাণী সাহেবা বঃ মোহন লাল 11 M. 1. A. 386

বোম্বাই প্রদেশের মতে গোত্রজ সপিণ্ডের পত্নীগণ অধিকারী হয় (লালুভাই বঃ মানকুবর বাই I. L. R. 2 Bomb 388)

সপিণ্ডগনের মধ্যে যে জীবত থাকিলে উত্তরাধিকারী হইত তাহার পত্নী বর্ত্তমান থাকিলে অধিকারিণী হয়। (লক্ষ্মী

বাই বঃ জয়রাম) গোত্রজ সপিণ্ডের স্ত্রী বোম্বাই প্রদেশের মতে অধিকারিণী হইলে তাহার দানবিক্রয়ের স্বত্ব হয় না (ভরমান গাবদা বঃ রুদ্র পগাবদা 4 I. L. R. Bomb 187)

The wife of a Gotraja Sapinda en titled to in herit in the Bombay Presidency

বোম্বাই প্রদেশের মতে ভগিনী উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে; ভগিনী অধিকারিণী হইলে সম্পূর্ণ দান বিক্রয়ের স্বত্ব হয়। নীলকণ্ঠের মতে ভগিনী গোত্রজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পিতৃ দুহিতা ব্যতীত অন্য কোন সপিণ্ড দুহিতা নীলকণ্ঠের মতে অধিকারিণী হয় না।

বালম ভট্টের মতে দৌহিত্রী,ভগিনী,ভ্রাতৃ দুহিতা,ভগিনী দুহিতা সকলে অধিকারিণী হইতে পারে। যাজ্ঞবলক্য বচনে "ভ্রাতরস্তথা তৎসুতো" এই সকল শব্দ পুংলিঙ্গ আছে; কিন্তু বালম ভট্টের মতে উক্ত স্থলে পুংস্ত্ব অবিবক্ষিত; সুতরাং ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃ সুতের অধিকার লিখিত থাকায় ভগিনী ভ্রাতৃদুহিতা ভগিনীদুহিতা সকলে গোত্রজ না হইলেও যাজ্ঞবলক্য বচন অনুসারে অধিকারিণী। বালম ভট্টের এই ব্যাখ্যা অনুসারে সগোত্র সপিণ্ড মাত্রের কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে। নন্দপণ্ডিতের মতে সগোত্র সপিণ্ড মাত্রের কন্যা অধিকারিণী হইতে পারেনা। তবে পিতা পিতামহ প্রভৃতির কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে। পরন্তু এই সম্বন্ধে বালমভট্ট অথবা নন্দপণ্ডিতের মত বরাণসী প্রদেশে আদৃত বা প্রচলিত হয় নাই।

মিতাক্ষরা মতে বিমাতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না সাব্যস্ত হইয়াছে। যদিও কোন কোন স্থলে মাতা শব্দে বিমাতা পর্য্যন্ত বুঝায় এরূপ মিতাক্ষরায় উক্ত আছে; কিন্তু অধিকারি ক্রম সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তাহাতে মাতা শব্দ বিমাতা পর্যন্ত মিতাক্ষরা মতে বুঝাইতে পারে না। মাতার অধিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে পিতা অপেক্ষা

Step mother cannot be heir according to mitakshera.

মাতার সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ এই নিমিত্ত পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার হয়। অতএব অধিকারি ক্রম সংক্রান্ত বচনসমূহে মিতাক্ষরা মতে মাতা শব্দে বিমাতা পর্য্যন্ত বুঝায় এমত বলা যায় না (লাল্লা যতিলাল বঃ দুরাণী কুঙার) লালকুঙার বঃ জয় করণলাল Sup B. L. R. F. B. 67)

বোম্বাই প্রদেশের মতে সগোত্র সপিণ্ডগণের পত্নীগণ অধিকারী হইতে পারে; সুতরাং বিমাতা সগোত্র সপিণ্ডের পত্নী বলিয়া অধিকারিণী হইতে পারে (কেশব বাই বঃ বল্লভ রাওজি I. L. R. 4 Bomb. 208.)

একাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিতাক্ষরা মতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ডের অধিকার।

Mitakshera's definition of Bandhu.

Only three kinds of Bandhus entitled to inherit.

মিতাক্ষরামতে সপিণ্ড সমানোদকের অভাবে বন্ধুর অধিকার হয়; বন্ধু শব্দে মিতাক্ষরামতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড বুঝায়। ত্রিবিধ বন্ধু মিতাক্ষরামতে দায়াধিকারী হন যথাঃ—

১। আত্ম বন্ধু।

২। পিতৃ বন্ধু।

৩। মাতৃ বন্ধু।

মিতাক্ষরামতে আত্মবন্ধু সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হন্ তদভাবে পিতৃবন্ধু তদভাবে মাতৃবন্ধুর অধিকার হয়। ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড মাত্র মিতাক্ষরামতে বন্ধু; কিন্তু আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু ব্যতীত কেহ দায়াধিকারী হইতে

পারে না। আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু বা মাতৃবন্ধু কাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল নিম্ন লিখিত বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়া আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর উদাহরণ দিয়াছেন।

Bridha Satatapa's text enumerating Bandhus.

আত্মপিতৃস্বস্থুঃপুত্রা আত্মমাতৃস্বস্থুঃসুতাঃ।
আত্মমাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥
পিতুঃ পিতৃস্বস্থুঃপুত্রাঃ পিতুর্মাতৃস্বস্থুঃসুতাঃ।
পিতুর্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুঃপিতৃস্বস্থুঃ পুত্রা মাতুর্মাতৃস্বস্থুঃসুতাঃ।
মাতুর্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

বৃদ্ধ শাতাতপঃ।

উক্ত বচনত্রয়ে ৯টি মাত্র বন্ধুর নাম আছে; তদ্ভিন্ন বীরমিত্রোদয়ে আত্ম মাতুল পিতৃ মাতুল এবং মাতৃমাতুল বন্ধু বলিয়া উক্ত আছে। অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কার ছিল যে উল্লিখিত বন্ধুগণ ব্যতীত আর কোন ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড দায়াধিকারী হইতে পারে না; এমন কি ভাগিনেয় মিতাক্ষরামতে উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা এইরূপ স্থির ছিল। পরন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে বৃদ্ধশাতাতপ বচনোক্ত ৯টি বন্ধু ব্যতীত আরও অনেক ভিন্নগোত্র সপিণ্ড দায়াধিকারী হইতে পারে। (অমৃতকুমারী বঃ লক্ষীনারায়ণ 10 W. R. 76. গিরিধারিলাল বঃ গবর্ণমেণ্ট 2 Suth P. C. R. 160.)

Giridhari Lal v. Govt of Bengal.

বৃদ্ধশাতাতপ বচনত্রয়ের আপাততঃ যেরূপ অর্থ প্রতীতি হয় তাহাতে বন্ধুগণের নিম্ন লিখিতক্রম অনুসারে অধিকার হয়।

১। আত্মবন্ধু	১।	পিতামহ দৌহিত্র।
	২।	মাতামহ দৌহিত্র।
	৩।	মাতুলপুত্র।
২। পিতৃবন্ধু	৪।	প্রপিতামহ দৌহিত্র।
	৫।	পিতৃমাতামহ দৌহিত্র।
	৬।	পিতৃ মাতুল পুত্র।
৩। মাতৃবন্ধু	৭।	প্রমাতামহ দৌহিত্র।
	৮।	মাতৃ মাতামহ দৌহিত্র।
	৯।	মাতৃ মাতুল পুত্র।

The order in which Bandhus are enumerated in Satatapa's text

cannot be the order in which they are entitled to inherit as it would lead to what is called Bish am Shista Dosh in Hindu Law.

কিন্তু এইরূপ অধিকারিক্রম হইলে অত্যন্ত বিসংশিষ্ট দোষ হয়। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধুর অধিকার হইতে পারে না; তাহা সম্পূর্ণ সংগত। কিন্তু বৃদ্ধশাতাতপ বচনে যাহারা আত্মবন্ধু বলিয়া উক্ত আছে তাহাদিগের অধিকার সর্ব্বাগ্রে হইলে প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্ব্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার হয়; এবং পিতৃ দৌহিত্রের আদৌ অধিকার হয় না; তাহা কদাচ সঙ্গত নহে। উক্ত বচনত্রয়ে যে ৯ টি বন্ধুর অধিকার স্পষ্ট স্বীকৃত আছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন বন্ধুর অধিকার যদি স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে "নাস্তি বচনস্যাতি ভারঃ" বলিয়া বিসংশিষ্ট দোষযুক্ত হইলেও উক্ত ক্রম স্বীকার করিতে পারা যায়; কিন্তু এক্ষণে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু সকলে দায়াধিকারী হইতে পারে; বৃদ্ধ শাতাতপ বচনে যে নয় প্রকার বন্ধুর নাম উল্লিখিত আছে তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ মাত্র। বৃদ্ধ শাতাতপ বচনে পিতামহ দৌহিত্র এবং প্রপিতামহ দৌহিত্র পরিগণিত আছে; কিন্তু পিতৃ দৌহিত্র পরিগণিত নাই। সুতরাং বৃদ্ধ শাতাতপোক্ত

নয় প্রকার বন্ধু ব্যতীত আর কোন বন্ধু উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা এমত বলা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধ শাতাতপোক্ত বন্ধু ব্যতীত অন্য বন্ধুর অধিকার স্বীকার করিলে, উপরোক্ত বিসংশিষ্ট দোষ যুক্ত ক্রম কোন মতে স্বীকার করা যায় না; ফলতঃ ন্যায় এবং যুক্তি অনুসারে ক্রম নিরূপন আবশ্যক।

বৃদ্ধ শাতাতপোক্ত বন্ধুগণের মধ্যে।

১। স্বগোত্রজ দুহিতার পুত্র—২ ⎫
২। মাতামহ গোত্রজ—১ ⎬—৫
৩। মাতামহ গোত্রজ দুহিতার পুত্র—২ ⎭

৪। পিতৃমাতামহ গোত্রজ—১ ⎫
পিতৃ মাতামহ গোত্রজ দুহিতার পুত্র—১ ⎭—২

৫। মাতৃ মাতামহ গোত্রজ—১ ⎫
মাতৃ মাতামহ গোত্রজ দুহিতার পুত্র—১ ⎭—২

৯

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে আত্ম বন্ধুর অধিকার হয়; তৎপরে পিতৃ বন্ধুর; তৎপরে মাতৃ বন্ধুর।

Who can properly be called

১ { স্বগোত্রজ দুহিতার পুত্র। মাতামহ গোত্রজ পুরুষ। মাতামহ গোত্রজ দুহিতারপুত্র } যদি আত্মবন্ধু বলা যায়।

1. Own Bandhus.

২ { পিতৃ মাতামহ গোত্রজ পুরুষ। পিতৃমাতামহ গোত্রজ দুহিতার পুত্র } —পিতৃবন্ধু—

2. Father's Bandhus

৩ { মাতৃ মাতামহ গোত্রজ পুরুষ। মাতৃমাতামহ গোত্রজ দুহিতার পুত্র } —মাতৃবন্ধু—

3. Mother's Bandhus

তাহা হইলে আত্মবন্ধুর অধিকার সর্ব্বাগ্রে তৎ পরে পিতৃ বন্ধুর তৎপরে মাতৃ বন্ধুর অধিকার সংগত হয়। বৃদ্ধ শাতা-

তপ বচনে প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতৃবন্ধু বলিয়া উক্ত আছে ; এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতৃবন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবিত লক্ষণ অনুসারে প্রপিতামহদৌহিত্র পিতৃ পক্ষীয় আত্ম বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত ; এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতৃ পক্ষীয় আত্মবন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৃদ্ধ শাতাতপ বচনের মীমাংসা করিতে না পারিলে প্রস্তাবিত লক্ষণ স্বীকার করা যায় না। পণ্ডিতবর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বলেন যে বৃদ্ধ শাতাতপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনে 'ইব' অন্যে এবং 'ঋকৃথ ভাজঃ' এই তিনটি শব্দ অধ্যাহার করিয়া নিম্ন লিখিত মত অন্বয় করা উচিত।

পিতুঃ পিত স্বসুঃপুত্রা (ইব) পিতু র্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ পিতু র্মাতুল পুত্রাঃ (অন্যে) চ পিতৃ বান্ধবা ঋকৃথ ভাজঃ।

পরন্তু আকাঙ্খা ব্যতীত অধ্যাহার স্বীকার করা যায় না ; বিশেষতঃ বৃদ্ধ শাতাতপ বচনের যেরূপ অর্থ অন্যান্য প্রকরণে গ্রন্থকারগণ স্বীকার করিয়াছেন ; তদ্বিপরীত অর্থ করা সংগত হয় না।

Bridha Satatapa's text explained in such a manner that there may be no objection towards adopting the above rational classification.

বৃদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনে "বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ" "এবং বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ" এই দুই স্থলে 'পিতৃবান্ধবাঃ' শব্দের অর্থ "পিতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ" এবং "মাতৃবান্ধবা" শব্দের অর্থ "মাতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ" যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে কোন শব্দের অধ্যাহার স্বীকার করিতে হয় না ; কষ্ট কল্পনা করিয়া কোন অর্থ করিতে হয় না ; অথচ বিংশিষ্ট দোষ হয়না ; এবং ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে অনায়াসে বন্ধুগনের অধিকার ক্রম নির্ণয় করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ শাতাতপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনের এইরূপ অর্থ করিলে অন্যান্য প্রকরণে গ্রন্থকারগণ উক্ত বচন সমূহের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহার বিরোধ হয় না। বরং

সর্ব্বতোভাবে এইরূপ অর্থ করা সংগত বোধ হয়। বৃদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয় যেরূপে সচরাচর ব্যাখ্যাত হয় তাহা স্বীকার করিলে মিতাক্ষরামতে প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্ব্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার হয়। ফলতঃ আত্মবংশজ দৌহিত্র সন্তান থাকিতে মাতামহ বংশজ দৌহিত্রের অধিকার হওয়া বিজ্ঞানেশ্বরের মতানুযায়ী, এমত কখন বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধু অধিকারী হয় না; এবং পিতৃবন্ধু থাকিতে মাতৃবন্ধু অধিকারী হয় না। সুতরাং প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্ব্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিলে কেবল বিসংশিষ্ট দোষ হয় এমত নহে; এরূপ অধিকারী ক্রম হওয়া বিজ্ঞানেশ্বরের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৃদ্ধ শাতাতপের দ্বিতীয় বচনে "পিতৃবান্ধব" শব্দের "পিতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ" এই অর্থ করিলে প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতার আত্ম বান্ধব বলিয়া স্বীকার করিতে হয় বটে; কিন্তু প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতার আত্মবান্ধব বলিয়া মৃত ধনীর নিজের আত্মবান্ধব গণ্য হইতে পারে না এমত নহে।

বৃদ্ধ শাতাতপের তৃতীয় বচনে "মাতৃ বান্ধবাঃ" এই শব্দে "মাতুঃ আত্ম বান্ধবা" এইরূপ অর্থ করিলে প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতার আত্মবন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতার আত্মবন্ধু হইলেও মৃতধনীর মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এমত নহে। পিতার আত্মবন্ধুগণের মধ্যে এবং মাতার আত্মবন্ধুগণের মধ্যে প্রপিতামহ দৌহিত্র এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র প্রভৃতি মৃত ধনীর আত্মবন্ধু বলিয়া পরিগণিত করা কোন মতে অসংগত বোধ হয় না; এবং বৃদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয়ের এইরূপ মীমাংসা করিলে বিজ্ঞানেশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে বন্ধুগণের অধি-

ক্কার ক্রম নিরূপন করা আর কঠিন বোধ হয় না। বৃদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয়ানুসারে পিতৃ স্বস্রেয় মাতৃ স্বস্রেয় মাতুল পুত্র এই তিন ব্যতীত আর কেহ উদ্বাহ অশৌচাদি প্রকরণে বন্ধু বলিয়া পরিগণিত না হইলেও দায়বিভাগ প্রকরণে কেবল উক্ত তিন বন্ধুর অধিকার প্রতিপাদন করিবার জন্য বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন এমত বোধ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে বন্ধুর অধিকার হয়; মিতাক্ষরা মতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড সকলে বন্ধু; তন্মধ্যে আত্মবন্ধু পিতৃ বন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর যথাক্রমে অধিকার হয়। আত্মবন্ধু প্রভৃতি স্বতন্ত্র লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ না করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর বৃদ্ধশাতাতপ বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন; বৃদ্ধ শাতাতপ বচনের দ্বারা যাজ্ঞবলক্য বচনোক্ত বন্ধু পদের সংকোচ করা অথবা বন্ধুগণের অধিকার ক্রম নিরূপন করা বিজ্ঞানেশ্বরের উদ্দেশ্য নহে; কিরূপ সম্বন্ধি ব্যক্তি বন্ধু পদবাচ্য তাহা পরিজ্ঞানের নিমিত্ত উক্ত বচনত্রয় দায়বিভাগ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

বৃদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয়ের যেরূপ ব্যখ্যা করা হইল তাহাতে
আত্মবন্ধু=সগোত্রজা দুহিতার সন্তান এবং মাতামহগোত্রজ
পিতৃ বন্ধু=পিতৃ মাতামহ গোত্রজ
মাতৃবন্ধু= মাতৃ মাতামহ গোত্রজ

এইরূপ লক্ষণ স্বীকার করিতে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু মাতৃবন্ধুর, এইরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে অধিকারী ক্রম নির্ণয় করা সহজে হইতে পারে। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধুর অধিকার হয় না; এবং পিতৃবন্ধু থাকিতে মাতৃবন্ধুর অধিকার হয় না। মিতাক্ষরা মতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড মাত্র বন্ধু; কিন্তু কেবল ত্রিবিধ বন্ধু অর্থাৎ আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর দায়াধিকার হয়; অতএব যাহারা আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু বা

মাতৃবন্ধু নহে তাহারা ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড হইলেও অধিকারী হইতে পারে না। মিতাক্ষরাকার সপিণ্ডের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে পিতামহের মাতুল ভিন্নগোত্র সপিণ্ড হইলেও, দায়াধিকারী হইতে পারে না।

আত্মবন্ধুর অধিকার সর্ব্বাগ্রে হয়; আত্মবন্ধু ত্রিবিধ যথা

Three kinds of Atma Bandhus.

১। স্বগোত্রজ দুহিতার সন্তান।

২। মাতামহ গোত্রজ পুরুষ।

৩। মাতামহ গোত্রজ দুহিতার সন্তান।

মিতাক্ষরা মতে যে আদি পুরুষ হইতে সন্তান ভেদ হয় সেই আদি পুরুষের সন্তানগণ সপ্তম পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সপিণ্ড; অর্থাৎ পিতৃ পক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃ পক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। সুতরাং স্বগোত্রজ দুহিতৃসন্তানের মধ্যে যাহারা পঞ্চম পুরুষের মধ্যবর্ত্তী তাহারা মৃত ধনীর আত্মবন্ধু। স্বগোত্রজ দুহিতৃ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চম পুরুষের মধ্যবর্ত্তী নহে তাহাদের সম্বন্ধে মৃতধনী সপিণ্ডগণ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা বন্ধু বলিয়া অধিকারী হইতে পারে না। মৃতধনীর এবং মৃতধনীর ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষের নিম্ন লিখিত সন্তান গুলি মৃতধনীর সম্বন্ধে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড সুতরাং আত্মবন্ধু।

1. Atma Bandhus related through the daughters of Sagotra Sapindas.

১ { ১। দৌহিত্র। ২। পুত্রের দৌহিত্র। ৩। পৌত্রের দৌহিত্র। }

২ { ৪। দৌহিত্রের পুত্র। ৫। পুত্রের দৌহিত্রের পুত্র। ৬। পৌত্রের দৌহিত্রের পুত্র। }

৩ { ৭। দুহিতার দৌহিত্র। ৮। পুত্রের দুহিতার দৌহিত্র। }

মৃতধনীর এবং তাহার উর্দ্ধতন চারি পুরুষের এই আট সন্তান ব্যতীত আর কেহ স্বগোত্রজ দুহিতৃ সন্তানগণের মধ্যে আত্মবন্ধু গণ্য হইতে পারে না। মৃতধনীর সম্বন্ধে, ইহারা সকলে পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু; সুতরাং মাতামহ মাতুলাদি মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুগণের পূর্ব্বে ইহাদের অধিকার হয়।

অধিকারি ক্রম সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে আত্মবংশ থাকিতে পিতৃবংশের অধিকার হয় না; পিতৃবংশ থাকিতে পিতামহ বংশের অধিকার হয় না; সুতরাং মৃতধনীর সন্তানগণের সর্ব্বাগ্রে অধিকার হয়; তৎপরে পিতৃ সন্তান; তৎপরে পিতামহ সন্তান।

The order in which they inherit

যে ৮ সন্তান আত্মবন্ধু বলিয়া অধিকারী হইতে পারে তন্মধ্যে দৌহিত্র, পুত্রের দৌহিত্র এবং পৌত্রের দৌহিত্র সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু; দৌহিত্রের পুত্র, পুত্রের দৌহিত্রের পুত্র, এবং পৌত্রের দৌহিত্রের পুত্রের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃবন্ধু; দুহিতার দৌহিত্র এবং পুত্রের দুহিতার দৌহিত্র সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃবন্ধু; সুতরাং নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে স্বগোত্রজ দুহিতৃ সন্তানগণের অধিকার হয়।

১। পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুগণের অধিকার ক্রম।

১। যাহাদিগের সন্তান মূলধনী আত্মবন্ধু।

১। মূলধনীর দৌহিত্র, পুত্রের দৌহিত্র, পৌত্রের দৌহিত্র।
২।............পিতার...... ....
৩।............পিতামহের......... ....
৪।............প্রপিতামহের......... ....
৫।............বৃদ্ধ প্রপিতামহের......... ....

২। যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃবন্ধু।

৬। মৃতধনীর দৌহিত্রপুত্র, পুত্রের দৌহিত্রপুত্র, পৌত্রের ঐ
৭।............পিতার......... ....
৮।............পিতামহের........ ....
৯।............প্রপিতামহের......... ....
১০।............বৃদ্ধ প্রপিতামহের......... ....

৩। যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃবন্ধু।

১১। মৃতধনীর কন্যার দৌহিত্র, পুত্রের কন্যার দৌহিত্র।
১২।............পিতার...... ....
১৩।............পিতামহের... ... ...
১৪।............প্রপিতামহের... ... ...
১৫।............বৃদ্ধ প্রপিতামহের... ... ...

বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে পিতৃবন্ধুর অভাবে মাতৃবন্ধুর অধিকার হয়; সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অভাবে মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অধিকার হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মবন্ধু ত্রিবিধ; তন্মধ্যে স্বগোত্রজ দুহিতৃসন্তানগণ পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু; তদভাবে মাতামহগোত্রজ পুরুষগণের অধিকার হয়। মাতামহগোত্রজ পুরুষগণের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু। কিন্তু মাতামহগোত্রজ দুহিতৃসন্তানগণের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু অথবা পিতৃ বন্ধু অথবা মাতৃবন্ধু; সুতরাং স্বগোত্রজ দুহিতৃসন্তানের অভাবে প্রথমতঃ মাতামহ গোত্রজ পুরুষগণের অধিকার হয়; তদভাবে মাতামহ গোত্রজ দুহিতৃ সন্তানগণের অধিকার হয়।

2. Atma Bandhus of the same gotra with maternal grand father

3. Atma Bandhus who are related through the mother's father; but of different Gotra.

২। মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অধিকার ক্রম।

The order in which they inherit

৪। যাহাদিগের সহিত পার্ব্বণ পিণ্ড দান সম্বন্ধ আছে

১৬। মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র, মাতুল পৌত্র
১৭। প্রমাতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র তৎপ্রপৌত্র
১৮। বৃদ্ধপ্রমাতামহ ... ...

৫। যাহাদিগের সহিত পার্ব্বণ পিণ্ড দান সম্বন্ধ আছে কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃ পক্ষীয় আত্মবন্ধু	১৯। মাতামহ এবং তৎপুত্রাদির দৌহিত্র ২০। প্রমাতামহ ... ... ২১। বৃদ্ধ প্রমাতামহ ... ...
৬। যাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ নাই কিন্তু যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু	২২। মাতামহের অতিপ্রপৌত্র ২৩। প্রমাতামহের ... ... ২৪। বৃদ্ধ প্রমাতামহের ... ...
৭ যাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধনাই এবং যাহাদিগের মৃতধনী পিতৃবন্ধু।	২৫। মাতামহ এবং তৎপুত্রের দৌহিত্র পুত্র। ২৬। প্রমাতামহ ... ... ২৭। বৃদ্ধ প্রমাতামহ ... ...
৮ যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃবন্ধু।	২৮। মাতামহ এবং তৎপুত্রের কন্যার দৌহিত্র। ২৯। প্রমাতামহ ... ... ৩০। বৃদ্ধ প্রমাতামহ ....

মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুর অধিকার হয়। পিতৃবন্ধুর অধিকার ক্রম মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর ন্যায়; কেবল বিশেষ এই যে পিতার বৃদ্ধ প্রমাতামহদৌহিত্রগণের সম্বন্ধে মৃতধনী পঞ্চম পুরুষের মধ্যে না থাকায়, মৃতধনী তাহাদিগের সম্বন্ধে মাতৃবন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সুতরাং মৃতধনীর পিতার বৃদ্ধ প্রমাতামহের দৌহিত্রগণ মৃতধনীর দায়াধিকারী হইতে পারে না।

৩। পিতৃবন্ধুগণের অধিকার ক্রম।

Fathers Bandhu's.

৯ { ৩১। পিতৃ মাতামহ তৎ পুত্র তৎ পৌত্র তৎ প্রপৌত্র
৩২। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ...
৩৩। পিতৃ বৃদ্ধ প্রমাতামহ। ... ... }

১০ { ৩৪। পিতৃমাতামহের এবং তৎপুত্র তৎপৌত্রের দৌহিত্র।
৩৫। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

১১ { ৩৬। পিতৃমাতামহের প্রতি প্রণপ্তা। ... ...
৩৭। পিতৃ প্রমাতামহের। ... ...
৩৮। পিতৃবৃদ্ধ প্রমাতামহের ... ... }

১২ { ৩৯। পিতৃমাতামহের এবং তৎপুত্র তৎপৌত্রের দৌহিত্রপুত্র
৪০। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

১৩ { ৪১। পিতৃ মাতামহের এবং তৎপুত্রের কন্যার দৌহিত্র
৪২। পিতৃ প্রমাতামহ ... ... }

পিতৃবন্ধুর অভাবে মাতৃবন্ধুর অধিকারি হয়।

৪। মাতৃবন্ধুর অধিকার ক্রম।

Mothers Bandhus.

১৪ { ৪৩। মাতৃ মাতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র তৎপ্রপৌত্র।
৪৪। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

১৫ { ৪৫। মাতৃমাতামহের এবং তৎপুত্র তৎপৌত্রের দৌহিত্র।
৪৬। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

১৬ { ৭। মাতৃ মাতামহের প্রতি প্রণপ্তা।
৪৮। মাতৃ প্রমাতামহের। ... ... }

১৭ { ৪৯। মাতৃ মাতামহের এবংতৎপুত্রের দৌহিত্রের পুত্র।
৫০। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

১৮ { ৫১। মাতৃ মাতামহের এবং তৎপুত্রের কন্যার দৌহিত্র।
৫২। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ... }

ওয়েষ্ট এবং বুলার সাহেব বলেন যে বৃদ্ধ শাতাতপোক্ত ৯ বন্ধুর সর্ব্বাগ্রে অধিকার হয়; কিন্তু তাহা সংগত বোধ হয় না। কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মিতাক্ষরামতে মাতামহ দৌহিত্রের পূর্ব্বে পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার হয়। মিতাক্ষরায় বন্ধুগণের অধিকার ক্রম লিখিত না থাকায়, উপকার বিবেচনা করিয়া, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (গণেশ চন্দ্র রায় বঃ নীল কোমল রায় 22 W. R. 294)

মিতাক্ষরা মতে পিতৃ দৌহিত্রী পুত্রের অধিকার কলিকাতা হাইকোর্ট স্বীকার করিয়াছেন (উমেদ বাহাদুর বঃ উদয় চাঁদ I. L. R. 6 Cal 119)

The course of succession on failure of Bandhus.

বিভক্ত অসংসৃষ্টধনে অথবা অবিভক্ত দায়াদের স্বার্জ্জিত ধনে যে যে ব্যক্তির যেরূপ ক্রম অনুসারে অধিকার হয় তাহা লিখিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে বন্ধু পর্য্যন্তাভাবে শিষ্য এবং সহাধ্যায়ী অধিকারী হয়। কিন্তু আপস্তম্ব স্মৃতির সহিত একবাক্যতা করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে বন্ধু পর্য্যন্তাভাবে প্রথমতঃ আচার্য্যের অধিকার হয়; তদভাবে শিষ্যের তদভাবে সব্রহ্ম চারীর অধিকার হয়। সব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত অভাবে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির ধনে রাজার অধিকার হয়।

"ইতরেষাস্তু বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরে ন্নৃপ" মনুঃ।

কিন্তু ব্রাহ্মণ ধনে রাজার কখন অধিকার হয় না।

"অহার্য্যং ব্রাহ্মণ দ্রব্যং রাজ্ঞানিত্যমিতিস্থিতিঃ।"

পরন্তু প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ধনে শাস্ত্রানুসারে রাজা অধিকারী না হইলেও, অন্য কোন অধিকারী না থাকিলে রাজার অধিকার হয়; হিন্দু শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে যে মৃত ব্রাহ্মণের কোন উত্তরাধিকারী না

থাকিলে রাজা সেই সম্পত্তি কোন বেদপারগ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে দিবেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে সব্রহ্মচারী পর্য্যন্তাভাবে মৃতধনে অন্য কাহার স্বত্ব হয় না; সুতরাং শাস্ত্রে গ্রহণ নিষেধ থাকিলেও মৃত ব্রাহ্মণ ধনে রাজার স্বত্ব হয়। সম্পত্তি অস্বামিক অবস্থায় থাকিতে পারে না; সুতরাং রাজার স্বত্ব হয়; তবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রাজা সেই ধন কোন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দিতে বাধ্য; কিন্তু রাজা তাহা না দিলে নালিস চলে কিনা সন্দেহ (8 M. I. A. 500.)

Collector of Masulipatan v. Narain Pa.

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দায়ভাগের মতে পুংধনাধিকার ক্রম।

মিতাক্ষরা মতে কেবল বিভক্ত ধনে পত্নী দুহিতা দৌহিত্র মাতা পিতা প্রভৃতির অধিকার হয়। অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে মিতাক্ষরা মতে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। যে সময় এতদ্দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা রীতি ছিল তৎকালে কেবল বিভাগের সময় কাঁহার কত অংশ নিরূপণ আবশ্যক হইত; যতদিন বিভাগ না হইত ততদিন দায়াদগণ যথাসম্ভব অবিভক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিত মাত্র; কোন দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার কোন স্বত্ব ছিল এমত গণ্য হইত না। এইরূপ অবস্থায় সহজে এই সিদ্ধান্ত হয় যে জন্ম নিবন্ধন দায়াদ গণের স্বত্ব হয়; এবং মরণ প্রব্রজ্যা পাতিত্যাদির দ্বারা স্বত্ব লোপ হয়;।

সমাজের উন্নতি সহকারে যখন শিল্প বাণিজ্য অধ্যাপনা রাজসেবা আদির দ্বারা এক ব্যক্তি অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়; যখন বিদ্যাশিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যের অনুরোধে লোক সকল বহু কাল বিদেশে বাস করায় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়; তখন কেহ আপন উপার্জ্জিত অর্থ অন্য দায়াদের সহিত অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। প্রথমতঃ স্বার্জ্জিত সম্পত্তি সকলে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার চেষ্টা করে; কিন্তু অবিভক্ত অবস্থায় থাকিয়া স্বার্জ্জিত সম্পত্তি স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব নহে; সুতরাং প্রায় কোথা আর তখন দায়াদগণ বহুকাল অবিভক্ত অবস্থায় থাকে না। পিতার মৃত্যুর পরে অনতিকাল মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া দেশাচার হইয়া উঠিলে, পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণের স্বত্বোৎপত্তি হয়, এইরূপ সাধারণের সংস্কার হয়।

অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে অবিভক্ত সম্পত্তি তদবস্থায় থাকে; সুতরাং এইরূপ অনুমান হইতে পারে যে অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। কিন্তু বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তি পত্নী দুহিতা দৌহিত্রদিগের হস্তগত হয়; পত্নী দুহিতা প্রভৃতিকে অধিকার চ্যুত করিয়া দায়াদগণ সেই সম্পত্তি সহজে লইতে পারে না; কোন প্রকারে দায়াদগণ সেই সম্পত্তি লইতে কৃতকার্য্য হইলেও পত্নী দুহিতা প্রভৃতির বর্ত্তন দিতে হয়; সুতরাং মৃতদায়াদের সম্পত্তি বহুমূল্য না হইলে তাহা লইয়া দায়াদ গণের কিছু লাভ হয় না। এই রূপ অবস্থায় পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার দিগের ভিন্নমত হয়; কেহ বলেন মৃত দায়াদের পত্নী বর্ত্তন মাত্র পায়; কেহ বলেন পত্নী কেবল বিভক্ত দায়াদের সমস্ত সম্পত্তিতে অধি-

কারিণী হয়। কেহ বলেন পতির অল্প ধন থাকিলে পত্নী অধিকারিণী হয়; অধিক ধন থাকিলে বর্ত্তন মাত্র পায়।

শ্রীকরাচার্য্য বলেন যে মৃতধনীর অল্প সম্পত্তি থাকিলে পত্নী সমগ্র সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয়; অধিক ধন থাকিলে পত্নী বর্ত্তন মাত্র পায়। বোধ হয় শ্রীকরাচার্য্যের সময়ে দেশাচার অনুসারে পত্নীর এইরূপ অল্পধনে সমগ্র অধিকার হইত। পরন্তু অল্পধনে পত্নীর স্বত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত হইলে অপুত্রক বিভক্ত দায়াদের পত্নীর হস্ত হইতে সেই সম্পত্তি লওয়া দায়াদ গণের পক্ষে আরও কঠিন হইয়া উঠে, সুতরাং বিভক্ত দায়াদের সমস্ত সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার অগত্যা স্বীকৃত হয়।

Srikaracharya's dictum as to the right of widow to inherit in case the property is of small value

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে অল্প ধন থাকিলে পত্নীর অধিকার হয় আর অধিক ধন থাকিলে পত্নী বর্ত্তন মাত্র পায় কোন স্মৃতিকারক মুনি এরূপ বলেন নাই। পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ বচন আছে তাহা বিজ্ঞানেশ্বর মীমাংসা করিয়া বলেন যে অবিভক্ত দায়াদের পত্নী বর্ত্তন মাত্র পায়; আর বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে "পত্নী দুহিতর শ্চৈব" এই বচন যাজ্ঞবলক্য সংহিতায় অবিভক্ত ধন বিভাগ অথবা সংসৃষ্ট ধন বিভাগ প্রকরণে নাই; স্বতন্ত্র প্রকরণে আছে; সুতরাং কেবল বিভক্ত ধনে "পত্নী দুহিতর শ্চৈব" এই বচন অনুসারে দায়াধিকার হয়। বোধ হয় বিজ্ঞানেশ্বরের সময়ে একত্র অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা প্রথা রহিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু দায়াদগণ পত্নী দুহিতা প্রভৃতির অধিকার প্রথমতঃ স্বীকার করা কোন মতে সম্ভব নহে। বিভক্ত দায়াদের মৃত্যু হইলেও দায়াদগণ তদীয় সম্পত্তি অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা সম্ভব নহে।

Vigyanesh rejects Srikar's dictum as unsupported by authority.

Vigyaneshwor maintains that widow and daughter inherit only in case of there being no surviving coparcenor.

মিতাক্ষরার পূর্ব্বে শ্রীকরাচার্য্যের মতানুসারে অল্পধন হইলে পত্নীর অধিকার হইত ; অধিক ধন হইলে দায়াদগণের অধিকার হইত। ইহাতে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন হওয়া দূরে থাকুক আরও বৃদ্ধি হইবার কারণ হইয়া ছিল ; এই নিমিত্ত বোধ হয় বিজ্ঞানেশ্বর তৎকালে ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন যে অবিভক্ত ধনে দায়াদ গণের অধিকার হয় ; আর বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী প্রভৃতির অধিকার হয়। এইরূপ মীমাংসা করায় বিবাদের কারণ সম্যক রূপে ভঞ্জন হইয়া ছিল। তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রে বিরুদ্ধবচন ছিল; এবং শ্রীকরাচার্য্য প্রভৃতি মীমাংসকগণ যেরূপ শাস্ত্রের অর্থ করিয়াছিলেন তাহাতে অধিকতর বিবাদের কারণ হইয়াছিল। বিজ্ঞানেশ্বর দেখিলেন যে অবিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নীর অধিকার স্বীকার অথবা বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নীর স্বত্ব হয় না বলিলে বিবাদ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। অবিভক্ত দায়াদগণের হস্তে যে সম্পত্তি থাকে, মৃত দায়াদের পত্নীর সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বীকার করিলেও মৃত দায়াদের পত্নী সেই সম্পত্তি সহজে অধিকার করা কোন মতে সম্ভব নহে ; এবং বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার যে সম্পত্তি পত্নীর হস্তগত হয় তাহাতে পত্নীর স্বত্ব হয় না বলিলেও পত্নীকে অধিকারচ্যুত করা সহজ হয় না। বিজ্ঞানেশ্বর যেরূপ মত প্রতিপাদন করিলেন তাহাতে এই মত বিরোধ হইবার কোন কারণ থাকিল না।

বিভক্ত দায়াদের সম্পত্তিতে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ অবিভক্ত সম্পত্তিতে পত্নী দুহিতার স্বত্ব ন্যায়সংগত বলিয়া বোধ হয়। পত্নী দুহিতা দৌহিত্র থাকিতে বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতৃব্য পুত্র অধিকারী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ;

সমাজের এতাদৃশ অবস্থায় কোন গ্রন্থকার অবিভক্ত সম্পত্তিতে পত্নী দুহিতার স্বত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারিলে তাহার মত সহজে দেশে প্রচলিত হয়। মিতাক্ষরার পূর্ব্বে কিরূপ স্থলে পত্নী দুহিতার অধিকার হয় তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার দিগের মধ্যে বিষম বিরোধ ছিল। বিজ্ঞানেশ্বর এইরূপ মত সংস্থাপন করিলেন যে অবিভক্ত দায়াদের মৃত্যু হইলে তাহার স্বত্বে পত্নীর অধিকার হয় না; কেবল বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নীর অধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বর সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাহাতে সচরাচর বিরোধ না হয় তজ্জন্য প্রকৃত দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহার ব্যবস্থা সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়াছিল।

The reason why Vigyaneshwar's doctrine is accepted as law almost throughout Inbia.

পরন্তু ব্যবহার শাস্ত্র চিরকাল এক অবস্থায় থাকা সম্ভব নহে; যে ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের একরূপ অবস্থায় সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়, সেই ব্যবস্থা দ্বারা আর এক সময়ে বিবাদের কারণ হইয়া উঠে। বিজ্ঞানেশ্বর বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নী প্রভৃতির স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাহার মত ভারত বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ ব্যতীত অদ্যাপি সর্ব্বত্র আদৃত আছে; কিন্তু বিভক্তধনে পত্নী দুহিতার স্বত্ব সর্ব্ব বাদি সম্মত হইলে অবশেষে অবিভক্ত ধনে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব না হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিভক্ত হওয়া লোকের ইচ্ছাধীন; নতুবা অবিভক্ত ধনাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত এতদিন প্রচলিত থাকিত কিনা সন্দেহ স্থল।

The heritable right of widow and daughter being recognized Jimutavahana goes a step further and establishes that the rule as to inheritance is the same whether the deceased was a member of a joint family or died separate.

দায়ভাগ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে বিভক্ত অবিভক্ত সর্ব্ব প্রকার ধনে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব প্রতিপাদন করা এবং পিতৃ দৌহিত্র পিতামহ দৌহিত্র প্রভৃতিকে নিকট উত্তরাধিকারীর মধ্যে পরিগণিত করা জীমূতবাহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবিভক্ত

সম্পত্তিতে পত্নী দুহিতার স্বত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত জীমূত বাহন স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বত্বের সামুদায়িকত্ব অর্থাৎ সকল ধন ব্যাপকতা অস্বীকার করিয়া প্রাদেশিকতা সংস্থাপন করিয়াছেন্। বিজ্ঞানেশ্বর, সামুদায়িক স্বত্ব বাদী; তাহার মতে সকল দ্রব্যে সকল দায়াদের স্বত্ব থাকে; সুতরাং এক জনের মৃত্যু হইলে কেবল তাহার স্বত্ব লোপ হয়; অন্যান্য দায়াদ গণের সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তিতে পূর্ব্ববৎ অধিকার থাকে; এবং মৃত-দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলেও মিতাক্ষরামতে তাহার স্বত্বে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব হইতে পারে না। জীমূত-বাহনের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বত্ব প্রাদেশিক; অর্থাৎ অবিভক্ত সম্পত্তির ভিন্ন প্রদেশ ব্যাপি; সুতরাং জীমূতবাহনের মতে অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার অংশে তাহার পত্নী দুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব হয়।

Mitakheras definition of Sapinda

মিতাক্ষরামতে পিতৃ পক্ষে যে ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ হইতে এবং মাতৃ পক্ষে ঊর্দ্ধতন যে চারি পুরুষ হইতে সন্তান ভেদ হয় সেই কয়েক পুরুষের সন্তানগণ যথাক্রমে সপ্তম পঞ্চম পর্য্যন্ত সপিণ্ড বলিয়া গণ্য; সুতরাং ভিন্ন গোত্র হইলেও সপিণ্ড হইতে পারে; কিন্তু ভিন্ন গোত্র এবং সগোত্র সপিণ্ড গণের যুগপৎ অধিকার স্বীকার করিলে অধিকারি ক্রম নির্ণয় করা অথবা স্মৃতি বচন সমূহের একবাক্যতা করা দুঃসাধ্য হয়; এই নিমিত্ত বিজ্ঞানেশ্বরের মতে সগোত্র সপিণ্ড থাকিতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ডের অধিকার হয় না। কিন্তু তাহা হইলে ভাগিনেয় প্রভৃতির স্বত্ব দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

The reason why Vigyaneshar places Bandhus after Samanadakas.

Jimutavahana says that the word Sapinda.

জীমূতবাহন বলেন যে অশৌচ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত, দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত নহে। মনুসংহিতায় উক্ত আছে যে

নভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা ঋকৃথ হরাঃ পিতুঃ।
ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে॥
চতুর্থঃ সম্প্রদা তেষাং পঞ্চমোনোপপদ্যতে।
অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ॥

"ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" ইত্যাদি বলিয়া "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এইরূপ মনু বলায় জীমূত বাহন বলেন যে উক্ত বচনে শরীর সম্বন্ধে যে প্রত্যাসন্ন সেই অধিকারী হয় এমত নহে ; শরীর সম্বন্ধে যে সন্নিহিত সেই উত্তরাধিকারী হয় এরূপ মনুবচনের অভিপ্রায় হইলে "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" ইত্যাদি পূর্ব্বে বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। অশৌচ প্রকরণে মনু বলিয়াছেন যে "সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে" দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দে সেই অর্থে ব্যবহার করিলে "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" ইত্যাদি কখন বলিতেন না। এই নিমিত্ত জীমূতবাহন বলেন যে দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দের অর্থ নিম্ন লিখিত বৌধায়ন স্মৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রপিতামহঃ পিতামহঃ পিতা স্বয়ং সোদর্য্যাভ্রাতরঃ সবর্ণায়াঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্র এতান অবিভক্তদায়াদান সপিণ্ডানাচক্ষতে বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যানাচক্ষতে সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামীহ্যর্থো ভবতি সপিণ্ডাভাবে সকুল্য স্তদভাবে চাচার্য্য অন্তেবাসী ঋত্বিক্" বৌধায়ন স্মৃতি অনুসারে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ এবং অধস্তন তিন পুরুষ মাত্র সপিণ্ড ; তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পুরুষ গণ সকুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জীমূত বাহন বলেন দায়ভাগ প্রকরণে

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং॥

in the chapter on inheritance has a different meaning to that in which it is used in the chapter on mourning

Jimutavahana rejects the doctrine that all those who are descended from a common ancestor are Sapindas

Boudhyana text defining Sapinda does not include any one beyond the third degree in ascent or descent

According to Jimuta following are sapindas
1 Those who give pindas to deceased
2 Paternal ancestors to whom the deceased gave Pindas in his lifetime and who give the deceased a share of all pinda offered to them
3. The sons of the three paternal ancestors who give Pindas in which the deceased participates.
4 Maternal ancestors to whom the deceased gave Pindas in his lifetime but who do not give any share to the deceased.
5· Their sons &

এই বচন অনুসারে, ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ দায়াধিকার সম্বন্ধে সপিণ্ড গণ্য হয় না। দায়ভাগের মতে

১। মৃত ধনীকে যাহারা পিণ্ডদেয় অর্থাৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র।

২। মৃত ধনীর ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ যাহাদিগকে সে জীবন কালে পিণ্ড দিত; এবং সপিণ্ড গণের দ্বারা যাহাদিগের সহিত মৃতধনী পিণ্ড ভোজন করে।

৩। মৃত ধনীর ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের সন্তান যাহারা সেই তিন পুরুষকে পিণ্ডদেয়; এবং যাহাদের পিণ্ডের অংশ মৃতধনী পায়।

৪। মৃত ধনীর মাতামহাদি তিন পুরুষ যাহাদিগকে মৃতধনী পিণ্ড দিত।

৫। মৃত ধনীর মাতামহাদির সন্তান যাহারা মৃত ধনীর মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহকে পিণ্ডদেয় ইহারা সকলে মৃত ধনীর সপিণ্ড; এবং ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক পিণ্ড বা অধিক উপকার জনক পিণ্ডদেয় তাহারা "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্য স্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এই মনু স্মৃতি অনুসারে অধিকারী হয়।

মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র মৃত ধনীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ্য পিণ্ড দেয়; এই নিমিত্ত মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হয়।

মৃত ধনীর দৌহিত্র মৃত ধনীকে ভোগ্য পিণ্ড দেয়; কিন্তু ভোগ্য পিণ্ড দ্বিবিধ।

১। মুখ্যপিণ্ড।

২। গৌণপিণ্ড।

পুত্র পৌত্রাদি যে পিণ্ড দেয় তাহা মুখ্য পিণ্ড; দৌহিত্র সন্তান যে পিণ্ড দেয় তাহা গৌণ পিণ্ড। পার্ব্বণ বিধানে

পিতা পিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হইলে আনুসঙ্গিক মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পিতামহাদির শ্রাদ্ধ মুখ্য কার্য্য; পিতা পিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হইলে আনুসঙ্গিক মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হয়; নতুবা স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয় না।*

The preferable right of those who give or receive Bhogya Pindas in which the deceased participates

পিতরো যত্র পূজ্যন্তে তত্র মাতামহা ধ্রুবং।
অবিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিশেষান্নরকং ব্রজেৎ॥

পিতা পিতামহাদির শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধে প্রবৃত্তি হয়; পিতা পিতামহাদির শ্রাদ্ধ যে কোন প্রকারে সিদ্ধ হইলে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ স্বতন্ত্র করিতে হয় না। এই নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদির প্রদত্ত পিণ্ড মুখ্য পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়; এবং দৌহিত্র প্রদত্ত পিণ্ড গৌণপিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। গৌণপিণ্ড অপেক্ষা মুখ্য পিণ্ড উপকার জনক; এই নিমিত্ত দৌহিত্রের, পূর্ব্বে পুত্রাদির অধিকার হয়।

Bhogya Pindas are of two kinds.

Primary and secondary Pindas

আত্ম বংশে কেহ না থাকিলে পিতা মাতার অধিকার হয়। পিতা মাতার সহিত মৃত্যুর পরে পুত্র পিণ্ড ভোজন করে; এই নিমিত্ত পিতামাতা সপিণ্ড। ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি মৃত ধনীকে পিণ্ড দেয় না; কিন্তু মৃত ধনীর পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে মৃত ধনীর ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র পিণ্ড দেয়; এবং মৃত ধনী সেই পিণ্ডের অংশ পায়।

ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত পিতৃ বংশে মুখ্য পিণ্ড দাতার অভাবে গৌণ পিণ্ডদাতা পিতৃ দৌহিত্র অধিকারী হয়। পিতৃ দৌহিত্র মৃত ধনীর পিতা পিতামহ প্রপিতামহ তিন পুরুষকে গৌণপিণ্ড দেয়; এই নিমিত্ত পিতৃ দৌহিত্র মৃত ধনীর সপিণ্ড; এবং আত্ম বংশে বা পিতৃ বংশে অন্য কোন নিকট পিণ্ড দাতা না থাকিলে মৃতধনীর সম্পত্তিতে পিতৃ দৌহিত্র অধিকারী হয়; পিতৃ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে পিতা-

In default of all those who give or receive Pinda in which the deceased participates the inheritance goes to maternal ancestors to whom the deceased gave pindas in his life-time but who donot give any share to the deceased after death-

মহ পিতামহী এবং তৎ সন্তানগণের মধ্যে যাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে তাহারা অধিকারী হয়।

পিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে প্রপিতামহ প্রপিতামহী এবং তৎসন্তানগণের উক্ত মত অধিকার হয়।

প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে মৃতধনীর দেয় পিণ্ড ভোক্তা এবং দেয় পিণ্ড দাতা মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয়। মাতামহ মাতুলাদির দ্বারা মৃতধনীর পিণ্ডদানরূপ উপকার হয় না; সুতরাং মৃতধনীর ভোগ্য পিণ্ড দাতা প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত কেহ বর্ত্তমান থাকিতে মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয় না। মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহকে পিণ্ড দিতে হয়; কিন্তু মৃত্যুর পরে পিতা পিতামহাদির পিণ্ডের যেরূপ অংশ পাওয়া যায় মাতামহাদিগকে কেহ পিণ্ড দিলে সেরূপ অংশ পাওয়া যায় না।

মাতামহাদিগকে মাতুল প্রভৃতি পিণ্ড দেয়; সেই পিণ্ডের অংশ মৃতধনী পায় না; তবে মৃতধনী জীবিত থাকিলে মাতামহাদিগকে পিণ্ড দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য ছিল; মাতুলাদি সেই মাতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ড দেয়; এই নিমিত্ত মাতুলাদির সহিত সপিণ্ডতাদেয়পিণ্ড দান মূলক।

জীমূতবাহন বলেন যে এইরূপ উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহা না বলিয়া যদি বলা যায় যে কেবল বিশেষ বচনে যাহাদিগের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হয় না; কারণ প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে এমত কোন বচনে স্পষ্ট বিধান নাই। কিন্তু জীমূতবাহনের এই মত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এই বচন অনুসারে প্রপৌত্রের অধিকার হয়; উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহা

স্বীকার না করিলেও সপিণ্ড শব্দের যেরূপ অর্থ জীমূতবাহন, করিয়াছেন তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে ; সপিণ্ড শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে। ফলতঃ যে যুক্তি দ্বারা জীমূতবাহন ধনসম্বন্ধ উপকার মূলক প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই যুক্তি অখণ্ডনীয় নহে ; এবং জীমূতবাহন সেই যুক্তির দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গ্রন্থের শেষ ভাগে বলিয়াছেন।

"অত্রাপ্যপরিতোষো বিদুষাং তদাবাচনিক এবায়মর্থঃ" দায়ভাগের এই অংশের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে কেবল উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এমত কদাচ বলা যায় না।

যুক্তি দ্বারা কোন মত প্রতিপাদন করিতে পারিলে আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ কেবল বাচনিক প্রমাণের উপর নির্ভর করেন না। পুত্র পৌত্রাদির দায়াধিকার স্বত্ব যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারিলে প্রত্যেক অধিকারীর স্বত্বোৎপত্তি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র শ্রুতি কল্পনা করিতে হয় না ; এই নিমিত্ত জীমূতবাহন এবং তাহার টীকাকারগণ ধনসম্বন্ধ উপকার মূলক ইহা প্রতিপাদন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন যে ধন সম্বন্ধ পিণ্ডদানরূপ উপকার মূলক এমত বলা যায় না। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ যেমত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন বাস্তবিক তাহা গ্রন্থকারের মত নহে। সর্ব্বশেষে যে মত প্রকাশ করেন তাহা গ্রন্থকারের মত। দায়ভাগের একাদশ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে জীমূতবাহনের মতে উপকার হেতু ধনসম্বন্ধ হয় ; পরন্তু উক্ত অধ্যায়ের শেষ ভাগে জীমূতবাহন উক্ত মত সমর্থন করা দুঃসাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

Jimutavahana after trying his best to establish that the power of conferring spiritual benefit is the cause of heritable right has ultimately abandoned that position.

Sreekishen's commentary.

According to the canons of interpretation in Hindu Law it is not proper to rely upon a mere text if it be possible to give a rational explanation of the rule contained in that text.

Throughout chapter XI Jimuta has tried to shew that all those who inherit do so by virtue of their power of conferring benefit on the deceased. But it will also appear that the author has almost in all cases quoted a text to establish the same position.

অপুত্রক ধনাধিকার সম্বন্ধে যে সকল তর্কের মীমাংসা একাদশ অধ্যায়ে আছে সেই সকল স্থলে উপকারকত্ব হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এই যুক্তি দিয়াছেন; উপকারের ন্যূনতাতিশয় বিবেচনায় অধিকারি ক্রম নিরূপণ হয় এইমত পুনঃ প্রনঃ বলিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে জীমূতবাহন কেবল উপকার মূলক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধন সম্বন্ধ অথবা ধনাধিকার ক্রম নিরূপণ করেন নাই। বচনের দ্বারা অথবা সাংদৃষ্টিক ন্যায় প্রভৃতি অন্য যুক্তি দ্বারা যেমত প্রতিপাদিত হইয়াছে উপকার মূলক যুক্তির দ্বারা তাহার সাধক দিয়াছেন; সাধক দিবার জন্য আমাদিগের শাস্ত্রকার গণ যে কোন যুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু যে যুক্তির দ্বারা গ্রন্থকার সাধক দেন তাহা যে গ্রন্থকারের মতে অখণ্ডনীয় এমত নহে।

জীমূতবাহন যে যে স্থলে কোন মত বিশেষ সম্বন্ধে এক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অন্য যুক্তি দিয়াছেন সেই সকল স্থানে টীকাকারগণ পূর্ব্ব প্রদর্শিত যুক্তির দোষ দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ দায়ভাগের মতে কেবল উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এমত বলা কোন মতে সংগত নহে। গুরুগোবিন্দ সাহা ম-লের মকদ্দমায় বিচারপতি ৺ দ্বারিকা নাথ মিত্র এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দায়ভাগের মতে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয়; কিন্তু তাহার সেই অভিপ্রায় অপ্রয়োজন উক্তি মাত্র। জীমূত বাহন এবং তাহার টীকাকারগণ যখন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এইমত সপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য, তখন বোধ হয় দায়ভাগের ঐ অংশ বিচারপতি গণের গোচর না করা হেতু তাঁহারা দায়ভাগের মতে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় বলিয়াছিলেন। উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহা স্বীকার না করিলেও বিচারপতি

দ্বারিকা নাথ মিত্র উক্ত মকদ্দমার যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা অভ্রান্ত বলিতে হইবে। সপিণ্ড শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে যাহাদের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ আছে তাহারা সপিণ্ড; জীমূতবাহন যে বৌধায়ন স্মৃতির দ্বারা স্বীয় মতের সাধক দিয়াছেন তদ্দ্বারা দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ডতা ত্রৈপুরুষিক প্রমাণ হইয়াছে; সুতরাং দায়ভাগে সপিণ্ড শব্দের পারিভাবিক অর্থ কোন মতে গ্রহণ হইতে পারে না। পারিভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিলে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ প্রতীতি হয় তাহা গ্রহণ করিতে হয়। যাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ আছে তাহাদের সকলকে সপিণ্ড বলিয়া স্বীকার করিলে "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্‌যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এই মনু স্মৃতি অনুসারে ভ্রাতৃ দৌহিত্র পিতৃব্য দৌহিত্র প্রভৃতি সকলের অধিকার স্বীকার করিতে হয়।

The definition of Sapinda is in no way connected with the theory of spiritual benefit; it follows from the etymological meaning of the word and the text of Baudhyaana.

গুরুগোবিন্দ সাহা মণ্ডলের মকদ্দমায় পুত্রদৌহিত্র পৌত্রদৌহিত্র ভ্রাতৃ দৌহিত্র পিতৃব্য দৌহিত্র প্রভৃতি অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়; কিন্তু অধিকারি ক্রম মধ্যে কিরূপে উহাদের অনুপ্রবেশ হইতে পারে তাহা উক্ত মকদ্দমায় বিচার্য্য না থাকায় অবধারিত হয় নাই। পরে অপর মকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পুত্রের দৌহিত্র প্রভৃতি সপিণ্ড এবং অধিকারী বলিয়া গণ্য হইলেও যে সকল সপিণ্ড অধিকারী বলিয়া দায়ভাগে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে তাহাদিগের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র পৌত্র প্রভৃতির দৌহিত্রগণের অধিকার হইতে পারে না। (গোবিন্দপ্রসাদ তালুকদার বঃ মুহেশ চন্দ্র শর্ম্মা ঘটক 15 B. L. R.)

Govinda Prosad Talookdar v. Mohesh Chandra Sarma.

পরন্তু জীমূতবাহন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সপিণ্ডগণের অধিকার ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন তদনুসারে আত্ম

দৌহিত্রের পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্রের অধিকার হওয়া অথবা পিতৃ দৌহিত্রের পরে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার হওয়া অসঙ্গত বলা যায় না।

The general rule of Hindu Law is that inheritance does not go upwards if there is any one in a nearer line. Jimuta has placed the father's daughter's son before the grand father Therefore by the principle of Sandristika, the son's daughter's son may be placed before father.

দায়ভাগে দৌহিত্রের পরে পিতার অধিকার হয় লিখিত আছে; কিন্তু দৌহিত্র শব্দ যদি পুত্রদৌহিত্র এবং পৌত্র দৌহিত্র পর বলা যায় তাহা হইলে আত্ম দৌহিত্রের পরে পুত্র দৌহিত্রের তদভাবে পৌত্রের দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করা দায়ভাগের মতে বিরুদ্ধ বলাযায়না। জীমূত বাহন যেরূপ অধিকারি ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আত্ম বংশজ কোন পিণ্ডদাতা থাকিতে পিতা বা পিতৃ বংশের অধিকার হয়না; এবং পিতৃ বংশজ সপিণ্ড থাকিতে পিতামহের এবং তদ্বংশের অধিকার হয় না। কেবল উপকারের ন্যূনতাতিশয্য বিবেচনা করিয়া জীমূত বাহন অধিকারি ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন এমত বলা যাইতে পারে না; জীমূত বাহন সাংদৃষ্টিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া পিতামহের পূর্ব্বে পিতৃ দৌহিত্রের এবং প্রপিতামহের পূর্ব্বে পিতামহ দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। সেই সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে আত্ম দৌহিত্রাভাবে পুত্রদৌহিত্রের পৌত্রদৌহিত্রের তদভাবে পিতার অধিকার হয়। এস্থলে কেহ এমত বলিতে পারেন যে আত্মদৌহিত্রের অধিকার বচন মূলক; সুতরাং বচন অনুসারে পিতার পূর্ব্বে আত্মদৌহিত্রের অধিকার হয়। পুত্রাদির দৌহিত্রকে অধিকারী বলিয়া যদিও স্বীকার করা যায়; কিন্তু ক্রমবদ্ধ সপিণ্ডগণের মধ্যে পুত্রাদির দৌহিত্রগণের অধিকার অনুপ্রবেশ করা যাইতে পারে না; তবে প্রক্রান্ত সপিণ্ড কেহ না থাকিলে পুত্রাদির দৌহিত্র অধিকারী হইতে পারে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্রা-

দির দৌহিত্রগণের অধিকার বোধক কোন বাচনিক প্রমাণ নাই; কিন্তু যাহার অধিকারসম্বন্ধে স্পষ্ট বাচনিক প্রমাণ নাই তাহাকে প্রক্রান্ত অধিকারিগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা যায় না এমত নহে। পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধক বাচনিক প্রমাণ নাই; তথাপি জীমূতবাহন সাংদৃষ্টিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া পিতামহের পূর্ব্বে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। আত্মবংশজ সপিণ্ড থাকিতে পিতৃ-বংশজের অধিকার হওয়া দায়ভাগের প্রদর্শিত প্রণালী সম্মত নহে; পুত্রের দৌহিত্র এবং পৌত্রের দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিলে আত্মদৌহিত্রের পরে এবং পিতার পূর্ব্বে উহাদিগকে অনুপ্রবেশ করা ভিন্ন তাহাদের অধিকার ক্রম অন্য কোন প্রকারে নিরূপিত করা সুসাধ্য বোধ হয় না।

"দৌহিত্রোপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ"

এই মনু-বচন অনুসারে এমত বলা যাইতে পারে যে দৌহিত্র কেবল আত্ম মাতামহকে সন্তারণ করে; সুতরাং কেবল আত্ম দৌহিত্র এবং পিত পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সন্তার্য্য তিন পুরুষের সন্তারক দৌহিত্র অধিকারী হইতে পারে; তদ্ভিন্ন পুত্রাদির দৌহিত্রগণের অধিকার স্বীকার করা যায় না।

Further discussion

পরন্তু প্রমাতামহাদি মৃতধনীর সন্তার্য্য নহে; তথাপি প্রমাতামহদৌহিত্রের অধিকার স্বীকৃত আছে। বস্তুতঃ পুত্রাদির দৌহিত্রগণ অধিকারী হইতে পারে কি না তৎ-সম্বন্ধে আর এক্ষণে কোন তর্ক নাই। এক্ষণে কেবল এই মাত্র বিবেচ্য যে পুত্রাদির দৌহিত্র কাহার পূর্ব্বে বা কাহার পরে অধিকারী হয়। আত্মদৌহিত্র সন্তারণ করে বলিয়া পুত্রাদির দৌহিত্রগণের পূর্ব্বে অধিকার লাভ করে এমত বলা যাইতে পারে; কিন্তু পুত্রাদির দৌহিত্র আত্মবংশজ সপিণ্ড; সুতরাং

সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে পুত্রাদির দৌহিত্র বর্ত্তমান থাকিতে মৃতধনীর সম্পত্তি উর্দ্ধগত হইতে পারে না। পরন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন; তদনুসারে সগোত্র সপিণ্ড কেহ বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রাদির দৌহিত্রগণের একণে অধিকার হয় না। (15 B. L. R.)।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দায়ভাগের মতে, নিম্ন লিখিত ক্রম অনুসারে দায়াধিকার হয়।

১। পুত্র তদভাবে পৌত্র তদভাবে প্রপৌত্র।

কোন পুত্র পিতার জীবন কালে লোকান্তর হইলে তাহার পুত্রগণ আপনাদিগের মৃত পিতার অংশ পায়; যদি মূল ধনীর মৃত্যুর সময় এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে এবং আর এক পুত্রের দুই পুত্র থাকে তাহা হইলে "অভেতাংশং স্বপিত্র্যং পিতৃব্যাৎ তস্য বা সুতাৎ" এই শাস্ত্র অনুসারে মৃতধনীর মৃত্যু কালীন বর্ত্তমান পুত্র অর্দ্ধাংশ এবং পৌত্র দ্বয় অর্দ্ধাংশ পায়।

মুলধনীর মৃত্যুকালে এক মৃত পুত্রের দুই পুত্র আর এক মৃত পুত্রের যদি তিন পৌত্র বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পৌত্রদ্বয় অর্দ্ধাংশ এবং প্রপৌত্র তিন জনে অপর অর্দ্ধ প্রাপ্ত হয়। মুলধনীর মৃত্যুকালে যে পুত্র জীবিত থাকে তাহার পুত্র বা পৌত্র গণের অধিকার হয় না। মুলধনীর

মৃত্যুর সময় মৃত পিতৃক পৌত্র থাকিলে পৌত্র অধিকারী হয়; কিন্তু পৌত্র জীবিত থাকিতে সেই পৌত্রের পুত্রের অধিকার হয় না।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পুত্র দ্বাদশ প্রকার; কিন্তু অধুনা ঔরস এবং দত্তক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পুত্রের পুত্রত্ব শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না। ঔরস পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে শাস্ত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না; দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে।

"উৎপন্নেত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ স্মৃতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদন ভাগিনঃ॥

এই কাত্যায়ন স্মৃতি অনুসারে দত্তক পুত্র দায়ভাগের মতে তৃতীয়াংশ পায়; অর্থাৎ এক দত্তক এবং এক ঔরস পুত্র থাকিলে দত্তক পুত্র সমস্ত সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পায়; এবং ঔরস পুত্র দুই অংশ পায়। এক দত্তক এবং দুই ঔরস থাকিলে দত্তক পুত্র সম্পত্তির পঞ্চমাংশ পায়।

২। ঔরস অথবা দত্তক পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে দায়ভাগের মতে সর্ব্ব প্রকার ধনে পত্নীর অধিকার হয়। পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে বহু পত্নী থাকিলে সকলের তুল্যাধিকার হয়; এবং পত্নী বা পত্নীগণের অধিকার হইলে তাহাদিগের মৃত্যুর সময়ে, স্বামীর যে নিকট উত্তরাধিকারী থাকে সেই অধিকারী হয়। পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার হইলেও

"অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী ব্রতে স্থিতা।
ভুঞ্জীত৷ মরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ॥"
"স্ত্রীণাং স্বপতি দায়স্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়ং কথঞ্চন॥"

ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে পতির সম্পত্তি পত্নী উপভোগ করিতে পারে মাত্র; পতির সম্পত্তি বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে না।

৩। পত্নী না থাকিলে অপুত্রক ধনে অদত্তা কন্যার অধিকার হয়।

"অপুত্রস্য মৃতস্য কুমারী ঋকৃথং গৃহ্নীয়াৎ তদভাবেচোঢ়া"

৪। তদভাবে পুত্রবতী এবং সম্ভাবিত পুত্রার অধিকার হয় "পুত্রাভাবেচ দুহিতা তুল্য সন্তান দর্শনাৎ" এই নারদ বচনে সন্তান দর্শনরূপ হেতু প্রযুক্ত দুহিতার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং যে দুহিতার দ্বারা সন্তান দর্শন সম্ভব না থাকে দায়ভাগ মতে তাহার অধিকার হয় না।

"সদৃশী সদৃশেনোঢ়া ভর্তৃশুশ্রূষণে রতা।
কৃতাকৃতা বা ঽপুত্রস্য পিতুর্ধনহরী তু সা।।

'এই বৃহস্পতি বচনে ভর্তৃশুশ্রূষণেরতা' এই বিশেষণ থাকায় জীমূতবাহন বলেন যে বিধবা অধিকারিণী হইতে পারে না। তবে পুত্রবতী বিধবা অধিকারিণী হইতে পারে। "স্ত্রীধনং দুহিতৄনাম প্রত্তানাম প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই বচন অনুসারে বিজ্ঞানেশ্বরের মতে পুংধনেও প্রথমতঃ অদত্তা কন্যা তৎপরে অপ্রতিষ্ঠিতা তৎপরে প্রতিষ্ঠিতা কন্যার অধিকার হয়; বিজ্ঞানেশ্বরের মতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে অনপত্যা এবং নির্ধনা বুঝায়। পুংধনাধিকার সম্বন্ধে উক্ত গৌতম বচন প্রয়োগ হয় জীমূতবাহন এমত বলেন নাই; স্ত্রীধনাধিকার সম্বন্ধে উক্ত বচনে অপ্রতিষ্ঠিত শব্দে বাগ্‌দত্তা অবিবাহিতা বুঝায় দায়ভাগকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দায়ভাগ (৪ অ ২ প ২২—২৩)

দুহিতার অধিকার হইলে যেরূপ স্বত্ব হয় তাহা পরে আলোচিত হইবে

৫। পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতার অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হয়।

দৌহিত্রগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয়; এক দুহিতার যদি একমাত্র পুত্র থাকে; আর এক দুহিতার গর্ভ-জাত যদি দুই পুত্র থাকে তাহা হইলে দৌহিত্রগণ প্রত্যেকে মাতামহ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পায়। মৃতপিতৃক পৌত্রগণ স্ব স্ব পিতৃ তুল্য অংশে "লভেতাংশং স্বপিত্র্যন্তু পিতৃ-ব্যাত্তস্যবাসুতাঃ" এই বচন অনুসারে অধিকারী হয়; কিন্তু দৌহিত্রগণের অধিকার সম্বন্ধে তাদৃশ কোন শাস্ত্র নাই; সকল দৌহিত্র অধিকারী হয় এই মাত্র শাস্ত্র আছে; সুতরাং সকলে তুল্যাধিকারী হয়।

৫০। আর দৌহিত্রাভাবে কাহার কাহার মতে পুত্র দৌহিত্রের তদভাবে পৌত্রেরদৌহিত্রের অধিকার হওয়া উচিত; কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে সগোত্র সপিণ্ড থাকিতে পুত্রাদির দৌহিত্র-গণের অধিকার হইতে পারে না। (15 B. L. R. ; 9 I.L.R.)

৬। দৌহিত্রাভাবে পিতার অধিকার হয়।

৭। তদভাবে মাতার ... ...

৮। তদভাবে সংসৃষ্ট অথবা অবিভক্ত সোদর ভ্রাতার।

৯। তদভাবে সংসৃষ্টী অথবা অবিভক্ত অসোদর এবং অসংসৃষ্টী সোদরের যুগপৎ অধিকার।

১০। তদভাবে অসংসৃষ্টী অসোদর।

সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্তু সোদরঃ।
দদ্যাচ্চাপহরেদংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ॥
অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী নান্যোদর্য্যো ধনং হরেৎ।
অসংসৃষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

দায়ভাগের মতে• সোদরের ধন সোদর পায়; এবং কেবল সোদর বা অসোদরের মধ্যে যে সংসৃষ্ট তাহার অধিকার অগ্রগণ্য। "অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী" এই বচন অনুসারে অসংসৃষ্টী সদোদর এবং সংসৃষ্টী অসোদরের তুল্য অধিকার হয়।

দায়ভাগকার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে।
"একোদরে জীবতি তু সাপত্নোর্ন লভেদ্ধনং।
স্থাবরে ত্বপ্যেবমেব স্যাৎ তদভাবে লভেত বা॥"
এবং "অবিভক্তং স্থাবরং যৎ সর্ব্বেষামেব তদ্ভবেৎ।
বিভক্তং স্থাবরং গ্রাহ্যং নান্যোদর্য্যৈঃ কথঞ্চন॥"

এই দুই বচন মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন যে অবিভক্ত স্থাবরে সোদরাসোদরের তুল্য অধিকার হয়।

পূর্ব্বে কতকগুলি মকদ্দমায় হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে অবিভক্ত সোদর অসোদরের তুল্য অধিকার হয় (ত্রিলোক চন্দ্র বঃ রামলক্ষ্মী 2 W. R. 41; কৈলাশচন্দ্র বঃ গুরুচরণ 3 W. R. 43 শিবনারায়ণ বঃ রামনিধি 9 W. R. 87) পরন্তু এক্ষণে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পূর্ণাধিবেশনে অবধারিত হইয়াছে যে কেবল অবিভক্ত অসোদর এবং বিভক্ত সোদরের তুল্যাধিকার হয়; নতুবা সোদর বা অসোদর সকলে অবিভক্ত থাকিলে যুগপৎ অধিকার হয় না। (রাজকিশোর বঃ গোবিন্দ চন্দ্র 1 Cal 27.)

১১। সোদরাসোদর সংসৃষ্টাসংসৃষ্ট কোন ভ্রাতা না থাকিলে সংসৃষ্ট সোদর ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয়। ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হইলে সকলের তুল্য স্বত্ব হয়, অর্থাৎ এক মৃত ভ্রাতার দুই পুত্র আর এক মৃত ভ্রাতার তিন পুত্র থাকিলে মৃতধনীর সম্পত্তি পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভ্রাতৃপুত্র এক এক অংশ পায়; পিতৃতঃ ভাগ কল্পনা হয় না।

(ব্রজমোহন ঠাকুর বঃ গৌরী প্রসাদ 15 W. R. 70; গুরুচরণ বঃ কৈলাশ 6 W. R. 93. ব্রজকিশোর বঃ শ্রীনাথ বসু 9 W. R. 463.)

১২। তদভাবে সংসৃষ্ট অসোদর ভ্রাতৃপুত্র এবং অসংসৃষ্ট সোদর পুত্রের যুগপৎ অধিকার হয়।

১৩। তদভাবে অসংসৃষ্টী অসোদর ভ্রাতৃপুত্র।

১৪। তদভাবে সংসৃষ্ট সোদর পৌত্র।

১৫। তদভাবে অসংসৃষ্ট সোদর পৌত্র এবং সংসৃষ্ট অসোদর পৌত্রের যুগপৎ অধিকার।

১৬। তদভাবে অসংসৃষ্ট অসোদর পৌত্র।

১৭। তদভাবে পিতৃ দৌহিত্র।

১৮। তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতামহবংশজাত সপিণ্ডগণের উক্ত ক্রমানুসারে অধিকার হয়।

১৯। পিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে প্রপিতামহ তদভাবে প্রপিতামহী তদভাবে প্রপিতামহবংশজাত সপিণ্ডগণের উক্ত ক্রম অনুসারে অধিকার হয়।

২০। গোত্রজ সপিণ্ডাভাবে মাতামহের অধিকার হয়।

২১। তদভাবে মাতুল, মাতুল পুত্র, মাতুল পৌত্র এবং মাতামহ দৌহিত্রের যথাক্রমে অধিকার হয়।

২২। মাতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে প্রমাতামহের অধিকার হয়।

২৩। তদভাবে প্রমাতামহ তৎপুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রের যথাক্রমে অধিকার হয়।

২৪। তদভাবে বৃদ্ধ প্রমাতামহ।

২৫। তদভাবে তৎসন্তান দৌহিত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে অধিকারী হয়।

২৬। তদভাবে সকুল্য অর্থাৎ প্রপৌত্র পুত্রাবধি অধস্তন তিন পুরুষ এবং পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের প্রপৌত্রপুত্রাবধি অধস্তন তিন পুরুষ এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের সপ্তম পর্য্যন্ত সন্তান যথাক্রমে অধিকারী হয়।

২৭। তদভাবে সমানোদক

২৮। আচার্য্য।

২৯। শিষ্য।

৩০। সব্রহ্মচারী।

The main points of difference between Dayabhaga and Mitakshara as to the course of inheritance.

যদিও দায়ভাগ এং মিতাক্ষরার মত সকল বিষয়ে প্রায় স্বতন্ত্র কিন্তু প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত অধিকার ক্রম প্রায় উভয় মতে তুল্য। মিতাক্ষরা মতে পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার হয়; দায়ভাগ মতে মাতার পূর্ব্বে পিতার অধিকার হয়। মিতাক্ষরা মতে সগোত্র থাকিতে পিতৃ দৌহিত্র প্রভৃতির অধিকার হয় না; দায়ভাগের মতে পিতা পিতামহাদির দৌহিত্রগণ নিকট উত্তরাধিকারী। এতদ্ভিন্ন প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগের অধিকার ক্রম প্রায় তুল্য। প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে দায়ভাগের মতে মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয়; কিন্তু মিতাক্ষরামতে সমানোদক পর্য্যন্ত থাকিতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে ভ্রাতৃসুতের পরে গোত্রজের অধিকার হয়; বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে গোত্রজ শব্দে কেবল সগোত্র বুঝায়; দায়ভাগের মতে গোত্রজ শব্দে স্বগোত্রজ দুহিতার সন্তান পর্য্যন্ত বুঝায়। মিতাক্ষরা মতে পিতৃ দৌহিত্র প্রপিতামহ দৌহিত্র প্রভৃতি ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড, এবং সগোত্র কেহ বর্ত্তমান থাকিতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার

মিতাক্ষরামতে হইতে পারে না। দায়ভাগকার বলেন যে বিশেষ বচন অনুসারে যেমন পিতার পূর্ব্বে আত্মদৌহিত্রের অধিকার হয় সেইরূপ সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে পিতামহের পূর্ব্বে পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার হয়। ভিন্নগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে কেবল পিতৃ দৌহিত্রাদিকে জীমূত বাহন সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন; মাতামহাদি ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার দায়ভাগের মতে স্বগোত্র সপিণ্ডের পরে হয়।

জীমূতবাহনের মতে দৌহিত্রের পুত্র অথবা দৌহিত্রীর পুত্রকে অধিকারী হয় না। পণ্ডিত বর সর্ব্বাধিকারী বলেন যে দৌহিত্রের পুত্রাদি অধিকারী না হওয়া নিতান্ত অন্যায়; তাঁহার মতে দৌহিত্রের পুত্রাদিকে সমানোদক বলিয়া অধিকারী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। মিতাক্ষরাকার সপিণ্ডের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারে দৌহিত্রের পুত্র প্রভৃতি সপিণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু দায়ভাগের মতে দৌহিত্রের পুত্র বা দৌহিত্রীর পুত্রকে সপিণ্ড বলা যায় না। বিশেষ বচন থাকিলে দৌহিত্রের পুত্র প্রভৃতির অধিকার স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বচন কোথাও লক্ষিত হয় না।

"দৌহিত্রোপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।"

ইত্যাদি বচনে দৌহিত্রকে পৌত্রবৎ বলা হইয়াছে; সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে দৌহিত্রের পুত্র প্রপৌত্রবৎ গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দৌহিত্র পিণ্ডদানাধিকারী; সুতরাং দৌহিত্র সন্তারণ করে এমত বলা যাইতে পারে। যদিও এমত স্বীকার করা যায় যে দৌহিত্রের সন্তারকত্ব বাচনিক; কোন যুক্তি মূলক নহে; তথাপি এই রূপ আপত্তি হইতে পারে যে অতিদেশের অতিদেশ হয়

না। দৌহিত্রের পুত্রের অধিকার স্বীকার করিলেও অধিকারি ক্রম মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইবার কোন বিনিগমনা পাওয়া যায় না।

মৃত ধনীর সম্বন্ধীয় সকুল্য সমানোদকাভাবে আচার্য্য শিষ্য সহাধ্যায়ী ঋত্বিক প্রভৃতি অধিকারী হয়। কিন্তু আচার্য্য শিষ্য প্রভৃতির অধিকার সম্বন্ধে কোন নজির এপর্য্যন্ত হয় নাই। আচার্য্য অধিকারী হইতে পারে স্বীকার করিলেও আধুনিক তান্ত্রিক গুরু অধিকারী হইতে পারে এমত বোধ হয় না। আচার্য্য শব্দে ব্রহ্মদাতা বেদাধ্যাপক ব্যতীত অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে না।

"উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ"।

Definition of Acharjya

ব্রাহ্মণের সম্পত্তি শাস্ত্রানুসারে রাজা লইতে পারেন না; প্রিবিকৌন্সল অবধারণ করিয়াছেন যে আচার্য শিষ্য সব্রহ্মচারী কেহ না থাকিলে ব্রাহ্মণ ধন কোন বেদপারগ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে দিবার বিধান শাস্ত্রে থাকিলে ও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব হয় না। সম্পত্তি অস্বামিক অবস্থায় থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে অস্বামিক ধন বলিয়া রাজা মৃত ব্রাহ্মণ ধন লইতে পারেন। রাজা লইয়া পরে সেই সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে আইন অনুসারে দিতে বাধ্য কি না প্রিবিকৌন্সল তাহা নিষ্পত্তি করেন নাই (Collector of Masulipatam.v. Naran pa 8 M. I. A. 500)

ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থের সম্পত্তিতে আচার্য্য শিষ্য এবং একতীর্থীর যথাক্রমে অধিকার হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্যের অধিকার হয়; যতির ধনে শিষ্যের অধিকার হয়; আর বান প্রস্থের ধনে ধর্ম্ম ভ্রাতার অধিকার হয়। সংসার পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তর অবলম্বন করিলে সেই

সময়ে পুত্রাদির অধিকার হয় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রাদির অধিকার হয় না। (ক্ষুদিরাম বঃ রুক্মিণী 15 W. R. 197; জগন্নাথ বঃ বিদ্যানন্দ 1 B. L. R. 114 ; দুঃখীরাম বঃ লক্ষ্মণ 4 Cal 954)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতির দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অন্য পুত্রের অধিকার হয় না। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের পুত্রত্ব শাস্ত্রকারগণ বর্ত্তমান যুগে স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান যুগে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ ; সুতরাং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ত্ত-জাত পুত্র অধিকারী হইতে পারে না।

Illegitimate sons of Sudras.

নিম্ন লিখিত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচনদ্বয়ানুসারে শূদ্র গণের দাসী পুত্র, জন্মদাতা পিতার জীবন কালে বিভাগ হইলে, পিতার সম্মতি মতে ঔরস পুত্রের তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয় ; জন্মদাতা পিতার মৃত্যুর পরে বিভাগ হইলে শূদ্র গণের দাসী পুত্র ঔরস পুত্রের অর্দ্ধাংশ পায়।

দাস্যাম্বা দাসদাস্যাম্বা যঃ শূদ্রস্য সুতোভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশ মিতিধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥ মনুঃ।
জাতোপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরোভবেৎ।
অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্ব্বং দুহিতৃণাং সুতাদৃতে॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

উক্ত বচনদ্বয় অবলম্বন করিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে "শূদ্রস্য পুনর পরিণীতা দাস্যাদি শূদ্রাপুত্র পিতুরনুমত্যা পুত্রান্তর তুল্যাংশ হরঃ।" কোলব্রুক সাহেব এই অংশের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে শূদ্রের দাসীপুত্র অথবা অন্যকোন অপরিণীতা গর্ভজাত পুত্র অধিকারী হইতে পারে। মনু বচন এবং যাজ্ঞবল্ক্য বচনে দাসী এবং দাস দাসী এই দুই শব্দ আছে ; জীমূতবাহন দাসী শব্দের কোন ব্যাখ্যা

করেন নাই; কেবল অপরিণীতা এই বিশেষণ যোগ করিয়া দিয়াছেন; এবং পরে আদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আদি শব্দের দ্বারা যদি কেবল দাসদাসী পাওয়া যায় এবং দাসী শব্দে যদি অবরুদ্ধাদি না বুঝায় তাহা হইলে কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদ দ্বারা মূলের ঠিক অর্থ প্রকাশ হয় নাই বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দাসদাসী শব্দের দাসের অপিরিণীতা রক্ষিতা এইরূপ অর্থ করিরাছেন; সুতরাং তাঁহার মতে দাসী শব্দে যে কোন অপরিণীতা রক্ষিতাকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে দাসী শব্দে ইংরাজিতে যাহাকে (Slave) বলে কেবল তাহাকে বুঝায় এমত নহে পরন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট নিস্পত্তি করিয়াছেন যে কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদ ঠিক নহে; ইংরাজিতে যাহাকে (Slave) বলে কেবল সেইরূপ অপরিণীতা দাসী পুত্র শূদ্রগণের সম্পত্তির অধিকারী হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্র দাসী শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে অধুনা শূদ্রদিগের মধ্যে ঔরস ভিন্ন জারজ পুত্র অধিকারী হইতে পারে না। ১৮৪৩ সালের ৫ আইন অনুসারে কেহ দাস বা দাসীভাবাপন্ন অধুনা হইতে পারেনা; সুতরাং হাইকোর্টের নিস্পত্তি অনুসারে দাসী পুত্র বিষয়াধিকারী হওয়া এক্ষণে অসম্ভব। এতদ্দেশে উচ্চশ্রেণীর শূদ্রগণের মধ্যে অবরুদ্ধার পুত্র সম্পত্তি পাওয়া রীতি নাই; বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র দায়ভাগের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা টীকাকারদিগের সম্মত না হইলেও দেশাচার সম্মত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে (নারায়ণ ধাড়া বঃ রাখাল গায়েন 1 Cal. 1)

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নিস্পত্তি অনুসারে

যে কোন অবরুদ্ধা পুত্র শূদ্র দিগের মধ্যে বিষয়াধিকারী হয়।
(রাহি বঃ গোবিন্দ 1 Bomb. L. R. 97; পাণ্ডিয়া বঃ পালি তেলাবর 1 Mad. H. C. 478)

আলাহাবাদ হাইকোর্ট, বোম্বাই মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুমোদন করিয়াছেন (সরস্বতী বঃ মন্নু 2 All. 134)

দায়ভাগের মতে শূদ্রের যদি ঔরস পুত্র না থাকে কিন্তু পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত দুহিতার পুত্র থাকে তাহা হইলে দাসী পুত্র এবং সেই দৌহিত্রগণের তুল্য অধিকার হয়। মিতাক্ষরা মতে পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত দুহিতা থাকিলে সেই দুহিতাগণ তুল্য অংশ পায়; দায়ভাগে দুহিতার তুল্যাধিকার হয় কিনা তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। দত্তকচন্দ্রিকার মতে পত্নী দুহিতা দৌহিত্র যে কোন অধিকারী থাকে তাহার সহিত দাসী পুত্রের সম বিভাগ হয়। (চন্দ্রিকা ৫ অ ৩০ প)।

বোম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মৃত ধনীর পত্নী থাকিলেও দাসী পুত্র এবং দুহিতা দৌহিত্রগণ বিষয়াধিকারী হয়; পত্নী বর্ত্তন মাত্র পায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পত্ন্যধিকার।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মিতাক্ষরা মতে কেবল বিভক্ত ভ্রাতাদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে পত্নীর

অধিকার হয়। দায়ভাগ মতে বিভক্ত বা অবিভক্ত অবস্থায় অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী থাকিতে দায়াদ গণের অধিকার হয় না। পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তৎসমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে আদৌ পত্নীর অধিকার শাস্ত্র বা দেশাচার সম্মত ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন

Brihuspati's text in support of widow's right

"আম্নায়ে স্মৃতি তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতাজায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥
যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি।
জীবত্যর্দ্ধ শরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ।
সকুল্যৈ র্বিদ্যমানৈস্তু পিতৃমাতৃ সনাভিভিঃ।
অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগ হারিণী॥
পূর্ব্বং প্রণীতাগ্নিহোত্রং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্ধনং।
বিন্দেৎ পতিব্রতা সাধ্বী ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ॥
তৎ সপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ।
হিংস্যু র্ধনানি তান্ রাজা চৌর দণ্ডেন শাসয়েৎ॥

The very fact that Brihuspati has urged so many grounds shews that the widow's right to inheritance was far from being undisputed then

বৃহস্পতি যেরূপে পত্নীর অধিকার সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহার সময় পত্ন্যধিকার সর্ব্ববাদি সম্মত ছিল না। তৎকালে পত্ন্যধিকার সর্ব্ববাদি সম্মত হইলে এইরূপ নানা যুক্তিদ্বারা পত্ন্যধিকার সপ্রমাণ করিবার আবশ্যকতা ছিল না। পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ স্মৃতি বচন ছিল তাহা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতি নানা যুক্তিদ্বারা পত্ন্যধিকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। কালসহকারে যখন সকল স্মৃতি তুল্য প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হয়, তখন মীমাংসকগণ এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বচন সমূহ নানা প্রকারে সমাধান করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীকরাচার্য্যের মতে মৃতধনীর অধিক সম্পত্তি থাকিলে পত্নী

বর্ত্তন মাত্র পায়; অল্প সম্পত্তি থাকিলে পত্নী সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। ভোজদেবের মতে পত্নী নিয়োগাধিনী হইলে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়; নতুবা বর্ত্তন মাত্র পায়। বিজ্ঞানেশ্বর পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ স্মৃতি বচন সমূহ এইরূপে সমাধান করেন যে কেবল বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী দুহিতা প্রভৃতির অধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বে পত্নীর অধিকার কোন গ্রন্থকার সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বিজ্ঞানেশ্বর বিভক্ত দায়াদের সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার প্রতিপাদন করায় তাঁহার মত সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া ছিল। অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে ও তাহার সম্পত্তি দায়াদ গণের হস্তে থাকে; সুতরাং অবিভক্ত মৃত দায়াদের স্বত্বে পত্নীর অধিকার স্বীকার করিলেও সেই সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করা পত্নীর পক্ষে সহজ নহে। পক্ষান্তরে বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তি পত্নীর হস্তগত হয়; সুতরাং দায়াদ গণ পত্নীকে অধিকার চ্যুত করিয়া সেই সম্পত্তি সহজে পাইতে পারে না। বিজ্ঞানেশ্বর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে বিবাদের কোন কারণ থাকা সম্ভব ছিল না; এবং তাহার মত সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল।

Srikar.

Bhojadev and Vigyaneshwar acknowledge widow's right only under certain circumstances.

বিভক্তধনে পত্নীর অধিকার হইলে পত্নীর কিরূপ স্বত্ব হয় বিজ্ঞানেশ্বর তাহা বলেন নাই। দায়ভাগের মতে বিভক্ত অবিভক্ত সর্ব্বপ্রকার মৃতধনে, পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে, পত্নীর অধিকার হয়। আদৌ বোধ হয় পত্নী বর্ত্তন মাত্র পাইতেন; এবং দায়াদগণ সম্পত্তির অধিকারী হইত; কিন্তু বিভক্ত ধনে বিজ্ঞানেশ্বর পত্নীর স্বত্ব প্রতিপাদন করায় তৎপূর্ব্বে স্ত্রীলোক কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে

Jimutavahana establishes the widow's right under all circumstances.

Jimuta however gives her only a qualified right.

পারে না। এইরূপ যে সংস্কার ছিল তাহা উন্মূলিত হয়; এবং তখন পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে কোন বাধা লক্ষিত হয় না। মিতাক্ষরা প্রচলিত হওয়ার তিন চারিশত বৎসর পরে জীমূতবাহন পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রতিপাদন করেন যে বিভক্ত অবিভক্ত সর্ব্বপ্রকার ধনে পত্নীর স্বত্ব হয়; কিন্তু পত্নী উপভোগ মাত্র করিতে পারেন; মৃত পতির সম্পত্তি বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত দানাধমন বিক্রয় করিতে পারেন না। আদৌ বোধ হয় পত্নী বর্ত্তন মাত্র পাইতেন; সেই সময়ে দায়াদগণের সহিত পত্নীর বিবাদ হইলে এইরূপ মীমাংসা হওয়া সম্ভব যে মৃত পতির সম্পত্তি পত্নী যাবজ্জীবন ভোগ করুন; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তি দায়াদ গণের প্রাপ্য হইবে। বোধ হয় তৎকালে পত্নী ও দায়াদ গণের বিবাদ সচরাচর যেরূপে নিষ্পত্তি হইত জীমূতবাহন সেই প্রণালী শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। অধুনা বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পতি বিভক্ত বা অবিভক্ত অবস্থায় থাকিয়া অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী তাহার সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানে মিতাক্ষরা মতে কেবল বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নীর অধিকার হয়। পরন্তু পতির সম্পত্তিতে পত্নী উত্তরাধিকারী হইলেও অন্য উত্তরাধিকারীর ন্যায় তাহার স্বত্ব হয় না। পুংধনে পুরুষ উত্তরাধিকারী হইলে সেই পুরুষের সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়; এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রাদি অথবা দায়াদগণ সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। মাতামহ ধনে যদি দৌহিত্র অধিকারী হয় অথবা পিতৃব্যের সম্পত্তিতে যদি ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হয়, তাহা হইলে দৌহিত্র বা ভ্রাতৃপুত্রাদি সেই সম্পত্তি আপন ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে; এবং তাহার

মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তিতে তাহার উত্তরাধিকারিগণ অধি-কারী হয়; কিন্তু পুংধনে পত্নী বা দুহিতা অধিকারিণী হইয়া লোকান্তর হইলে তৎকালে পূর্ব্বস্বামীর নিকট উত্তরাধী-কারী যে থাকে সেই অধিকারী হয়।

কাত্যায়ন ব্‌লেন

"অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী গুরৌস্থিতা।
ভুঞ্জীতা মরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ॥
দানধর্ম্ম প্রকরণে উক্ত আছে
স্ত্রীণাং স্বপতি দায়স্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতি দায়ং কথঞ্চন॥"

উল্লিখিত বচনানুসারে জীমূতবাহন বলেন যে পত্নী ভর্ত্তৃধন কেবল ভোগ করিতে পারেন; দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে না। পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দুহিতা প্রভৃতি যে দায়াধিকারী থাকে সেই অধিকারী হয়; দুহিতা দৌহিত্র থাকিতে জ্ঞাতির অধিকার হয় না। দায়ভাগ ১১ অ ১ প)

According to Jimuta widow can lawfully spend only so much as is necessary for sustaining her life or for the performance of Shrads for the benefit of her husband's soul

জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে পত্নী নিজ দেহধারণ জন্য যত দূর আবশ্যক ততদূর পর্য্যন্ত ভর্ত্তৃধন উপভোগ করিতে পারেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদির দ্বারা উপভোগ করিতে পারেন না। ভর্ত্তার ঔর্দ্ধ দেহিক ক্রিয়ার জন্য পত্নী সম্ভবতঃ ভর্ত্তার সম্পত্তি দান করিতে পারেন। স্বামীর উপকারের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে অপহরণ দোষ হইতে পারে না। বর্ত্তনের নিমিত্ত আবশ্যক হইলে পত্নী মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তি আধমন বা বিক্রয় করিতে পারেন। দায়ভাগ ১১ অ ১ প ৬১ ৬২)

বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে মিতাক্ষরামতে পত্নীর অধিকার হয়; কিন্তু মৃতভর্ত্তার

ধনে পত্নীর কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা বিজ্ঞানেশ্বর বলেন নাই। মিতাক্ষরায় স্ত্রীধন প্রকরণে উক্ত আছে যে উত্তরাধিকার সূত্রে যে ধনে কোন স্ত্রীলোকের স্বত্ব হয় তাহা স্ত্রীধন; মিতাক্ষরা মতে ঋক্থ ক্রয় সংবিভাগ পরিগ্রহ অধিগম প্রভৃতি অর্জনের নিয়তোপায় দ্বারা স্ত্রীলোক যে সম্পত্তিতে অধিকারী হয় তাহা স্ত্রীধন; সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে মিতাক্ষরামতে ভর্তৃধনে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। কিন্তু যে সকল বচনে ভর্তৃধনে পত্নীর উপভোগ মাত্র স্বত্ব উক্ত আছে বিজ্ঞানেশ্বর সেই সমস্ত বচন স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন; অথচ সেই স্বারসিক অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রিবিকৌন্সল উক্ত সম্মতি অনুসারে অবধারণ করিয়াছেন যে বারাণসী প্রদেশে মৃত ভর্তার ধনে পত্নীর অধিকার হইলে স্থাবর অস্থাবর সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে উপভোগ ব্যতীত দান বিক্রয়ের স্বত্ব হয় না; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয় (ঠাকুর দাই বঃ রায় বালক রাম 10 W. R. P. C. 3 ভগবান দিনদুবে বঃ মঙ্গনা বাই 9 W. R. P, C. 23)

Whether inherited property is Stridhan according to Mitakshera.

মিথিলা প্রদেশে বিবাদ চিন্তামণি এবং বিবাদ রত্নাকরের মতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পত্নীর দান বিক্রয় ক্ষমতা হয়। শ্রীনারায়ণ রায় বঃ ভায়াঝা 2 S. D. 25)

বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পুংধনে স্ত্রীলোকের অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া মিতাক্ষরামতে গণ্য; ময়ূখের মতানুসারে দুহিতার মৃত্যুর পরে পিতার দায়াদগণের অধিকার হয় না; দুহিতা পুরুষ হইলে যে তাহার উত্তরাধিকারী হইত সেই উক্ত প্রকার সম্পত্তিতে দুহিতার মৃত্যুর পরে অধিকারী হয়। (বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষ্মণ 8 Bomb. 224)

উক্ত মকদ্দমায় বোম্বাই হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে মিতাক্ষরা মতে পুংধনে পত্নী দুহিতার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য হয়; কিন্তু বোম্বে হইকোর্টের এই অভিমতি অপ্রয়োজন উক্ত মাত্র। ময়ূখের মতে তাহাঁরা উক্ত মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন; মিতাক্ষরা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপ্রয়োজন। ময়ূখের মতের যেরূপ ব্যাখ্যা বম্বে হাইকোর্ট করিয়াছেন তাহা সঙ্গত কিনা সন্দেহ স্থল। নীলকণ্ঠ কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে পারিভাষিক স্ত্রীধন ব্যতীত অন্য প্রকার স্ত্রীধনে অর্থাৎ সংক্রান্ত ধনে পুত্রাদিরঅধিকার হয়; এতদ্বারা বোধ হয় নীলকণ্ঠের এইমাত্র বলা উদ্দেশ্য যে পূর্বস্বামীর দায়াদগণ পায়; কিন্তু বোম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পত্নী দুহিতা পুরুষ হইলে তাহাদিগের পুত্র প্রভৃতি যাহারা উত্তরাধিকারী হইত তাহারা অপারিভাষিক স্ত্রীধনে অধিকারী হয়। পুরুষ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী অধিকারিণী হয়; বোম্বাই হাইকোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুসারে কন্যা অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বামী অধিকারী হয়। এমত বলিতে হয় বোম্বাই হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মৃতপতির ধনে পত্নীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয় না। (লক্ষ্মীবাই বঃ গণপত 4 Bomb. 163)

Where there are several widows all inherit jointly.

মৃতধনীর বহুপত্নী থাকিলে সকলের তুল্যাধিকার হয়; বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে "পত্নী দুহিতরশ্চ" এই বচনে জাতি বুঝাইবার নিমিত্ত পত্নী শব্দ এক বচনান্ত আছে; বহু পত্নী থাকিলে সমান জাতীয়া বিজাতীয়া সকলে অংশ বিভাগ করিয়া লইতে পারে "মিতাক্ষরা ২ অ ১ প ৫-৬"

কোলব্রুক সাহেবের অনুবাদে এই অংশ না থাকায় পূর্ব্বে সন্দেহ ছিল; কিন্তু একণে এই সম্বন্ধে আর কোন

সন্দেহ নাই (গজপতি নীলমণি বঃ গজপতি রাধামণি I. L. R. 1 Madras 200)

হাইকোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সলের নিষ্পত্তি অনুসারে সর্ব্বধনে সকল পত্নীর স্বত্ব হয় ; সুতরাং এক পত্নীর মৃত্যু হইলে অন্য পত্নীগণের সমস্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব থাকিয়া যায়। মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্ব বাদী ; মিতাক্ষরা মতে এইরূপ সকল ধনে সকল পত্নীর স্বত্ব থাকা অসংগত নহে। কিন্তু জীমূতবাহন প্রাদেশিক স্বত্ববাদী ; জীমূতবাহনের মতে সকল ধনে সকল পত্নীর স্বত্ব থাকিতে পারে না ; সুতরাং বহুপত্নী অধিকারিণী হইলে পরে যদি এক পত্নীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে অন্য পত্নীগণ পূর্ব্বে স্বামীর দায়াদ বলিয়া অধিকারী হইতেপারে। নতুবা সকল পত্নীর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল ; এক পত্নীর মৃত্যু হইলে অপর পত্নীগণের স্বত্ব দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি ব্যাপ্ত থাকে এমত বলা যায় না। সামুদায়িক স্বত্ববাদী এবং প্রাদেশিক স্বত্ববাদী উভয় মতে পত্ন্যাধিকার সম্বন্ধে সমান ফল হয় ; কিন্তু দুহিতার অধিকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের মতে সামুদায়িক স্বত্ববাদীর মত অবলম্বন করিলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ফল হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অদত্তা কন্যা থাকিতে দত্তা কন্যার অধিকার হয় না ; এবং দত্তা কন্যাগণের মধ্যে দায়ভাগের মতে কেবল পুত্রবতী এবং সধবার অধিকার হয়। যদি পিতার মৃত্যু সময়ে তিন পুত্রবতী কন্যা অধিকারিণী হয় ; এবং পরে এক কন্যা বিধবা এবং পুত্র হীনা হয় ; এবং তৎপরে আর এক কন্যার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সামুদায়িক স্বত্ববাদীর মতে যে দুই কন্যা তৎকালে জীবিত থাকে সেই দুই কন্যার সমস্ত সম্পত্তিতে তুল্য অধিকার হইতে পারে। কিন্তু জীমূতবাহন প্রাদেশিক স্বত্ববাদী ; তাঁহার মতে জাতাধিকারা কন্যা লোকান্তর

হওয়ার সময় পিতার যদি কোন সম্ভাবিত পুত্রা অথবা পুত্র-বতী কন্যা থাকে তাহা হইলে সেই অধিকারিণী হওয়া উচিত; তৎকালে সম্ভাবিত পুত্রা অথবা পুত্রবতী কন্যা যদি না থাকে অথচ জাতাধিকারা বিধবা পুত্র হীনা কন্যা থাকে তাহা হইলে সেই জাতাধিকারা বিধবা পুত্রাহীনা কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে না। পরন্তু প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে জাতাধিকারা কন্যা পরে বিধবা পুত্রহীনা হইলেও অন্য জাতাধিকারা কন্যার মৃত্যুর পরে সমুদায় সম্পত্তিতে অধি-কারিণী হয়। (অমৃত লাল বসু বঃ রজনীকান্ত 2 I. A. 113)।

Where daughters inherit jointly, on the death of any one, the next heir of the father and not the surviving daughters ought to take her share according to Dayabhaga's text and conception of joint right.

পূর্ব্বে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছিল যে বহুপত্নী মৃতপতির ধনে অধিকারিণী হইলে কেহ বিভাগের নালিস করিতে পারে না; তবে পত্নীগণের মধ্যে যদি বিবাদ হয় এবং সকলের একযোগে সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ অসম্ভব হয় তাহা হইলে আদালত সকল পত্নীর অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিতে পারেন (জগদম্বা বঃ কামিক্ষা; ভগবানদিন বঃ ময়না বাই P. C. J. Vol 2 p. 337)

এইক্ষণে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে বহু পত্নী অধিকারিণী হইলে যে কোন পত্নী বিভাগের নালিস করিতে পারে (জানকী নাথ বঃ মথুরা নাথ 9 I. L. R. 580)

Partition between widows.

পতির মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে অধিকা-রিণী হয় না; কিন্তু পত্নী ভর্ত্তৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে যদি দুশ্চরিত্রা হয় তাহা হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না (মণিরাম কলিতা বঃ কেরি কলিতানি 13 B. L. R. 1)

Unchastity

বৃহন্মনু কাত্যায়ন এবং নারদ প্রভৃতি স্মৃতিকার গণের বচন এই সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল

The texts with reference to the result of unchastity.

অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী ব্রতে স্থিতা।
পত্নেব দদ্যাত্তৎ পিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেতচ॥ বৃদ্ধমনুঃ।
পত্নী পত্যুর্ধনহরী যাস্যাদব্যভিচারিণী। কাত্যায়নঃ।
ভ্রাতৃণাম প্রজঃ প্রেয়াৎকশ্চিচ্চেৎ প্রব্রজেত্তবা॥
বিভজেরন ধনংতস্য শেষাস্তে স্ত্রীধনং বিনা।
ভরণং চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামাজীবনক্ষয়াৎ॥
রক্ষন্তি শয্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাস্তু। নারদঃ।

Unchastity in an aggravated shape leads to degradation; but under Act XXI. of 1850 degradation does not cause forfeiture of property.

নারদ বচন অনুসারে বিধবা স্ত্রী বর্ত্তন মাত্র পায়; সুতরাং বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে বর্ত্তন ছেদ হইতে পারে। কিন্তু অধুনা বিভক্ত ধনে মিতাক্ষরা মতে পত্নীর স্বত্ব হয়; এবং দায়ভাগের মতে বিভক্ত অবিভক্ত সর্ব্ব প্রকার ধনে পত্নীর স্বত্ব হয়; সুতরাং নারদ বচন অনুসারে স্ত্রীর বর্ত্তন ছেদ হইতে পারিলেও পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় এমত বলা যাইতে পারে না। দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা উভয় মতে স্ত্রী বর্ত্তন মাত্র পায়; কেবল পত্নী অর্থাৎ যাহার সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধ আছে সেই সম্পত্তি পায়। বৃদ্ধমনুবচনে "পালয়ন্তী" এই শব্দ সতৃ প্রত্যয়ান্ত আছে ইহাতে এমত বলা যাইতে পারে, যে যাবৎ ভর্ত্তার শয্যাপালন করে তাবৎ অধিকারিণী থাকে। কোন বিশেষ বচনের দ্বারা স্বত্ব লোপ না হইলে কেবল পাতিত্য হেতু স্বত্বলোপ হইতে পারে না। (১৮৫০ সালের ২১ আইন)।

কেরি. কলিতানি বঃ মণিরাম কলিতার মকদ্দমায় বিচার পতি দ্বারকানাথ মিত্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভর্ত্তার পারলৌকিক ইষ্টজনক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহার্থ পত্নী ট্রষ্টির ন্যায় মৃতভর্ত্তৃধনে অধিকারিণী হয়। দায়ভাগের ১১ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র পাঠ করিলে এই অভিমত দায়ভাগ সম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়;

কিন্তু জীমূতবাহন এবং তাহার টীকাকারগণ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে কেবল উপকারকত্ব হেতু ধন সম্বন্ধ হয় না; বচনের দ্বারা ধন সম্বন্ধ হয়; সুতরাং ১১ অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদে জীমূতবাহন যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে এমত বলা যাইতে পারে না যে মৃত পতির ধনে পত্নীর ট্রষ্টির ন্যায় অধিকার হয়। ১১ অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৩৩ বাক্যে জীমূতবাহন বলিয়াছেন "অথাত্রাপ্য পরিতোষো বিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ" ফলতঃ পত্ন্যধিকার জীমূতবাহনের মতে কেবল ন্যায়মূলক নহে; অন্যান্য অধিকারীর ন্যায় পত্নীর অধিকার বচন মুলক; সুতরাং পত্নীকে কেবল ট্রষ্টি বলা যায় না।

Is it correct to say that the widow is a trustee for the benefit of her deceased husband's soul.

১৮৫৬ সালের ১৫ আইন জারি হইবার পূর্ব্বে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ গণ্য হইত না। উক্ত আইন অনুসারে কোন হিন্দু বিধবার বিবাহ হইলে মৃত স্বামী অথবা তাহার কোন সন্তানের কোন সম্পত্তিতে সেই বিধবার যে স্বত্ব থাকে তাহা দ্বিতীয় বিবাহের দিবস হইতে রহিত হয়; এবং পূর্ব্বস্বামীর বা তাহার সন্তান গণের দায়াদ গণ সেই সম্পত্তিতে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা হইলে পরে যদি সেই স্ত্রীর পিতা অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহা হইলে সধবা সম্ভাবিত পুত্রা বলিয়া পিতৃধনে অধিকারিণী হইতে পারে; কিন্তু পিতার মৃত্যুর সময়ে যে কন্যা বিধবা থাকে সে পরে বিবাহিতা হইলেও পিতৃধনে কোন স্বত্ব হয় না।

Widow marriage Act.

বিধবার বিবাহ হওয়ার পরে তাহার পূর্ব্বপতির ঔরস জাত সন্তানের মৃত্যু হইলে সেই সন্তানের সম্পত্তিতে পুনরূঢ়া মাতার স্বত্ব হয়। (আকোরা বঃ বরিয়ানি 2 D. L. R. 199)

হিন্দু বিধবা যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ

করিলে তাহার প্রথম স্বামীর বা তৎ সন্তানের কোন সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপ হয় না এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে। (গোপাল সিংহ বঃ ধনগাজি 3 W. R. 206)

পরন্তু যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে যদিও ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে কোন স্বত্ব লোপ হয় না। কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া কেবল অন্য বিবাহ করিলে যখন প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপ হয়; তখন যবন ধর্ম্ম অবলম্বন এবং অন্য পতি গ্রহণ এই দুই কারণ বশতঃ স্বত্ব লোপ হয় না এমত বলা অনেকে অসঙ্গত বিবেচনা করেন।

যদিও দায়ভাগের মতে দেহধারণ জন্য যতদূর আবশ্যক ততদূর মাত্র পত্নী ভর্তৃধন উপভোগ করিতে পারে ; কিন্তু এইরূপ অবধারিত হইয়াছে যে পত্নী যত দিন জীবিত থাকে ততদিন সমস্ত সম্পত্তির আয় যথেচ্ছা উপভোগ করিতে পারে (কাশীনাথ বসাখ বঃ হরসুন্দরী 2 M. Dig. 98)

The extent of widow's right in property inherited from husband.

পত্নী ভর্তৃধনে অধিকারিণী হইলে অপহার করা নিষিদ্ধ ; পত্নী মৃতভর্ত্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় অকারণে করিতে পারেন। কিন্তু পত্নী ভর্ত্তার সম্পত্তি সাধ্যমতে উন্নতি বা তৎ সংক্রান্ত কার্য্য সুচারু মতে নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য নহে। (হরিদাস দত্ত বঃ শ্রীমতী অপর্ণা 1 P. C. J. p. 561 ; বিশ্বনাথচন্দ্র বঃ খান্তমনি 6 B. L. R. 747)

পত্নী মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তির আয় হইতে যাহা সঞ্চয় করে তাহা ইচ্ছামতে ব্যয় করিতে পারে (চন্দ্রাবলীদেবী বঃ ব্রোডি 9 W. R. p. 584 ; 4 B. L. R. 41)

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত পত্নী ভর্তৃধন আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে না। বর্ত্তনের জন্য বিশেষ আবশ্যক হইলে আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে। দায়ভাগ ১১ অ০১ পং (লালাগোপত বঃ তরুণ 16 W. R. 52)

পতির স্বর্গার্থ সত্তব মত দান সিদ্ধ গণ্য হইতে পারে। (জগজীবন বঃ দেবশঙ্কর 1 Bor 394; কপুরভবানি বঃ সেবকরাম p. 405; জলাশয় খনন করিবার নিমিত্ত পত্নী ভর্ত্তার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না। রণজিৎ বঃ মহম্মদ ওয়ারিস 21 W. R. 49)

পতির শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পত্নী তদীয় সম্পত্তি বিক্রয় বা আধমন করিতে পারে।

গয়ায় পিণ্ড দিবার নিমিত্ত পতির সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় সিদ্ধ গণ্য হইতে পারে (B. L. R.)

কন্যার বিবাহ যথাসময়ে না দিলে পিতা পিতামহাদির নরক হয়; সুতরাং উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দিবার নিমিত্ত মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তি পত্নী বিক্রয় করিতে পারে।

মৃত ভর্ত্তার মাতার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পত্নী ভর্তৃধন দান বিক্রয় করিতে পারে (চৌধরী জয়েজয় বঃ রসময়ী 11 B. L. R. 418)

দুহিতা অধিকারিণী হইলে মাতার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পিতার সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেনা। আবশ্যক ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তি দান আধমন বিক্রয় করণে পত্নীর ক্ষমতা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত নিষ্পত্তি সমূহ দ্রষ্টব্য (হরমোহন বঃ আনন্দ মনি 1 W. R. 252; মহম্মদ আসরথ বঃ ব্রজেশ্বরী 11 B. L. R. 118; মতিরাম বঃ গোপাল সাহু 11 B. L. R. 416; চৌধুরী জয়েজয় বঃ রসময়ী 11 B. L. R. 418; রাজচন্দ্র দেবে বঃ শিশুরাম 7 W. R. 146)

পতির ঋণ পরিশোধ জন্য পত্নী ভর্ত্তৃধন বিক্রয় করিতে পারে; (গোলকচন্দ্র বঃ মহম্মদ রহিম 9 W. R. 316)

কালাতীত দোষে উত্তমর্ণের ব্যবহার হানি হইলে সেই

ঋণ পরিশোধ জন্য পত্নী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না অবধারিত হইয়াছে (রামচরণ বঃ নন্দ মণ্ডল 14 W. R. 147) .

সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত পত্নী বিক্রয় আধমনাদি করিতে পারে। বালকের ধনে অভিভাবকের যতদূর ক্ষমতা সংক্রান্ত ধনে পত্নীর ক্ষমতা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত বা ধনের অভিভাবক যে অবস্থায় যে কারণে দান বিক্রয়াদি, হনুমান প্রসাদ পাণ্ডের মকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে করিতে পারে পতির সম্পত্তি রক্ষার্থ পত্নী সেই অবস্থায় সে রূপ কারণে বিক্রয়াধমনাদি করিতে পারে। যদি সম্পত্তি বাকি রাজস্বের দায়ে অথবা ডিক্রি জারিতে বিক্রয় হওয়ার উপক্রম হয় তাহা হইলে সেই দায় মোচন জন্য পত্নী বিক্রয়াধমনাদি করিতে পারে (লালা বৈজনাথ বঃ বিষ্ণুবেহারী 19 W. R. 80)

যে সময়ে দায় উপস্থিত হয় সেই সময়ে, ঋণ না করিয়া অন্য উপায়ে সেই দায় হইতে মুক্তি লাভ করা পত্নীর সাধ্য কিনা উত্তমর্ণ তাহা জানিতে বাধ্য ; যদি উপস্থিত দায় হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় না থাকে তাহা হইলে পত্নী ঋণ করিতে পারে ; এবং সেই ঋণের নিমিত্ত পতির সম্পত্তি দায় সংযুক্ত হইতে পারে। প্রথম হইতে সম্পত্তি সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিলে ঋণ করিবার আবশ্যক হইত কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে উত্তমর্ণ বাধ্য নহে। তবে যদি উত্তমর্ণের অন্যায় কার্য্য দ্বারা বাকি রাজস্বের দায় অথবা অন্যকোন দায় উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই উত্তমর্ণের দেওয়া ঋণের জন্য সম্পত্তি দায় সংযুক্ত হয় না।

ভর্ত্তৃ ধনের আয় সঞ্চয় করিলে সেই সঞ্চিতধনে পত্নীর কতদূর স্বত্ব হয় তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। পত্নী সবস্ত্র

সম্পত্তির আয় ইচ্ছামত উপভোগ দান করিতে পারেন; কিন্তু যদি সমস্ত আয় ব্যয় না করিয়া কিয়দংশ সঞ্চয় করে তাহা হইলে সেই সঞ্চিত অথবা তদ্দ্বারা ক্রীত সম্পত্তিতে পত্নীর কি পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকে? এবং সেই সম্পত্তি পত্নীর স্ত্রীধন অথবা স্বামী সংক্রান্ত সম্পত্তির অংশ বলিয়া গণ্য হয়; এই সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে পতির সম্পত্তির আয় হইতে পত্নী কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা স্ত্রীধন গণ্য হয় না; পত্নী জীবন কালে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদ গণ সেই সম্পত্তিতে অধিকারী হয়; স্ত্রীধনবৎ অধিকার ক্রম হয় না। (চৌধুরী ভোলানাথ বঃ ভাগবতী 7 B. L. R. 93)

Right of the widow in property purchased out of the savings of annual income.

পরে বিক্রয় করিবার উদ্দেশে পত্নী কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে পত্নী সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে। (পদ্মমণি বঃ দ্বারিকানাথ বিশ্বাস 25 W. R. 335)

চিরস্থায়ী ভাবে সঞ্চিত টাকা পত্নী পরে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে কিনা এবং চিরস্থায়ী ভাবে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পত্নী পরে বিক্রয় করিতে পারে কিনা তৎ সম্বন্ধে উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয় নাই।

পতির মৃত্যুর পরে পতির সম্পত্তিতে যদি পত্নী অধিকার প্রাপ্ত না হয়; এবং কিছু কাল পরে আদালতের ডিক্রির বলে অথবা অন্য কোন উপায়ে ফলানুসরণ সহ সেই সম্পত্তি পত্নী যদি লাভ করে তাহা হইলে ফলানুসরণের অন্তর্গত টাকা পতির সম্পত্তির অন্তর্গত গণ্য হয়; তবে অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ব্যয় এবং ভোগাভাব (অর্থাৎ বেদখল) সময়ের আবশ্যকীয় ব্যয় জন্য ঋণ সেই ফলানুসরণ হইতে পত্নী পরিশোধ করিতে পারে। (গ্রোস

বঃ অমৃতময়ী 4 B. L. R. 41 ; শ্রীমতী রেবতী বঃ শিবচন্দ্র মল্লিক 1 P. C. J. p. 488.)

Immoveable property given by husband, though Stridhan, cannot be conveyed by way of gift

ভর্ত্তার উইল অনুসারে ভর্ত্তৃধনে পত্নীর অধিকার হইলে অস্থাবর সম্পত্তিতে যদিও পত্নীর দান বিক্রয়ের ক্ষমতা হয় ; কিন্তু উইলে স্পষ্ট ক্ষমতা না থাকিলে সেই উইল প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি পত্নী দান বিক্রয় করিতে পারেন। (I. L. R.)

ভর্ত্তার উইল প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হয় ; বঙ্গদেশের মতে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর স্ত্রীধন গণ্য হয় কিনা সন্দেহ স্থল আছে তাহা পরে উক্ত হইবে। দান পত্র অনুসারে পত্নী যদি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং যদি সেই দানপত্রে বিক্রয়াদি ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাহা হইলে পত্নীর সেই সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হয় (কল্যাণী কুঙার বঃ লক্ষ্মীপ্রসাদ 24 W. R. 395 ; শ্রীমতী পবিত্রা বঃ দামোদর জানা ঐ ৩৯৭) এবং পত্নী সেই সম্পত্তি ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে ও দান বিক্রয় করিতে পারে ; কিন্তু দান বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া না থাকিলে পত্নী ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর দান করিতে পারে না। উইলে যদি স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীধনের ভাবি অধিকারিগণ সেই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে কিনা নিশ্চয় বলা যায় না।

Consent of the next heir.

ভাবি উত্তরাধিকারীর সম্মতিতে পত্নী ভর্ত্তৃধন দান বিক্রয় করিতে পারে ; যে ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করে সে অথবা তাহার উত্তরাধিকারী সেই দান বিক্রয় সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারে না পরন্তু দান বিক্রয়ের যে সম্মতি প্রদান করে সেই ব্যক্তি অথবা তাহার সন্তান কেহ যদি উত্তরাধিকারী না হয় এবং সেই বিধবার মৃত্যুকালে অন্য দায়াদ অধিকারী হয় তাহা হইলে যে বাস্তবিক উত্তরাধিকারী হয় সে সেই দান

বিক্রয় রহিত করিবার নালিস করিতে পারে কিনা তাহা এতাবৎকাল তর্কের স্থল ছিল; এবং এই সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি হইয়াছিল। পত্নী যত দিন জীবিত থাকে ততদিন শাস্ত্রানুসারে পত্নী ভর্ত্তার সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারিণী। পত্নীর জীবন কালে ভাবি উত্তরাধিকারিগণের কোন স্বত্ব থাকেনা; তবে পত্নী অপচয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ভাবি স্বত্বের যাহাতে বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য নালিস করিতে পারে। ভাবি উত্তরাধিকারিগণ সম্মতি দিলেও পত্নীকৃত অযথা শাস্ত্র দান বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে না (1 P. C. J. P. 824) তবে যে ব্যক্তি সম্মতি দেয় সে সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না; এবং ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি মতে পত্নী দান বিক্রয় করিলে সেই দান বিক্রয় শাস্ত্রোক্ত কারণ মুলক এইরূপ প্রাথমিক অনুমান হইতে পারে (1. P. C. J. p. 821) এক্ষণে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে দান বিক্রয়ের সময় ভাবী উত্তরাধিকারী যে বর্ত্তমান থাকে তাহার সম্মতি মতে পত্নী দান বিক্রয় করিতে পারে (I. L. R.)

ভাবী উত্তরাধিকারী যে কোন প্রকারে সম্মতি দিলে বাধ্য হয়; তবে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিলে অথবা দান বা ক্রয় লেখ্য পত্রে সাক্ষীর স্থলে নাম স্বাক্ষর করিলে সহজে সম্মতি প্রমাণ হয় (মহেশচন্দ্র বঃ উগ্রকান্ত 14 W. R. 127)

আসন্ন ভাবী উত্তরাধিকারী সম্মতি না দিলে যদি কোন দূরবর্ত্তী দায়াদ সাক্ষী স্থলে স্বাক্ষর করে। তদ্দ্বারা দান বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। (2 P.C.J. 521.)

A person purchasing any proper ty from a

মৃত দায়াদের বিধবা পত্নী কৃত দান বিক্রয় রহিতের জন্য নালিস হইলে সেই বিক্রয় শাস্ত্রোক্ত কারণে অথবা

widow is bound to inquire as to the necessity for sale.

ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি মতে হওয়া প্রমাণের ভার ক্রেতার উপর অর্পিত হয়। বিধবা স্ত্রীলোক ঋণ পরিশোধ জন্য মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বাস্তবিক অন্য উপায়ে অপরিশোধনীয় ঋণ থাকা ক্রেতার প্রমাণ করিতে হয়। লেখ্যপত্রে ঋণ পরিশোধ অথবা অন্য কোন কারণ লিখিত থাকিলে কেবল তদ্দারা বিক্রয়ের সংগত কারণ থাকা প্রমাণ হয় না (শঙ্কর লাল বঃ যদুবংশ 9. W. R. 285)

The widow's interest only is sold in execution of a decree for debts incurred without necessity.

প্রয়োজন ব্যতিরেকে বিধবা স্ত্রীলোক ঋণ করিলে সেই ঋণ জন্য তাহার স্বত্ব মাত্র ডিক্রিজারিতে নিলাম হইতে পারে ; সংগত কারণ থাকা স্থলে উত্তমর্ণ যদি সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা টাকা আদায় পাইবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে আবেদন পত্রে সেইরূপ স্পষ্ট প্রার্থনা করা আবশ্যক। সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় পাইবার আদেশ না হইলে কেবল বিধবার স্বত্ব অর্থাৎ তাহার জীবন স্বত্ব ডিক্রি জারিতে নিলাম হইতে পারে। (নগেন্দ্র চন্দ্র বঃ কামিনী 2 P. C. J. p 275 ; মহিমাচন্দ্র বঃ রামকিশোর 15 B. L. R. 142 ; কৃষ্ণময়ী বঃ প্রসন্ন 6 W. R. 304).

Form of the suit where it is sought to make the estate liable

বিধবার অধিকার সময় যে খাজনা বাকি হয় তজ্জন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ক্রেতা বিধবার জীবন স্বত্ব ব্যতীত সম্পূর্ণ স্বত্ব পায় না। (15 B. L. R. 14)

১৮৫৯ সালের ১০ আইন অথবা ১৮৬৯ সালের ৮ আইন মতে বিধবার বিরুদ্ধে খাজনা বাকির ডিক্রি অনুসারে বাকি পড়া সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ক্রেতা সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয় (ত্রিলোক বঃ মদন 15 B. L. R. 143)

সংক্রান্ত সম্পত্তি বিধবার ঋণজন্য দায়িক করিতে হইলে

তৎকা ন ভাবি উত্তরাধিকারিদিগকে পক্ষ করিয়া নালিস করা বিধেয়। বিধবা ভাবি উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব নষ্ট করিতেছে বাদী জানিতে পারিলে ভাবি উত্তরাধিকারিদিগকে পক্ষ ভুক্ত না করায় বিশেষ দোষ গণ্য হয় (2 P. C. J. p. 280)

পতির ঋণের জন্য পতির মৃত্যুর পরে পত্নীর নামে নালিস হইলে সেই ডিক্রি অনুসারে সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে। এবং তাদৃশ অবস্থায় ক্রেতা কেবল বিধবার স্বত্ব ক্রয় করে এ ত নহে; মুল অধমর্ণ জীবিত থাকিলে তাহার নামে ডিক্রি জারির নিলামে ক্রয় করিলে যেরূপ স্বত্ব হয় তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নীর নামে নালিস বা জারি করিলে সেই ডিক্রি জারির নিলামে ক্রেতার সেই রূপ স্বত্ব হয়। (আলোক মণি বঃ বাণী মাধব 4 Cal 977)

Where property in possession of a widow is sold in execution of a decree for debts incurred by husband the purchaser takes an absolute interst.

পতির স্বার্জ্জিত পৈতামহ স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তিতে পত্নীর তুল্য স্বত্ব; বঙ্গদেশের মতে এবং বারাণসী প্রদেশের মতে, হাইকোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সিলের নিষ্পত্তি অনুসারে পতির অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী অপব্যয় করিতে পারেনা (কাশীনাথ বসাক বঃ হরসুন্দরী; ভগবান দিন বঃ ময়না বাই 2 P. C. J. 327)

মিথিলা বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মতানুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পতির অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী আপন ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে (দুর্গাদাই বঃ পূরণ দাই 5 W. R. 141)

বিধবা পত্নী শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত মৃত স্বামীর কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তাহার জীবন কাল পর্য্যন্ত সেই দান বিক্রয় বলবৎ থাকে (গোবিন্দ মণি বঃ শ্যামলাল B. L. R. S. Vol 48)

Sale by widow, without necessity, valid. so long as she lives

. . বিধবার মৃত্যুর পরে ১২ বৎসরের মধ্যে অনন্তর অধিকারী সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে (১৮৭৭ সালের ১৫ আইন) বিধবার মৃত্যুর পরে যদি কন্যা অধিকারিণী হইয়া ১২ বৎসরের মধ্যে বিধবার কৃত দান বিক্রয় রহিতের নালিস না করে তাহা হইলে কন্যার পরে দৌহিত্র সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না। (নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঃ ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) দৌহিত্র মাতার স্বত্বে অধিকারী হয় না; মাতামহের সম্বন্ধে অধিকারী হয়; এই নিমিত্ত বিচারপতি ৺ দ্বারিকানাথ মিত্রের মতে দৌহিত্র আপন অধিকারের ১২ বৎসর মধ্যে মাতামহীর কৃত দান বিক্রয় রহিতেয় নালিস করিতে পারে (রাজকিশোর দত্ত বঃ গিরীশ চন্দ্র দত্ত 4 B. L. R. 136)

Suit for declaring the invalidity of a sale by widow.

বিধবা পত্নী মৃত পতির সম্পত্তি শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত দান বিক্রয় করিলে কেবল আসন্ন ভাবী উত্তরাধিকারী নালিস করিতে পারে (ব্রজকিশোর বঃ শ্রীনাথ বসু 9 W. R. 463)

প্রত্যাসন্ন ভাবী অধিকারী আপন স্বত্ব বিক্রয় করিলে ক্রেতা বিধবা পত্নী কৃত দান বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্থ করাইবার নালিস বিধবার জীবন কালে করিতে পারেনা (রাইচরণপাল বঃ পিয়ারি মণি 3 B. L. R. 70) প্রত্যাসন্ন ভাবী অধিকারী অনন্তর দায়াদকে আপন স্বত্ব বিক্রয় করিলে এমত বলা যাইতে পারে যে ক্রেতা অনন্তর দায়াদ গণ্য হওয়া উচিত।

যদিও প্রত্যাসন্ন ভাবি উত্তরাধিকারীর বর্ত্তমান কোন স্বত্ব না থাকে কিন্তু এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে তাহার নৈমিত্তিক স্বত্বের বিঘ্ন হইবার কারণ হইলে নালিস করিতে পারে। (রাজলক্ষ্মী দেবী বঃ গোকুল চন্দ্র চৌধুরী 2 P. C. J. P. 519)

Injunction

বিধবা পত্নী মৃতভর্ত্তার সম্পত্তি অপচয় করিতে প্রবৃত্ত

হইলে নিষেধাজ্ঞার জন্য নালিস্ করিতে পারে; নিষেধ আজ্ঞার দ্বারা বিধবার কৃতকার্য্য নিবারণ অসম্ভব হইলে ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রার্থনামতে আদালত সমস্ত সম্পত্তি রিসিবরের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। (নন্দলাল বঃ বলাকি বিবি S. D of 1854. 367.) বিধবা পত্নী মৃত ভর্ত্তার কোন সম্পত্তি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিধবা পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় এমত নহে; তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট করা প্রমাণ হইলে তাহার কর্ত্তৃত্বে সম্পত্তি থাকায় ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারে, এই কারণে আদালত রিসিবর নিযুক্ত করিতে পারেন। ভাবী উত্তরাধিকারীর মধ্যে কেহ উপযুক্ত পাত্র থাকিলে আদালত তাহাকে রিসিবর নিযুক্ত করিতে পারেন। (গোলকমণি বঃ কৃষ্ণপ্রসাদ S. D of. 1859) রিসিবর নিযুক্ত হইলেও সম্পত্তির সমস্ত আয় জীবনকাল পর্য্যন্ত পত্নী প্রাপ্ত হয়। (শ্যামাসুন্দরী বঃ যমুনা চৌধুরাণী 24 W. R. 86.)

Appointment of receiver.

বিধবা পত্নীকে কেহ অধিকার চ্যুত করিয়া অন্যায় মতে তাহার মৃত ভর্ত্তার সম্পত্তি ভোগ করিলে ভাবী উত্তরাধিকারী বিধবার নামযোগে সেই অন্যায় দখলকারীর নামে নালিস করিতে পারে। (রাধামোহন বঃ রামদাস 24 W. R. 86; জয়মুরত বঃ বলদেবসিংহ 21 W. R. 444.)

বিধবা পত্নীর অধীনে কোন প্রজা বা অন্য কেহ কোন সম্পত্তি নষ্ট করিলে ভাবী উত্তরাধিকারী ঐরূপ উপায়ে তাহা নিবারণ করিতে পারে। (গোবিন্দমণি বঃ শ্যামলাল B. L. R. Sup 48)

বিধবা পত্নীর জীবনকালে ভাবী উত্তরাধিকারী দান বিক্রয় নিষেধাজ্ঞার নালিস করিতে পারে না; সংগত কারণ থাকিলে বিধবা পত্নী ভর্ত্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে

পারে ; সুতরাং ভাবি দান বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে না। অপচয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিষেধ আজ্ঞা হইতে পারে। (প্রাণপতি বঃ পূরণ কুঙার S. D of 1856.494.)

There can be no suit for declaration of reversionary right.

বিধবা পত্নীর জীবনকালে ভাবী উত্তরাধিকারীগণ ভাবি স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস করিতে পারে না ; বিধবা পত্নীর মৃত্যুর সময় যে প্রত্যাসন্ন দায়াদ বর্ত্তমান থাকে সেই অধিকারী হয় ; সুতরাং কে অধিকারী হইবে তাহা বিধবার মৃত্যুর পূর্ব্বে অবধারণ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

বিধবা পত্নী আপন ভর্ত্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তৎকালীন ভাবী উত্তরাধিকারী বার বৎসরের মধ্যে সেই দান বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্থ করিবার নালিস করিতে পারে (১৮৭৭ সালের ১৫ আইন ২ প ১২৪—১৪২)। বিধবা পত্নীর জীবনকালে ভাবী উত্তরাধিকারী তৎকৃত দান বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্থ করিবার জন্য ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৪৩ ধারামতে নালিস করিলে বিচার করা না করা আদালতের ইচ্ছাবিকল্প। (I. L. R.)

যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ভাবি উত্তরাধিকারিগণের আপত্তি আশু বিচার না করিলে ভবিষ্যতে তাহাদের আপত্তি প্রমাণ করা কঠিন হইবে তাহা হইলে বিধবা পত্নীর জীবনকালে তৎকর্ত্তৃক দান বিক্রয়ের শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন ছিল কিনা আদালত বিচার করিতে পারেন (শ্রীনারায়ণ মিত্র ব : শ্রীমতীকৃষ্ণ 11 B. L. R. 171. বিহারি লাল বঃ মধু লাল 13 B. L. R. 222.)।

Where a sale is declared invalid the property does not re-

বিধবা পত্নী শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন ব্যতীত পতির সম্পত্তি বিক্রয় করিলে ; সেই বিক্রয় রহিত হইলে মূল্যের টাকার জন্য বিক্রীত সম্পত্তি দায়ী থাকে না।

শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন হেতু বিধবা পত্নী ভর্ত্তার সম্পত্তি

দান বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হয়; সুতরাং ভাবী উত্তরাধিকারী তাদৃশ অবস্থায় মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার হইলেও সেই দান বিক্রয় রহিত হয় না। (মণিরাম বঃ রঘুবংশ 0 W. R. 284.).

main liable for purchase money.

প্রয়োজন জন্য যে পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রয় আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক মূল্যের সম্পত্তি বিধবা পত্নী কর্তৃক বিক্রীত হইলে ভাবি উত্তরাধিকারিগণ সেই বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে; কিন্তু বিধবার যে পরিমাণ টাকার বাস্তবিক প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ টাকা ক্রেতাকে সবৃদ্ধি প্রত্যর্পণ না করিলে সেই বিক্রয় রহিতের নালিস ডিক্রি হয় না। ক্রেতা বিক্রয়ের তারিখ হইতে যে পরিমাণ লাভ ভোগ করে তাহা উক্ত হিসাবে বাদ দেওয়া হয় (ফুলচাঁদ বঃ রঘুবংশ 9 W. R. 108 মতিরাম বঃ গোপাল সাহু 11 B. L. R. 416 এইরূপ স্থলে যতদূর আবশ্যক ছিল তদপেক্ষা অধিক সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রমাণের ভার উত্তরাধিকারীর উপর অর্পিত হয়; উত্তমর্ণ সমস্ত অবস্থা জানে অথবা জানিবার উপায় থাকা বাদীকে প্রমাণ করিতে হয়। কামিক্ষা প্রসাদ বঃ জগদম্বা 5 B.L. R. 508; লালজিত পাণ্ডে বঃ শ্রীধর পাণ্ডে 13 W. R. 457)

পত্নী বা দুহিতা সংক্রান্ত সম্পত্তি আধমনকারীরা পরলোকগত হইলে অনন্তর অধিকাকারী সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় না; যে পরিমাণ আবশ্যক ছিল সেই পরিমাণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। (ললিত পাণ্ডে বঃ সরদার দেব নারায়ণ সিংহ 3 B. L. R. 176)।

Next heir bound to pay off the widow's mortgagee if the mortgage was created for necessity.

যদি কোন সম্পত্তি আবদ্ধ থাকে এবং সেই ঋণ পরিশোধ জন্য বিধবা সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে অথচ এমত প্রমাণ হয় যে বিধবা অনায়াসে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত

তাহা হইলে পত্নী কর্ত্তৃক বিক্রয় রহিত হইতে পারে; কিন্তু এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারী আত্ম ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় (মহম্মদ সমস্থল বঃ সেবক রাম)।

বঙ্গদেশের হাইকোর্টের মতে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা উভয় গ্রন্থের মতে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ যে সময় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয় সেই সময়ে মাতা বর্ত্তমান থাকিলে মাতা পুত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু মাতার কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা দায়ভাগ বা মিতাক্ষরায় স্পষ্ট লিখিত নাই; এবং এই সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই (2 P. C. T. p 337.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুহিত্রধিকার।

According to Dayabhaga the position of daughter is exactly similar to that of the widow.

পতির সম্পত্তিতে পত্নীর যেরূপ স্বত্ব হয় দায়ভাগের মতে পিতৃধনে কন্যা অধিকারিণী হইলে ঠিক সেইরূপ স্বত্ব হয়; পুত্রধনে মাতা অথবা পৌত্রধনে পিতামহী অধিকারিণী হইলেও সেইরূপ স্বত্ব হয়। জীমূতবাহন মতে

অপুত্রাশয়নং ভর্ত্তুঃপালয়ন্তী,ব্রতেস্থিতা।
ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ॥

এই বৃদ্ধমনু বচনে পত্নী শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; জীমূতবাহনের মতে স্ত্রীমাত্রাধিকারে এই নিয়ম জানিতে হইবে। দায়ভাগ ১১ অ ২ প ৩১।

দায়ভাগের মতে দুহিতা যে পিতৃধনে এবং মাতা যে পুত্র ধনে অধিকারিণী হয় তাহা কেবল উপভোগ মাত্র করিতে পারে; এবং দুহিতা মাতা প্রভৃতি জ্ঞাতাধিকারী হইয়া পরলোক গত হইলে পূর্ব্বাধিকারীর দায়াদ

গণ সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়; স্ত্রীধনবৎ অধিকারিক্রম হয় না। পিতার মৃত্যুর সময়ে অদত্তা কন্যা থাকিলে সেই অদত্তা কন্যা অধিকারিণী হয়; পরে সেই অদত্তা কন্যা বিবাহিতা হইয়া পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে সেই সময়ে যদি পিতার অন্য দুহিতা পুত্রবতী বা সম্ভাবিত পুত্রা থাকে তাহা হইলে সেই পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা ভগিনীগণ অধিকারিণী হয়; প্রথম জাতাধিকারাকন্যার পুত্র থাকিলেও তাহারা তৎকালে অধিকারী হয় না। সম্ভাবিত পুত্রা বা পুত্রবতী দুহিতা কেহ না থাকিলে পিতার সকল দৌহিত্রগণ তুল্যরূপে অধিকারী হয় কেবল প্রথম জাতাধিকারা অনূঢ়া কন্যার পশ্চাদুৎপন্ন পুত্রগণ অধিকারী হয় না। জীমূতবাহন বলিয়াছেন "যদাচ কন্যা জাতাধিকারা পশ্চাৎ পরিণীতা সতী ম্রিয়েতে তদা তদ্ধনং কন্যায়া অনুৎপন্নাধিকারায়া অভাবে যেষামূঢ়াদীনাং প্রতিপাদিতং উৎপন্নাধিকারায়া অপ্যভাবে তেষামেব তদ্ধনং নতু তদ্ভর্ত্রাদীনাং ভাতি তস্য স্ত্রীধন বিষয়ত্বাৎ, ভুক্তৈতা মরণাৎ ক্ষান্তেতি বচনেন জাতাধিকারায়াঃ পত্ন্যা অভাবে অনুৎপন্নাধিকার পত্ন্যভাবোক্তানাং পূর্বধনস্বামিদায়গ্রাহিণাং দুহিত্রাদীনাং ধনাধিকার দর্শিতত্বাৎ পত্নীতো জঘন্য দুহিতৃ* দৌহিত্রয়োরধিকারে দণ্ডাপূপন্যায় সিদ্ধোঽয়মর্থঃ"।

Unmarried daughter inherits first.

On the death of the unmarried daughter the property goes to the next heir of the father according to Dayabhaga.

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ক্রম সংগ্রহে বলিয়াছেন যে "কন্যা জাতাধিকারা পশ্চাৎ পরিণীতা সতী অবিদ্যমান পুত্রা যদি ম্রিয়েত তদা তৎ পিতৃদায়ে সপুত্রায়াঃ সম্ভাবিত পুত্রায়াশ্চ ভগিন্যা স্তুল্যোধিকারঃ নতু তদ্ভর্ত্রাদীনাং

* মূলে "দুহিতৃ দৌহিত্রয়োঃ" এইরূপ পাঠ আছে; কিন্তু দৌহিত্রের অধিকার পত্নী দুহিতার ন্যায় হইতে পারে না।

স্ত্রীধন এব তেষামধিকারাৎ” ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে তর্কালঙ্কারের মতে অনূঢ়া কন্যা অধিকারিণী হইয়া অপুত্রক লোকান্তর না হইলে তাহার সধবা পুত্রবতী ভগিনী গণের অধিকার হয় না ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা বলা তর্কালঙ্কারের উদ্দেশ্য নহে ; অনূঢ়া কন্যা অপুত্রক লোকান্তর হইলেও ভর্ত্তার অধিকার হয় না, এইমাত্র বলা তর্কালঙ্কারের উদ্দেশ্য। পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে অন্য ভগিনীগণ অধিকারিণী হইতে পারে না তর্কালঙ্কার এমত বলেন নাই ; বরং অপুত্রক লোকান্তর হইলেও ভর্ত্তার অধিকার হয় না যখন বলিয়াছেন তখন স্ত্রীধনবৎ অধিকার ক্রম হয়না ইহা সিদ্ধ হইতেছে ; এবং স্ত্রীধনবৎ অধিকারি ক্রম না হইলে পুত্র সত্ত্বে ও সধবা ভগিনী গণের অধিকার হয়। ফলতঃ এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে অনূঢ়া কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে সেই সময় যদি তাহার পিতার সধবা অথবা পুত্রবতী দুহিতা থাকে তাহা হইলে সেই সধবা পুত্রবতী ভগিনীগণ অধিকারিণী হয়। প্রথম জাতাধিকারা দুহিতার পুত্র থাকিলেও তৎকালে অধিকারী হয় না। প্রথম জাতাধিকারা দুহিতার মৃত্যুকালে মূলধনীর সম্ভাবিত-পুত্রা বা পুত্র বতী দুহিতা না থাকিলে সকল দৌহিত্র গণ তুল্যরূপে অধিকারী হয় ; কেবল প্রথম জাতাধিকারা অনূঢ়া কন্যার পশ্চাদুৎপন্ন পুত্রগণ অধিকারী হয় না। (তিনুমণি বঃ নিবারণচন্দ্র গুপ্ত 9 I. L.R. 154.)

Tinumani v. Nibaran chandra.

দায় গ্রহণের পূর্ব্বে দুহিতা দুশ্চরিত্রা হইলে দায়ভাগের মতে অধিকারিণী হইতে পারে না। যদিও জীমূতবাহন কেবল বৃদ্ধমনু বচনে পত্নী শব্দে উপলক্ষণ বলিয়া

এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বৃহস্পতির বচনে ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

সদৃশী সদৃশেনোঢ়া ভর্ত্তৃশুশ্রূষণেরতা।
কৃতাকৃতা বাপুত্রস্য পিতুর্ধন হরীতু সা॥

Unchastity

'ভর্ত্তৃশুশ্রূষণেরতা' এই বিশেষণ থাকায় 'জীমূতবাহন বলেন যে সধবা সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতা অধিকারিণী হইতে পারে। কিন্তু এই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে কেবল সাধ্বী কন্যা অধিকারিণী হয়। দুহিতা অধিকারিণী হইয়া অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে স্বত্বলোপ হয় না। (রামনাথ তলাপাত্র বঃ দুর্গাসুন্দরী 4. Cal. 550)

Blindness and other defects which disqualify males also disqualify a female.

জন্মান্ধতা প্রভৃতি যে কারণে পুত্রাদির অনধিকার হয় পত্নীকন্যা প্রভৃতির সেই কারণে অনধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে "ক্লীবোথ পতিতস্তজ্জ" এই বচনে পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত, অর্থাৎ এই বচনে সমস্ত বিশেষণ পদ পুংলিঙ্গান্ত থাকিলেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই বচন তুল্যরূপে প্রয়োগ হয়। মিতাক্ষরার এই মত বঙ্গদেশে গৃহীত না হইবার কারণ লক্ষিত হয় না।

দুই বা তিন কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে যদি একজন পুত্র রাখিয়া বা না রাখিয়া লোকান্তর হয় তাহা হইলে প্রিবিকৌন্সলের নিষ্পত্তি অনুসারে মৃত দুহিতার স্বত্ব লোপ হয়; এবং যে দুহিতৃগণ তৎকালে বর্ত্তমান থাকে, তাহারা সেই সময়ে বন্ধ্যা বা বিধবা হইলেও সমস্ত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব হয় (অমৃতলাল বসু বঃ রজনীকান্ত 2 I. A. 113)

এই নিষ্পত্তি ঠিক দায়ভাগ মতানুযায়ী কিনা তাহা সন্দেহ স্থল; এই বিষয় বিস্তারিত রূপে উক্ত হইয়াছে।

বারাণসী প্রদেশের মতে বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নী

পর্য্যন্তাভাবে প্রথমতঃ অন্ঢ়া তদভাবে অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ অনপত্যা এবং ধনহীনা তদভাবে প্রতিষ্ঠিতার অধিকার হয়। স্ত্রীধন প্রকরণে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে ঋক্থ ক্রয় সম্বিভাগ প্রতিগ্রহ অধিগমাদি নিয়তোপায় দ্বারা স্ত্রীলোক যে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হয় তাহা স্ত্রীধন; কিন্তু পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অথবা পিতার সম্পত্তিতে দুহিতার অধিকার হইলে পত্নী বা দুহিতার কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা বিজ্ঞানেশ্বর বলেন নাই। এই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে পত্নী দুহিতা প্রভৃতি পুংধনে অধিকারিণী হইলে পরে সেই সম্পত্তি তাহাদের স্ত্রীধন গণ্য হয়; পরন্তু প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পত্নী দুহিতার পুংধনে অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধন গণ্য হয় না (ঠাকুর দাই বঃ রায় বালক রাম 2 P. C. J. p. 521; ভগবান দিন বঃ ময়না বাই 2 P. C. J. p. 327; ছট্টুলাল বঃ চন্নুলাল 22 W.R.496) বিজ্ঞানেশ্বর বৃদ্ধমনুবচন গ্রন্থের অপর ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং সেই বচনার্থ খণ্ডন না করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং মিতাক্ষরা মতে পতির ধনে পত্নীর অধিকার হইলে উক্ত বচনানুসারে পত্নী ভোগ করিতে পারে মাত্র: এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণের অধিকার হয় এইরূপ প্রিবিকৌন্সল যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা অন্যায় বলা যায় না; কিন্তু পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে বৃদ্ধ মনুবচনে যেরূপ উক্ত আছে দুহিতার অধিকার সম্বন্ধে সেরূপ কোন বচন নাই। জীমূতবাহন বলেন যে বৃদ্ধ মনু বচনে পত্নী শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় এরূপ কোন কথা বলেন নাই; ফলতঃ বিভক্ত দায়াদের ধনে দুহিতার অধিকার হইলে অনেকের মতে সেই সম্পত্তি মিতাক্ষরানুসারে স্ত্রীধন গণ্য হওয়া উচিত।

Whether property inherted by a wife or daughter becomes her Stri-dhan according to Mitakshera.

বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার হইলে কন্যার স্ত্রীধনবৎ হয় (বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষণ 8 Bomb 244) পরন্তু কলিকাতা হাই-কোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বারাণসী প্রদেশের মতে পিতার ধনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি দুহিতার স্ত্রীধন গণ্য হয় না। ছট্টুলাল বঃ চন্নুলাল 22 W. R. 496)

মিথিলা প্রদেশের মতে বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নী পর্য্যন্ত অভাবে প্রথমতঃ অনূঢ়া কন্যার অধিকার হয়; তদভাবে পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা বন্ধ্যা বিধবা নির্ধনা তাবৎ প্রকার কন্যার যুগপৎ অধিকার হয়।

স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে বন্ধ্যা বিধবার অধিকার হয় না; এবং মাদ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পুত্রবতী দুহিতা থাকিতে পুত্রহীনা দুহিতার অধিকার হয় না (গোকুলানন্দ বং উমাদাই 15 B. L. R. 405)

প্রাচীনকালে পুত্রীকৃতা দুহিতা ব্যতীত অন্য কোন দুহিতা অধিকারিণী হইত এমত বোধ হয় না; পুত্রীকৃতা দুহিতার অধিকার স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হওয়ায় অকৃতা দুহিতার অধিকার অবশেষে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হওয়া সম্ভব বোধ হয়। মনু এবং নারদ সংহিতায় দুহিতার অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তাহাতে অকৃতা দুহিতার অধিকার প্রতিপাদিত হয় না। মনুসংহিতায় যে নিম্নলিখিত বচন আছে তাহার পূর্ব্বের বচনত্রয় পুত্রীকৃতা দুহিতাবিষয়ক; এবং কুল্লূক ভট্টের মতে এই বচন অনুসারে কেবল পুত্রীকৃতা দুহিতা অধিকারিণী হয়।

It seems that in early times only the appointed daughter could inherit.

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো হরেদ্ধনং ॥

নিম্নোদ্ধৃত নারদ বচনে দুহিতার অধিকার সম্বন্ধে যে হেতু নির্দ্দেশ আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নারদ স্মৃতি অনুসারে কেবল পুত্রীকৃতা দুহিতার অধিকার হয়

The texts of Menu and Narad evidently support the right of the appointed daughter only.

পুত্রাভাবে চ দুহিতা তুল্য সন্তান দর্শনাৎ।
পুত্রশ্চ দুহিতাচোভে পিতুঃ সন্তান কারিকে॥

পরন্তু বৃহস্পতি কৃতা বা অকৃতা সর্ব্বপ্রকার দুহিতার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন

Brihaspati advocates the heritable right of the daughter as such whether appointed or not.

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্র বদ্দুহিতা নৃণাং।
তস্যাঃপিতৃধনং ত্বন্যঃ কথং গৃহ্ণীত মানবঃ॥
সদৃশী সদৃশেনোঢ়া ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে রতা।
কৃতাহ কৃতা বাহ পুত্রস্য পিতুর্ধন হরী তুসা॥

জীমূতবাহন উক্ত সমস্ত বচন একবাক্য করিয়া বলেন যে কৃতা অকৃতা সর্ব্বপ্রকার দুহিতার অধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজ স্তৎসমঃ পুত্রিকা সুতঃ এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা পুত্রিকা রূপ পুত্র ঔরস পুত্রের তুল্য অধিকারী হয়; সুতরাং পত্নী দুহিতর*শ্চব এই বচনের দ্বারা পুত্রী কৃতা দুহিতার অধিকার উক্ত হইয়াছে এমত বলা যায় না; বিজ্ঞানেশ্বরের মতে পুত্রীকৃতা দুহিতা ঔরস পুত্রের সহিত তুল্যাধিকারিণী হয়; এবং অকৃতা দুহিতা সর্ব্ব প্রকার পুত্র এবং পত্নী পর্য্যন্ত অভাবে অধিকারিণী হয়।

মিতাক্ষরা এবং বিবাদ চিন্তামণির মতে পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার হয়; স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে পিতার পরে মাতার অধিকার হয়; বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পিতার পরে মাতার অধিকার হয়। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয়মতে বিমাতার কদাচ অধিকার হইতে পারে না; পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানেশ্বর যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে তাহার

মতে বিমাতার অধিকার হয় না। (লালাযতি বঃ দুরাণী B. L. R. Sup.)

বিভাগ প্রকরণে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে মাতা শব্দ কেবল জননীকে বুঝায়; মাতার সপত্নীকে বুঝায় না; এক শব্দের মুখ্য এবং গৌণ উভয় অর্থ গ্রহণ হইতে পারে না। (দায়ভাগ ৩ অ ২ প ৩০।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীধন স্বরূপ নির্ণয়।

প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশে স্ত্রীগণ স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত; সুতরাং স্ত্রীলোকে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে ইহা তৎকালে বিশ্বাস হওয়া সম্ভব নহে। আমাদিগের দেশে এক সময়ে পত্নী কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতনা তাহা নিম্নোদ্ধৃত মনুবচনের দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

In early times women were reckoned as a sort of property; and whatever they earned belonged to the person to whom they belonged.

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনং॥

রোমান দিগের মধ্যে প্রাচীন কালে কন্যার সমস্ত সম্পত্তি বিবাহের পরে কন্যার স্বামীর হইত। কাল সহকারে রোমান দিগের মধ্যে যৌতক অযৌতক উভয় বিধ সম্পত্তি পত্নীর স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হয়; যৌতক ধনের আয় স্বামী ভোগ করিতে পারিতেন কিন্তু

Roman Law.

যৌতক সম্পত্তি স্বামী বিক্রয় করিতে পারিত না। অযৌতক ধনে রোমান দিগের মধ্যে পত্নীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিত।

প্রায় সকলদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রকার দিগের মতে পতি পত্নীর এক শরীর; উভয়ে পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং অর্দ্ধাঙ্গী। ধর্ম্মশাস্ত্রকার দিগের দ্বারা এইরূপে ক্রমশঃ পত্নীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন দেশে উক্ত বিশ্বাস হেতু এই সিদ্ধান্ত হয় যে পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পত্নীর সমস্ত সম্পত্তিতে পতির অধিকার হইত; এক্ষণে ইংলণ্ডে পারলিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক শিল্পকার্য্যের দ্বারা অথবা পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাতে পতির কোন স্বত্ব হইবে না। ইংলণ্ডে কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ভাবে সম্পত্তি দিতে হইলে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া সেই ট্রষ্টির নামে দান পত্র লিখিয়া দিতে হয়; দান পত্রের নির্ব্বন্ধ অনুসারে দান পাত্রী সেই সম্পত্তির প্রকৃত ভোগের স্বত্বাধিকারিণী হয়। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ভর্ত্তার অন্য কেহ ট্রষ্টি নিযুক্ত না করিয়া পত্নীর নামে দানপত্র লিখিয়া দিলে তাহাতে পত্নীর বিশেষ কোন স্বত্ব হয় না। পতি পত্নীর একদেহ; পতির দান পত্রে পত্নীর কোন স্বত্ব হয় না। অন্য কেহ দান করিলে উক্ত কারণে পতির স্বত্ব হয়।

According to English Law the husband aud wife constitude but one person ; and therefore the husband becomes owner of all that belong to the wife

আমাদিগের শাস্ত্র অনুসারে পতি পত্নীর একদেহ বটে।

"অস্থিভি রস্থীনি মাংসৈর্মাংসং ত্বচাত্বচং"

এই শ্রুতি আছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন।

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রেচ লোকাচারেচ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥

কিন্তু তন্নিবন্ধন পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ বলেন না। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে নির্ধন হইলে স্বধন সাধ্য বৈদিক কর্ম্মের উচ্ছেদ হয়; সুতরাং কেহ নির্ধন গণ্য হয় আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের এমত অভিপ্রায় নহে।

According to Hiudu Jurists also the husband and wife constitute one person ; but the wife is capable of holding separate property

"পিতৃ মাতৃসুত ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যপাগতং। আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কমন্বাধেয়কমিতি স্ত্রীধনং।" বিষ্ণুঃ।

"অধ্যগ্ন্যধ্যা বাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রীয়ৈ। ভ্রাতৃমাতৃ পিতৃ প্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনংস্মৃতং। মনুঃ।

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহিনকং ভর্ত্তৃদায় স্তথৈব চ। ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ ষড়্বিধং স্ত্রীধনংস্মৃতং। নারদঃ।

"বৃত্তিরাভরণং শুল্কংলাভশ্চস্ত্রীধনং ভবেৎ। ভোক্ত্রী তং স্বয়মেবেদং পতি নার্হত,নাপদি। দেবলঃ।

"বিবাহকালে,যৎ কিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে। কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্ব্বমবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ। ব্যাসঃ।

Different kinds of Stridhan

"পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যপাগতং। আধিবেদনিকঞ্চৈব স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং। বন্ধুদত্তং তথা শুল্ক মন্বাধেয়ক মেবচ।" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অধ্যগ্নি—বিবাহ কালে যৎস্ত্রীভ্যো দীয়তেহগ্নি সন্নিধৌ।
তদধ্যগ্নি কৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং॥

অধ্যাবাহনিক—যৎ পুন র্লভতে নারী নীয়মানাহি পৈতৃকাৎ
অধ্যাবাহনিকং নাম তং স্ত্রীধন' মুদাহৃতং।

অন্বাধেয়ক।—বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রীয়া
অন্বাধেয়ং তদক্তন্তলব্ধং বন্ধুকুলা তথা।

ভর্ত্তৃদায়ঃ—ভর্ত্তৃদত্ত ধনং।

শুল্ক—গৃহোপস্কর বাহ্যানাং দোহ্যাভরণকর্ম্মিণাং।
মূল্যং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ শুল্কং তৎ পরিকীর্ত্তিতং॥

এই কাত্যায়ন বচন অনুসারে গৃহাদি নির্ম্মাণকারি শিল্পি গণেরস্ত্রী উৎকোচ স্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হয়; অথবা

'যদানেতুং ভর্ত্তৃগৃহে শুল্কং তং পরিকীর্ত্তিতং।

এই ব্যাস বচন অনুসারে ভর্ত্তৃগৃহ গমনার্থ প্রয়োজন জন্য যাহা প্রাপ্ত হয়।

শুল্ক—মিতাক্ষরা মতে "যদ্গ্রহীত্বা কন্যাদীয়তে।"

সৌদায়িক—ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহে পিবা।
ভ্রাতুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্বালব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং॥

মন্বাদি বচনে স্ত্রীধন ষড়্বিধ বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু উল্লিখিত সমস্ত বচনার্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে স্ত্রীধন নানাবিধ; সুতরাং বলিতে হইবে যে মন্বাদি বচনে ষট্সংখ্যা বিবক্ষিতা নহে অর্থাৎ ষটসংখ্যা উক্ত থাকায় তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা হইতে পারেনা এমত নহে।

Daybhag's definition of Stridhan

জীমূতবাহনের মতে যে সম্পত্তি পতির অনুমতি ব্যতীত পত্নী দান বিক্রয় উপভোগ করিতে পারে তাহাই স্ত্রীধন। নিম্নোদ্ধৃত কাত্যায়ন বচন অনুসারে পত্নীর শিল্পলব্ধ এবং অসম্বন্ধি দত্তধনে পতির অধিকার হয়; তদ্ভিন্ন আর সমস্ত স্ত্রীধন।

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং তদা তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

পতির জীবনকালে পত্নী শিল্পাদি কার্য্য করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে পতির অধিকার হয়; এবং অসম্বন্ধিদত্ত ধনে পতির অধিকার হয়; তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে যে সমস্ত সম্পত্তি পত্নী লাভ করে তাহাতে পতির অধিকার হয় না; সুতরাং জীমূতবাহনের মতে, স্ত্রীধন শব্দ পারি-

ভাষিক। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে মাতা প্রভৃতির স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য হয় না (দায়ক্রম সংগ্রহ ২ অ ৩ প ৬)

মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক নহে; যে কোন উপায়ে স্ত্রীলোক যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করে তাহা স্ত্রীধন। দায়ভাগে যাজ্ঞবল্ক্য বচনের যেরূপ পাঠ আছে তদনুসারে উক্ত বচন এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু মিতাক্ষরায় উক্ত বচনের নিম্নলিখিত পাঠ আছে।

All kinds of property belonging to women are Stridhan according to Mitakshera

"পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতং।
আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং ॥"

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে দ্বিতীয় চরণে আদ্য শব্দ থাকায় ঋকৃথ ক্রয় সম্বিভাগ পরিগ্রহ অধিগম প্রভৃতি যে কোন উপায় দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে। ভর্তৃ ধনে পত্নী, পিতৃ ধনে কন্যা অথবা পুত্রধনে মাতা অধিকারিণী হইলে সেই সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হয় কি না তাহা বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্ট বলেন নাই; কিন্তু ঋকৃথ সম্বিভাগাদি লব্ধ সম্পত্তি যখন স্ত্রীধন বলিয়াছেন এবং স্ত্রীধন শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার না করিয়া যৌগিক অর্থ যখন স্বীকার করিয়াছেন তখন মিতাক্ষরা মতে বিভক্ত অপুত্রক দায়াদের পত্নী দুহিতা মাতা প্রভৃতি তাহার ধনে অধিকারিণী হইলে সেই সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হয় এমত বলা যাইতে পারে।

বারাণসী প্রদেশের প্রচলিত বীরমিত্রোদয় নামক গ্রন্থের প্রণেতা মিত্র মিশ্র স্ত্রীধনাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরা মত অনুমোদন এবং সমর্থন করিয়াছেন। কাত্যায়ন বচনে উক্ত আছে যে পত্নীর শিল্পলব্ধাদি সম্পত্তিতে পতির স্বত্ব হয়; তদ্ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীধন। সুতরাং এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ হইতে

পারে যে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক ; কিন্তু মিত্র মিশ্র বলেন যে শিল্পাদি লব্ধ সম্পত্তিতে পতির স্বামীত্ব হইলেও তাহা পত্নীর স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে না এমত নহে।

বোম্বাই প্রদেশ প্রচলিত ব্যবহার ময়ূখ গ্রন্থে যাজ্ঞবলক্য বচনের পাঠ মিতাক্ষরায় যেরূপ সেরূপ আছে। নীলকণ্ঠের মতে সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীলোকের অধিকৃত সম্পত্তি স্ত্রীধন ; কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি পারিভাষিক ; আর সেই গুলি ভিন্ন সমস্ত অপারিভাষিক। সংক্রান্ত ধনে পত্নী দুহিতা প্রভৃতি অধিকারিণী হইলে তাহা অপারিভাষিক স্ত্রীধন গণ্য হয় ; পারিভাষিক স্ত্রীধনের যাহারা উত্তরাধিকারী অপারিভাষিক সংক্রান্ত স্ত্রীধনে তাহারা উত্তরাধিকারী হয় না। বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে অপারিভাষিক স্ত্রীধনের অধিকারিণী পুরুষ হইলে যে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত সেই তাদৃশ স্ত্রীধনের অধিকারী হয়। বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষ্মণ 8 Bomb) কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি ময়ূখের তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। ময়ূখে উক্ত আছে যে অপারিভাষিক স্ত্রীধনে পুত্রাদির অধিকার হয় ; ইহাতে বোধ হয় যে নীলকণ্ঠের মতে অপারিভাষিক স্ত্রীধনে পূর্ব্ব স্বামীর দায়াদগণ অধিকারী হয় ; স্ত্রী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে যে উত্তরাধিকারী হইত সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবে এমত বলা নীলকণ্ঠের তাৎপর্য্য নহে।

দ্রাবিড় প্রদেশের প্রচলিত স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং মাধব্যের মতে যাজ্ঞবলক্য বচনে আদ্য শব্দের দ্বারা ঋকৃথ ক্রয় সম্বিভাগ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না ; মাধব্যের মতে বচনে যেরূপ উপায় লব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া উক্ত আছে তদ্বৎ অন্য উপায় লব্ধ মাত্র আদ্য শব্দের দ্বারা বুঝায় ; ফলতঃ দ্রাবিড় প্রদেশের মতে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক।

মিথিলা প্রদেশ প্রচলিত বিবাদ চিন্তামণির মতে স্ত্রীধন দশ প্রকার। বিবাদ চিন্তামণিতে যাজ্ঞবল্ক্য বচন উদ্ধৃত নাই।

মিতাক্ষরা এবং বীরমিত্রোদয়ের মতে যদিও স্ত্রীলোকের অধিকৃত যে কোন সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে; কিন্তু প্রিবিকৌন্সল অবধারণ করিয়াছেন যে বৃদ্ধ মনু বচনানুসারে সংক্রান্ত ধনে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না; এবং উক্ত বচন অনুসারে পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয়। (ভগবান দিন বঃ ময়না বাই 2 P. C. J. 331)

It has been held that according to Mitakshera even if inherited property be Stridhan still the right of widow is limited by the text of Bridha Monu.

স্ত্রীধন প্রকরণে যদিও বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত বৃদ্ধ মনু বচন উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু পত্ন্যধিকার প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং কোন প্রকার মীমাংসা করিয়া উক্ত বচনের শ্রুতার্থের অন্যথা করেন নাই; সুতরাং পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে প্রিবিকৌন্সল মিতাক্ষরানুসারে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না। প্রিবিকৌন্সলের উক্ত নিষ্পত্তি যদিও মিতাক্ষরা মতানুযায়ী বটে কি না নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু উক্ত নিষ্পত্তি মিত্র মিশ্রের মতানুযায়ী; সুতরাং পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে বারাণসী প্রদেশের মতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা উক্ত দেশের প্রচলিত গ্রন্থ সম্মত বলিতে হইবে। পরন্তু বীরমিত্রোদয়ের মতে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক নহে; যে কোন সম্পত্তি স্ত্রীলোকের অধিকৃত হয় তাহা মিতাক্ষরা এবং বীরমিত্রোদয় উভয় গ্রন্থের মতে স্ত্রীধন। বিশেষ বচন থাকায় বীরমিত্রোদয় স্বীকার করিয়াছেন যে পতির সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর কেবল উপভোগ করিবার স্বত্ব হয়; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয়। জীমূতবাহন বলেন যে

অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী গুরৌ স্থিতা।
ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ॥

এই রূপ মনু বচনে পত্নী শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; জীমূত বাহনের মতে পিতৃ ধনে দুহিতার অধিকার হইলেও কেবল উপভোগ করিবার স্বত্ব হয় এবং দুহিতার মৃত্যুর পরে পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয়। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর এমত কোথা বলেন নাই যে পিতৃধনে দুহিতার স্বত্ব হইলে সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না। বরং বিজ্ঞানেশ্বর স্ত্রীধন প্রকরণে বলিয়াছেন যে ঋক্‌থ সম্বিভাগ আদির দ্বারা স্ত্রীলোকে যে সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয় তাহা স্ত্রীধন গণ্য হয়। পত্নীর সম্বন্ধে বিশেষ বচন থাকায় যদিও বলা যায় যে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না কিন্তু দুহিতার স্বত্বের সঙ্কোচ জ্ঞাপক কোন বচন নাই এবং মিতাক্ষরা মতে এমত বলিবার কোন কারণ লক্ষিত হয় না যে পত্নীর ন্যায় দুহিতার অসম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। পরন্তু বঙ্গদেশের হাইকোর্ট এবং প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পিতৃধনে দুহিতার অধিকার হইলে বারাণসী প্রদেশের মতে দুহিতা উপভোগ করিতে পারে মাত্র; দান বিক্রয় করিতে পারে না; এবং দুহিতার মৃত্যুর পরে পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয়। (ছট্টু লাল বঃ চন্নু লাল 22 W. R. 496) উক্ত মকদ্দমায় প্রথম বিচারের সময় বিচার পতি পণ্টিথেক্স বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে ঐ তর্ক সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা অন্যথা করা উচিত হয় না; নতুবা মিতাক্ষরা মতে পিতৃধনে দুহিতার অধিকার হইলে সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় হওয়া জানা যায়। কলিকাতা হাইকোর্ট যে সমস্ত নজিরের উপর নির্ভর করিয়া এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন সেই সমস্ত প্রায় মিথিলা প্রদেশ সংক্রান্ত; মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত বিবাদ চিন্তামণির মতে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক; সুতরাং মিথিলা প্রদেশে পিতৃধনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি স্ত্রীধন গণ্য হইতে

It has been held that even according to Mitakshera the right of daughter is limited in the same way as in Bengal.

পারে না এমত বলা যাইতে পারে। কিন্তু মিতাক্ষরা এবং বীরমিত্রোদয় উভয়গ্রন্থের মতে স্ত্রীধন শব্দ যৌগিক ; যদিও বিশেষ বচন অনুসারে পত্নীর অধিকার সঙ্কোচ হয় কিন্তু পিতৃধনে দুহিতা অধিকারিণী হইয়া অপুত্রক লোকান্তর হইলে পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয় এমত কোন বচন নাই।

Widow's right held as limited in the Madras Presidency.

মাল্লাজ প্রদেশে প্রচলিত মাধবা এবং স্মৃতি চন্দ্রিকার মতে স্ত্রীধন শব্দ পারিভাষিক ; এবং ঋকৃথ ক্রয় সুবিভাগ আদি দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রিবিকৌন্সল এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে মাল্লাজ প্রদেশের মতে পতির সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না। (মসলি পাটনের কালেক্টর বঃ নারায়ণ প। 1 P. C. J. 824)

দেবানন্দ ভট্ট বলেন যে বর্ত্তনের নিমিত্ত মৃতপতির অবিভক্ত দায়াদগণ যদি কোন সম্পত্তি তদীয় পত্নীকে দেয় কেবল সেইস্থলে পত্নীর উপভোগ মাত্র স্বত্ব হয় ; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ মনু বচন অনুসারে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয়। পরন্তু প্রিবিকৌন্সল যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে স্মৃতি চন্দ্রিকার এইমত এক্ষণে মাল্লাজ প্রদেশে আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; মাল্লাজ হাইকোর্ট সাব্যস্থ করিয়াছেন যে পুত্রের সম্পত্তিতে মাতার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য হয় না। (বাকিয়াজু বঃ বেঙ্কট 2 Mad 402)

মাল্লাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মাতার স্ত্রীধনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি দুহিতার স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয় না। (সেঙ্গমল বামন বঃ বলয়ন্দা মুদালি 3 Mad 312)

বোম্বাই প্রদেশে ব্যবহার ময়ূখের মতে সংক্রান্ত ধন স্ত্রীধন

বটে ; কিন্তু পারিভাষিক স্ত্রীধনের যাহারা অধিকারী হয় সংক্রান্ত ধনে তাহারা অধিকারী হয় না। বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে নীলকণ্ঠের মতে সংক্রান্তধনের অধিকারিণী পুরুষ হইলে যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হয় অপারিভাষিক স্ত্রীধনে তাহাদিগের অধিকার হয়.(বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষ্মণ 8 Bomb 244) বস্তুতঃ নীলকণ্ঠ আপন গ্রন্থে এরূপ মত কোথাও প্রকাশ করা জানা যায় না ; নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে অপারিভাষিক স্ত্রীধনে পুত্রাদি অধিকারী হয় ; তাহাতে এমত বলা সঙ্গত বোধ হয় যে নীলকণ্ঠের মতে দুহিতার মৃত্যুর পরে দুহিতার পুত্রাদি পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয়।

In the Bombay Presidency only the widow takes a limited interest ; but the daughter inheriting father's property becomes absolute owner.

উক্ত মকদ্দমায় বোম্বাই হাইকোর্ট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিগণ দুহিতার মৃত্যুর পরে তাহার পিতার ধনে অধিকারী হয়। মিতাক্ষরা শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচারপতিগণ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বটে ; কিন্তু উক্ত মকদ্দমা ময়খের মতে নিষ্পত্তি হইয়াছিল ; সুতরাং মিতাক্ষরা সম্বন্ধে তাঁহারা প্রসঙ্গ ক্রমে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অপ্রয়োজন উক্তি বলিয়া গণ্য হওয়া সম্ভব।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে পতির ধনে পত্নীর অধিকার হইলে স্ত্রীধনবৎ স্বত্ব হয় না ; তদ্ভিন্ন আর সমস্ত স্থলে সংক্রান্ত ধন স্ত্রীধন গণ্য হয় ; কিন্তু পারিভাষিক স্ত্রীধনের অধিকারিগণ অপারিভাষিক স্ত্রীধনে অধিকারী হয় না। (বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষ্মণ 8 Bomb 244)

বঙ্গদেশে সংক্রান্ত ধন কখন স্ত্রীধন গণ্য হয় না ; এমন কি মাতার স্ত্রীধনে কন্যা অধিকারিণী হইলে সেই সম্পত্তি কন্যার স্ত্রীধন গণ্য হয় না। (দায়ক্রমসংগ্রহ ২ অ ৩ প ;)

শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঃ সর্ব্বমঙ্গলা 10 W. R. 488 ; ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ মদন মোহন সিংহ 1 Shomes Law Reports)

Separate property of a woman devolving on a female heir is not considered as Stridhan in Bengal.

বারাণসী প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে সংক্রান্ত ধন স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে না ; কিন্তু মাতার স্ত্রীধনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি বারাণসী প্রদেশে দুহিতার স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে কিনা তৎ সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

পুত্রগণ অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয় তাহা বঙ্গ দেশের মতে স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারে না ; বারাণসী প্রদেশে স্ত্রীধন গণ্য হওয়া সম্ভব ; মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে মাতা বিভাগ কালে অংশ প্রাপ্ত হয় কিনা সন্দেহ স্থল।

Property given by relatives at any time Stridhan.

পিতা মাতা ভ্রাতা শ্বশুর ভর্ত্তা মাতুল প্রভৃতি সম্বন্ধি দত্ত সম্পত্তি স্ত্রীধন সর্ব্বত্র গণ্য হয় ; বঙ্গদেশে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর স্ত্রীধন গণ্য হয় কিনা সন্দেহ হইতে পারে ; জীমূতবাহনের মতে যে সম্পত্তি পত্নী আপন ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে তাহা স্ত্রীধন ; ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর পত্নী আপন ইচ্ছানুসারে দান করিতে পারেনা ; সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে জীমূতবাহনের কৃত লক্ষণ অনুসারে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর স্ত্রীধন গণ্য হয় না। বস্তুতঃ ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর বঙ্গদেশের মতে সৌদায়িক স্ত্রীধন গণ্য হওয়া সম্ভব।

Property given by persons other than relatives at the time of marriage is Stridhan

অসম্বন্ধি ব্যক্তি বিবাহের সময়ে যাহা কন্যার উদ্দেশে দেয় তাহা বঙ্গদেশের মতে যৌতক স্ত্রীধন ; বিবাহ কাল ভিন্ন অন্য সময়ে অসম্বন্ধিদত্ত ধন বঙ্গদেশের মতে কাত্যায়ন স্মৃতি অনুসারে স্ত্রীধন গণ্য হয় না।

বারাণসী এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের মতে স্ত্রীলোকের

অধিকৃত সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি স্ত্রীধন; সুতরাং যে কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন সময়ে প্রতিগ্রহ লব্ধধন স্ত্রীধন গণ্য হয়।

সম্বন্ধি ব্যক্তি উইল করিয়া যে সম্পত্তি দেয় তাহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয়; (যদুনাথ সরকার বঃ বসন্ত কুমার চৌধুরি 19 W. R. 264; যেসকল আভরণ পত্নী সর্ব্বদা ব্যবহার করে তাহা পত্নীর স্ত্রীধন (দুর্গা কুঙার বঃ তেজকুঙার 5 W. R. 53)

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
নতং ভজেরন দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে। বিষ্ণুঃ॥

Ornaments

নন্দপণ্ডিতের মতে বিধবার অলঙ্কার বিভাগ হইতে পারে। শিল্পকার্য্যাদির দ্বারা পত্নী যে সম্পত্তি লাভ করে তাহা দায়ভাগের মতে স্ত্রীধন গণ্য হয় না। মিতাক্ষরা বীরমিত্রোদয় এবং ময়ূখের মতে স্ত্রীধন শব্দ যৌগিক; সুতরাং সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীর ধন স্ত্রীধন।

কন্যা দশায় অথবা ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে উপার্জ্জিত হইলে শিল্পলব্ধ ধন বঙ্গদেশে স্ত্রীধন গণ্য হয়।

সংক্রান্ত সম্পত্তির আয় হইতে যে সম্পত্তি ক্রীত হয় তাহা বঙ্গদেশের মতে সংক্রান্ত সম্পত্তির অন্তর্গত গণ্য হয়; তবে চলিত আয় হইতে কিছু কালের জন্য যে সম্পত্তি বিধবা পত্নী ক্রয় করে তাহা পুনরায় বিক্রয় করিতে পারে (পদ্মমণি বঃ দ্বারিকানাথ 25 W. R. 335)

স্ত্রীধনের আয় হইতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা স্ত্রীধন গণ্য হয় (লক্ষণ চন্দ্রগির গোসাঞী বঃ কালীচরণ সিংহ 19 W. R. 292) সংক্রান্ত সম্পত্তি সরকার হইতে বাজাপ্ত হইয়া পুনরায় পুর্ব্বাধিকারীর বিধবা পত্নীকে প্রদত্ত হইলে বিধবার স্ত্রীধন গণ্য হয় (ব্রজেন্দ্র বাহাদুর বঃ রাণী জানকী C. L. R. 318)

Husband's right over wife's Stridhan in times of necessity.

মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীলোকের অধিকৃত সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি স্ত্রীধন; কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে স্বামী পত্নীর স্ত্রীধন লইতে পারে।

দুর্ভিক্ষে ধর্ম্ম কার্য্যেচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতু মর্হতি।

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে "দুর্ভিক্ষ সময়ে, কুটুম্ব ভরণার্থ, অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত, পীড়ার সময়ে, বন্দি গ্রহণ নিগ্রহাদি হইতে মুক্তি লাভ জন্য দ্রব্যান্তর রহিত ভর্ত্তা পত্নীর স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারে তদ্ভিন্ন অন্যকোন কারণে লইতে পারে না। ভর্ত্তা ব্যতিরিক্ত অন্যকোন দায়াদ স্ত্রীধন লইলে চৌরবৎ রাজা তাহার দণ্ড করিবেন এইরূপ শাস্ত্র আছে।"

দায়ভাগের মতে পত্নীর শিল্প লব্ধ এবং অসম্বন্ধি দত্ত ধনে স্বামীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। কিন্তু যে সম্পত্তি পত্নীর প্রকৃত স্ত্রীধন তাহা আপৎকাল ব্যতিরেকে পতি লইতে পারে না।

ন ভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরস্তথা।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥
যদিহ্যেকতরোঽমীষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ।
সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাৎদণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ॥
তদেব যদনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রতিপূর্ব্বকং।
মূল্যমেব তু দাপ্যঃ স্যাৎ স যদা ধনবান্ ভবেৎ॥
অথ চেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যান্নচ তাং ভজতে পুনঃ।
প্রীত্যা বিসৃষ্টমপি তৎ প্রতি দাপ্যঃ স তদ্বলাৎ॥
গ্রাসাচ্ছাদনবাসানামুচ্ছেদো যত্র যোষিতাং।
তত্র স্বমাদদীত স্ত্রী বিভাগং রিক্থিনস্তথা॥

যদিও আপৎকালে স্বামী পত্নীর স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে

পারে কিন্তু স্বামীর ঋণ দায়ে পত্নীর স্ত্রীধন বিক্রয় হইতে পারে না ; স্ত্রীধন বলিয়া যে দাবি করে তাহার উপর ক্রিয়া সাধনের ভার অর্পিত হয় (মে জার্জ ল্যাম্ব বঃ গোবিন্দমণি S. D. of 1852 ; ব্রজমোহন মাইতি বঃ রাধা কুঁওারি W. R. 1864)

নিম্নোদ্ধৃত কাত্যায়ন বচন অনুসারে দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন স্ত্রীধনে স্বত্ব লোপ হয়।

অপকার ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থ নাশিনী।
ব্যভিচার রতাযাচ স্ত্রীধনং নচ সার্হতি ॥

বীরমিত্রোদয়কার বলেন যে স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে বল পূর্ব্বক তাহার স্ত্রীধন গ্রহণ করা উচিত। বিবাদ চিন্তামণির মতে দায়াদগণ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন লইতে পারে। ময়ূখের মতে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ধন পাইবার অনুপযুক্ত ; স্মৃতি চন্দ্রিকার মতে স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে স্ত্রীধন দান বিক্রয় করিতে পারে না। জীমূতবাহন এই সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্ট উক্ত কাত্যায়ন বচন অনুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পতি দত্ত ভিন্ন অন্য প্রকার স্ত্রীধনে দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন স্বত্ব লোপ হয় না (গঙ্গা যতি বঃ ঘাসিতা I. L. R. 1 All 46)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রম।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে স্ত্রীধনাধিকারি ক্রম লিখিত আছে।

পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতং।

* * * * * * * * * *

অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ ॥
অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্ম্যাদিষু চতুর্ষপি।

৩ ৪ ১ ২
(তদা) দুহিতৄণাং প্রসূতা চেচ্ছেষেষু পিতৃগামিতং ॥

• যাজ্ঞবলক্য সংহিতার এই মূল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে "ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহের অন্যতম বিধানানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী, দুহিতা দৌহিত্র পুত্র অথবা পৌত্র না রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্ত্রীধনে প্রথমতঃ ভর্ত্তার অধিকার হয়; তদভাবে ভর্ত্তার সপিণ্ডগণের অধিকার হয়। আসুরাদি চতুর্ব্বিধ বিবাহ বিধির অন্যতম বিধানানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী ঐরূপ সন্তান না রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্ত্রীধনে তাহার মাতার তদভাবে পিতার তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্ন ব্যক্তিগণের অধিকার হয়। স্ত্রী যে বিধানে বিবাহিতা হউক সন্তান থাকিলে প্রথমতঃ দুহিতাগণের অধিকার হয়; এই শ্লোকে দুহিতৃ শব্দে দৌহিত্রী বুঝায়; সাক্ষাৎ দুহিতার অধিকার

মাতুর্দুহিতরঃ শেষ মৃণাত্তাভ্য ঋতেম্বয়ঃ।

এইবচনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব মাতার স্ত্রীধনে প্রথমতঃ দুহিতার অধিকার হয়; দুহিতৃগণের মধ্যে প্রথমতঃ অবিবাহিতার অধিকার হয়; তদভাবে বিবাহিতার হয়; বিবাহিতা দুহিতৃগণের মধ্যে।

স্ত্রীধনং দুহিতৄণামপ্রত্তাণামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ।

এই গৌতম স্মৃতি অনুসারে প্রথমতঃ অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ধন সন্তান হীনা তদভাবে ধন সন্তানবতী অধিকারিণী হয়; শুল্ক ব্যতিরিক্ত অন্য তাবৎ প্রকার স্ত্রীধনে এইরূপ অধিকার হয়। ভগিনী শুল্কে সোদর ভ্রাতার অধিকার হয়।

ভগিনী শুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ। গৌতমঃ।

সর্ব্বপ্রকার দুহিতার অভাবে স্ত্রীধনে দৌহিত্রীর অধিকার

হয়। ভিন্ন মাতৃক দৌহিত্রীগণের বিষম সংখ্যা হইলে মাতৃতঃ ভাগ কল্পনা হয়; অর্থাৎ দৌহিত্রীগণের মাতা সকলে জীবিত থাকিলে যেরূপ অংশ প্রাপ্ত হইত দৌহিত্রীগণ সেই রূপ অংশ প্রাপ্ত হয়।

পিতৃ মাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষঃ।—গৌতমঃ।

দুহিতা এবং দৌহিত্রী যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্রীকে কিঞ্চিৎ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাস্তাসাংস্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যাধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতি পূর্ব্বকং।—মনুঃ।

দুহিতা দৌহিত্রী না থাকিলে দৌহিত্র স্ত্রীধনের অধিকারী হয়।

মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ।—নারদঃ।

দৌহিত্রাভাবে মাতার স্ত্রীধনে পুর্ব্বোক্ত।

মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাত্তাভ্যো ঋতেন্বয়ঃ।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

এই বচনানুসারে পুত্রগণের অধিকার হয়; মনুস্মৃতিতে দুহিতা এবং পুত্রগণের মাতার স্ত্রীধনে অধিকার হয় উক্ত আছে।

জনন্যাং স স্থিতায়াস্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্মাতৃকং রিকৃথং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ।—মনুঃ।

উক্ত মনুবচনের এইরূপ অর্থ করা উচিত যে মাতৃক রিকৃথ সহোদরগণ সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে; আর সহোদরা ভগিনীগণ সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে। উক্ত বচনের এইরূপ অর্থ নহে যে ভ্রাতা ভগিনী সকলে সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে। সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রীধনে জ্যেষ্ঠার বিভাগ হয় না।

পুত্রাভাবে পৌত্রগণ পিতামহীর স্ত্রীধনে অধিকারী হয়। "পুত্র পৌত্রৈ ঋণং দেয়ং" এইস্মৃতি অনুসারে পৌত্র পিতা

মহীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; যে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য সে অবশ্য রিকৃথ পায়।

রিকৃথভাজ ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ।—গৌতমঃ।

এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধনে প্রথমতঃ

The order of succession in respect of Stri dhan according to Mitakshera

১। অবিবাহিতা কন্যার অধিকার হয়।
২। তদভাবে বিবাহিতা অপ্রতিষ্ঠিতা কন্যার। ...
৩। তদভাবে বিবাহিতা প্রতিষ্ঠিতা। ... ...
৪। তদভাবে দৌহিত্রীর অধিকার হয়। ... ...
৫। ... ... পুত্রের ... ...
৬। ... ... পৌত্রের অধিকার হয়। ...

৭। তদভাবে বিবাহ ভেদে পতি অথবা পিতা এবং তৎ সপিণ্ডের অধিকার হয়। অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে মিতাক্ষরামতে ধন সন্তান হীনা। ধনশালিনী কন্যা যদি সন্তান হীনা হয়, এবং ধন হীনা কন্যা যদি সন্তান বতী হয় তাহা হইলে কাহার অধিকার পূর্ব্বে হইবে মিতাক্ষরাকার স্পষ্ট বলেন নাই। কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে বারাণসীর মতে নির্ধন কন্যার পূর্ব্বাধিকার হয়। (বিনোদ কুঙার বঃ প্রধান গোপাল সাহু 2 W. R. 176) কন্যাদিগের তুল্যাবস্থা হইলে যে কন্যা সন্তান হীনা তাহার পূর্ব্বাধিকার হওয়া সম্ভব; কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

আলাহাবাদের হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে কন্যা দুশ্চরিত্রা হইলেও স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইতে পারে (গঙ্গা যতি বঃ ঘাসিতা I. L. R. 1 All 46.)

জন্মান্ধতা প্রভৃতি দোষ স্ত্রীধনাধিকারে প্রতিবন্ধক হয় কি না তৎসম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। ক্লীবোহথ পতিত স্তজ্জ ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাস্থলে মিতাক্ষরাকার বলি-

য়াছেন যে পতিতাদি শব্দের পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত; সুতরাং পত্নী দুহিতা মাতা প্রভৃতি এরূপ দোষ যুক্ত হইলে পুংধনাধিকার হয় না। স্ত্রীধন অধিকার সম্বন্ধে যদিও কোন নিষ্পত্তি হয় নাই কিন্তু "ক্লীবোঽথ পতিত স্তজ্জ" এই বচন স্ত্রীধনাধিকারি সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না এমত বলা যায় না।

Adopted son's right of inheritance in respect of Stridhan.

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দৌহিত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি স্ত্রী ধনে অধিকারী হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীর নিজের দত্তক পুত্র অথবা তাহার কন্যার দত্তকপুত্র বা পৌত্র অধিকারী হইতে পারে কিনা তাহা কোথা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। পুত্র শব্দে ঔরস দত্তক উভয় বিধ পুত্র বুঝায়; সুতরাং পুত্রের অধিকার স্বীকার করিলে বিশেষ যদি কোন নিষেধ না থাকে তাহা হইলে দত্তক ঔরস উভয় বিধ পুত্রের অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে পতির অনুমতি ব্যতিরেকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেনা। যদি দত্তকপুত্র স্ত্রীধনের অধিকারী হইত তাহা হইলে পতির অনুমতি ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ এক কালীন অসিদ্ধ হইত না। আবার এমত বলা যাইতে পারে যে পত্নী বর্ত্তমানে পতি দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক বিষয়ক গ্রন্থ সমুদয়ের মতে যখন পত্নী সেই দত্তকের মাতা গণ্য হয় তখন দত্তক পুত্র স্ত্রীধনে অধিকারী না হওয়ার কোন কারণ নাই। বোম্বাই হাইকোর্টের মতে দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর উত্তরাধিকারী হয় না। (2 Bombay S. A. R. 178)

কলিকাতার হাইকোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর স্ত্রীধনে অধিকারী হয় (তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বঃ দিননাথ বন্দোপাধ্যায় 3 W. R. 49)

অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মাদি চতুর্ব্বিধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতার স্ত্রীধনে

সন্তানাভাবে পতি এবং পতির সপিণ্ডের অধিকার হয়; আসুরাদি চতুর্বিধ পদ্ধতিতে বিবাহিতার স্ত্রীধনে মাতা পিতা এবং পিতার প্রত্যাসন্ন ব্যক্তি গণের অধিকার হয়। পরন্তু মিতাক্ষরাকার অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার ক্রম সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। সুতরাং বারাণসী প্রদেশের মতে অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার ক্রম নিরূপন সুসাধ্য নহে। যেস্থলে মিতাক্ষরাকার স্পষ্টাভিধানে কিছু বলেন নাই সেই স্থলে বীরমিত্রোদয়ের মত আদরণীয় বটে; কিন্তু অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার সম্বন্ধে বীরমিত্রোদয় যেরূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা মিতাক্ষরার অভিপ্রায়ের বিপরীত; সুতরাং এই সম্বন্ধে বীরমিত্রোদয়ের মত অবলম্বন করা যায় না। কমলাকরের মতে ভর্তৃধনে ভর্ত্তৃ সপিণ্ডগণ যেরূপ ক্রমানুসারে অধিকারী হয় অপ্রজা স্ত্রীধন সম্বন্ধে ভর্ত্তৃ সপিণ্ডগণ সেই রূপ ক্রমানুসারে অধিকারী হইতে পারে। বারাণসী প্রদেশে কমলাকরের এইমত আদরণীয় হওয়া সম্ভব; কিন্তু যতদিন এই সম্বন্ধে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কোন নিষ্পত্তি না হয় ততদিন বারাণসী প্রদেশে অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকারিক্রম অবধারণ করা যাইতে পারে না। ভগিনী ধনে সোদর ভ্রাতার অধিকার হয় তাহা উক্ত হইয়াছে।

The heirs to the Stridhan of a female dying without issue.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিথিলা প্রদেশের মতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রম।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে

স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তাচেৎ সমূঢ়া তু স লভেত্মাতৃকং ধনং॥

এই বৃহস্পতি বচনানুসারে তাবৎ অযৌতক ধনে পুত্র এবং অনূঢ়া কন্যার যুগপৎ অধিকার হয়।

"জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন মাতৃকং রিক্‌থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥"

এই মনুবচনের বিজ্ঞানেশ্বর যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র সেই ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া ভ্রাতা ভগিনীর যুগপৎ অধিকার স্বীকার করেন; তবে বৃহস্পতিবচনের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্য বলেন যে মনুবচনে ভগিনী শব্দে অনূঢ়া ভগিনী বুঝিতে হইবে।

কেবল দুহিতার অধিকার জ্ঞাপক যে সমস্ত বচন আছে সেই সমস্ত বাচস্পতি মিশ্রের মতে যৌতক ধনবিষয়ক

দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতার স্ত্রীধনে স্বামীর অধিকার হয়; আসুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার স্ত্রীধনে মাতা পিতার অধিকার হয়

মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র মাতার স্ত্রীধনে অধিকারী হয় (The Collecter of Tirkoot. V. Haro Prasad 7 W. R. 500; মুসাম্মত সিবু বঃ জগন সিংহ 8 W. R. 155)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দায়ভাগ মতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রম।

The separate property of a female dying before marriage.

দায়ভাগ মতে স্ত্রীধনে প্রকারভেদে চতুর্ব্বিধ অধিকারি ক্রম হয়।

১। কুমারী ধন।

কুমারীধনে প্রথমে সোদর ভ্রাতা অধিকারী তদভাবে মাতা তদভাবে পিতা। কুমারী অবস্থায় ধন লাভ করিয়া বিবাহের পরে মৃত্যু হইলে অযৌতক ধনের ন্যায় অধিকার ক্রম হয়।

"অপ্রজস্তু মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ং।
তদভাবে ভবে মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥ নারদঃ।

বরদত্ত ধনে বর অধিকারী হয়।

"স্বঞ্চশুল্কংবরো গৃহ্নীয়াৎ" পৈঠিনসি।"
"অথাগচ্ছেৎ সমূঢ়ায়াং দত্তং পূর্ব্ববরোহরেৎ॥"
"মৃতায়াং পুনরন্নদত্তাৎ পরিশোধ্যো ভয়ব্যয়ং।" নারদঃ।

২। যৌতক ধন।

The order of succession in respect of Jautuka Stridhan.

যৌতক ধনে প্রথমতঃ কুমারীর অধিকার হয়; তদভাবে "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতম স্মৃতি অনুসারে অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ বাগ্‌দত্তার অধিকার হয়। মিতাক্ষরামতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে অনপত্যা নির্ধনা বুঝায়; কিন্তু দায়ভাগের মতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে বাগ্‌দত্তা বুঝায়। বাগ্‌দত্তাভাবে সমূঢ়ার অর্থাৎ পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রার অধিকার হয়; পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রাভাবে যৌতক ধনে বন্ধ্যা বিধবার অধিকার হয়। কুমারী অথবা বাগ্‌দত্তা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইয়া বিবাহের পর অপুত্রক লোকান্তর হইলে তর্কালঙ্কারের মতে সেইধনে তাহাদিগের ভর্ত্তার অধিকার হয় না; এতদবস্থায় তর্কালঙ্কারের মতে পূর্ব্বাধিকারিণীর যে নিকট উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকে সে সেইধন প্রাপ্ত হয়। যেমন পিতৃধনে কন্যার অধিকার হইলে কন্যার স্ত্রীধন গণ্য হয় না। সেইরূপ মাতার স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য হয় না। সর্ব্বপ্রকার দুহিতার অভাবে পুত্র অধিকারী হয়; "মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাত্তাভ্য ঋতেন্বয়ঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অন্বয় শব্দে দায়ভাগের মতে পুত্র বুঝায়; দুহিতার অন্বয় দৌহিত্র বুঝায় না। পুত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার হয়;

তদভাবে পৌত্র তদভাবে প্রপৌত্র তদভাবে সপত্নীপুত্র তদভাবে সপত্নীপৌত্র তদভাবে সপত্নী প্রপৌত্র অধিকারী হয়।

দায়ভাগের মতে সপত্নী পুত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার হয়; কিন্তু তাহা হইলে সপত্নী পৌত্রের এবং সপত্নী প্রপৌত্রের অন্তর্নিবেশ করা কঠিন হয়; এবং ঐ সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার যেরূপ ক্রম অবধারিত করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশে আদৃত হইয়াছে।

সপত্নী প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ গান্ধর্ব প্রাজাপত্য এই পঞ্চবিধ বিবাহ কাল লব্ধ যৌতক ধনে ভর্ত্তা ভ্রাতা মাতা পিতার যথাক্রমে অধিকার হয়। অযৌতক ধনে বিশেষ ২ বচনের দ্বারা ভ্রাতা মাতা পিতা ভর্ত্তার যথাক্রমে অধিকার পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে; ব্রাহ্মাদি বিবাহ লব্ধ যৌতক ধনে প্রথম ভর্ত্তার অধিকার হয়; এই নিমিত্ত ভর্ত্তা ভ্রাতা মাতা পিতার যথাক্রমে উক্ত ধনে অধিকার হয়।

ব্রাহ্ম দৈবার্ষ গান্ধর্ব প্রাজাপত্যেষু যদ্ধনং।
অতীতায়ামপ্রজায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে॥ মনুঃ।

সপত্নী প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পৈশাচ রাক্ষস আসুরাখ্য বিবাহত্রিক লব্ধ যৌতক ধনে মাতা পিতা ভ্রাতা ও ভর্ত্তার যথাক্রমে অধিকার হয়। অযৌতক ধনে বিশেষ বচনের দ্বারা ভ্রাতা মাতা পিতা ভর্ত্তার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং আসুরাদি বিবাহ লব্ধ স্থলে মাতা পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তার যথাক্রমে অনুক্ত বচন অনুসারে অধিকার হয়

যত্ত্বস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়া মতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে। মনুঃ।

এতৎ পর্য্যন্তাভাবে যৌতক অযৌতক ভেদে অধিকারি ক্রম ভেদ নাই।

৩। পিতৃদত্ত।

The heirs to property given by father at any time.

বিবাহ কালে তৎপূর্ব্বে বা পরে পিতৃদত্ত ধনে, যৌতক ধনের ন্যায়, প্রথম কেবল অনূঢ়া কন্যার অধিকার হয়; তৎপরে পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রার অধিকার হয়; তদভাবে বন্ধ্যা বিধবার অধিকার; তদভাবে পুত্র প্রভৃতির অধিকার হয়। দায়ক্রমসংগ্রহ ২ অ ৫ প

"স্ত্রীয়াস্তু যদ্ভবেৎ বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তৎ হরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ॥"—মনু।

এই বচন অনুসারে পিতৃদত্ত ধনে প্রথম কন্যার অধিকার হয়; এই বচন কেবল যৌতক ধন বিষয়ক হইলে অনর্থক হয়; সুতরাং সকল প্রকার পিতৃদত্ত ধনে প্রথম যৌতক ধনের ন্যায় অধিকার হইয়া থাকে জীমুতবাহন এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। যৌতকধনে প্রথমতঃ কেবল কন্যার অধিকার হয়; পিতৃদত্ত অযৌতক ধনে যৌতকের ন্যায় প্রথম কন্যার অধিকার হয়; তৎপরে অন্য অযৌতক ধনের ন্যায় ব্যবস্থা হয় জীমুত বাহন এবং তর্কালঙ্কারের মতে উক্ত বচনে ব্রাহ্মণী শব্দ অনুবাদ

জীমুতবাহন বলেন যে ব্রাহ্মণী শব্দ বচনে থাকায় উক্ত শব্দের সার্থকতা দেখাইবার জন্য এমত বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণী সপত্নী দুহিতা অধিকারিণী হয়। দায়ভাগ- ৪অ ২ প ১৬।

The heirs to Ajautaka Stridhan.

৪। বন্ধুদত্ত শুল্ক অন্বাধেয়ক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অযৌতক স্ত্রীধনাধিকার ক্রম

দায়ভাগের মতে সর্ব্বপ্রকার অযৌতক স্ত্রীধনে
"জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরণ মাতৃকং ঋক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥" এইমনুবচন

"স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তাচেৎ সমূঢ়া তু লভেন্মাতৃকং ধনং।" এইবৃহস্পতি বচন এবং

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াং।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা"

এই দেবল বচনঅনুসারে পুত্র এবং কন্যার যুগপৎ অধিকার হয়। দায়ক্রম সংগ্রহের মতে অযৌতক স্ত্রীধনাধিকার ক্রম নিম্নে লিখিত হইল।

১। পুত্র এবং অনূঢ়া কন্যার যুগপৎ অধিকার

২। পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা

৩। পৌত্র { পুত্রের দ্বারা পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রার বাধ হয়; এই নিমিত্ত পৌত্রের দ্বারা দৌহিত্রের বাধ হয়।

৪। প্রপৌত্র

৫। দৌহিত্র

৬। সপত্নী পুত্র, সপত্নী পৌত্র, সপত্নী প্রপৌত্র

৭। বন্ধ্যা বিধবা।

বন্ধ্যা বিধবা পর্য্যান্তভাবে তর্কালঙ্কারের মতে যৌতক ধনের ন্যায় অযৌতক ধনের অধিকার হয়। ব্রাহ্ম দৈব আর্য গান্ধর্ব্ব প্রজাপত্যএই পঞ্চবিধ প্রকারের মধ্যে যেকোন পদ্ধতিতে বিবাহিতার অযৌতক স্ত্রীধনে ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা, পিতার অধিকার হয়; আসুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অযৌতক স্ত্রীধনে মাতা পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তার উত্তরাধিকার হয়।

জীমূতবাহন এইরূপ বিবাহ ভেদে অযৌতক ধনে অধিকারি ভেদ হয় এমত স্পষ্ট বলেন নাই। জীমূতবাহন বলেন যে নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে বন্ধু দত্ত শুল্ক এবং

অন্বাধেয়ক এই ত্রিবিধ স্ত্রীধনে অর্থাৎ অযৌতক স্ত্রীধনে সন্তান না থাকিলে বান্ধবের অধিকার হয়।

বন্ধু দত্তং তথাশুল্ক মন্বাধেয়কমেবচ।
অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ ॥

বন্ধুদত্ত শব্দে দায়ভাগের মতে বিবাহের পূর্ব্বে পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় তাহা বুঝায়। অনুক্ত কাত্যায়ন বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া অবধারিত হয় যে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বন্ধু শব্দে পিতামাতা বুঝায়।

পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনং।
অপ্রজায়মতীতায়াং ভ্রাতৃগামিতু সর্ব্বদা।—কাত্যায়নঃ

কাত্যায়ন বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া ইহাও স্থির হয় যে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বান্ধব শব্দে ভ্রাতা বুঝায়। ফলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নীয় উক্ত বচনদ্বয় একবাক্য করিয়া জীমূতবাহন মীমাংসা করিয়াছেন যে মাতাপিতার দত্তধনে ভ্রাতার অধিকার হয়।

জীমূতবাহন বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বন্ধুদত্ত শব্দে বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ কন্যা দশায় পিতৃ মাতৃ দত্তধন বুঝায়। বিবাহের পরে যাহা পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা অন্বাধেয়কের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং কেবল বিবাহের পরে যাহা পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় তাহার অধিকারী ভ্রাতা হইয়া থাকে এইমাত্র বলা ঋষির অভিপ্রায় হইলে বন্ধুদত্ত স্বতন্ত্র রূপে বলিবার আবশ্যক হইতনা। বিবাহ কালে পিতামাতা কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় তাহা যৌতক গণ্য হয়; যৌতকধনে বিবাহ ভেদে ভর্ত্তা অথবা মাতার প্রথম অধিকার হয়; ফলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বন্ধুদত্ত শব্দের দ্বারা বিবাহ কালীন অথবা বিবাহের পরকালীন দত্ত বুঝাইতে পারে না; অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত

শব্দের দ্বারা বিবাহের পুর্ব্বে কন্যাদশায় পিতামাতা কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় কেবল তাহা বুঝায়। যাজ্ঞবল্ক্য বচনে শুল্ক শব্দে আসুরাদি বিবাহে বর কর্ত্তৃক যে মুল্য প্রদত্ত হয় তাহা বুঝায় না। জীমূতবাহনের মতে

"গৃহোপস্কর বাহ্যানাং দোহ্যাভরণ কর্ম্মিণাং।
মূল্যং লব্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং॥"
"যদ্দানেতুং ভর্ত্তৃগৃহে শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং।"

অর্থাৎ শিল্পি দিগের স্ত্রী ভর্ত্তাকে স্বকার্য্যে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত যে উৎকোচ লাভ করে অথবা ভর্ত্তৃগৃহে গমনার্থ প্রলোভন জন্য যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শুল্ক।

অন্বাধেয় শব্দের অর্থ কাত্যায়ন বচনে প্রকাশ আছে।

বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া।
অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধুকুলাত্তথা॥

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে বিবাহের পুর্ব্বে কন্যা দশায় পিতামাতা কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় এবং অন্বাধেয় ও শুল্ক এই ত্রিবিধ স্ত্রীধনে অর্থাৎ অযৌতক স্ত্রীধনে সন্তান না থাকিলে প্রথম ভ্রাতার অধিকার হয়; এবং "ভগিনী শুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ" এই গৌতম বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া জীমূতবাহন বলেন যে ভ্রাতার অভাবে মাতার তদভাবে পিতার অধিকার হয়; সোদর ভ্রাতা মাতা পিতার অভাবে "বন্ধুদত্তং বন্ধুনামভাবে ভর্ত্তৃগামিতং" এই কাত্যায়ন স্মৃতি অনুসারে উক্ত প্রকার স্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার হয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে কন্যা দশায় অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে পিতার উইল অনুসারে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে দায়ভাগেরমতে ভর্ত্তার পূর্ব্বে মাতা পিতার অধিকার হয়। বিচার পতি শ্রী দ্বারিকানাথ মিত্র বলেন

যে দায়ভাগের মতে বিবাহভেদে অযৌতক ধনে অধিকারি ভেদ হয় না; বস্তুতঃ দায়ভাগের অপ্রজ স্ত্রীধনাধিকার প্রকরণ পাঠ করিলে তাহাই বোধ হয়। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে অযৌতক ধনে বিবাহ ভেদে অধিকারি ভেদ হয়; বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র বলেন যে এই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতানুসারে ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ জীমূতবাহন এবং তর্কালঙ্কারের সম্পূর্ণ ভিন্ন মত নহে। তর্কালঙ্কারের এইরূপ অভিপ্রায় যে কেবল আসুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অযৌতক ধনের অধিকার ক্রম জীমূতবাহন নিরূপন করিয়াছেন; ব্রাহ্মাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অযৌতক স্ত্রীধনে সন্তান না থাকিলে অধিকার ক্রম যখন স্বতন্ত্র রূপে জীমূতবাহন বলেন নাই তখন সন্তানাভাবে যৌতক ধনের ন্যায় অযৌতক ধনের অধিকার ক্রম হয় বলিতে হইবে। এইরূপ মীমাংসা করিলে জীমূতবাহন এবং তর্কালঙ্কারের কোন মত ভেদ লক্ষিত হয় না।

পতি অথবা পতির সম্বন্ধি দত্ত ধনে পতি বর্ত্তমানে ভ্রাতার অধিকার হইলে অত্যন্ত বিসংশিষ্ট দোষ হয়; বোধ হয় সেই বিসংশিষ্ট দোষ পরিহারের জন্য তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে কেবল আসুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অযৌতক স্ত্রীধনে ভ্রাতার পূর্ব্বাধিকার হয়। তর্কালঙ্কারের অভিমতি সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে অযৌতক স্ত্রী ধনে বিবাহ ভেদে অধিকারিভেদ স্বীকার করা জীমূত-বাহনের অভিপ্রেত হইলে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। পরন্তু মীমাংসকগণ সহসা লক্ষণা স্বীকার করেন না; লক্ষণা স্বীকার অপেক্ষা সাংদৃষ্টিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করায় লাঘব হয়। পরন্তু হাই কোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুসারে সর্ব্ব প্রকার

বিবাহে বিবাহিতার অযৌতক স্ত্রীধনে প্রথম ভ্রাতা তদভাবে মাতা তদভাবে পিতা তদভাবে ভর্ত্তার অধিকার হয়। (যদুনাথ সরকার বঃ বসন্তকুমার রায় চৌধুরি 19 W.R-269)

উক্ত নজির অনুসারে পরে আর এক মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে যে বিবাহের পরে স্বামীর পিতৃশ্রাদ্ধের দত্তধনে ভ্রাতা মাতা অথবা পিতা বর্ত্তমান থাকিতে স্বামীর অধিকার হয় না (হরিমোহন সাহা বঃ সনাতন সাহা I. L. R. 1 cal 275)

যৌতকধন ভর্ত্তা ভ্রাতা মাতা পিতা অথবা বিবাহ ভেদে মাতা পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা পর্য্যন্তাভাবে এবং অযৌতক ধনে ভ্রাতা মাতা পিতা ভর্ত্তাভাবে স্ত্রীধনের অধিকার ক্রম জীমূতবাহন নিম্নোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচন অনুসারে নিরূপন করিয়াছেন।

মাতৃষ্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃষ্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজ পত্নীচ মাতৃতুল্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
যদাসাং নৌরসো নস্যাৎ সুতোদৌহিত্র এব বা।
তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্ত্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ ॥

উক্ত বচন অনুসারে ঔরস পুত্র কন্যা দৌহিত্র না থাকিলে স্ত্রীধনে ভগিনী পুত্র প্রভৃতির অধিকার হয় ; উপকার বিবেচনায় জীমূতবাহন ইহাদিগের অধিকারের ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন।

১। দেবর তদভাবে দেবরপুত্র এবং ভ্রাতৃ শ্বশুরপুত্র।
২। ভগিনী পুত্র।
৩। ভর্ত্তৃ ভাগিনেয়।
৪। ভ্রাতৃসুতঃ।
৫। জামাতা।

জামাতা পর্য্যন্তাভাবে শ্বশুর ভ্রাতৃশ্বশুরাদি সপিণ্ডের অধিকার হয়; সপিণ্ডাভাবে সকুল্য সমানোদক অধিকারী হয়।

সম্পূর্ণ।

NOTE 1

Jimutavahana and the Doctrine of Spiritual Benefit.

1 It is generally held as beyond question that the principle of spiritual benefit is the sole foundation of the theory of inheritance propounded in the Daybhaga. Notwithstanding the weight of authority an examination of all that Jimutavahana says on the point may not be altogether fruitless.

2. Before entering into an examination of the principles propounded in the Dayabhaga, it is necessary to say something about the style of Hindu Law books. Any one who goes through a Hindu Law book like the Dayabhaga, with the aid of a commentary, would at once perceive that there is a marked peculiarity in the style of authors like Jimutavahana. Books of law in English are written in the style in which a Judge delivers a judgement; but that is not the style of old Hindu Law books. The Daybhaga and other works of Hindu Law are written not in the style of a judgment but in the style in which an advocate argues a case. Authors, like Jimutavahana, being Pundits, who were more accustomed to learned disputations than to the practical administration of Law, their books are naturally written in the style of argumentative wrangling, for which purpose their books were mainly intended. In this country the Pundits would not adopt the work of any modern author as a text book unless that work is of unquestionable value, for the purpose of silencing an adversary in argument.

3. European scholars complain of "conflicting dicta and jarring deductions" in Hindu Law books; but as a matter of fact Hindu Lawyers are not quite so illogical as they are supposed to be. An advocate arguing a case would give any reason however weak; the propositon which the advocate intends to establish may be unassailable, notwithstanding that some of the reasons put forward may not be tenable.

4. Throughout the Daybhaga the style of Jimutavahana

is first to state the question ; and then stating the adversary's opinion the author proceeds to refute the same. The reason first given or the interpretation given at first is generally open to objection ; the weak point however of the reasoning or the interpretation is nowhere expressly stated. Whenever the author has given a second reason or proposed a different interpretation to that propounded first, the commentator Sreekishen has exposed the apprehended objections which were in the mind of the author.

5. I have already stated that throughout the book the author supposes himself to be arguing in the presence of an adversary ; his object is to disarm his adversary ; and not to furnish him with weapons of attack. The author takes ultimately such a position as to avoid every objection which according to the author it is possible for the adversary to raise ; but the author very seldom explicitly states what those objections are. It is this peculiarity in the style of Hindu Law books that makes them altogether unintelligible without the light of a commentary. It is generally said of Jagannath's work that it is the best law book for counsel and the worst for a Judge. Sir F Macnaghten says of Jagannath that "the frequent occurrence of jarring texts and obscure commentaries forms a great objection to the book as a work of particular reference." As works of reference almost all the Hindu Law books are practically useless ; and the judge or lawyer who would refer to any original work to satisfy himself as to a particular point must be disappointed. The whole work must be studied with the light of a commentary ; and then the reader would find that the work is consistent and logical throughout. In the case of Jagannath the great difficulty to master it arises from the fact that no Pundit of Bengal has thought it worthwhile to write a commentary on it.

6. With these preliminary remarks as to the style of Hin-

du Law books I now proceed to examine the theory of spiritual benefit as propounded in the Dayabhaga. Throughout chapter XI of the Dayabhaga the author has shewn the greatest solicitude to establish the doctrine of spiritual benefit ; this solicitude on the part of the great Hindu Jurist is quite natural. According to the principles recognized by Hindu Jurists, it is only in the last resort that reliance is made upon mere texts; if it is possible to assign a reason for any particular position, the Hindu Jurists would have recourse to reason and would not rely upon the text only. Then again the rule is that if it is possible to lay down a broad general rule embracing or accounting for all possible cases then it is not proper to lay down particular rules unconnected with each other by any mark common to all. The Hindu lawyer takes for granted that for every rule of law there is a text in the Vedas; to postulate the existence of many texts is not proper when by the supposition of a single text it is possible to explain all possible cases. If by taking for granted the existence of a text of the Vedas to the effect that "inheritance is in right of benefits conferred; and the order of succession is regulated by the degree of benefit" it be possible to determine the right of inheritance and order of succession, in harmony with the authoritative texts, then there would remain no objection whatever to accept the theory of spiritual benefit.

7. In chap. XI of the Daybhaga the author has throughout tried to shew that it is possible to account for the right of inheritance as a result arising from the power of the heir to confer spiritual benefit on the deceased, either by Parvana Shrad or in any other manner. The author has shewn that the son, grandson, wife, daughter, daughter's son & who are declared by express texts to be heirs do somehow confer spiritual benefit on the soul of the deceased ; that all the texts which declare their heirship do at the same time declare that they confer some benefit.

8 The essential difference between the Mitakshera and the Daybhaga lies in the definition of the term Sapinda. According to Manu the nearest sapinda is entitled to inheritance; but who are included in the term Sapinda? Viganeshwer says that all those who are connected by blood with the deceased are his sapindas. According to Viganeshwar sapindaship is to be traced from a common ancestor; the descendants of a common ancestor within seven degrees or five degrees are sapindas of each other. But Jimutavahana says that in the chapter on inheritance the word Sapinda has a different meaning; the verse in which Manu says that the nearest sapinda is entitled to the inheritance is immediately preceded by other texts in which Manu says.

ত্রয়াণামুদকংকার্ষং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে ।
চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥

"To three must libations of water be made; to three must oblations of food be presented; the fourth in descent is the giver of these offerings; but the fifth has no concern with them." In another passage Manu has declared that the Sapinda relationship extends to the seventh degree; Jimutavahana therefore says that the sapinda relationship extends to the seventh degree for purposes of mourning; but for inheritance sapindaship extends only to the third degree as declared by the passage quoted above. This opinion is further supported by a passage of Baudhayana. The conclusion ultimately arrived at by Jimutavahana is that in the chapter on inheritance those persons only are Sapindas who are related to the deceased in such manner as to be capable of either giving or receiving Pindas to or from the deceased; and also such persons as give Pindas to persons to whom the deceased was bound to give. The deceased person therefore forms the centre of a circle in which three generations in ascent and descent are included.

According to Mitakshera the common ancestor is the root or source ; and the descendants within seven degrees are sapindas to each other.

9. The definition of Sapindaship given by Jimutavahana is not dependant upon any theory of spiritual benefit ; that definition follows from the very meaning of the word sapinda ; and is supported directly by the text of Baudhyana and indirectly by the text of Manu. Jimutavahana has tried to shew that the definition proposed by him of the word sapinda derives additional support from the theory of spiritual benefit ; but the definition of Sapinda is in no way dependant upon any theory ; it follows from the etymology of the word and the texts of Manu and Baudhyana. If Jimutavhana has referred to the theory of spiritual benefit as an additional ground for accepting his definition of Sapinda it may safely be rejected as a superfluous dictum which is not binding on his followers. We are bound to accept his definition of sapinda ; and to fix the order of succession according to that definition ; but we are not bound to accept every reason put forward by the author.

10. Throughout chap XI. Jimutavahana has evinced the greatest solicitude to establish the doctrine of spiritual benefit ; that is quite natural as I have already shewn. At the end of the Chapter however Jimutavahana has confessed that his doctrine is not free from objection; and if the learned would not accept his doctrine of spiritual benefit, then there is no other alter native than to rely solely upon texts. Jimutavahana says.

অত্রাপ্য পরিতোষো বিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থ।

The passage is thus translated in Colebrooke. "If the learned be yet unsatisfied (with relyling on reason for the ground of the law of inheritance) this doctrine may be derived from express passages of law." Reading however the passage in the original, with the light of Sreekishen's comment, it would appear that there is a slight inaccuracy in Mr Colebrooke's

translation. Mr. Colebrooke translates the word অর্থ in the original as equivalent to the English word, doctrine ; but according to the lexicon of AmarShinha অর্থোহভিধেয় রৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিষু The word অর্থ in the original can in no case be used as equivalent to the English word doctrine. In the passage in question the word অর্থ signifies অভিধেয়, that is purport or substance. The passage as translated by Mr Colebrooke would be without meaning ; if by the word, doctrine is implied the doctrine of spiritual benefit then there is no passage of law which authorises the laying down of such a general proposition. If the theory is not founded on reason but is based upon any text then the very object of the theory is defeated. The object of the theory is to give a rational explanation of the texts declaring the heritable right of the son and other heirs ; but if the theory itself is not founded on reason but upon express passages of law then it would be simply arguing in a circle or what is called by Hindu logicians ইতরেতরাশ্রয়দোষঃ

11. Mr Colebrooke's translation is misleading if not inaccurate. Sreekishen in his commentary with reference to the passage says.

এতাসাং স্মৃতীনাং ন্যায়মূলত্বে, সত্যপি তদ্ভোগ্য পার্ব্বণ পিণ্ড দাতরি তস্য গঙ্গায়া মস্থি প্রক্ষেপ্তু র্গয়ায়াং পিণ্ড দাতুর্ব্বা উদাসীনস্যাধিকারাপত্তিঃ।

"If the passages of law declaring the heritable right of sons & be founded on reason (ie. if the heritable right arises in consequence of the power of conferring spiritual benefit) then notwithstanding the existence of persons capable of performing the Parbana Shrad, he or they ought to inherit who throw the bones of the deceased in the holy waters of the Ganges or perform the Shrad of the deceased in the shrine of Gaya" Hence Sreekishen in commenting on the text of Jimutavahana says.

যত্তোন্যায়মূলত্বেবিদুষাংমসস্তোযোহ ক্তোবাচনিকং এবার্থঃ।

"Since the learned would not accept the position that heritable right depends upon reason, therefore reliance must be made solely on text" The word বিদ্বাং "learned" in the text of Daybhaga is used purposely ; the author means to say that the rational explanation of heritable right, elaborated in the chapter, may satisfy those who are not thoroughly learned in the law ; but to the learned the explanation may not be satisfactory. The author evidently hints that there are insuperable objections to his theory ; he does not state those objections ; but Sree kishen in his commentary refers to the apprehended objections in the clearest manner. In the para immediately preceding that under consideration, Jimutavahana says that "this doctrine (i e the doctrine of spiritual benefit) as illustrated by the author ought to be respected by the wise" Even in this passage the author does not say that the doctrine must be accepted ; and in the next passage the author says that if the learned be yet unsatisfied then reliance must be made on texts. The theory elaborated in the 11th chapter is therefore ultimately abandoned as untenable.

12. Throughout Chapter XI the immediate object of the author was to determine the heritable right and to establish the order of succession in respect of persons dying without leaving male issue. While doing so the author has also tried to establish the theory of spiritual benefit ; and to shew that the heritable right as well as the order of succession are capable of rational explanation on the theory of spiritual benefit. According to the principles of Hindoo Law it would certainly be desireable to give a rational explanation, if such explanation is possible. The author has therefore taken great trouble to establish the theory ; but has ultimately abandoned it as open to exception.

13. It may be said that the author has not abandoned his position ; but has simply stated that the learned may not

adopt his theory. I have already stated in the beginning of this note that there is a peculiarity in the style of the Daya-bhaga and other works on Hindoo Law. The Hindu Law books are written in the style in which an advocate argues a case; and not in the style in which a judge delivers a judgment. The opinion last stated is the one which according to the author is least open to exception. If in the author's opinion it had been possible to refute every objection against the theory then he would not in the end confess his inability to convince the learned; but on the contrary maintained it to the last in his usual dogmatic manner.

14. In order to establish the heritable right of heirs, the author has in every case shewn that the heir confers some benefit on the deceased; and hence it may seem at first, that according to the author, the capacity to confer spiritual benefit is the cause of heritable right. But on going through Chapter XI. it would appear that the author has established the heritable right of all heirs by especial texts; and has then referred to the doctrine of spiritual benefit as an additional reason, thus showing that the author could not rely solely upon the doctrine of spiritual benefit. On carefully considering all that has been said by Jimutavahana it would appear clear that according to him the power of conferring spiritual benefit is not the cause of heritable right. It is difficult to say whether according to Jimuta the order of succession is determinable by the theory of spiritual benefit. In a speculative way Jimutavahana very often says that the power of conferring spiritual benefit determines the order of succession; but the result at which he arrives is inconsistent with his theory. In determining all doubtful questions we are bound by सादृष्टिक न्याय or parity of reasoning to follow his method; but it would be altogether fruitless to adopt his theory in determining the order of succession. Among rival claimants it is simply impossible to say who confers

the greatest benefit For practical purposes the order of succession must be determined by following the method actually adopted by Jimutavahana. If this be done there would be no difficulty whatever in determining the order of succession. In the case of Gobinda Prosad Talookdar .v. Mohesh Chandra it has been held that the great grandson of the grandfather inherits before brother's daughter's son. Pandit Sarvadhikari questions the correctness of this ruling. It is true that there is something to be said on both sides of the question ; but if the brother's daughter's son be a sapinda and therefore admitted as an heir then the order of succession must be fixed in the manner actually adopted by Jimutavahana irrespective of any theory. The order of succession actually adopted by Jimutavahana is that those Sapindas who are descendants of the deceased himself inherit first of all ; then the father, mother and all those Sapindas who are descendants of the father ; and in default of Sapindas who are descendants of the father, the grand father, grand mother and their Sapinda descendants inherit. This is the order of succession actually adopted by Jimutavahana.

15. It cannot be said that the order of succession actually adopted is in accordance with the theory of spiritual benefit. The father's daughter's son inherits before the paterna uncle ; the paternal uncle gives two primary Pindas in which the deceased participates ; whereas the father's daughter's son gives 3 secondary Pindas in which the deceased participates It cannot be said that the 3 secondary Pindas are of greater efficacy than two primary Pindas ; for the brother's grandson who gives only one primary Pinda inherits before fathers daughter's son who gives three secondary Pindas. The correct principle seems to be that proposed by Pandit Sarvadhikari ; the learned Pandit has adhered to the doctrine of spiritual benefit as cause of heritable right ; and so he has felt considerable difficulty in establishing the point. But if

the view which I have taken of the doctrine of Daybhaga be correct, then there would be no difficulty in fixing the order of succession of son's daughter's son and other heirs who are not expressly mentioned in the Daybhaga. That the son's daughter's son & are heirs follows from the text of Manu which declares that the nearest Sapinda inherits. Jimutavahana in one passage says that there is no text declaring the succession of the great grandson ; but his objection is capable of an easy answer as Jimutavahana must have been aware. Katayana says,

অবিভক্তে মৃতে পুত্রে তৎসুতং রিকৃথ ভাগিনং।
কুর্ব্বীত ; জীবনং যেনলব্ধং নৈব পিতামহাৎ॥ (হেতুনা)
(অতঃ) লভেতাংশং স্বপিত্র্যন্তু পিতৃব্যাৎ তস্যবা সুতাৎ।
সএবাংশন্তু সর্ব্বেষাং ভ্রাতৃণাং ন্যায়তোভবেৎ॥
লভেত তৎসুতোবাপি ; নিবৃত্তি পরতো ভবেৎ॥

16. But even if there had been no such express text of Katyana declaring the succession of the great grandson, still the great grandson would inherit as the nearest Sapinda under the oft quoted text of Manu. The object of Jimutavahana is to convince his adversary and make him adopt his theory ; and for this purpose he has given all sorts of reason good bad or indifferent. We are not to accept every thing that he has said in any part of his work ; all that we are bound to accept is the conclusion finally arrived at by him. We are not bound to accept the theory of spiritual benefit, as it has been finally given up by Jimutavahana himself as untenable. In fixing the order of succession the theory of spiritual benefit is sometimes of use ; but not always. As a general rule the order of succession ought to be fixed in the manner actually adopted by Jimutavahana ; ie. the Sapinda descendants of the deceased ought to inherit first ; then the father and mother ; then the Sapinda descendants of the father ; then the grand father and grandmother ; then their Sapinda descendants ; and so on.

NOTE 2

1 It is generally supposed that Jimutavahana maintains the validity of a sale of ancestral property by the father on the principle of factum valet. If however the words in the original be carefully considered then it would appear that there is nothing in them which could be considered equivalent to that doctrine. With regard to the texts, prohibiting the sale of ancestral property, without the consent of sons, Jimutavahana says (according to Mr Colebrooke's translation) that a fact cannot be altered by a hundred texts. But the words in the original are বচন শতেনাপি বস্তুনো অন্যথা কর্ত্তুম্ শক্তেঃ; Mr Colebrooke's translation is literally correct; but it seems to me that it does not convey the true meaning of the text in the original To me it seems that by the words বচনশতেনাপি & Jimutavahana does not lay down any new maxim of Law; what he intends to say is nothing more than a truism viz that the nature of a thing actually existing cannot be affected by a text. It is almost impossible that Jimuta should be so illogical as to get rid of express texts by having recourse to such a subterfuge as the doctrine of factum valet which but for this particular passage of the Dayabhaga must be admitted to be unknown to Hindu Law, except perhaps in matters relating to marriage.

2 By the wordes বচনশতেনাপি & Jimuta does not mean to say that an illegal act like sale without right or অস্বামিক বিক্রয় cannot be declared null and void by the authoritative texts of holy sages; but that a natural right (and acts done in pursuance of a natural right) cannot be affected by any number of texts. This translation of the passage is in accordance with Srikishen's commentary; and though that portion of Raghunandan's commentary which has been quoted in Mr Colebrooke's translation would lend color to the supposition that Jimuta has

recourse to the doctrine of factum valet, yet the whole of Raghu Nandan's commentary, if carefully considered, would not support that view. In the face of the well known rule of interpretation নাস্তি বচনস্যাতি ভারঃ ; 'nothing is too heavy for a text' it would have been rank heresy on the part of Jimutavahana to lay dowo that a sale without right cannot be declared as null and void by texts What Jimuta means to say is that the right of the father in ancestral property is an absolute natural right ; when the father's father died, then by the law of cause and effect the father (and not his son also) acquired the absolute right . How can that right be affected by a text?.

3 According to Jimuta the death of the father and the existence of the son are the two causes which by their joint operation divests the father of his right in favor of the son, at the time of the father's death. Jimuta discards the notion altogether that by birth the son acquires any right in the father's wealth. Jimuta is therefore perfectly at liberty to say that the texts, prohibiting the sale of ancestral property, without the consent of sons, are mere moral precepts. While the father is alive the father is the absolute owner, ; the sons have no right whatever in the fathers wealth while he is living. How can the acts of an absolute owner be declared to be null and void, on the strength of mere texts. According to the principles laid down by Jimuta the father is the absolute owner of ancestral property while he is living ; and if it is admitted that he is the absolute owner for the time being and that his sons have no right whatever in his lifetime, then it must also be admitted that the father has every right to sell or to deal with his property in any manner he likes, without the consent of sons If he could not do that then he could not be considered absolute owner. The prohibitory texts are not legally binding ; but mere moral precepts.

In the case of Mangala Deyi .v. Dina Nath Bosu 4 B. L. R. O. C. p 7 9 Peacock C. J. observed that "in the cases where a

man has no title to convey, or where his right is restricted the rule of factum valet does not apply. That rule will not give a good title to a person to whom another convey more than he has a legal right to convey. If a man's right is not restricted factum valet applies; his act is valid if he has title although he may be guilty of an immoral act in doing what he has a legal right to do; but if his right is restricted, the rule, factum valet does not enable him to go beyond the restriction". If it be conceded that Jimutavahana has relied upon the doctrine of factum valet in order to establish that a sale by the father of ancestral property is valid, even without the consent of sons, the above difficulty arises, which the learned Chief Justice has tried to avoid by laying down that the doctrine applies only when the vendor's right is unrestricted. The fact however appears to me that Jimutavahana does not recognize the doctrine of factum valet at all; by the words বচন শতেনাপি & Jimutavahana has only put into an epigramatic form what must readily be conceded, namely, that a text cannot override reason and nature The word বস্তু in the original is equivalent to the English words matter or thing; and is not equivalent to the word fact in the sense of an event or act. Hindu lawers are realists; according to them "legal right" is a thing which has a real existence. The essential nature of legal right is যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্ব or power of absolute disposal which cannot be affected by a text just as the nature of a ঘট or পট must remain the same notwithstanding any number of texts.

NOTE 3.

It has been finally decided by the High Court of Calcutta and by the Privy Council that a father in Bengal has full testamentary power even in respect of ancestral property; and that by the exercise of such power he can disinherit his sons. The question is now no longer an open one; but the following remarks on the history of the controversy may not be without interest to the student of Hindu Law if not to the practical Lawyer.

2. According to Jimutavahana the father is absolute master of ancestral property so long as he lives; and his sons have no right to prevent him from disposing his ancestral or self acquired property. Jimutavhana justifies the sale of ancestral property by the father, without the consent of his sons, not on the principle of factum valet as has been shewn; but on the ground that the father is the absolute owner so long as he lives; and a sale or gift by the absolute owner cannot be declared invalid or set aside by any number of prohibitory texts. But it is generally supposed that Jimutavahana justifies the sale of ancestral property on the principle of factum valet; and hence it was also concluded that under the Bengal school of Law the father has not only right to sell or convey away by gift any ancestral property during his lifetime; but can also make a bequest of the same, thereby disinheriting his sons.

According to Jimutavahana the father is undoubtedly the absolute master of ancestral property, and can therefore dispose of the same in any manner during his life time; but it is equally clear that just at the moment of his death his ownership is extinguished; and by the operation of the law of cause and effect, sons become the owner of the property. Any disposition by the father, not already effected in his lifetime, but intended to take effect after his death, cannot therfore bind the estate to the prejudice of the interest of the sons. A debt or any promise

of a like nature would be binding because there are special texts ; but the right of the sons in ancestral property after father's death is as much a fact, as right of the father in such property during his life time. If, as Jimuta says, the father's right in ancestral property is a fact which sons cannot interfere with, as they are entitled to do, under texts of Shastras, much less can the right of the son be affected by the expression of any intention of the father which is admittedly in contravention of clear precepts of law. It must be admitted that a father, under the Bengal school of law, can disipherit his sons on any legal ground.

"সর্ব্বে হি ধর্ম্ম যুক্তা ভাগিনো ভ্রব্যমর্হন্তি ।
যত্ত্বধর্ম্মেণ দ্রব্যাণি প্রতিপাদয়তি জ্যেষ্ঠোপি ॥
তমভাগং কুর্ব্বীত ।" Daybhaga chap. V.

The law laid down by Apastamba in the sutra quoted above is cited with approval by Jimutavahana ; it is therefore abundantly clear that under the strict letter of Law not only the father but even the eldest brother can disinherit a member of the family if there be legal grounds There is however no text which goes so far as to support the disinheriting of a son merely at the caprice of the father. The following text of Narada is cited with approval by Jimuta.

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্ত চেতনঃ ।
অযথা শাস্ত্রকারীচ ন বিভাগে পিতাপ্রভুঃ ॥ Daybhaga chap 2 pa 83

The above text has reference to partition ; and Jimutavahana by citing it has shewn that according to him the father's powers are not altogether unlimited, so far at least as partition is concerned. Partition is an act done by the father in his lifetime ; under certain limitations it is irrevocable ; yet a partition capriciously made the father is held illegal.

At the moment of the father's death there would be two conflicting rights in respect of the property left by him 1st the right of the sons which according to Jimutavahana arises by the operation of the law of cause and effect ; and 2nd the right of

the legatee under the will. One or other of these conflicting rights arise, at the moment of the father's death. The question therefore to be solved is which right actually arises or what is the same thing whose right ought to be recognised. The right of the sons is based upon reason and the inevitable operation of the law of nature; while the right of the legatee is based upon an act of the father which is admittedly opposed to express texts. This consideration seems to supply a sufficient বিনিগমনা to lead to the conclusion that the son's right ought to prevail.

Though the question be now no longer an open one yet it is satisfactory to note that some of the greatest authorities in Hindu law including Pundit Shyma Charan, Mr. Colebrooke and Sir W. Macnaghten are not in favour of recognizing an unlimited right in the father in respect of ancestral property. The following quotation from Pundit Shyma Charan Sircar's ব্যবস্থা দর্পণ will shew how the controversy stood at one time.

Babu Shyma Charan after quoting the texts which prohibit the sale of ancestral property, without the consent of sons, proceeds as follows.

"These salutary and prudent precepts have of late been rendered totally inoperative and ineffectual. It was already the Bengal doctrine that a proprietor was at liberty to make a gift or other disposition of his self-acquired or recovered property, real as well as personal; and that he could sell the whole of the immovable and other property, if the family could not otherwise be supported; but that for any other cause he had no power to dispose of the whole of the ancestral real property nor even that moveable property which alone formed the ancestral estate."

"But lately the famous observation of Jimutavahana, which furnished a fine ground to subtle lawyers to baffle the efficacy of the ordinances inculcated by the texts above cited, was taken advantage of and followed by Jagannatha and the rest.

That observation is as follows:—But the texts of Vyasa exhibiting a prohibition, are intended to show a moral offence; since the family is distressed by a sale, gift or other transfer which indicated a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer. So likewise other texts (as this though immovables or bipeds have been acquired by a man himself a gift or sale of them should not be made by him, unless convening all the sons) must be interpreted in the same manner. For here the words 'should be made' must necessarily be understood. Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null; for a fact cannot be altered by a hundred texts".

"It was on the ground and plea of this passage that gift or other disposition of the whole of ancestral property, though illegal and sinful, was declared valid by some Pandits who flourished at the time; and their opinion was followed by the then dispensers of justice, who had no means of acting independntly of the pandits. Thus the doctrine of 'factum valet quod fieri non debuit' was introduced into our country with regard to alienation, by males, of any description of property, whether ancestral or acquired, real or personal; and it has been prevailing since".

Thus it appears that Babu Shyma Charan was decidedly against recognizing any unlimited right in the father in respect of ancestral property. It is true that Jagannath's authority supports the contrary view; but it ought to be borne in mind that he had to give his opinion on the subject, in connection with the Nadiya Raja's case; and it was no easy thing for him to give an opinion unfavourable to the interests of the Raja, for the time being. Jagannath however is not an independent authority; where his opinion is in harmony with the prevailing authorities

his opinion is entitled to respect, as that of a Pundit of whom the country is justly proud. But where his opinion is not in accordance with the Daybhaga it is not entitled to be regarded as authoritative

Among European scholars the authority of Mr. Colebrooke in questions concerning Hindu Law is entitled to the highest respect. Mr. Colebrooke in a letter to Sir Thomas Strange quoted in Strange's Hindu Law Vol II p.p. 423,424 stated that "a Hindu in Bengal may leave by will all his own acquistions; but would be restricted if he have sons from distributing ancestral property according to his mere pleasure" Mr. Colebrooke was therefore clearly opposed to the doctrine according to which the father is now enabled to bequeath even ancestral property to any one, notwithstanding the existence of sons capable of inheriting at the time of his death. In a subsequent letter Mr. Colebrooke "upon reference to adjudged cases and upon consideration of the inferences to be drawn from them and principles held to be have been settled" modified his opinion and declared that a Hindu in Bengal may leave by will his possessions whether inherited or acquired; and the gift or legacy whether to a son or stranger will hold however reprehensible as a breach of an injunction and precept July 22 . 1812 Strange's Hindu Law Vol II. 425.

Mr. Colebrooke modified his opinion on reference to adjudged cases. It is therefore worthwhile to examine some of these cases

Five cases have been cited by Sir William Macnaghten in the first chapter of his book on Hindu law; in the first, second, and third of which the doctrine in question was held and inculcated. The decisions in those cases are the leading ones on the subject in question. They are therefore briefly noticed here with the able remarks thereon by the learned gentleman aforesaid and Sir Thomas Strange. The first case (on record) is that

of Rasick Lal Datta and Hari Lal Datta Versus Choitanya Charan Datta. This case was taken by Sir William Macnaghten from the Elements of Hindu law by Sir Thomas strange, who states that the case was decided about the year 1789; that the testator who was the father of four sons, and possessed of property of both descriptions, ancestral and self-acquired having provided for his eldest son by appointment, and advanced to the three younger sons the means of their establishment, thought proper to leave the whole of what he possessed to his younger sons to the disinherision of the two elder, of whom the second disputed the will; but it was established on reference to the pandits of the Court. Their answers were short; simply affirming the validity of the instrument according to the Shastra. Sir Robert Chambers and Sir William Jones concurred in this determination Strange's Hindu law, Vol. I. P. 262.

With reference to this case Sir Thomas Strange says:—"now the Shastra knows no such instrument as a will. The ground with the pandits probably was (the Bengal maxim) that however inconsistent the act with the ordinary rules of inheritance and the legal pretensions of the parties, being done, its validity was unquestionable." Remark by Sir Thomas Strange, See Elements of Hindu Law Vol. I. P. 262.

The second case is that of Eshan Chandra V. Ishwar Chandra Ray. In the year 1781, Kishen Chand, Zamindar of Nadiya, by a deed of gift, executed shortly before his decease, reciting, that he was infirm and approaching to his end; that his Zamindaree (termed by him, his raj) had never been divided; and that he wished to prevent quarrels respecting it among his sons, after his death; settled his whole Zamindaree with its honors on Sheo Chand, the eldest of his surviving sons, with pecuniary provision for the three younger, and for the adopted children of two other (deceased) sons, payable

out of the proprietary income of the Zamindaree. The eldest son was accordingly put in possession of the estate; and at his demise, was succeeded by Eshor Chand, his son. In August 1789, Eshan Chand, one of the younger sons of Kishen Chand brought his suit in the Zillah Court at Nadiya against his nephew Eshor Chand for a fourth share of the Zamindaree, as one of the sons of Kishen Chand, on the ground that by the Hindu law of inheritance each of the sons was entitled to a portion; that the disposition made by Kishen Chand was not a gift; and at all events that he had not by law power to make one; against which the defendant pleaded his title to the whole estate under the deed in his father's favour and the question in the case (independently of the point as to whether the Zamindaree was or was not subject to division) was whether the Zamindar was legally empowered, or not, to make the gift pleaded by the defendant. Numerous Pandits, of different parts of the country, were consulted; and, according to the majority of their opinions by which whether the Zamindaree had been previously exempt from division or not the gift made by the Zamindar, settling the Zamindaree on the eldest son, with a provision for the younger ones, was declared legal. The Judge of Nadiya maintaining the validity of of the gift, and of the title derived from it, decreed the whole Zamindaree to be the right of the defendant, subject to a pecuniary provision for the plaintiff. And the Sudder Dewany Adawlut in appeal (present C. Stuart, F. Speke, and W. Cowper) affirmed his decree. The opinion delivered by the two distinguished pandits, Jagannath and Kriparam, was founded on the following reasons: 1st, that according to law a present made by father to his son through affection shall not be shared by the brethren: 2nd that what has been acquired by any of the enumerated lawful means, among which inheritance is one, is a fit subject of gift: 3rd that a co-heir may

dispose of his own share of undivided property ; 4th that although a father be forbidden to give away lands , yet , if he nevertheless do so , he merely sins but the gift holds good 5th that Raghunandana , in the Dayatatwa, restricting a father from giving lands to one of his sons , but clothes and ornaments only, is at variance with Jimutavahana whose doctrine he espouses and who only says that a father acts blamably in so doing : 6th that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son. 23rd February 1792 S D R Vol I p p 2,3. With reference to the decision in this case Mr Macnaghten makes the following remarks. "In this case the Pandits are stated to have assigned six reasons for there opinion, not one of which except the last , appears entitled to any weight. The last reason assigned ; namely that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son , is doubtless correct ; and taking Zamindaree in the light of a principality , is applicable , and would alone have sufficed to legalize the transaction. A principality has indeed been enumerated among things not partible. But with respect to the other reasons assigned they may be briefly replied to as follows. To the first, that, "according to law , a present made by a father to his son through affection , shall not be shared by the brethern it may be objected, that this relates to property other than ancestral , over which the father is expressly declared to have control. To the second, "that what has been acquired by any of the enumerated lawful means , among which inheritance is one , is a fit subject of gift" that this supposes an acquisition in which no other person is entitled to participate , and not the case of an ancestral estate , in which the right of the father and son has been declared equal. To the third "That coheir may dispose of his own share of undivided property" that his right to do so is admitted ; but this does not include his right to alienate the shares of others. To the fourth "That although a

father be forbidden to give away lands yet if he nevertheless do so, he merely sins and the gift holds good" that the precept extends only to property over which the father has absolute authority, and cannot affect the text which expressly declares him to have no greater interest than his son in the ancestral property. To the fifth. "That Raghunandana in the Dayatatwa restricting a father from giving lands but clothes and ornaments only is at variance with Jimutavahana who is the leading authority and who only says that a father acts blamably in so doing" that no such variance exists. Mac H L Vol I p 7, 8.

The authority of Sir William Macnaghten is decidedly against recognizing any right in the father to bequeath his property to any person to the exclusion of sons. Some of his reasons and expositions are as follows. "In ancestral real property, the right is always limited, and the sons, grandsons and great grandsons of the occupant, supposing them to be free from those defects mental or corporeal which are held to defeat the right of inheritance, are declared to possess an interest in such property equal to that of the occupant himself : so much so that he is not at liberty to alienate it except under special and urgent circumstances, or to assign a larger share of it to one of his descendants than to another".

With respect to personal property of every description, whether ancestral or acquired, and with respect to real property acquired or recovered by the occupant, he is at liberty to make any alienation or distribution which he may think fit, subject only to spiritual responsibility. The property of the father being thus restricted in respect of ancestral real property and wills and testament being wholly unknown to the Hindu law, it follows for the sake of consistency that a will must be wholly inoperative and that its provisions must be set aside, where they are at variance with law, otherwise a person would be competent to make a disposition to take effect after his

death which he could not have given effect during his lifetime. A will is nothing more or less than a declaration of a man's intention which he wills to be performed after his death; but willing to do that which the law has prohibited, cannot be held to be a legal declaration of a man's intentions. There may be a gift in contemplation of death; but a will, in the sense, in which it is understood in the English law, is wholly unknown to the Hindu system; and such gift can only be held valid under the same circumstances as those under which an ordinary gift would be considered valid. What may not be done inter vivos, may not be done by will. Of this description is the unequal distribution of ancestral real property. Macn. H. L. p, p. 2-4:

Sir William Macnaghten says that the right of the father being restricted in respect of ancestral property and wills and testaments being wholly unknown to Hindu Law, wills must be wholly inoperative; and that their provision must be set aside where at variance with law. The right however of the father in ancestral property is not restricted according to Jimutavhana; it is true that there are some restrictive texts; but reason and nature are more powerful than texts. The father's right to ancestral property is unlimited while he lives; but as soon as he dies the right of the sons arises by the operation of the law of cause and effect. So far as testamentary disposition is concerned Macnaghten's conclusion is sound; but the reason which he gives is not in accordance with the doctrine of the Daybhaga. The fact is that according to Daybhaga a father is absolute owner of ancestral property while he lives; and can sell or convey away by gift such property without the consent of sons. Wills being wholly unknown to Hindu Law there is nothing said expressly in the Daybhaga as to the power of a father to make testamentary disposition of ancestral property. But having regard to the principles laid down in the Daybhaga it seems that a father can make a gift of ancestral

property in his lifetime without the consent of his sons; but he cannot make any testamentary disposition of such property to the detriment of the interest of his sons.

NOTE IV.

Succession to Ajautaka Stridhan.

It has been held by the High Court of Calcutta in the case of Jadu Nath Sircar v. Basanta Coomar Chowdry that "property coming from a father to a daughter, before her marriage, under a testamentary devise" is that kind of Stridhan which is denoted by বন্ধু দত্ত in the text of Jagnyavalka (See Daybhaga Chapter IV. Sec III. v. 10) and by the words পিতৃভ্রাতৃভৈব যদত্তং in the text of Katyana (See Daybhaga Chap IV. Sec II.V. 12). It was also held in that case that on the death of the daughter, after marriage, without issue, the mother and not the husband is the preferential heir to such property. In the subsequent case of Hary Mohan Shah v. Sonatan Shaha (1 Cal 275) it has been held that where property is given to a female after marriage by her husband's father's sister's son her husband cannot succeed before her brother mother or father.

If the Dayabhaga be considered as the sole authority in Bengal then the decision of the High Court in the above cases cannot be called into question. But the followers of the Bengal School generally accept the view of the Dayabhaga taken by Sreekishen in his commentary and in the Krama Sangraha, unless Sreekishen is in direct conflict with the Dayabhaga.

Regarding the point under consideration Sreekrishen cannot be said to be in direct conflict with his master, although it must be admitted that he has introduced a new source of complication into what is complicated enough in the Dayabhaga.

The following extract from the judgment of Mr Justice Mitter will shew in what manner the learned judge attempted to reconcile the conflict between Dayabhaga and Krama Sangraha so far as property given by father (পিতৃদত্ত স্ত্রীধন) is concerned

"Much stress has been laid by the pleader for the appellant on paragraph 3. Section 5. chapter 2 of the Dayacrama Sangraha of Sreekissen Tarkalankar. That paragraph is as follows :

"Next the succession devolves on the barren and widowed daughters ; and in default of all daughters, the son and the rest succeed as in the case of property received at nuptials ;" for a text of Menu declares :—"The wealth of a woman which has been in any manner given to her by her father and mother, let the Brahmani damsel take or let it belong to her offspring."

It has been argued that, in the case of property received at nuptials celebrated in the Brahma from, the husband is entitled to come in immediately after the great grandson of the co-wife in preference to the brother, mother and father ; and as the marriage of the lady to whose property this dispute relates was admittedly celebrated in the Brahma form, the plaintiff as her husband, and not her mother, is the preferential heir under the authority of the paragraph quoted above. This contention, however, does not appear to us to be sound. No doubt, if the paragraph in question had stood alone, there might have been considerable force in the argument that the word "rest" in the phrase "then son and the rest" includes not only all the heirs down to the great grandson of the co-wife, but also the husband, the brother, the mother, and the father who are entittled to come in after such great grandson. But such a construction would be directly contrary to the provisions of the 15th and 16th paragraphs of the 3rd Section of the same chapter, in which it is distinctly laid down that in the case of property given to a woman by her father and mother, the brother is entitled to succeed (without any reference

whatever to the form of marriage) if she die without issue. Those two paragraphs as translated by Mr. Wynch stand as follow :—

Para. 15.—"On failure of her husband, her brother is the next successor, according to the text of Yâjnavâlkyâ. 'That which was given to her by her kindred, as well as her fee or gratuity and anything bestowed after marriage, her kinsmen take if she die without issue.

Para. 16.—"The term kindred means her father and mother; and consequently by the term kinsmen her brothers are signified. The same is declared by Catyayana, who says : 'Immoveable property which has been given by parents to their daughters goes always to her brother if she die without issue.' Here, since the terms immoveable property are used other property is of course intended by the argument drawn from the loaf and staff. Thus it is stated in the Dayabhaga. By the use of the term always, it appears that the eight forms of marriage, namely, Brahma and the rest are included."

It should be borne in mind that the original work is not divided into Chapters, Sections and paragraphs, and that there are two errors of printing in paragraph 15 as quoted above.

In the first place, there should be a full stop after the word "successor," and in the next place the words "according to the text of Yajnavalkya" ought to be read as commencing a new sentence, having no connection whatever with the first portion of that paragraph (down to the word successor) which relates to property received by a woman at her nuptials.

These two paragraphs, therefore, clearly show that there is no conflict between the Dayacrama Sangraha and the Dayabhaga in regard to the brother's right to succeed to property given to a woman by her parents, if she die without issue. On the contrary, the author of Dayacrama Sangraha

expressly adopts the view taken by the author of the Dayabhaga, as may be seen from the words—"Thus is stated in the Dayabhaga" in paragraph 16. How then are we to reconcile these two paragraphs with paragraph 3, Section 5, Chapter 2. It cannot be said that the author of the Dayacrama Sungraha has been guilty of laying down two contradictory rules in two different parts of the same work; and the only way of escaping from this difficulty is to hold, as we think we are bound to do, that the word "rest" in paragraph 3, Section 5, Chapter 2, includes all the heirs down to the great grandson of the co-wife; but not those who are entitled to come in after such grandson.

The mode in which the learned Judge has attempted to reconcile the apparent conflict is founded entirely upon misconception; and the mistake has arisen only because in deciding the case reference was made only to Mr Wynch's translation. On going through the original it would appear that there can be no full stop after the word successor in para 15 sec III chap II; and the text of Jagnyavalkya is introduced in order to shew that ordinarily the brother is the preferential heir; but so far as Joutuka property given at the time of the five approved forms of marriage is concerned the husband is the preferential heir, according to the text quoted in the preceding para. According to Jimutavahana as well as Sreekrishen the ordinary course of succession to Stridhan is in the order mentioned below

1. Brother
2. Mother
3. Father
4. Husband

But in the case of Jautaka given at the time of any approved form of marriage the husband comes in first according to the text of Manu quoted in para 14 chap II Sec III. of Krama

Sangraha ; so that the order of succession to such property is as follows.

1. Husband.
2. Brother.
3. Mother.
4. Father.

In the same way the mother and father come in first as heir to property given at Asura form of marriage, So that the succession to such property is as follows. (Videpara 19 sec 3)

1. Mother.
2. Father.
3. Brother
4. Husband.

Mr Justice Mitter could not see the connection between the text of Jagnyavalkya and the words preceding it in para I5 of Chapter II. Sec III. Krama Sangraha. The fact is that some very important words in the para immediately preceding are omitted in Mr Wynch's translation ; and it is therefore not easy to see why the text of Jagnyavalkya is introduced in para 15. Mr Justice Mitter supposes that there is a full stop after the word succession ; and that with the text of Jagnyavalka the author commences the discussion of a new topic altogether. Mr. Justice Mitter says that the original is not divided into Chapters and sections; and what he evidently means is that SecIII chap II of Krama Sangraha is not devoted exclusively to the course of succession to Joutuka property. But it ought to be remembered that although the original is not divided into Chapters and Sections yet the author has dealt with the several topics separately Para 2 of Sec 3 and para 1 of Sec IV will shew that the whole of Sec III. is devoted to the course of succession to Joutuka property. I have already explained the purpose for which the text of Jagnyavalka and Katyana are cited in Paras 15 and 16. From the words omitted in the translation it

would appear clear that notwithstanding those texts the husband is the preferential heir so far as Joutuka property, given at the time of an approved form of marriage, is concerned. Such being the case the husband must also be the preferential heir to property given by father before marriage according to Sreekrishen (See Para 3 Sec V Chap II. Krama Sangraha). Looking however to the Dayabhaga alone, without the light of Sreekrishen's commentary, it would appear that the successors to property, given by father before marriage, are the brother the the mother the father and the husband. There is thus an apparent conflict between Sreekrishen and his master; and that conflict cannot be explained away in the manner Mr Justice Mitter has done.

If there be a real conflict then the authority of Dayabhaga must prevail; but it ought to be remembered that in the very few instances in which Sreekrishen has differed from his master, he has expressly stated that he has done so; and in this particular instance he has not even hinted that there is any difference of opinion. The fact is that it is not altogether impossible to explain the conflict referred to above; and if it is possible to reconcile the discrepancy then the view which Sreekrishen takes of the doctrine of the Dayabhaga must be adopted, notwithstanding that he introduces a new source of complication.

According to Sreekrishen the husband is the preferential heir even in respect of Ajautuka property, where such property is given to a woman married in any one of the five approved forms of marriage. Sreekrishen says that the distinction based upon form of marriage must be extended to Ajautuka by parity of reasoning or तुल्ययुक्तिकत्वात्. This at first right seems to be in direct conflict with all that is stated in Sec III. Chap IV. of Dayabhaga. For if the distinction, based upon form of marriage, is to be extended to

Ajautuka, then there is no reason whatever for rejecting Vigyaneshwar's interpretation of Jagnyvalkya's text as Jimutavahana has done in Para 4 Sec III Chap IV. Neither in his commentary nor in the Kramasangraha has Sreekrishen given his reasons for extending to Ajautuka property, the distinction based on form of marriage. To me it seems that Sreekrishen has done so in order to avoid that বিসংশ্লিষ্ট দোষ which arises unless the distinction in question is recognized, That property given by husband or husbands' father should go to the deceased woman's brother mother or father, even if the husband is living, seems to be exceedingly improper. Accord- to our Shasters and our social custom the acceptance of any gift, however trivial, from a married daughter, is strictly forbidden,

"বিত্তং জামাতরং মত্বে তস্য মন্যুং ন কারয়েৎ।
অপ্রজায়াস্তু কন্যায়াং নাশ্নীয়াত্তস্য বৈ গৃহে॥
আত্মদেয়া বিশেষেণ নৈব ভোজ্যং সদৈবহি।" Aditya Puran

Such being the rule of our Shaster no respectable Hindu partakes of even a drop of water in the house of hr daughter, until at least, the daughter gives birth to a son. From the point of view of an orthodox Hindu nothing could be more improper than that the father should inherit the property of a childless daughter even where the husband is living, It is much to be regretted that Sr..krishen has not given his reasons for extending the distinction, based on the form of marriage, to Ajautuka Stridhan ; but it is very likely that some such consideration as the above influenced him.

On reference to Para 4 Sec III Chap II of Dayabhaga it may appear at first sight that there is no room for admitting the distinction introduced by Sreekrishen, But it may be said that according to the canons of interpretation the figurative

meaning of words can be taken only where they are evidently not used to convey their ordinary meaning ; and that therefore though Jimutavahana has refused to accept Vigyanashwar's interpretation of Jagnyavalkya's text, it does not therefore follow that Jimutavahana has thereby debarred himself from arriving at the same result, in a different way, that is by সাংদৃষ্টিকন্যায় (parity of reasoning)

In some such way, as the above, it is possible to reconcile the discrepancy between Jimuta and his commentator; and if it is possible to reconcile the apparent conflict, then there is no reason whatever for rejecting Sreekrishen's view of the doctrine of Dayabhaga, not only because he is the most authoritative commentator but also because he has reason and equity on his side, regarding the point under consideration.

In Para 3 Sec V Chap II of Mr Wynch's translation it is stated that after the widowed daughter, the son and the rest succeed as in the case of Jautuka Streedhan. In some manuscript copies of Krama Songraha there is Ajautuka for Jautuka. There is a real conflict in this section between Dayabhaga and Krama Sangraha. According to Jimutavahana the unmarried daughter alone comes in first as heir to Ajautuka property given by father; and after the unmarried daughter the son and the rest inherit as in the case of other Ajautuka property. But Sreekishen apparently takes the word কন্যা in the original text to include all daughters married and unmarried. As Sreekishen has extended the distinction, based upon form of marriage, to Ajautuka, the course of succession after widowed daughter and son, to property given by father must be the same whether it is Jautuka or Ajautuka ; and hence in some manuscripts, it is found that the word অযৌতুক is used instead of Jautuka in Para 3 Sec V Chap II of Krama Sangraha.

ha. The fact is that succession to Ajautuka property given by father must be the same, except that the unmarried daughter inherits alone in the first instance according to the text of Manu quoted in the above Para. According to Sreekishen all daughters inherit before son, whether the property given by father is jautuka or Ajautuka. In the case of Jautuka given by father the course of succession must be the same as any other Jautuka; The text of Manu applies only where the property given by father is Ajautuka. In the opinion of the learned Judge, who delivered judgment in the case, under notice, the course of succession to Ajautuka. after the widowed daughter, is the same as in the case of Jautuka, down to cowife's great grand son; but after the cowife's great grand son, the course of succession must be the same as in the case of Ajautuka property. But so far as property given to a woman married in any one of the five approved forms of marriage is concerned the course of succession to Jautuka and Ajautuka is the same according to Sreekishen. It must therefore be admitted that there is an apparent conflict between Jimuta and his commentator; and that conflict cannot be reconciled in the manner indicated in the judgment of the High Court under consideration. If the Dayabhaga be regarded as the sole authority in Bengal then the actual decision in the case, is in accordance with it. But it can not be said to be in accordance with Sreekishen's view of the Dayabhaga.

From Sec III Chapter IV of the Dayabhaga it may be argued that the course of succession to Ajautuka must be the same without any distinction as to marriage. But Sreekishen is evidently of opinion that the course of succession in that section is in respect of Ajautuka given to woman married in the Asura or in the other disapproved forms of marriage.

In the case of Hary Mohun Shaha v. Sonaton Shaha the property was given by the husband's father's sister's son. Regarding such property it has been held that the brother is the preferential heir. As to succession to such property it has been held that their is a conflict between Jimuta and his commentator. But as I have already shewn it is possible as well as desireable, on grounds of equity, that the apparent conflict should be explained away and the view of Sreekishen accepted.